# Massive vote fraud

## Civic poll reduced to a farce

It did not need experts to predict that the CPI-M would sweep last Sunday's polls for the 79 municipalities in West Bengal. It was known that the Opposition would be routed because of sharp divisions and disunity within its ranks. But the Opposition's failure to come together made rigging easier. Then there was the threat held out by Buddhadeb Bhattacharjee that his party, would "most certainly capture" Kolkata and other municipalities in the coming poll — a signal to party cadres to continue their rigging spree and to police and administration to repeat their inactive performance on polling day. Prospect of losing power in a free and fair election had the cadres rigging polls in unit after unit by driving out opposition agents, by beating presiding officers and threatening voters to stay indoors. IAS, IPS and WBCS officers and magistrates colluded with Marxists and looked the other way. Media persons had cameras smashed for not following dictates handed out. Things were made worse by the state election commission, which this time allowed new rigging techniques. For instance the husband of a Marxist candidate was selected as an observer for the elections in Ishapore.

The result is that of the nine municipalities in the Barrackpore belt — the Marxists bagged all the seats in five. There was almost a clean sweep in the rest. This was replicated elsewhere. It was no different in Congress and Trinamul strongholds, though much fewer in number, where rigging styles were followed, like Ranaghat, Nabadwip and Contai. There was no protest from Marxists. Their own dubious record and guilt complex seems to have been responsible. Last Sunday's poll appears to have been crafted as a dress rehearsal for the 19 June, Kolkata and Salt Lake elections.

Failure to form a united front by the Opposition has been responsible for the disaster suffered. For instance Trinamul lost over 30 seats which guarantees inability to form boards in places where it had held power. The question now is whether Mamata Banerjee can give up the obstinate anti-mahajot stance and agree to a post poll mahajot in about a dozen municipalities where board formations are possible. But given her short sighted political agenda and duplicity of many Congress and other Opposition leaders, the prospect seems remote. She and the rest of the Opposition seem ever determined to handover Kolkata and Salt Lake civic bodies to the Marxists on a platter on 19 June poll.

29 MAY 2005 THE STATESMAN

# ভবিতব্য

পশ্চিমবঙ্গের ৭৯টি পুরসভার নির্বাচনের ফল প্রকাশ হওয়ার পর দেখা যাইতেছে, অপ্রত্যাশিত কিছুই ঘটে নাই। যাহা হওয়ার ছিল, তাহাই হইয়াছে। অর্থাৎ সি পি আই এমের নেতৃত্বাধীন বামফ্রন্ট অধিকাংশ পুরসভায় জয়ী হইয়াছে এবং বিরোধীরা অর্থাৎ কংগ্রেস, তৃণমূল কংগ্রেস-বিজেপি জোট আরও কয়েকটি পুরসভা হাতছাড়া করিয়াছে। এই ফলাফল প্রত্যাশিত ছিল এ জন্য নয় যে বাম-পরিচালিত পুরসভাগুলি নাগরিকদের ভাল পুর-পরিষেবা দিয়াছে, অন্যরা দেয় নাই। ভোট পুরসভার হইলেও পুর-পরিষেবার সহিত তাহার কোনও সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করা কঠিন। এ রাজ্যের সর্ব স্তরের নির্বাচনেই ভোটারদের রাজনৈতিক মেরুকরণ এবং রাজনৈতিক দলের সংগঠন ও 'মেশিনারি' নির্ণায়ক হইয়া থাকে। তাহার সহিত প্রায়শ যুক্ত হয় বিরোধী-পরিচালিত পুরসভাগুলির তহবিল আটকাইয়া তাহাদের 'ভাতে-মারা'র কৌশল, যাহাতে উন্নয়ন-বর্জিত পুরবাসীরা মসৃণ উন্নয়নের স্বার্থেই রাজ্যের শাসক গোষ্ঠীর হাতেই পুরসভার পরিচালনভার ন্যস্ত করিতে বাধ্য হন। শাসক বামফ্রন্টের ভাল ফলের মধ্যে অতএব সুশাসনের প্রতিফলন খোঁজা অর্থহীন, ঠিক যেমন বিরোধীদের হতাশাজনক ফলের মধ্যে বিরোধী-পরিচালিত পুরসভাগুলির অপদার্থতার কোনও স্বতঃসিদ্ধ প্রমাণ নাই।

রাজ্যের পুর-অঞ্চলের বাসিন্দারা দেখিয়াছেন, বিরোধীরা সর্ব ক্ষেত্রেই ছত্রভঙ্গ এবং কখনওই শাসক গোষ্ঠীর বিকল্প হইয়া ওঠার যোগ্যতা অর্জনে আগ্রহী নয়। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উন্মার্গগামিতায় এবং সোমেন মিত্রের মতো স্থানীয় নায়কদের বাধায় কংগ্রেসের সহিত তৃণমূল কংগ্রেসের নির্বাচনী জোট সম্ভব না হওয়ায় ভোটের কাটাকুটিতে বামপন্থীদের ওয়াক-ওভার পাওয়া এক রকম নিশ্চিতই ছিল। এই বিরোধী অনৈক্য বামদের সুবিধা করিয়া দিয়াছে। দুই বিরোধী দলই পরস্পরের বিরুদ্ধে 'কে সি পি আই এমের বেশি ঘনিষ্ঠ' এই তরজায় লিপ্ত থাকিলে ফাঁকতালে সি পি আই এমেরই যে পোয়াবারো, এবং তাহার জন্য দুই বিরোধী দলই যে দায়ী, এ কথা বুঝিবার বুদ্ধি নাই। উপরন্তু শতাব্দীপ্রাচীন দল কংগ্রেসের নিজস্ব গোষ্ঠীকলহ (অতীশ সিংহ বনাম অধীর চৌধুরী কিংবা শঙ্কর সিংহ বনাম সোমেন মিত্র) তাহার মুর্শিদাবাদ ও নদিয়া জেলার সাবেক ঘাঁটিতেও পরাভব মানিতে বাধ্য করিয়াছে। সংকেত দেখিয়া অনুমান করা অন্যায় হইবে না যে, তৃণমূল কংগ্রেস নয়, কংগ্রেসই রাজ্যের বিরোধী পক্ষ হইয়া উঠিতেছে। ত্রিস্তর পঞ্চায়েত নির্বাচন, গত লোকসভা নির্বাচন এবং সদ্য-সমাপ্ত পুর নির্বাচনের ফল এই পরিণতিরই ইঙ্গিত দেয়। অথচ বিকল্প হইয়া ওঠার যেটুকু সাধনা একদা তৃণমূল কংগ্রেসের ছিল, কংগ্রেস তো গত তিন দশকে তাহার ধারকাছ দিয়াও যায় নাই। কলিকাতায় দলীয় ভবনে বসিয়া বিবৃতি জারি করা ছাড়া এই গোটা সময়পর্বে মাঠে-ময়দানে, নিগৃহীত জনসাধারণের পাশে কংগ্রেস নেতাদের কদাচিৎ দেখা গিয়াছে। শাসক দলের বিরোধিতার মধ্য দিয়াই তাহার বিকল্প হইয়া উঠিতে হয়, তাহার অনুগ্রহ মারফত নয়।

তৃণমূল কংগ্রেসের সূচনার উদ্দীপনা এখন অতীত। অবনমনের পথে তাহার যাত্রা অপ্রতিরোধ্য। এ জন্য একান্ত ভাবে সেই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ই দায়ী, যিনি একদা একা এই দল গড়িয়াছিলেন। পরিসংখ্যানের খুঁটিনাটি দিয়া কে কোথায় কত ইঞ্চি জমি হারাইয়াছে বা দখল করিয়াছে, তাহার বিশ্লেষণ অর্থহীন। কে 'তরমুজ', কাহারা 'সিপিএমের বি-টিম', সেই কাদা-ছোঁড়ার আত্মঘাতী রাজনীতিও কোনও পুনরুজ্জীবনের সম্ভাবনা আনিতে পারে না। শাসকের বিকল্প হইয়া উঠিতে গেলে শাসকের অপশাসন, দুর্নীতি, স্বজনপোষণ এবং দমননীতি-বিরোধী আন্দোলনের মাধ্যমেই সে চেষ্টা করিতে হয়। শাসক দলের নাম যদি হয় সি পি আই এম, তবে রাজ্যময় বুথ স্তর হইতে মজবুত সংগঠনও গড়িয়া তুলিতে হয়। ভোটগ্রহণের সময় যাহাতে ভোটারদের সন্ত্রস্ত করিয়া তাড়ানো না যায়, প্রতিটি আসনে যাহাতে প্রার্থী দেওয়া যায়, ভোটার তালিকা রচনা বা সংশোধনের সময় যাহাতে সমর্থকদের নাম কাটা না যায়— ইত্যাদি বিষয়ে সতর্ক ও সক্রিয় থাকিতে হয়। গাঁধী-মূর্তির পাদদেশে কিংবা মেট্রো সিনেমার সামনে ধর্নায় বসার সহজ পন্থায় সি পি আই এমের মতো সংগঠিত, পরিকল্পিত, নিয়ন্ত্রিত মেশিনারিকে পর্যুদস্ত করা যায় না। পুরসভার নির্বাচনে আর এক বার তাহা মোক্ষম ভাবে প্রমাণিত হইল।

28 MAY 2005 ANADABAZAR PATRIKA

THE HINDU
7 MAY 2005

# Opposition disarray in West Bengal

## The recent civic polls show it will take a lot more to seriously challenge the Left Front.

Marcus Dam

THE THUMPING victory of the Left Front in Sunday's civic polls in West Bengal reflects a consolidation of its strength in the State's urban constituencies. This can only bolster its prospects in the Assembly elections due next year, given its supremacy in the rural areas.

It has not only won in more than 60 per cent of the wards where elections were held but also wrested control of eight additional boards. It has increased its tally to 49 of the 79 municipalities in the State went to the polls.

The results indicate a substantial erosion in the support base of the Trinamool Congress whose position as the principal Opposition party in the State is now in peril. They also suggest the need for a lot more from the Opposition than a mere cobbling together of a grand anti-Left alliance popularly referred to as *mahajot* if the Left Front is to be seriously challenged.

The Trinamool leadership may have chosen to look the other way as a section of its leaders went into seat adjustments with the Congress in the recent polls. However, it still considers anathema a formal tie-up with a Congress that enjoys the support of the Left at the Centre.

It was the question of a *mahajot* that precipitated a split within the Trinamool, leading to the formation of the United Democratic Alliance (UDA) whose litmus test as an electoral grouping will be the elections to the Kolkata Municipal Corporation on June 19. To suggest that the split did not have a bearing on the outcome of the municipal polls even though the UDA was not in the fray as an entity would be naïve.

For the Congress, infighting has proved costly. Yet for two elections in a row — the earlier being the 2004 Lok Sabha polls — it has managed to emerge as the strongest Opposition party in the State. Its citadel in Malda district where the writ of veteran leader A.B.A. Ghani Khan Chowdhury — a strong proponent of the *mahajot* theory — runs has fallen to the Left Front in the civic polls. Factionalism within the local leadership has also resulted in the Left making significant inroads into Murshidabad district; Defence Minister and Pradesh Congress Committee president Pranab Mukherjee was elected from here in the last Lok Sabha polls.

Despite winning in only three municipalities, Trinamool chief Mamata Banerjee insists her party has done well in areas where it contested on its own. The Congress, in its continuing attempt to woo Trinamool leaders with the purported view of preventing a split in the anti-Left vote in the coming elections, has blamed its reverses on the disunity in the Opposition ranks.

The Left Front leadership cites the civic poll results as evidence of the inadequacy of any such alliance forged with the singular purpose of contesting elections, dismissing such formations as "opportunistic and unprincipled."

# পুর ভোটে ক্ষতি কম কংগ্রেসের

# দক্ষিণবঙ্গেও তৃণমূল জমি হারাল

স্টাফ রিপোর্টার: প্রধান বিরোধী কে? তৃণমূল? নাকি কংগ্রেস? রাজ্যে পুর নির্বাচনের ফল এই প্রশ্ন তুলে দিল।

সি পি এমের বিরুদ্ধে ভোটে সন্ত্রাস ও রিগিংয়ের অভিযোগ নতুন নয়। কংগ্রেস ভেঙে তৃণমূল গঠনের পরে গত কয়েক বছরে এর ব্যতিক্রমও হয়নি। কিন্তু গত লোকসভা নির্বাচনে তৃণমূল-বি জে পি জোট তাদের দখলে থাকা ন'টি আসন হারানোর পরে এ বার পুর ভোটের ফল ফের প্রমাণ করল, দ্রুত জমি হারাচ্ছেন তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সংখ্যার হিসেবে তাঁদের জোটের আসন কমেছে অন্তত ১৩০টি। আর নির্দলদের হিসেবে ধরলে কংগ্রেসের আসন সেই তুলনায় কমেছে মাত্র ২০টির মতো।

মালদহ, মুর্শিদাবাদের মতো জেলায় কংগ্রেসের ফল খারাপ হলেও সামগ্রিক ভাবে তৃণমূলের শক্ত ঘাঁটি দক্ষিণবঙ্গে কংগ্রেসের ফল গত বারের তুলনায় খারাপ নয়, বরং কিছু ক্ষেত্রে ভাল। সামগ্রিক ভাবে আরও একটি বিষয় লক্ষণীয়। তৃণমূলের আসন কমলেও কংগ্রেসের আসন বাড়েনি। অর্থাৎ তৃণমূলের ভোট ভেঙে কংগ্রেসের দিকে সে-ভাবে যায়নি।

প্রশ্ন হচ্ছে, কেন?

মমতার উগ্র সি পি এম-বিরোধিতায় ভাটা পড়েনি। এখনও তিনি অন্যতম বাম-বিরোধী নেত্রী। কংগ্রেসের বিরুদ্ধে মমতার যে-অভিযোগ (সি পি এমের-বি টিম) আছে, দিল্লিতে ইউ পি এ সরকার গঠনের পরে তা আরও বেশি করে চোখে পড়ছে। কলকাতার পাশের জেলা শহরগুলিতে ভোটারদের শ্রেণি-চরিত্রের হঠাৎ কোনও পরিবর্তন হয়নি। রাস্তা চওড়া বা উড়ালপুলের মতো কিছু উন্নয়নমূলক কাজ হলেও শহরাঞ্চলে বেকারদের নতুন করে করে চাকরির সুযোগ করে দিয়েছে বামফ্রন্ট সরকার, তেমনও নয়। তবু ভোটের ফলে দেখা যাচ্ছে, 'সি পি এমের সন্ত্রাস' সত্ত্বেও কংগ্রেসের আসন যতটা কমেছে, তার থেকে অনেক বেশি কমেছে তৃণমূলের আসন। বহু পুরসভাতেই ২০০০ সালের তুলনায় কংগ্রেস তৃণমূলের থেকে বেশি আসন পেয়েছে।

তৃণমূলের এই খারাপ ফলের কারণ একাধিক। প্রথমত, দুর্বল সংগঠন, যা ক্রমেই দুর্বল হচ্ছে। সুব্রত মুখোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে উন্নয়ন মঞ্চ গঠনের পরে কিছু বিধায়কের দলত্যাগ, যা আরও দুর্বল করেছে। টাকার জোগান নেই। ফলে নির্বাচনী প্রচার, এমনকী 'ইলেকশন মেশিনারি' সাজানোর ক্ষেত্রেও পিছিয়ে যাচ্ছে তৃণমূল। এ বার মমতা নিজেও বিশেষ প্রচারে যাননি। সর্বোপরি যে-সব জায়গায় তৃণমূলের বোর্ড হয়েছিল, তার অধিকাংশ জায়গাতেই মাঝপথে অনাস্থা-প্রস্তাব আসায় পুর বোর্ড উল্টে যায়। ফলে পুর প্রশাসনে তার প্রভাব পড়ে। উন্নয়নের পাশপাশি পুরবাসী চায় স্থায়িত্ব। ভোটে তার জবাব দিয়েছেন নাগরিকেরা। বারাসত থেকে হুগলি জেলার বিভিন্ন পুরসভায় একই ছবি। এই জোটের ভোট কমার আর একটি কারণ, দুর্বল সংগঠনের মতো বি জে পি-র জনপ্রিয়তাও তলানিতে ঠেকেছে।

জেলা শহরে উন্নয়ন বা কর্মসংস্থানের জোয়ার না-আনলেও বামফ্রন্ট এমন কিছু করেনি, যাতে মানুষ সামগ্রিক ভাবে তাদের বিরুদ্ধে যায়। উল্টে শহরের মানুষের দাবি মেনে প্রাথমিক স্তরে ইংরেজি ফিরিয়ে এনেছে। তথ্যপ্রযুক্তি শিল্পেও জোর দিচ্ছে। পাশাপাশি, রেলমন্ত্রী থাকার সময়টুকু বাদ দিলে পরবর্তী কালে মমতা এমন কিছু করে দেখাতে পারেননি, যার ফলে বাম-বিরোধী ভোটারেরা তাঁর দলকে ভোট দিতে নির্বাচনের দিন দলে দলে রাস্তায় বেরিয়ে আসবেন। যা হয়েছিল ১৯৯৯ সালের লোকসভার ভোটে।

২০০০ সালে কংগ্রেস জিতেছিল ৩৬১টি আসন। এ বার তা কমে হয়েছে ৩১৩। এ ছাড়া কান্দি-মুর্শিদাবাদে জেতা ১৮ জন নির্দলও আছেন। অন্য দিকে, তৃণমূলের আসন ৩১০ থেকে কমে হয়েছে ১৯৬। তৃণমূলের জোটসঙ্গী বি জে পি-র আসন ৩৯ থেকে কমে ১৮ হয়েছে। তৃণমূল জোটের অধিকাংশ আসনই ছিল দক্ষিণবঙ্গে। পুরসভা দখলে থাকলেও তৃণমূলের পরাস্ত হেভিওয়েটদের মধ্যে আছেন

*এর পর নয়ের পাতায়*

# কলকাতায় রিগিং রুখতে মরিয়া মমতা

স্টাফ রিপোর্টার: ৭৯টি পুর ভোটের ফলাফল প্রকাশের ২৪ ঘণ্টা পরে, বৃহস্পতিবার বিকেলে প্রায় রুদ্রমূর্তিতে তপসিয়ার তৃণমূল ভবনে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়েছিলেন তৃণমূল কংগ্রেস নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর অভিযোগ, সাংবাদিকেরা তাঁর বক্তব্য বিকৃত করে লিখছেন। সাংবাদিক বৈঠক শুরুর আগেই তাই তিনি বললেন, "এটা আমার আবেদন, প্রতিবাদ যা-ই বলুন না কেন, আমি বলছি, আমাকে আপনারা ঘৃণা করুন, অবজ্ঞা করুন, বয়কট করুন, যা করুন, দয়া করে আমার বক্তব্য বিকৃত করবেন না।"

তার পরেই ঝাঁঝালো স্বরে তাঁর দাবি, "কোথাও কোথাও বলা হচ্ছে, একক ভাবে আমরা তিনটের বেশি বোর্ড দখল করতে পারছি না। ভুল। একদম ভুল। আমরা কাঁথি, নবদ্বীপে তো একক ভাবে ক্ষমতায় রয়েছি। বারুইপুরেও আমরা সংখ্যাগরিষ্ঠ দল।" তার পরেই সাংবাদিকদের উদ্দেশে তৃণমূল নেত্রীর প্রশ্ন, "কে বলেছে, রঘুনাথপুর, রামজীবনপুরে আমরা মিলিজুলি বোর্ড করছি?"

মমতার দাবি, ইংলিশবাজারে তাঁরাই বোর্ড গড়ছেন। তা ছাড়া বনগাঁ, বসিরহাট, চাঁপদানি, ভদ্রেশ্বর, সিউড়ি, বোলপুর, রামপুরহাট, পুরুলিয়া ও বাদুড়িয়াতেও বোর্ড গড়ার দাবিদার তৃণমূল বলেই জানিয়েছেন মমতা।

## মমতার দাবি

| | |
|---|---|
| আগের বার প্রাপ্ত আসন | ২৩৬ |
| এ বার | ২১০ |

## রাজ্য নির্বাচন কমিশনের হিসাব

| | |
|---|---|
| তৃণমূল গতবার পেয়েছিল | ৩১০ |
| এ বার পেয়েছে | ১৯৬ |
| কংগ্রেস গতবার পেয়েছিল | ৩৬১ |
| এ বার পেয়েছে | ৩১৩* |

*(কান্দি, মুর্শিদাবাদে নির্দল প্রার্থীদের হিসাব না ধরে)

*৭৯টি পুরসভার ফলের ভিত্তিতে*

তবে রাজ্য নির্বাচন কমিশনের দেওয়া ফলাফলের হিসেবে সি পি এম-কে আটকাতে তৃণমূল কংগ্রেস বেশ কয়েকটি জায়গায় কংগ্রেসের সঙ্গে জোট না-বাঁধলে বোর্ড গঠন অসম্ভব। সাংবাদিকেরা তাই তাঁর কাছে এই ব্যাপারে সরাসরি প্রশ্ন করতেই মমতার জবাব, "ফলাফল নোটিফিকেশন হতে হতে আরও দেড় মাস লাগবে। তার পরে বলব। তবে জেনে রাখুন, স্বার্থপরের মতো যারা মহাজোট করেছে, এই নির্বাচনে তারা ধরাশায়ী হয়েছে।"

এই প্রসঙ্গেই মমতা এ দিন ঘোষণা করেন, কলকাতার পুর ভোটে তাঁরা রাস্তায় নেমে সি পি এমের রিগিং, সন্ত্রাস মোকাবিলা করবেন। এক সাংবাদিক দুম করে জানতে চাইলেন, এখন ব্যারাকপুর শিল্পাঞ্চল-সহ ৭৯টি পুরসভা ভোটে ব্যাপক রিগিংয়ের অভিযোগ করছেন, কিন্তু ভোটের সময় আপনার দলের নেতারা কোথায় ছিলেন?

আগুনে ঘি পড়ার মতো জ্বলে উঠলেন তৃণমূল নেত্রী। বললেন, "আপনারা বিষয়টা ব্যক্তিগত স্তরে নিয়ে যাচ্ছেন।" তার পরে মমতা বলেন, "আমরা যথেষ্ট সংযত ছিলাম। প্রধানমন্ত্রী থেকে রাষ্ট্রপতি, নির্বাচন কমিশন— সকলের কাছে আবেদন করেছি। কিন্তু এখন দেখছি, গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা করতে রাস্তায় নেমে আন্দোলন করা ছাড়া আর কোনও পথ নেই।" এর পরেই পাশে বসা পঙ্কজ বন্দ্যোপাধ্যায়কে ডেকে নিয়ে চেয়ার থেকে দ্রুত উঠে পড়লেন তৃণমূল নেত্রী।

সাংবাদিক সম্মেলন শেষ হয়ে গেল।

● ইংরেজবাজারে কংগ্রেস-সি পিএম বোর্ডের চেষ্টা...পৃঃ ৯

ANANDABAZAR PATRIKA

27 MAY 2005

BENGALI GOURMAND

IF YOU SPOT TERMITES, DIAL: 23573344

Get the new new age TERMIN-8 termite treatment. It's odourless and long lasting. What's more, it kills those white beasts.

Godrej HICARE Pest Management Service

• NON-MESSY • NON-SMELLY • FAST • EFFECTIVE

CALL CENTRE TIMINGS: 9AM TO 7PM

# LF juggernaut rolls on

Statesman News Service

KOLKATA, May 25. — The Left Front's winning streak continued in the elections to 79 municipalities improving its previous tally from 41 to 48 and dealing further blows to the Opposition.

The Trinamul Congress, which was decimated in the last Lok Sabha poll, slid further in its status as the main Opposition and the Congress marginally went ahead of the Trinamul.

The Marxists and their allies were clear winners in 48 seats. The Congress could resist the LF onslaught capturing 11 boards, including Kharagpur, Bishnupur, Katwa, Jaynagar and Bolpur. The Trinamul's consolation was its ability to retain Contai and Nabadwip, whereas it had washouts at North Dum Dum, Ashokenagar, Baranagar, Barasat, Dinhata and Bolpur.

Ramjibanpur in West Midnapore set an example for the advocates of the Opposition grand alliance comprising the Trinamul, Congress and the BJP. The three not only accounted for six of the 11 seats there, but also went ahead of the CPI-M which had captured the board for the last five terms.

On the other hand, the CPI-M tasted its sweetest victory in Old Malda where it won seven seats against its previous tally of nil. The Congress failed to open its account whereas it had bagged 11 seats in the last poll.

**POLL TALLY**

| | | |
|---|---|---|
| Municipalities | — | 79 |
| LF | — | 48 |
| Congress | — | 11 |
| Rebel Cong | — | 2 |
| Trinamul | — | 2 |
| GNLF | — | 1 |
| Hung/Tie | — | 15 |

The Trinamul Congress leadership went into a huddle after the drubbing which doesn't augur well for the party for the elections to the all-important Kolkata Municipal Corporation elections.

It offered the usual excuse that the party was no match for the CPI-M's rigging and muscle power, though it won't wash this time around.

Clearly, the internecine conflict in the Trinamul contributed to its further erosion of support base.

The Congress had to pay the price of bitter internal feud in Murshidabad where the LF wrested two boards from the Congress increasing its tally to four.

The Congress suffered in this district because of the strife between the party strongman and MP Mr Adhir Chowdhury and the CLP leader in the Assembly, Mr Atish Sinha. To prove he is the real boss of the district, Mr Chowdhury fielded Independent candidates against the party's official nominees.

He managed to ensure that the Independents capture two boards, but in the process the party lost two to the LF.

The GNLF won the Mirik board proving once again that Mr Subash Ghisingh continues to be unassailable in the hills.

# CPI-M sweeps North 24-Parganas



*Jubilant CPI-M supporters take out a victory rally in Barasat on Wednesday. — The Statesman*

Statesman News Service

KOLKATA, May 25. — The CPI-M activists were jubilant soon after the news of the victory of their party leaders started pouring in from different quarters of North and South 24-Parganas districts since late this morning. Jubilant CPI-M cadres, armed with party flags, spilled outside Barasat Government School where counting was going on. Some of them wrapped party flags around their bodies and danced to the tune of popular Hindi songs.

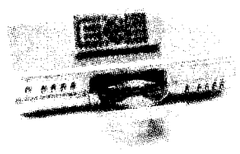

They celebrated victory of their party by bursting of crackers and playing with red *abir.* There was a big applause when Mr Pradip Chakroborty, chairman of Barasat Municipality, came out from the counting centre showing a V-sign. They took out a procession in Barasat with the chairman. Later other party councillors who won the election battle joined them.

The Left Front was victorious in almost every civic body in North 24-Parganas by a large margin this year. The Left Front seems set this year to form civic boards in Basirhat and Bongaon replacing the Congress. Even they have got the majority in Garulia.

Mr Pradip Chakroborty, CPI-M leader and chairman of Barasat Municipality, said:" The mandate reflects Left Front's achievement to do development work for the state."

Mr Chakroborty, however, declined comment as to the stance of the party to form board with support of the Congress in Bongaon and with the help of the Independent candidate in Basirhat.

In South 24-Parganas, the scene was quite different as the Left Front suffered an initial set back in Joynagar Majilpur and Baruipur Municipality. The CPI-M activists who assembled outside the counting centre had to leave the place in despair.

In Baruipur, they won by a difference of one seat while they lost the battle in Joynagar Majilpur seat as Congress, in alliance with one TMC candidate, seems to form the civic board.

**NORTH 24-PARGANAS**

| Municipality | No of Wards | Congress | TMC/BJP | Left Front | Others |
|---|---|---|---|---|---|
| Kanchrapara | 24 | | | 24 | |
| Halisahar | 23 | 1 | | 22 | 1 |
| Naihati | 28 | | | 28 | |
| Bhatpara | 35 | 3 | 4 | 28 | |
| Garulia | 21 | 6 | 3 | 12 | |
| North Barrackpore | 22 | 2 | 5 | 15 | |
| Barrackpore | 24 | | | 24 | |
| Titagarh | 23 | 3 | | 18 | 2 |
| Khardah | 21 | 4 | 1 | 16 | 1 |
| Kamarhati | 35 | | | 35 | |
| Baranagar | 33 | 1 | 3 | 29 | |
| North Dum Dum | 30 | | 1 | 29 | |
| Bongaon | 21 | 5 | 7 | 9 | |
| Gobardanga | 17 | 1 | 4 | 12 | |
| Barasat | 30 | 2 | 4 | 22 | 2 |
| Baduria | 17 | 7 | 2 | 8 | |
| Basirhat | 22 | 5 | 4 | 11 | 2 |
| Taki | 16 | 1 | 4 | 10 | 1 |
| New Barrackpore | 19 | 4 | 2 | 13 | |
| Ashokenagar-Kalyangarh | 22 | 2 | 5 | 14 | 1 |

**SOUTH 24-PARGANAS**

| Municipality | No of Wards | Congress | Trinamul | Left Front | BJP | Others |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Budge-Budge | 20 | 3 | | 16 | | 1 |
| Baruipur | 17 | 1 | 8 | 8 | | |
| Jaynagar-Mazilpur | 14 | 7 | 1 | | 2 | 4 |

# Grand victory, says Anil

Statesman News Service

KOLKATA, May 25. — Opposition parties today suffered a setback in the state's southern and western regions with the Left Front clinching an absolute majority in 48 municipalities out of a total of 79 that had gone to the polls on Sunday.

The Gorkha National Liberation Front, as expected, got control of Mirik.

"It's a grand victory... as expected. The results prove that the urban middle-class trusts us. We congratulate the voters," the CPI-M state secretary, Mr Anil Biswas, said at Alimuddin Street this evening while waiting for the results from Bhadreswar — the only municipality where counting of ballots got delayed.

Dismissing the Opposition's allegation that the Left Front in the industrial belt in North 24 Parganas had pre-empted free and fair elections, Mr Biswas said : "They always say such things. The more they say these things, the farther they will get from the electorate".

Though it was evident that the Congress was gradually replacing the Trinamul as the main Opposition "I can't say anything unless I go through the block-wise breakdown of the results".

And, referring to Tamluk, Beldanga, Bashirhat, Purulia, Ramjibanpur and Baduria, where the results pointed at a tie, Mr Biswas said: "There are some Independents who may support us to form the boards. But we will not force them to do so. Nor will our party take the help of the Trinamul, Congress or the BJP. We don't indulge in horse-trading".

"Similarly, we will expect the Opposition not to forge an alliance in any of the places where they did not do so before the polls. In any case, their grand alliance is devoid of any ideology", he added.

# Nurses' agitation stalls work in hospital

Statesman News Service

KOLKATA, May 25.— Patients suffered as the operation theatres in RG Kar Medical College Hospital were closed all day today following a boycott by nurses.

An acting sister-in-charge was given two show-cause notices for insubordination and misbehaviour, the penal action preceded by disagreements over preparatory arrangements for the inauguration of the radio-therapy department.

The nurses were angry that the "victim" had been let down by a departmental head, who denied having ordered deceptively superficial arrangements when higher officials sought explanations from the acting sister-in-charge.

Some relatives of patients gheraoed Professor Pradip Mitra, vice-principal-cum-superintendent.

The chain of events started on 5 May when Ms Momina Khatun was told to arrange things in a room in such a way as would make it look like a ward, where the inaugural ceremony, in the presence of Mr Buddhadeb Bhattacharjee, could take place the day after.

"I was told by the departmental head to place six beds and some cupboards were to be shifted to an adjacent room, making it pass for a storing facility. I did so. After the inauguration, the departmental head and the principal demanded to know why I'd done so.

The departmental head denied having wanted things done like this and the principal snatched some keys from me," said Ms Khatun.

The authorities issued a show-cause notice to her on 13 May, accusing her of insubordination and misbehaviour, which was replied to. Yesterday, she was handed another show-cause letter.

"It was then that we decided on the boycott and we want the authorities to withdraw the second letter and to stop harassing the sister," said an agitating employee.

The nurses also said that Ms Khatun had been leading the workers' protest for a long time against the "heavy workload" in the hospital. Operations were stalled today and the authorities directed the patients to return the medical supplies.

When violence was threatened, the police were called in.

The hospital authorities were tightlipped. Prof Mitra said that what had happened was unfortunate.

# Setback for anti-Left camp in Howrah, Hooghly

Statesman News Service

KOLKATA, May 25. — The CPI-M-led Left Front recorded landslide victories in Bally, Howrah and Hooghly. The Opposition was wiped out in Bally, Arambagh and Tarakeswar.

The Congress, however, won in Serampore. Bhadreswar yielded a tie, with the Left Front and the Opposition winning 10 seats each.

In the last municipal polls, the Congress and the Trinamul Congress set up the boards in Bansberia, Rishra, Chinsurah, Konnagar and Baidyabati.

The Congress couldn't retain the Chinsurah, Bansberia and Rishra boards owing to its in-fighting.

In the last municipal polls, the Bharatiya Janata Party grabbed a few seats.

But, this time around, the BJP couldn't open its account.

The Trinamul, too, has had its base eroded. The Congress and the Trinamul did better where they united against the CPI-M, even if informally.

In Chandannagar, the Trinamul retained all its 10 seats but the Congress won none.

A number of Independent candidates won, particularly in Rishra and Champdani. Five among six of Rishra's successful Independents are said to be supported by the Left Front. Champdani's Independents are non-aligned.

The Congress leader, Mr Tapan Dasgupta, attributed the anti-Left camp's defeat to Miss Mamata Banerjee's lack of foresight.

"We wanted an alliance and the results have shown that the Trinamul is going to be wiped out," Mr Dasgupta said.

**HOOGHLY**

| Municipality | No of Wards | Congress | Trinamul | Left Front | Others |
|---|---|---|---|---|---|
| Hooghly-Chinsurah | 30 | 3 | 9 | 18 | |
| Bansberia | 22 | 6 | 1 | 15 | |
| Sreerampore | 25 | 14 | 4 | 6 | 1 |
| Baidyabati | 22 | 6 | 4 | 12 | |
| Champdany | 22 | 1 | 5 | 8 | 8 |
| Bhadreswar | 20 | 5 | 5 | 10 | 1 |
| Rishra | 23 | 9 | 1 | 13 | |
| Konnagar | 19 | 5 | 2 | 12 | |
| Arambagh | 18 | | | 18 | |
| Tarakeswar | 15 | | | 15 | |
| Chandernagar Municipal Corporation | 33 | | 10 | 20 | 3 |

**HOWRAH**

| Municipality | No of Wards | Left Front |
|---|---|---|
| Bally | 29 | 29 |



## Keep watching

MOST of us relax watching *The Terminator* or *Where Eagles Dare* on DVD. But which DVD player should one pick up? Says Ashok Gupta, proprietor of Symphony (New Market), "Sony, Samsung, Philips, Eurostar and LG are a few popular brands. Primarily there are two types of players — 2.1 channel (normally comes with two speakers and costs between Rs 2,400 and Rs 3,900) and 5.1 channel (Rs 3,900 to Rs 6,900). DVD players for professionals can cost up to Rs 40,000."

Traditional DVD players display interlaced images that flicker and have visible line structure. So pick up players with progressive scan which display high quality pictures by eliminating scan lines and jagged edges. Make sure the DVD player has audio/video output ports. This enables one to add speakers and gather video using computer. As for maintenance, "One must protect the lens from dust and excessive heat. After every 100 hours of usage clean the lens twice. The age-old problem of voltage fluctuation does not pose a problem anymore, for players come with digital chip transformer units," adds Ashok.

# Hire and fire, benignly

KOLKATA, May 25. – The state's stand on providing contractual employment in health and education, debated at a 55-minute Cabinet meeting today, is likely to be something like "hire and fire — though not entirely heartlessly." Mr Buddhadeb Bhattacharjee was said to have opposed using the expression, hire and fire, because it sounded like "corporate jargon" but several ministers were less squeamish.

Some of them reportedly said that, if security in government hospitals was to be outsourced, it would be good if only the better agencies were retained.

The chief minister reportedly asked Dr Surjya Kanta Misra, the health minister, to find out if private hospitals and nursing homes could recruit 50 per cent of their nurses from among those trained in government institutions.

— SNS

Partly cloudy sky with possiblity of rain or thundershower

Yesterday's readings:
Max temp up to 5.30 p.m. was 35.3 (-1)
Min temp up to 8.30 a.m. was 27.1 (0)

Relative Humidity: Max 87%; Min 66%
Relative humidity at 8.30 a.m.: 84%(+9) and at 5.30 p.m.: 75% (+6);
Rainfall: 0.1 mm

**Hooghly river tides at Garden Reach:**
May26: High water 2.52 pm 5.73 mt ● May26: Low water 11.52pm 1.74 mt
May27: High water 3.04 am 5.21 mt ● May26: Low water 11.17am 1.43 mt

**Moon** rises today at 9.13 pm; sets tomorrow at 8.00 am
**Last quarter of moon30 May**

**Sun** sets today at 6.15 pm; rises tomorrow at 4.52 am

# জোট বাঁধতে হবে, মমতার গলায় সেই সুব্রতরই সুর

সঞ্জয় সিংহ

কলকাতা এবং রাজ্যের বাকি অংশের জন্য কি তৃণমূল কংগ্রেসের আলাদা আলাদা নীতি?

কারণ, যে-কথা বলার জেরে সুব্রত মুখোপাধ্যায়কে আলাদা মঞ্চ গড়তে হল, বুধবার বিকেলে সেই বক্তব্যই তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মুখ থেকে বেরিয়ে এল। রাজ্যের ৭৯টি পুরসভার ফল বিশ্লেষণ করতে গিয়ে মমতা পরিষ্কার বললেন, "সি পি এম এবং সি পি এম-সমর্থকদের বিরুদ্ধে আমাদের একজোট হতেই হবে।" তৃণমূল নেত্রীর এই বক্তব্যে সুব্রতবাবুর কটাক্ষ, "আমি পুর ভোটের আগেই এই কথাটা বলেছি। এখন মমতা বলছে।"

পুর ভোটের আগে থেকেই কংগ্রেসের সঙ্গে সুব্রতবাবুর জোট গড়ার বিরোধিতা করে মমতা এবং তাঁর অনুগামীরা 'একলা চলা'র নীতিতে অনড় থেকেছেন। কিন্তু এ দিন ভোটের ফলাফল প্রকাশিত হওয়ার পরে মমতা যে তাঁর আগের অবস্থান থেকে কিছুটা সরে এসেছেন, তার ইঙ্গিত পাওয়া যায়। আসলে তমলুক, বসিরহাট, সিউড়ি, রামপুরহাট, রামজীবনপুর, ভদ্রেশ্বর, বারুইপুরের মতো পুরসভায় ত্রিশঙ্কু পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। ওই পুরসভাগুলি যাতে সি পি এমের হাতে চলে না-যায়, সেই জন্য কংগ্রেসের সমর্থন নেওয়া ও তাদের সমর্থন করার রাস্তা খোলা রাখতে চাইছেন মমতা।

তাঁরা যে কংগ্রেসের সঙ্গে হাত মিলিয়ে বোর্ড গড়বেন, সরাসরি এমন কথা বলেননি তৃণমূল নেত্রী। কিন্তু যে-সব পুরসভায় ত্রিশঙ্কু পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে, সেখানে কী করবে তৃণমূল? মমতার জবাব, "এটা নীতিগত সিদ্ধান্তের ব্যাপার। আমাদের অপেক্ষা করতে হবে। স্থানীয় নেতৃত্বের সঙ্গে কথা বলে সিদ্ধান্ত নেব।"

তবে তৃণমূল সূত্রের খবর, কোনও পরিস্থিতিতেই ওই পুরসভাগুলি যাতে সি পি এমের হাতে চলে না-যায়, সেই ব্যাপারে দলীয় নেতৃত্ব সতর্ক। কারণ, সামনে কলকাতা ও সল্টলেকের পুর ভোট তো আছেই। আছে ২০০৬ সালের বিধানসভার নির্বাচন। তাই একটা চাপ তৈরি হয়েছে তৃণমূলের উপরে। কংগ্রেসের সমর্থন নেওয়া বা তাদের সমর্থন করে বাম-বিরোধী বোর্ড গঠনের পথে না-গেলে পুরসভাগুলি বামপন্থীদের হাতে তুলে দেওয়ার সমস্ত দায় তৃণমূলের কাঁধে পড়বে। তা ছাড়া পুর বোর্ডে নিজেদের ক্ষমতায় আসার পথও বন্ধ হবে তৃণমূলের। বনগাঁয় বোর্ড গঠন করতে তৃণমূলকে কংগ্রেসের সমর্থন নিতেই হবে। তেমনই বাদুড়িয়ায় কংগ্রেসকে সমর্থন নিতে হবে তৃণমূলের। শুধু ওই দু'টি পুরসভা নয়, অন্তত ১৭টি পুরসভায় বামফ্রন্ট তথা সি পি এম-কে রুখতে কংগ্রেস ও তৃণমূলকে হাত ধরাধরি করতেই হবে। তাই 'একলা চলে দারুণ ফল' হয়েছে বলে প্রকাশ্যে মন্তব্য করলেও তৃণমূল নেতৃত্ব বারবার বলেছেন, "পরিস্থিতির উপরে নজর রাখছি আমরা।"

সি পি এমের বিরুদ্ধে তৃণমূল ও কংগ্রেসের জোট গড়ার কথা সুব্রতবাবু বলেছেন অনেক আগেই। কংগ্রেস নেতা প্রিয়রঞ্জন দাশমুন্সিও এত দিন প্রকাশ্যে সেই কথা বলেছেন। আর ফল প্রকাশের পরে প্রদেশ কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক মানস ভুঁইয়া বলেন, "কংগ্রেস ও তৃণমূল হাতে হাত মিলিয়ে লড়াই করলে সি পি এমের ভোট ৩০ শতাংশের নীচে নেমে যাবে।" তৃণমূলের সমালোচনা করে তিনি বলেন, "তৃণমূল নেত্রী কংগ্রেসকে ব্যঙ্গ করে সি পি এমের বন্ধু বলেন। কিন্তু মেদিনীপুরের ঘাটালে তৃণমূল কংগ্রেস 'ঘাটাল উন্নয়ন সমিতি'র নামে সি পি এমের সঙ্গে গাঁটছড়া বাঁধায় বামপন্থীরাই ওখানে ক্ষমতায় থেকে গেলেন।"

26 MAY 2005 ANADABAZAR PATRIKA

26 MAY 2006

# বামেদের দাপটে বিরোধীরা কোণঠাসা

**প্রসূন আচার্য**

রাজ্য জুড়ে ৭৯টি পুরসভার ফলাফল যদি বিধানসভার নির্বাচনের আগে নমুনা-পরীক্ষা বলে ধরা যায়, তা হলে নিশ্চিত ভাবেই মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের মুখে হাসি আরও চওড়া হবে। অন্য দিকে, অন্তঃকলহে লিপ্ত কংগ্রেসের নেতাদের নতুন করে ভাবতে হবে নিজেদের ক্ষমতা সম্পর্কে। বিশেষ করে মালদহ ও মুর্শিদাবাদে। আর দক্ষিণবঙ্গে প্রধান বিরোধী দল হিসাবে টিকে থাকার জন্য তৃণমূল কংগ্রেস নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে ভাবতে হবে নতুন রাজনৈতিক সমীকরণ নিয়ে।

বছর ঘুরলে বিধানসভার ভোট। তার আগে পুর নির্বাচনে বিরোধীদের কার্যত ধরাশায়ী করে দিল সি পি এম। ৭৯টি পুরসভার মধ্যে বামফ্রন্ট সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়েছে ৪৮টিতে। পাঁচটিতে বাম ও বিরোধীরা সমান সমান। এদের অনেকেরই ভাগ্য নির্ধারিত হবে টসে। পাঁচ বছর আগে পুর নির্বাচনে বামফ্রন্ট ৩৭টি বোর্ড দখল করেছিল। পরে আরও চারটি বোর্ড তাদের দখলে যাওয়ায় সেই সংখ্যা বেড়ে হয় ৪১। অন্য দিকে, কংগ্রেস ১১টি, তৃণমূল জোট তিনটি, জি এন এল এফ একটি ছাড়াও অন্তত ১০টি পুরসভায় বাম-বিরোধীরা বোর্ড গড়ার পরিস্থিতিতে রয়েছেন। ত্রিশঙ্কু অবস্থায় ঝুলে থাকা পুরসভাগুলিতে নির্দলদের ভূমিকা বড় হয়ে দেখা দেবে।

সি পি এমের রাজ্য সম্পাদক অনিল বিশ্বাস মনে করেন, জেলা শহরের মধ্যবিত্ত, উচ্চ-মধ্যবিত্ত ও গরিবদের মধ্যে বামফ্রন্টের সমর্থন যে বেড়েছে, এই পুর ভোট তারই প্রমাণ। অন্য দিকে, মমতা বলেন, "২০০০ সালের তুলনায় আমাদের ফল খারাপ হয়নি।" ত্রিশঙ্কু অবস্থার পুরসভাগুলির কয়েকটিতে তাঁরা বোর্ড গড়তে পারবেন, এমন আশা থেকেই তাঁর এই মন্তব্য।

মমতার মতে, বামফ্রন্ট যে-৪৮টি পুরসভায় জিতেছে, তার মধ্যে ৪১টিই সন্ত্রাস ও রিগিং করে জেতা। তৃণমূলকেই আক্রমণের নিশানা করে কংগ্রেসের মুখপাত্র মানস ভুঁইয়া বলেন, "সাম্প্রদায়িক শক্তির সঙ্গে হাত মিলিয়ে রিগিং করার ক্ষেত্রে সি পি এম-কে আরও সুবিধা করে দিয়েছে ওরা।" বিরোধীদের অভিযোগ শুনে অনিলবাবু বলেন, "ওঁরা এ-সব কথা যত বলবেন, ততই মানুষের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হবেন। তার থেকে ওঁরা মানুষের কাছে যান!"

সামগ্রিক ভাবে ব্যারাকপুর শিল্পাঞ্চল গত বারেও বাম দখলে ছিল। বিরোধীদের নিশ্চিহ্ন করে এ বারেও বামেদের বিজয় অব্যাহত। বিরোধীদের দুর্বল সংগঠন, বামেদের নিজস্ব ভোট-ব্যাঙ্কের পাশাপাশি ভোটের দিনই কে কত ভোটে জিততে পারেন, তা নিয়ে নিজেদের মধ্যে পাল্লা দিয়ে ছাপ্পা ও প্রক্সি ভোটের ব্যবস্থা করেছেন। এই ত্রয়ীর যোগফলে বিরোধীরা নিশ্চিহ্ন। অনেক ওয়ার্ডেই জয়ের ব্যবধান বেশ কয়েক হাজার। বরাহনগর, কামারহাটি, টিটাগড় থেকে শুরু করে কাঁচরাপাড়া, নৈহাটি পর্যন্ত একই চিত্র। উত্তর ব্যারাকপুর ও গারুলিয়া গত বার বিরোধীদের হাতে ছিল, এ বার তা-ও ছিনিয়ে নিয়েছে সি পি এম। অন্য দিকে, বারাসত জেতা ছাড়াও গোবরডাঙা, টাকিতে বামফ্রন্ট জিতেছে। বাদুড়িয়া ও বসিরহাট হাতছাড়া হয়েছে কংগ্রেসের। কংগ্রেসকে এখন তাকিয়ে থাকতে হবে তৃণমূল কংগ্রেসের দিকে। ঠিক যে-ভাবে তৃণমূলের দখলে থাকা বারুইপুর পুরসভায় বোর্ড গড়তে হলে কংগ্রেসের সমর্থন নিতে হবে তৃণমূলকে। জয়নগর মজিলপুর অবশ্য কংগ্রেস নিজেদের দখলে রেখেছে।

গত বার হুগলি জেলায় তৃণমূলের একাধিপত্য ছিল। তার প্রভাব পড়ে পরবর্তী বিধানসভা নির্বাচনেও। এ বার হুগলিতে ভদ্রেশ্বর হাতছাড়া হলেও বিরোধীদের হাত থেকে বাঁশবেড়িয়া, চুঁচুড়া, চাঁপদানি, বৈদ্যবাটী, রিষড়া, কোন্নগর ছিনিয়ে নিয়েছে বামফ্রন্ট। শ্রীরামপুর কংগ্রেসের হাতেই রইল। মমতার যুক্তি, "প্রাক্তন সাংসদ আকবর আলি খোন্দকারের মৃত্যু এবং তপন দাশগুপ্ত কংগ্রেসে যোগ দেওয়ায় এই জেলায় দল কিছুটা দুর্বল হয়ে পড়েছে।" পূর্ব মেদিনীপুরে তৃণমূল বিধায়ক শিশির অধিকারীর দাপটে কাঁথি

*এর পর সাতের পাতায়*

ANADABAZAR PATRIKA

# জমির উর্ধ্বসীমা আইন রদ না-করলে নগরায়ণ খাতে টাকা পাবে না রাজ্য

**স্টাফ রিপোর্টার:** শহরে জমির উর্ধ্বসীমা সংক্রান্ত আইন প্রত্যাহার না-করলে পশ্চিমবঙ্গ সরকার সাড়ে পাঁচ হাজার কোটি টাকার 'ন্যাশনাল আরবান রিনিউয়াল মিশন'-এর একটি পয়সাও পাবে না। শুধু জমির উর্ধ্বসীমা নয়, জমি-বাড়ি রেজিস্ট্রেশনের জন্য স্ট্যাম্প-ডিউটির হারও ১০ থেকে এক ধাক্কায় পাঁচ শতাংশে নামিয়ে আনতে হবে। প্রত্যাহার করতে হবে রেন্ট কন্ট্রোল আইনও। প্রতিটি ক্ষেত্রে কর বসাতে হবে। সম্পদকরের আদায় ন্যূনতম ৮৫ শতাংশে তুলে নিয়ে যেতে হবে।

মূলত সামাজিক আবাসন, নগরী পরিকাঠামো উন্নয়ন এবং পরিকল্পিত নগরায়ণের দিকে লক্ষ রেখেই সংস্কারমুখী এই প্রকল্প হাতে নিয়েছে কেন্দ্র। সংস্কারমুখী শর্তগুলি আরোপ করায় সমস্যায় পড়েছে বামফ্রন্ট সরকার। এই ধরনের 'শর্তসাপেক্ষ' পরিকল্পনা চূড়ান্ত করার আগে সব রাজ্যের সঙ্গে সবিস্তার আলোচনা এবং তাদের মতামত নেওয়ার দাবি তুলেছে পশ্চিমবঙ্গ। এই বিষয়ে দিল্লিতে দরবার করছেন নগরোন্নয়ন মন্ত্রী অশোক ভট্টাচার্য। তাঁর বক্তব্য, বিষয়টি নিয়ে প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিংহের সঙ্গে কথা বলার জন্য তিনি মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যকেও অনুরোধ করেছেন।

গত বাজেট-বক্তৃতায় কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী পি চিদম্বরম এই মিশনের কথা ঘোষণা করেন পরিকল্পিত নগরায়ণের লক্ষ্যে। নগরায়ণের ক্ষেত্রে এই প্রকল্প শহরে কর্মসংস্থানের কয়েক গুণ সুযোগও বাড়াবে। মিশনের আওতায় কলকাতা মেট্রো এলাকা (কে এম এ) ছাড়াও আছে আসানসোল। ভৌগোলিক গুরুত্বের কথা বিবেচনা করে হলদিয়া, শিলিগুড়িকেও এই প্রকল্পের আওতায় আনতে উদ্যোগী হয়েছেন বুদ্ধবাবু। কিন্তু সব কিছু নির্ভর করছে সংস্কারমুখী এই প্রকল্পের শর্ত রাজ্য পূরণ করে কি না, তার উপরেই।

সাড়ে পাঁচ হাজার কোটি টাকার প্রকল্পটিকে পাঁচ বছরে এক লক্ষ কোটি টাকার প্রকল্পে পরিণত করার কথাও ভাবা হচ্ছে। কিন্তু সংস্কার ব্যবস্থার সঙ্গে তাল রেখে এই প্রকল্পকেও সংস্কারমুখী করতে নির্দিষ্ট শর্ত আরোপের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। প্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত হতে গেলে কেন্দ্রের শর্ত মেনে রাজ্যগুলিকে চুক্তি স্বাক্ষর করতে হবে।

দেশে একমাত্র পশ্চিমবঙ্গেই আরবান ল্যান্ড সিলিং আইন চালু আছে। কেন্দ্রীয় আইন প্রত্যাহারের পরে পশ্চিমবঙ্গ নতুন করে আইন প্রণয়ন করে। স্ট্যাম্প ডিউটির হার কমিয়ে আনার দাবিও নতুন নয়। বিভিন্ন বিশেষজ্ঞ সংস্থাও একাধিক সময় রাজ্যকে এই হার কমিয়ে আনার পরামর্শ দেয়। কিন্তু রাজ্য এই হার উত্তরোত্তর বাড়িয়েই চলেছে।

সম্প্রতি কেন্দ্রীয় নগরোন্নয়ন মন্ত্রী গুলাম নবি আজাদ মুখ্যমন্ত্রীকে একটি চিঠিতে জানিয়ে দেন, মেগাসিটি প্রকল্প ২০০৫-'০৬ অর্থবর্ষের মধ্যেই গুটিয়ে ফেলা হবে। সুতরাং মেগাসিটির অধীন প্রকল্পগুলি শেষ করতে হবে এই বছরেই। চলতি আর্থিক বছরে পশ্চিমবঙ্গকে মেগাসিটির শেষ বরাদ্দ হিসাবে ৩১ কোটি ৩৯ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা দেবে কেন্দ্র। এই রাজ্যের জন্য মেগাসিটি প্রকল্পের বরাদ্দ ধরা হয়েছিল প্রায় ১৬০০ কোটি টাকা। নীতি অনুযায়ী কেন্দ্র ২৫%, রাজ্য ২৫% অর্থ বরাদ্দ করবে। বাকি ৫০% অর্থ রাজ্য ঋণ হিসাবে নেবে বিভিন্ন ব্যাঙ্ক থেকে।

পুরমন্ত্রী অশোকবাবু বলেন, এই প্রকল্পের আওতায় এ-পর্যন্ত ৭৩৫ কোটি টাকা খরচ করা হয়েছে। ৭৫৩ কোটি টাকার কাজ চলছে। এর মধ্যে হাওড়ার পদ্মপুকুর জল প্রকল্প ছাড়াও আছে শ্রীরামপুর, চন্দননগর, কল্যাণী, রাজপুর-সোনারপুর জল প্রকল্প, ই এম বাইপাস-সহ বিভিন্ন রাস্তা প্রশস্ত করার কাজ, বিভিন্ন আবাসন প্রকল্প। এই মুহূর্তে মেগাসিটি প্রকল্প গুটিয়ে নিলে সব কাজই অর্ধসমাপ্ত থেকে যাবে বলে আশঙ্কা করছে সরকার। পাশাপাশি, ন্যাশনাল আরবান রিনিউয়াল মিশনের শর্ত ইউ পি এ সরকারের সমর্থক বামেদের সমস্যাতেই ফেলেছে।

24 MAY 2005 ANADABAZAR PATRIKA

# It's curtains for Megacity project

**HT Correspondent**
Kolkata, May 23

THE CENTRALLY aided Rs 1,600-crore Megacity project for Kolkata — which has already been in existence for over a decade — yet with many ongoing development schemes that are unfinished – will no longer see the light of day.

With the state yet to receive a due of over Rs 209.9 crore from the Centre, the curtains have been drawn. Instead of the Megacity project now, the Centre has decided to introduce the new National Urban Renewal Mission (NURM) with a total project cost of Rs 5,500 crore. This project will cover several metro cities, though the Centre has decided to introduce some riders.

State urban development and municipal affairs minister Asok Bhattacharya, now in New Delhi to meet Union minister Ghulam Nabi Azad, will demand the state's dues for the Megacity project. Both the state and the Centre have to shell out an equal 25 per cent share overall for the project. About Rs 735 crore has already been spent. Out of this, the state's share so far has been Rs 328.72 crore, while Rs 291.64 crore has come from the Centre. Out of its 25 per cent share, the Centre needs to give Rs 37 crore more as dues.

The remaining work on hand would require another Rs 753 crore, out of which the Centre would have to give Rs 203.9 crore. This is, possibly, why Azad ordered the scrapping of the Megacity project. By the last count, the Centre will give only Rs 31 crore this financial year, which however, takes its total dues payable to Rs 209 crore.Bhattacharya will explain to Azad how such projects, which are now under way, are likely to be affected.

## ON THE BACKBURNER

*The Centre's decision will stall several schemes*

- Garden Reach drinking water scheme
- Serampore, Rajpur-Sonarpur and Puddapukur (Howrah) drinking water schemes
- Widening of the EM Bypass
- Construction of the Patipukur underpass
- Solid waste management programmes at Salt Lake and Kasba and in East Kolkata

24 MAY 2005 THE HINDUSTAN TIMES

# Poll no wrestling ring, Anil reminds rivals

## Scraps rock peace boat

OUR BUREAU

**May 22:** Minutes after the ballot battle for control of 79 municipalities across Bengal drew to a close this afternoon, state CPM secretary Anil Biswas asked the Opposition to take on the party politically, not wrestle with it.

"Election is not a wrestling ring. This is a political battle and should be fought politically," he said, holding Congress workers responsible for violence in pockets.

Though the polling was largely peaceful, Tarun Kotal, a CPM activist, was killed in Budge Budge, South 24-Parganas and "untoward incidents" were reported from several other places.

Biswas's sermon to the Opposition was in response to allegations of the CPM unleashing terror, made by Pankaj Banerjee, the leader of Opposition in the Assembly and a key Trinamul Congress functionary. Banerjee accused the CPM of rigging the polls either by booth-jamming or by intimidating voters. "We have reports that the cadre, with assistance from policemen on duty, terrorised innocent voters. Let the CPM withdraw policemen from election duty and confine them to the barracks, we will show how to tackle them (the cadre)," he said.

Re-polling has been ordered in eight booths in North 24-Parganas and one in South, state election commissioner Ajoy Sinha said.

Alleged CPM supporters turned out reporters from a polling station at Khardah in North 24-Parganas.

In ward 14 of Katwa, bombs were hurled outside three booths around the same time during a clash between CPM and Congress supporters that left seven injured. Seven people were arrested.

In Nadia, two boys were picked up from Birnagar for

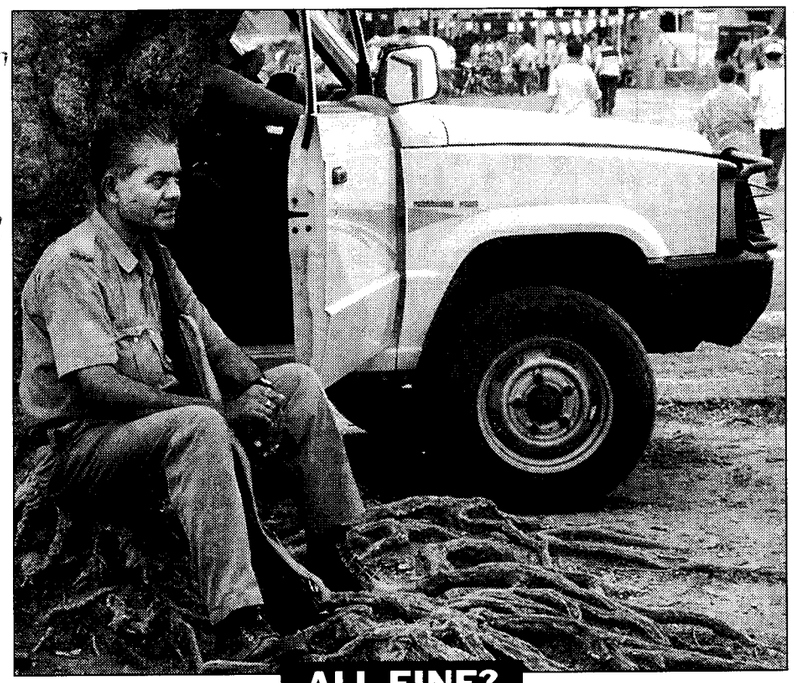

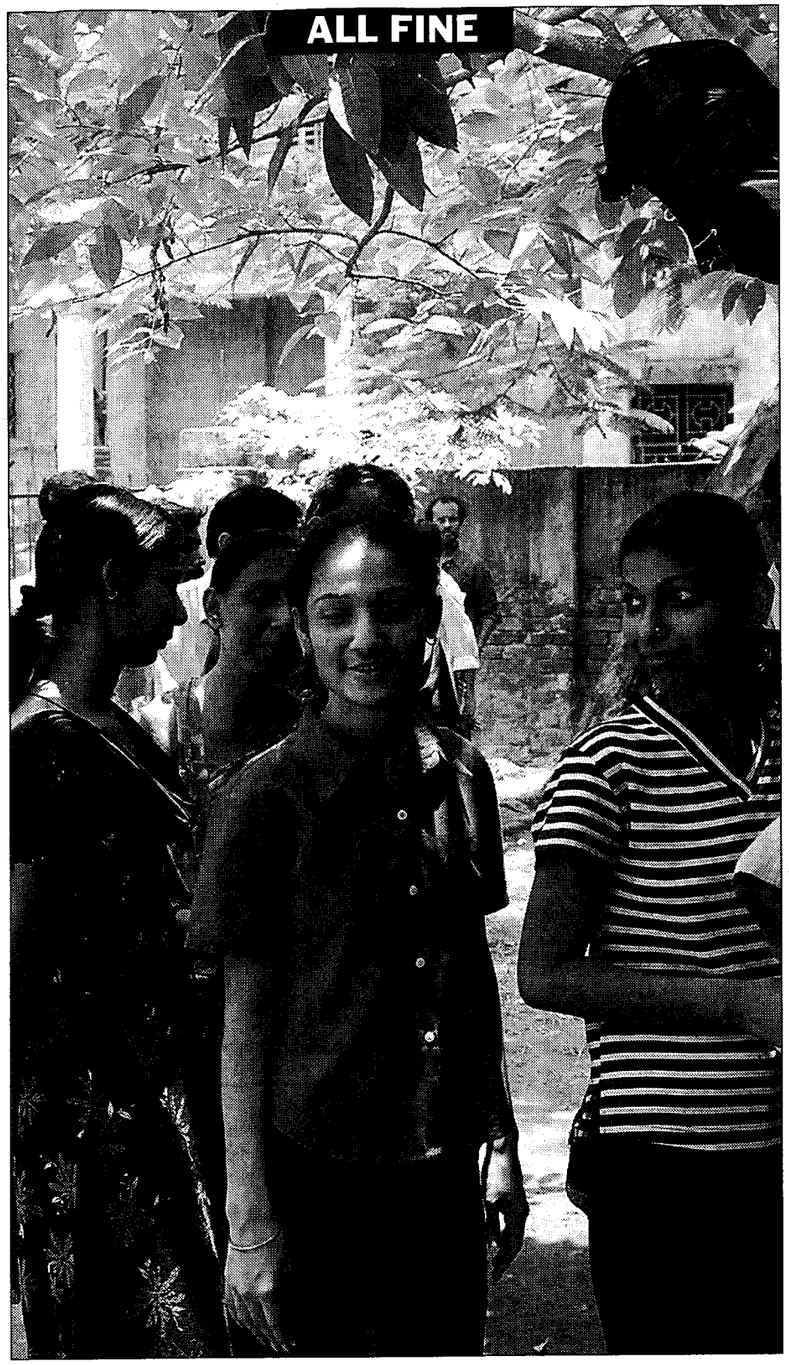


**(Top) A policeman tries to beat the heat in battle-zone Budge Budge as his colleagues (left) turn away a man from a booth at Rishra in Hooghly and girls queue up to vote notwithstanding soaring temperatures — not just in nature.** Pictures by Amit Datta and Pradip Sanyal

unds in the air and the intruders were taken into custody.

At Chinsurah in Hooghly, some unused ballot papers were stolen after the voting was municipality's ward 25, when an old man dropped his ballot paper into a post-box on the premises. The authorities had to contact the post-office and at Joynagar in South 24-Parganas and Mirik in Darjeeling where over 90 per cent votes were polled.

People made their way to

Additional director-general (law and order) Chayan Mukherjee said the police fired four shots in the air during the day. Altogether, 214 people tion, eight bombs and nine vehicles from various parts of Bengal. All the vehicles, however, were from North 24-Parganas.

## CPM bleeds, cries foul

A STAFF REPORTER

**Calcutta, May 22:** When most of Bengal voted in peace, blood was spilled in Budge Budge.

A CPM worker was killed and three were seriously wounded when miscreants on motorcycles, said to be backed by the Congress, attacked a booth set up in a library at Charial, 30 km from here.

Around 2.10 pm, 50 minutes before the close of polls, five youths rode into Bandhab Pathagar and jumped off their two-wheelers, bombs, rods and revolvers in hand.

Seeing them, some CPM workers ran inside the booth and asked the policemen on duty to shut the doors, but the youths kicked them open and dragged the CPM workers to a courtyard. A thrashing began.

About 200 panic-stricken voters, in the queue to exercise their franchise, fled to various corners of the library. Those who could left the premises.

South 24-Parganas superintendent S.N. Gupta said the police tried to chase the attackers away. "When this attempt failed, one of the constables fired in the air."

After that shot, the gang hurled bombs and fired indiscriminately. When the goons left, four CPM workers were lying blood splattered.

Tarun Kotal, 34, died on way to SSKM Hospital, where Prasenjit Mal was admitted. Sujoy Roy was in MR Bangur Hospital and Sheikh Mintu in Batanagar Hospital. The police said they suffered splinter injuries. The attackers' gunfire had missed them.

The CPM has called a 12-hour bandh in Budge Budge tomorrow. District party secretary Santimoy Bhattacharya alleged that Congress's "anti-socials" attacked partymen. Congress district secretary Sailen Dasgupta denied the charge.

Two persons have been arrested, said Gupta.

# তৃণমূল কি হারানো জমি পাবে, না কংগ্রেসই ভবিষ্যৎ, আজ পরীক্ষা

**প্রসূন আচার্য**

বিধানসভা নির্বাচনের ঠিক এক বছর আগে তিনটি প্রশ্নের উত্তর খোঁজাই আজ, রবিবার রাজ্য জুড়ে ৭৯টি পুরসভার নির্বাচনের রাজনৈতিক গুরুত্ব।

সি পি এমের প্রধান বিরোধী কে? তৃণমূল কংগ্রেস কি গত লোকসভা নির্বাচনে তাদের হারানো জমি কিছুটা হলেও ফিরে পাচ্ছে? না কি, কংগ্রেসই রাজ্যের বিকল্প শক্তির ভবিষ্যৎ? পরীক্ষার সিংহভাগই আজই হয়ে যাবে। বাকি থাকবে কলকাতা, বিধাননগর ও উত্তরপাড়া।

শনিবার বিকেলে প্রদেশ কংগ্রেস অফিস বসে সোমেন মিত্র, প্রদীপ ভট্টাচার্য, মানস ভুঁইয়ারা শেষ বেলায় জেলা থেকে আসা রিপোর্ট মেলাচ্ছিলেন। 'সিপিএমের সন্ত্রাস' ও কাটোয়ায় কর্মী খুনের প্রসঙ্গ উঠল। সোমেনবাবু ফোন করলেন আইজি (আইনশৃঙ্খলা) চয়ন মুখোপাধ্যায়কে। আর্জি, মানুষ যেন ভোটটা দিতে পারে।

একই সময়ে তৃণমূল ভবনে দল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ব্যস্ত মুকুল রায়, সাধন পাণ্ডে, মদন মিত্র, শোভন চট্টোপাধ্যায়দের সঙ্গে আলোচনায়। সিপিএমের 'সন্ত্রাস'-এর মোকাবিলায় কন্ট্রোল-রুম খোলা ছাড়াও সুব্রত মুখোপাধ্যায়ের কীর্তিকলাপ ও বামফ্রন্টের ইস্তাহার নিয়ে কথা হচ্ছিল।

আলিমুদ্দিন স্ট্রিটে সি পি এমের অফিসে বসে রাজ্য সম্পাদক অনিল বিশ্বাস বললেন, "প্রতিবারই ওরা ভোটের সময় সন্ত্রাসের অভিযোগ করে। ২০০০ সালের তুলনায় যে আমাদের জন-সমর্থন আরও বেড়েছে, পুরভোটে তা প্রমাণ হবে। ফল গতবারের থেকেও ভাল হবে।"

৭৯টি মধ্যে বামেদের দখলে ছিল ৪১টি পুরসভা। কংগ্রেসের একক ভাবে দখলে ছিল ১৬টি। মিলেজুলে মোট ২৩টি। একক ভাবে কাঁথি ও নবদ্বীপ ছাড়াও বাম-বিরোধীদের সঙ্গে যৌথ ভাবে তৃণমূলের দখলে ছিল ১০টি পুরসভা। আর ৪টি ছিল খিচুড়ি বোর্ড। এ সবই ২০০০ সালের হিসাব। পরবর্তী কালে হিসাব অনেকটাই বদলে যায়। কিন্তু ওয়ার্ডগত ভাবে কংগ্রেস ও তৃণমূল-বিজেপি জোট প্রায় সমান সমান। কংগ্রেসের দখলে ছিল ৩৬৩টি ওয়ার্ড, তৃণমূলের ৩৩৩টি, আর বিজেপির দখলে ৪০টি। বাকি বামেদের। মোটের উপর এ বার যে ১৫৬৩ টি ওয়ার্ডে ভোট, তার অর্ধেক ছিল বামেদের। বাকি অ-বাম পক্ষের।

কেন্দ্রের ক্ষমতায় থাকার সুবাদে জেলা শহরগুলিতে ক্ষমতা বৃদ্ধি করার জন্য এবার নতুন উদ্যমে কংগ্রেস ঝাঁপিয়েছে। প্রচারে টাকাও সমস্যা হয়নি। দুই কেন্দ্রীয় মন্ত্রী প্রণব মুখোপাধ্যায় ও প্রিয়রঞ্জন দাশমুন্সি ছাড়াও সোমেন মিত্র, প্রদীপ ভট্টাচার্য, মানস ভুঁইয়া সকলেই যথেষ্ট সময় দিয়েছেন প্রচারে। বয়সের ভারে অসুস্থ গণিখানও মালদহে প্রচারে নেমেছেন। মুর্শিদাবাদে অধীর চৌধুরীর সঙ্গে অতীশ সিংহের প্রবল ঝগড়া সত্ত্বেও কংগ্রেসের ভোট-ব্যাঙ্কে ফাটল দেখা দেবে এমন সম্ভবনা কম। কংগ্রেসের মুখপাত্র মানস ভুঁইয়ার কথায়, "বামেরা প্রধান প্রতিপক্ষ হলেও তৃণমূলের হাত থেকে আমরা ক'টি আসন ছিনিয়ে নিতে পারছি, সেটাও বড় চ্যালেঞ্জ।" কংগ্রেস জোর দিচ্ছে হুগলি, পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর ও বাঁকুড়ায়।

অন্য দিকে, তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মুর্শিদাবাদ জেলা তো বটেই উত্তরবঙ্গের কোথাও প্রচারেই যাননি। পঙ্কজ বন্দ্যোপাধ্যায়, সুব্রত বক্সি, মদন মিত্রদের উত্তরবঙ্গ ও অন্য জেলায় প্রচারে পাঠিয়েছিলেন। অথচ, গত লোকসভা নির্বাচনে কংগ্রেসের দখলে থাকা দুই পুরসভা কোচবিহার ও জলপাইগুড়িতে ভোটের হিসাবে কংগ্রেসকে পিছনে ফেলে দিয়েছিল তৃণমূল। দক্ষিণবঙ্গের মধ্যে সবচেয়ে বেশি নির্বাচন হচ্ছে উত্তর ২৪ পরগনায়। সেখানেও মমতা দু-দিনের বেশি প্রচার করেননি। দুর্বল সংগঠনের পাশপাশি তৃণমূলের সবচেয়ে বড় সমস্যা, অর্থের জোগান নেই। মালদহ দখলে রাখতে তৃণমূলের চেয়ারম্যান কৃষ্ণেন্দু চৌধুরীর ভরসা গনিখান!

*এর পর সতেরোর পাতায়*

22 MAY 2005 ANADABAZAR PATRIKA

# জনতার রায়ে পছন্দের মেয়র সুব্রতই

## দল-নিরপেক্ষ ভোট হলে কাজটাই মাপকাঠি

**দেবাশিস ভট্টাচার্য**

রাজনৈতিক মহল যখন কলকাতা পুর-নির্বাচনে বাম-বিরোধী ভোট ভাঙার হিসাব কষতে ব্যস্ত, শহরের ভোটাররা তখন স্পষ্ট রায় দিয়ে জানিয়ে দিলেন, মেয়র হিসাবে সুব্রত মুখোপাধ্যায়কেই তাঁরা আবার দেখতে চান। বামফ্রন্টের বিরুদ্ধে এক দিকে তৃণমূল-বিজেপি, অন্য দিকে, কংগ্রেস ও তৃণমূল ভেঙে সুব্রতবাবুদের তৈরি উন্নয়ন মঞ্চের জোট—এই ত্রিমুখী লড়াইয়ের আসরে পছন্দের মেয়র বাছাইয়ে সুব্রতবাবু তাঁর দুই সম্ভাব্য প্রতিদ্বন্দ্বী বামফ্রন্টের বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্য এবং তৃণমূলের অজিত পাঁজার চেয়ে অনেক এগিয়ে। এমনকী পুরবোর্ড বামফ্রন্টের হাতে যাওয়ার সম্ভাবনা স্বীকার করেও একটি জনমত সমীক্ষায় কলকাতার ভোটারদের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ মেয়র পদে সুব্রতবাবুকেই সবচেয়ে যোগ্য বলে মনে করেন।

আনন্দবাজার পত্রিকার জন্য 'মোড'-এর করা জনমত সমীক্ষার এই ফলাফল স্বাভাবিক ভাবেই প্রমাণ করে, দল-নিরপেক্ষ ভোট হলে সেখানে কাজের মূল্যায়নই মাপকাঠি। তাই মেয়র হিসাবে পাঁচ বছর কাজ চালানোর পরে আবার সুব্রতবাবুর পক্ষেই মত দিয়েছেন শতকরা ৫০ জন নাগরিক। রাজ্যের প্রধান শাসকদল সি পি এমের মেয়র-প্রার্থী বিকাশবাবুকে বেছে নিয়েছেন ৩১ শতাংশ। আর যে দলের হয়ে সুব্রতবাবু পাঁচ বছর মেয়র পদে কাজ করলেন, সেই তৃণমূলের সম্ভাব্য মেয়র প্রার্থী অজিতবাবুর মেয়র হওয়ার পক্ষে রায় দিয়েছেন শতকরা মাত্র ১৮ জন।

সমীক্ষার জন্য 'মোড' কলকাতাকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করে নিয়েছিল, যাতে শহরের এলাকাভিত্তিক বৈশিষ্ট্যগুলি বজায় থাকে। মতামত নেওয়া হয়েছে মধ্যবিত্ত, উচ্চবিত্ত, বস্তি, সংখ্যালঘু-অধ্যুষিত এলাকা, অ-বাঙালি এলাকা, কলোনি এলাকা ইত্যাদি সর্বস্তর থেকেই। প্রবীণ ভোটারদের পাশাপাশি এই সমীক্ষক-সংস্থা কথা বলেছে তরুণ ভোটারদের একটি বড় অংশের সঙ্গে। ফলে সমীক্ষা করতে গিয়ে তারা যে ৫০২৮ জনের মতামত সংগ্রহ করেছে, বলা যেতে পারে তা সংশ্লিষ্ট এলাকাগুলির জনসংখ্যার নিরিখে প্রায় ১ লক্ষ ৭০ হাজার লোকের প্রতিনিধিত্বমূলক।

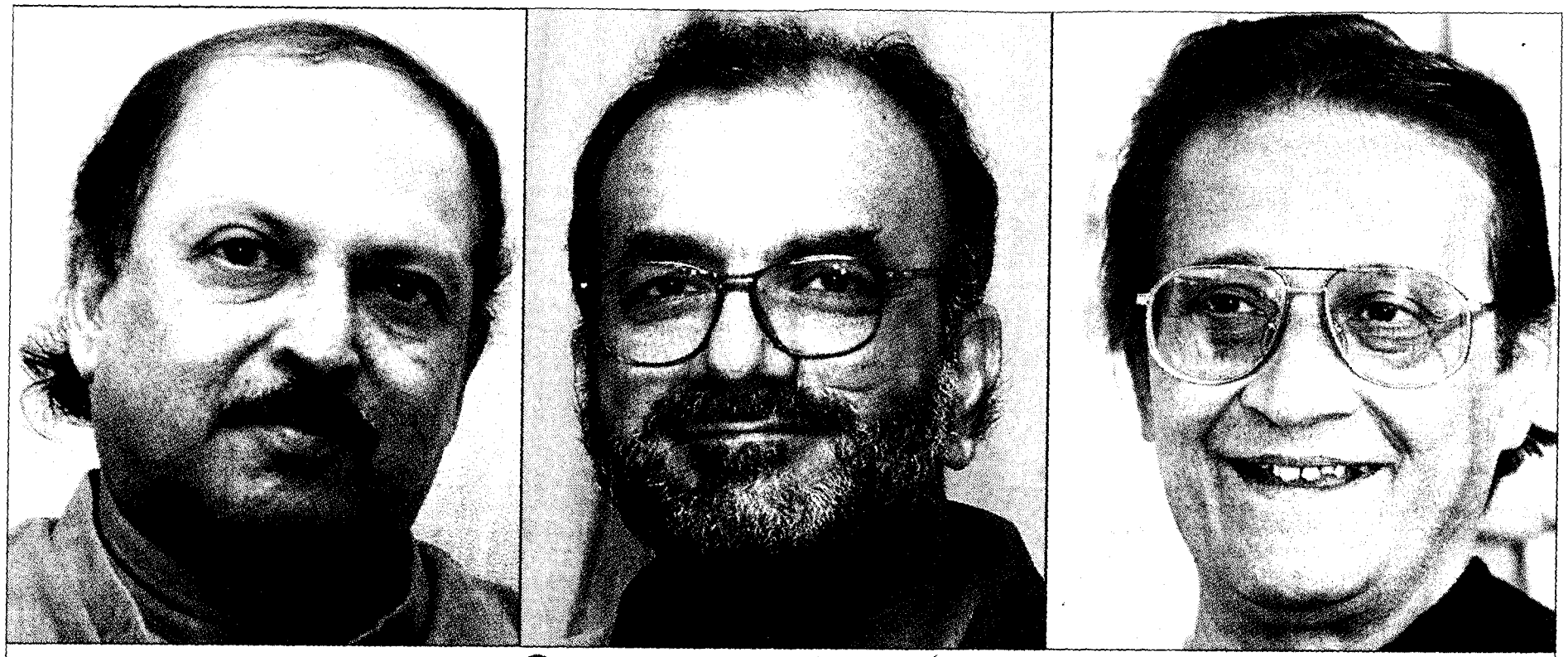

| সুব্রত মুখোপাধ্যায় | | বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্য | | অজিত কুমার পাঁজা | |
|---|---|---|---|---|---|
| হ্যাঁ | ৫০% | হ্যাঁ | ৩১% | হ্যাঁ | ১৮% |

আনন্দবাজার-মোড সমীক্ষা, কলকাতায় ৫০২৮ জনের মতামতের ভিত্তিতে

সমীক্ষার আরও একটি বিষয় লক্ষ্যণীয়। যাঁরা সুব্রতবাবুকে আবারও মেয়র হিসাবে বাছাই করেছেন, তাঁদের ৫০ শতাংশই কিন্তু ধরে নিয়েছেন, এ বার পুরবোর্ড দখল করবে বামফ্রন্ট। সম্ভাবনার দ্বিতীয় স্থানে কংগ্রেস-মঞ্চ জোট (৩০ শতাংশ) এবং তৃতীয় তৃণমূল-বি জে পি (১৯ শতাংশ)। কিছু বলতে চাননি শতকরা মাত্র ১ জন।

পুরভোটের এক মাসও বাকি নেই। তার আগে জনমতের এই প্রতিফলন খুব স্বাভাবিক কারণেই সুব্রতবাবুকে খুশি করেছে, বিকাশবাবু এবং অজিতবাবুকে করেনি। যদিও লোকসভা বা বিধানসভা নির্বাচনের মতোই বাম-বিরোধী ভোটের ভাগাভাগি শেষ পর্যন্ত কতটা বড় আকার নেয়, তার উপর পুর-নির্বাচনের ফল অনেকটা নির্ভর করবে। এমনকী ভোটের অঙ্কে দল বা সাংগঠনিক শক্তি ছাপিয়ে ব্যক্তির প্রভাব শেষ পর্যন্ত কতটা কার্যকর হয়, তা-ও বিচার্য। হয়তো তাই সমীক্ষার ফলাফল সম্পর্কে প্রতিক্রিয়া জানাতে গিয়ে মেয়র সুব্রতবাবুর উচ্ছ্বাস যথেষ্ট সংযত। তাঁর কথা: "ভোটের বাক্সে মানুষের এই বিচার সঠিক ভাবে প্রতিফলিত হলে আমি কৃতজ্ঞ থাকব। কারণ মেয়র হিসাবে দলের ঊর্ধ্বে থেকে কাজ করার চেষ্টা করেছি। মানুষ অন্তত সেই স্বীকৃতিটুকু দিচ্ছেন। আবার সুযোগ পেলেও কাজ করার চেষ্টা করব।"

বামফ্রন্টের মেয়র-প্রার্থী বিকাশবাবুও কিন্তু মেয়র হিসাবে সুব্রতবাবুর কাজকে ছোট করেননি। বরং স্বীকার করেছেন, পাঁচ বছর ধরে কাজ করার ফলে সুব্রতবাবুকে মূল্যায়নের ক্ষেত্রে মানুষের সামনে একটা মাপকাঠি রয়েছে। যদিও তাঁর দাবি: "বাস্তবে এই সব হিসাব থাকবে না।" কেন, দলের জোরে সি পি এম এগিয়ে যাবে বলে? বিকাশবাবুর জবাব: "খালি দল বলব না, আদর্শও আছে।" আর কাজ? তিনি বলেন: "উনি কাজ করার সুযোগ পেয়েছেন বলে সেটা হয়েছে। আমরা তো সেই সুযোগ এখনও পাই নি। কাজেই তুলনা চলে না।" তাঁর আরও মন্তব্য, "এই ধরনের সমীক্ষা যাঁদের মধ্যে করা হয়, তাঁরা শিক্ষিত-স্বচ্ছল মানুষ। যাঁরা পিছিয়ে পড়া নাগরিক, তাঁদের কত শতাংশের মতামত প্রতিফলিত হয়েছে, সেটা সন্দেহের।" শেষ পর্যন্ত তাঁর দাবি, এ বার পুরভোটে তাঁরাই জিতবেন। যার অর্থ: পরবর্তী মেয়র তিনিই। "এটা শুধু নিশ্চিত ঘোষণা নয়, আত্মবিশ্বাস থেকে বলছি"— জানালেন বিকাশরঞ্জন।

অজিত পাঁজা আবার এই সমীক্ষা নিয়ে বিশেষ মুখ খুলতেই রাজি নন। তবে তাঁর মতে, পুরভোটে দল ও ব্যক্তি, কারও প্রভাবই খাটো করে দেখা যায় না। কারণ এটা কার্যত পাড়া-ভিত্তিক ভোটের মতো। যদিও বিকাশবাবুর মতোই অজিতবাবুরও প্রশ্ন: "এই সমীক্ষার ভিত্তি কী? কোন এলাকার কত মানুষের সঙ্গে কথা বলা হয়েছে? আমিও দেখিয়ে দিতে পারি, যেখানে লোক এক বাক্যে বলবেন, তাঁদের এলাকায় কাজ হয়নি। মেয়র হিসাবে সুব্রতবাবুকে তাঁরা চান না।"

22 MAY 2005 ANADABAZAR PATRIKA

THE STATESMAN
19 MAY 2005

# Buddha sounds death knell for sick PSUs

Statesman News Service

KOLKATA, May 18. — "No government — Left, Right or Centre — can bear an annual expenditure responsibility of Rs 1,500 crore to sustain loss-making public sector units. It's high time we took some bold decisions." That's how chief minister Mr Buddhadeb Bhattacharjee justified his government's commitment to restructure sick state-owned PSUs on a day that marked his fourth year at the helm of state power.

Mr Bhattacharjee was speaking at a national workshop, organised jointly by the state public enterprises department and the British government's Department For International Development at a city hotel today. Titled "Restructuring Public Sector Undertakings: Best Practices", participants at the day-long experience-sharing workshop included officials of the governments of Andhra Pradesh, Kerala, Karnataka and Orissa, the Centre and senior representatives of international donors like the DFID, World Bank, Asian Development Bank and the Japan Bank for International Cooperation.

**Enough is enough...Left, Right or Centre, no government can afford loss-making PSUs**

The chief minister also made a formal kick-off announcement of the second phase of restructuring, which includes refashioning state-owned public sector utilities in the power and transport sectors following its "success" with the 26 units it took up for rebuilding in its pilot phase with a DFID grant.

State public enterprises minister Mr Nirupam Sen did not rule out the possibility of a joint-venture transformation of the ailing state transport corporations. Admitting that the state took on most of the sick units slotted for restructuring from private hands "without really comprehending the meaning of an undertaking", the chief minister said: "This is our programme, not the DFID's. We sought their assistance and they extended it."

Differentiating the state's approach from that of the Centre's disinvestment policy, Mr Bhattacharjee said: "There is no dichotomy. We are against the Centre's stand on dissociating itself from powerful and profit-making public sector undertakings which form the backbone of our national economy."

Mr Nirupam Sen, in his valedictory address, said the government planned a mechanism quickly to finalise and design the second phase of restructuring.

THE HINDUSTAN TIMES 19 MAY 2005

# Bengal gets image makeover

## State makes a splash as reformer of sick industrial units

**HT Correspondent**
Kolkata, May 18

THE WORKER-FRIENDLY government has acquired a new image: that of a reformer.

British funders DFID on Wednesday patted Buddhadeb Bhattacharjee on the back for the way his government has gone about restructuring its sick units. An encouraged chief minister vowed to go into the second phase, restructuring the power and transport sectors, no matter where the funds would come from. And to complete the makeover, the state government has launched a website, *natunbangla.com*, a glitzy monthly newsletter and even a logo with a tagline — "On a new path" — all aimed at highlighting the positive aspects of the reforms process.

Loss-making PSUs cost the state Rs 1,500 crore a year and the chief minister justified his government's plans. "No government can afford drainage of public funds... Enough is enough," he said at a seminar.

But doesn't that argument hold good also for central PSUs, whose restructuring the Left opposes? The chief minister pointed out a difference: "State PSUs have a limited role in the economy as compared to central PSUs. Central PSUs form the backbone of the national economy. That is why we are opposing the sale of profit-making central units."

The chief minister stressed the state's concern for workers, but said, "We will now have to reform the power and transport sectors."

At a time when the Opposition is gunning for the state's move to restructure PSUs with foreign loans, the DFID recognised the reforms exercise as "one of its most successful projects in India". Howard Taylor, DFID's deputy country head, termed the exercise as a "political challenge" for the government, praising it for going ahead with plans to privatise Great Eastern Hotel even in the face of adversity. "During the whole restructuring process, the state has been firmly in the drivers' seat," Taylor said.

DFID had given the state Rs 200 crore for the first phase. "We now need support from other agencies, be it World Bank, ADB or JBIC," the CM said. Sunil Mitra, principal secretary (public enterprises), said the state proposes to spend Rs 1,700 crore during the second phase from 2005 to 2007. The money, he said, is likely to come from the World Bank as DFID would not be interested in funding the restructuring of power and transport.

19 MAY 2005 ANADABAZAR PATRIKA

# বস্তি উন্নয়ন, কর হ্রাসের প্রতিশ্রুতি বাম ইস্তাহারে

**স্টাফ রিপোর্টার:** এত দিন কলকাতাকে ঝকঝকে উড়ালপুল দিয়ে সাজানোর পরে এ বার পুর নির্বাচনের মুখে এসে বামফ্রন্ট কলকাতার বস্তিবাসীদের উন্নয়নের কথা বলে ভোট চাইছে। বামফ্রন্ট আশ্বাস দিয়েছে, তারা পুর বোর্ড গঠন করলে পুরকর কমিয়ে দেবে। উন্নয়নে বস্তিকে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। বর্তমান পুর বোর্ড সম্পর্কে বামফ্রন্টের অভিযোগ, যাদবপুর-বেহালার সংযোজিত অঞ্চল বা গরিব মধ্যবিত্ত পাড়ায় যেখান থেকে কম পুরকর আদায় হয়, সেখানে উন্নয়নের জন্য কম টাকা খরচ করা হয়েছে। বুধবার বামফ্রন্টের বৈঠকের পরে চেয়ারম্যান বিমান বসু নির্বাচনী ইস্তাহার প্রকাশ করেন।

বস্তিবাসীদের ভোট টানতে এ-সব বললেও ফ্রন্ট বলতে ভুলছে না যে, সরকারের টাকাতেই কলকাতায় ১০টি উড়ালপুল হয়েছে বা হচ্ছে। দেশি-বিদেশি লগ্নি আকর্ষণ করতে পরিকাঠামো উন্নয়নে সরকারকে সাহায্য করবে পুরসভা।

সি পি এমের কলকাতা জেলা ও রাজ্য সম্মেলনে প্রতিনিধিরা বারবার মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যকে উন্নয়নের প্রশ্নে জেরবার করেছিলেন। তাঁদের বক্তব্য ছিল, কলকাতায় যে-উন্নয়ন হচ্ছে, তা মূলত বড়লোকদের জন্য। গরিব, বস্তিবাসীদের দিকে তাকিয়ে উন্নয়ন হয়নি। বামফ্রন্টের ইস্তাহারে পরিষ্কার, উন্নয়নের গতি বজায় রেখেও গরিব মানুষের ভোটের দিকে তাকিয়ে আছে সি পি এম। গরিব মহিলা ও পুরুষদের নিয়ে আরও স্বনির্ভর গোষ্ঠী গড়ার উপরেও জোর দিচ্ছে তারা।

ফ্রন্ট বোর্ড গড়লে কী করবে, তা জানাতে গিয়ে বলা হয়েছে, 'সাধারণ ভাবে করের উঁচু হার কমিয়ে কর ব্যবস্থার প্রসার ঘটানোই হবে পুরসভার সাধারণ দৃষ্টিভঙ্গি। তাতে গরিব মধ্যবিত্তের উপরে করের বোঝা কমবে, কিন্তু পুরসভার আয় বৃদ্ধি পাবে।' সরকার যেখানে পুরসভাকে আয় বাড়াতে বলছে, সেখানে তাঁরা কর কমানোর প্রতিশ্রুতি দিয়ে ভোট চাইছেন কেন? বিমানবাবু বলেন, "আমরা চাই, জোর করে যেন বেশি কর নেওয়া না-হয়। যাঁরা যেমন কর দিতে সক্ষম, সে-ভাবেই কর-নীতি ঠিক করতে হবে। পুরকরে কিছু অসঙ্গতি আছে। গৃহস্থের পুরকর ঠিক করার সময় তিনি কোন এলাকার নাগরিক, তা দেখার পাশাপাশি তাঁর আয় কত, সেটাও বিবেচ্য হওয়া উচিত।"

সরকার আগে বারবার জলকরের কথা বলেছে, কিন্তু তা নিয়ে ফ্রন্টের ইস্তাহারে কোনও কথা নেই। এই নিয়ে মেয়র সুব্রত মুখোপাধ্যায় দু'কদম এগিয়েও তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের চাপে পিছিয়ে গিয়েছিলেন। ফ্রন্ট ক্ষমতা পেলে কি জলকর চালু করবে? বিমানবাবু বলেন, "জলকর হবে কি না, নতুন বোর্ড বিচার করবে।"

বস্তি সম্পর্কে প্রচলিত ধারণা ছেড়ে বস্তি এলাকাগুলিতে পাকাবাড়ি তোলাও বামফ্রন্টের লক্ষ্য। গরিবদের স্বার্থে যাতে সরকারের 'ঠিকা প্রজাস্বত্ব আইন' আরও কার্যকর করা যায়, তা-ও দেখা হবে। বর্তমান পুর বোর্ড বস্তি উন্নয়নে এশীয় উন্নয়ন ব্যাঙ্ক বা এ ডি বি-র টাকা ঠিকমতো খরচ করতে পারেনি বলে অভিযোগ করে বলা হয়েছে, এ ডি বি থেকে মোট ১৮৫০ কোটি টাকা এসেছিল। ২০০২ থেকে ২০০৭ সালের মধ্যে তা খরচ করতে হবে। কিন্তু এই বোর্ড ১০০ কোটি টাকাও খরচ করতে পারেনি। খরচ করতে পারেনি খাল কাটার টাকাও। বামফ্রন্টের অভিযোগ, পুরসভার আয় বৃদ্ধিও কমে গিয়েছে।

এ দিকে, প্রচারে বামপন্থীরা কী কী বিষয় তুলে ধরবেন, তা জানাতে 'টকিং পয়েন্টস' নামে একটি পুস্তিকা প্রণয়ন করা হয়েছে। তাতে তৃণমূল পরিচালিত কলকাতা পুরসভার জল সরবরাহ থেকে নিকাশি, প্রশাসন থেকে পরিচালনা, বলতে গেলে প্রতিটি দফতর ধরে ধরে সমালোচনা রয়েছে। জঞ্জাল থেকে বিদ্যুৎ তৈরির বরাত কোন বিদেশি সংস্থাকে দেওয়া হবে, তা নিয়ে মেয়র সুব্রতবাবুর সঙ্গে মেয়র-পারিষদ মালা রায়ের বিরোধ বেধেছিল কেন? সেই বিরোধের পরিণতি কী হয়েছিল? এ-রকম ১৩টি দুর্নীতির উল্লেখ আছে পুস্তিকায়। সি পি এমের রাজ্য সম্পাদক অনিল বিশ্বাস বলেন, "লোকসভার গত নির্বাচনের পরে দলে অনেক নতুন কর্মী এসেছেন। এখন কর্মী-সংখ্যা প্রায় তিন গুণ বেড়েছে। প্রচারে যুক্ত করা হয়েছে তাঁদের। মানুষের বিভিন্ন প্রশ্ন আছে পুরসভার কাজকর্ম নিয়ে। সেই সব প্রশ্নের জবাব সর্বত্র একই রকম হতে হবে।"

অন্য দিকে, সুব্রতবাবুও একটি পুস্তিকা তৈরি করেছেন। সুব্রতবাবু বলেন, "ওই পুস্তিকায় আমরা লিখেছি, আগে বাম পুর বোর্ড কী করেছিল। পাঁচ বছরে আমরা কী করেছি এবং ভবিষ্যতে কলকাতাকে আন্তর্জাতিক মানের শহর করার জন্য কী করব।" সেই পুস্তিকা সি পি এমের মতো শুধু দলীয় প্রার্থী আর কর্মীদের মধ্যে নয়, জনগণের মধ্যেও বিলি করা হবে বলে জানান সুব্রতবাবু।

## রাজ্য স্তরে বৃহত্তম বিলগ্নির ডাক ● লোকসানের দাওয়াই, দাবি বুদ্ধের

# বুদ্ধবাবুর নতুন বঙ্গ

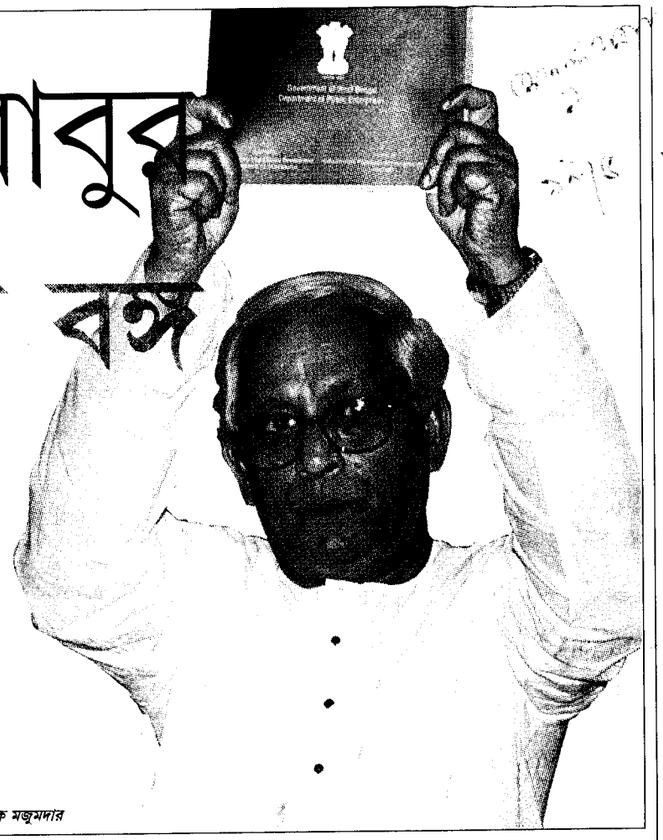

### এক নজরে

| যা হবে | |
|---|---|
| সংস্থার সংখ্যা | ২৯ |
| মোট কর্মী | ৮০,০০০ |
| অর্থ প্রয়োজন | ১,৭০০ কোটি টাকা |
| অর্থ দিতে পারে | বিশ্বব্যাঙ্ক |
| | এ ডি বি |
| | জে বি আই সি |
| | ডি এফ আই ডি |
| কাজ শেষ হবে | ২০০৭ সালের মধ্যে |

| যা হয়েছে | |
|---|---|
| সংস্থার সংখ্যা | ২৬ |
| মোট কর্মী | ৯,৯৪৪ |
| বন্ধ হয়েছে | ১০ |
| বেসরকারীকরণ হয়েছে | ১১ |
| সরকারি নিয়ন্ত্রণে | ৪ |
| *(বাকি গ্রেট ইস্টার্ন হোটেল)* | |
| পুনর্গঠনে ব্যয় হয়েছে | ২৩৬.৩৫ কোটি টাকা |
| অর্থ দিয়েছে | ডি এফ আই ডি |
| সময়সীমা | ২০০৩-'০৬ |

নতুন বঙ্গ ?

*গ্রাফিক্স: স্বরূপ দত্তপাট, ছবি: অশোক মজুমদার*

# বিদেশি অর্থে সংস্কার রাজ্যের ২৯টি সংস্থায়

**স্টাফ রিপোর্টার:** কেন্দ্রে প্রকাশ কারাটেরা যাই বলুন না কেন, পশ্চিমবঙ্গে বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যরা বিলগ্নিকরণেরই পক্ষে।

বিধানসভা নির্বাচনের ঠিক এক বছর আগে, মুখ্যমন্ত্রিত্বে তাঁর শপথ গ্রহণের চতুর্থ বার্ষিকীর দিনে, দেশের ইতিহাসে রাজ্য স্তরে বৃহত্তম বিলগ্নিকরণ প্রক্রিয়ার শাঁখে বুধবার ফুঁ দিলেন মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য। দু'বছর ব্যাপী এই সংস্কার পরিকল্পনা রূপায়িত হলে ২০০৭ সালের পরে শিল্প পরিচালনা থেকে বামফ্রন্ট সরকারের হাত গুটিয়ে নেওয়ার প্রক্রিয়া প্রায় সম্পূর্ণ হয়ে যাবে। কেন্দ্রে সি পি এম নেতৃত্ব বিলগ্নিকরণের বিরোধিতা করলেও এ দিন দেশ বিদেশের অতিথিদের সামনে বুদ্ধবাবু পরিষ্কার করে দিলেন, রাজকোষ বিপন্ন করে জনপ্রিয় হওয়ার পথ থেকে পাকাপাকি ভাবে সরছে রাজ্যের বামফ্রন্ট সরকার। কেন্দ্রীয় স্তরে কট্টরপন্থী নেতৃত্বের প্রত্যাবর্তন সত্ত্বেও।

গত দু'বছর ধরে প্রথম দফায় ২৬টি সংস্থার সফল সংস্কারের পরে দ্বিতীয় পর্যায়ে হাত দিতে চলেছে রাজ্য সরকার। দ্বিতীয় দফার এই ধাক্কায় ২৯টি সংস্থায় প্রায় ৮০,০০০ কর্মীর ভবিষ্যতে প্রশ্নচিহ্ন বসতে পারে। সংস্কারের ১,৭০০ কোটি টাকা ব্যয় জোগাতে বিশ্বব্যাঙ্ক, এ ডি বি, জে বি আই সি এবং ডি এফ আই ডি-র দ্বারস্থ হয়েছে রাজ্য সরকার।

বিলগ্নিকরণের প্রথম দফায় ২৬টি সংস্থা সংস্কারের জন্য ব্রিটিশ উন্নয়ন সংস্থা ডি এফ আই ডি-র কাছ থেকে ২১৪ কোটি টাকা অনুদান পেয়েছিল সরকার। এগুলিতে মোট কর্মী ছিলেন ৯,৯৪৪ জন। এই তালিকার ন'টি সংস্থা বন্ধ করে দিয়েছে সরকার। কেবল তার জেরেই কর্মচ্যুত হয়েছেন প্রায় তিন হাজার মানুষ। যে চারটি সংস্থা সরকার হাতে রেখেছে সেখানেও ১,১১৪ কর্মীকে আগাম অবসর দেওয়া হয়েছে। ফলে প্রথম দফায় ৯,৯৪৪ কর্মীর মধ্যে কর্মচ্যুতি হয়েছে চার হাজারেরও বেশি কর্মীর। দ্বিতীয় দফায় এই অনুপাত বজায় থাকলে ৮০ হাজারের মধ্যে অন্তত ৩৩ হাজার কর্মী কাজ হারাতে পারেন।

দ্বিতীয় পর্যায়ে যেহেতু বিদ্যুৎ, পর্যটন, পরিবহণের মতো ন'টি দফতরের অধীনে সংস্থার পুনর্গঠন হবে, সেহেতু সুষ্ঠু সমন্বয়ের জন্য দফতরের সচিবদের নিয়ে একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে।

শিল্প সংস্থার দায় থেকে রাজকোষকে মুক্ত করা কতটা গুরুত্বপূর্ণ, তা বোঝাতে বুধবার মুখ্যমন্ত্রী বলেন, "এই লোকসানে চলা সংস্থাগুলি বাঁচিয়ে রাখতে বছরে ১,৫০০ কোটি টাকা ব্যয় করছি আমরা। বাম, ডান বা মধ্যপন্থী কোনও সরকারই এ কাজ চালিয়ে যেতে পারে না। ... এক কালে অগ্রপশ্চাৎ না বিবেচনা করেই সরকার প্রধানত শ্রমিকদের বাঁচাতে এই সংস্থাগুলি অধিগ্রহণ করেছিল। কিন্তু যথেষ্ট হয়েছে, আর নয়।" সরকারের এই পরিকল্পনার ভিত যদি হয় বামফ্রন্টের অতলান্ত রাজনৈতিক আত্মবিশ্বাস, তা হলে এ দিন মুখ্যমন্ত্রীর প্রত্যেকটি বাক্যেই তার অনুরণন মিলেছে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, কঠিন সিদ্ধান্ত নিতেই হবে। কারণ, সরকারের অধিগৃহীত সংস্থাগুলি রাজ্যের আর্থিক ক্ষেত্রে একেবারে অপ্রাসঙ্গিক হয়ে পড়েছে।

রাজকোষের অঙ্কে চোখ ফেরালে পরিষ্কার, এই ব্যয় বাঁচাতে পারলে ২০০৫-'০৬ সালে ৭,৩০০ কোটি টাকার রাজস্ব ঘাটতি ২০ শতাংশ কমে যেত। ১০,২৫০ কোটি টাকার রাজকোষ ঘাটতি কমে যেত প্রায় ১৫ শতাংশ। শিল্প পুনর্গঠন দফতরের পরিসংখ্যান অনুযায়ী ২০০০ সালের পরে অধিগৃহীত সংস্থার জন্য বছরে রাজ্য বাজেটে বরাদ্দ বেড়ে ৭,৫০০ কোটি টাকায় দাঁড়িয়েছে।

এই অপব্যয় কমাতে এ বার সরকারের প্রধান নজর রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদ ও পাঁচটি পরিবহণ সংস্থার উপর। এই ছ'টি সংস্থাতেই মোট কর্মী সংখ্যা ৪১,০০০। বাকি ২৩টি সংস্থায় মোট কর্মী সংখ্যা প্রায় ৪০,০০০।

এই অটল অবস্থানের জন্য এ দিন ডি এফ আই ডি-র অকৃপণ প্রশংসা কুড়িয়েছে রাজ্য সরকার। অনুষ্ঠানের মঞ্চ থেকে ডি এফ আই ডি-র উপ-অধিকর্তা হাওয়ার্ড টেলর বলেন, প্রধানত তিনটি কারণে এ রাজ্যে অধিগৃহীত শিল্প পুনর্গঠনের প্রথম পর্যায়টি সফল হয়েছে। প্রথমত, এ রাজ্যে সরকার কঠোর ভাবে এই প্রক্রিয়ার হাল ধরেছিল। দ্বিতীয়ত, সরকারের কিছু আমলা বছরের পর বছর এই পরিকল্পনা নিয়ে কঠোর পরিশ্রম করেছেন। তৃতীয়ত, গোটা প্রক্রিয়া ছিল স্বচ্ছ। কর্মীদের মতো প্রক্রিয়ার শরিক যাঁরা, সরকার তাঁদের সকলের সঙ্গে বারবার আলোচনা করেছে।

তবে কর্মীদের উপর আঘাত যাতে যথাসম্ভব মৃদু করা যায়, তার জন্য সংশ্লিষ্ট

*এর পর সাতের পাতায়*

● যে সব সংস্থায় সংস্কার...পৃঃ ৩

## সংস্কার ২৯টি সংস্থায়

*প্রথম পাতার পর*

কর্মী বা তাঁর পরিবারের সদস্যকে নতুন প্রশিক্ষণ দেওয়া বা স্বাস্থ্যবিমা করিয়ে দেওয়ার মতো ব্যবস্থার কথা এ দিন বারবার উল্লেখ করেন নিরুপম সেন ও বুদ্ধদেববাবু। ১,৭০০ কোটি টাকার ব্যয় জোগাড় করতে প্রথম পর্যায়ের মতো অনুদানের উপরেই ভরসা রাখছে মহাকরণ। সংশ্লিষ্ট আমলারা জানিয়েছেন, ৩১ মার্চ কেন্দ্রীয় অর্থ মন্ত্রকে আর্জি পাঠিয়েছেন তাঁরা। শীঘ্র অর্থমন্ত্রক ওই চার আর্থিক প্রতিষ্ঠানের কাছে তা পাঠিয়ে দেবে বলে রাজ্য সরকারের আশা।

শিল্প চালানোর এই দায় থেকে মুক্তি পাওয়া কত জরুরি তা বোঝাতে অর্থমন্ত্রী পি চিদম্বরমের কাছেও ছুটেছিলেন বুদ্ধবাবু। দারিদ্র দূরীকরণে ব্রতী ডি এফ আই ডি কেন শিল্প সংস্কারে অর্থ জোগাবে, তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিলেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী। চিদম্বরমকে বোঝাতে সঙ্গে সঙ্গে দিল্লি পাড়ি দিয়েছিলেন বুদ্ধবাবু।

বামপন্থীরা তা হলে কোন যুক্তিতে কেন্দ্রে রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্পে বিলগ্নিকরণের বিরোধিতা করেন? বুদ্ধবাবুর ব্যাখ্যায়, যুক্তি অতি সহজ। "ওদের সংস্থাগুলি লাভজনক, স্বাস্থ্যবান। অপর পক্ষে আমাদের সংস্থাগুলি লোকসানে ন্যুব্জ।"

ফলে, বিলগ্নিকরণ বিনা গতি নাই। অন্তত এ বঙ্গে। সম্ভবত সে কারণেই দ্বিতীয় দফার সংস্কার তালিকায় সরকারের লোগো এবং স্লোগান "আমি নতুন বঙ্গ, সমৃদ্ধি আমার সাথে।"

19 MAY 2005 ANANDABAZAR PATRIKA

## জোটে দ্বন্দ্বের আগুনে ঘি

# ত্রিশঙ্কু বোর্ড হবে, হঠাৎই বললেন সুব্রত

**স্টাফ রিপোর্টার:** কলকাতা পুরসভা ত্রিশঙ্কু হবে বলে মন্তব্য করে জোটের জটে ঘৃতাহুতি দিলেন সুব্রত মুখোপাধ্যায়। মঙ্গলবার, মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার শেষ দিনে তিনি বলেন, "ত্রিশঙ্কু হলেও তখন তৃণমূল-বি জে পি-কে নিয়ে নিয়ে অ-বাম বোর্ড গঠিত হবে।" তাঁর এই মন্তব্যে প্রচণ্ড ক্ষুব্ধ জোটসঙ্গী কংগ্রেস, পি ডি এস এবং এন সি পি। অন্য দিকে, সি পি এম এবং তৃণমূল কংগ্রেস বলেছে, মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার শেষ দিনেই কার্যত পরাজয় স্বীকার করে নিয়েছে ইউ ডি এ। কারণ, সুব্রতবাবুকে মেয়র হিসাবে তুলে ধরেই ইউ ডি এ ভোটে লড়ছে।

সুব্রতবাবুর ওই বক্তব্য শোনার পরে কংগ্রেস যে কতটা ক্ষুব্ধ, প্রদেশ কংগ্রেস নেতা সোমেন মিত্রের কথাতেই তা পরিষ্কার। তিনি বলেন, "সুব্রতবাবু এ কথা বলে ঠিক করেননি। আমরা তাঁকে মেয়র হিসাবে তুলে ধরে ভোটে লড়ছি। কিন্তু যুদ্ধে সেনাপতিরই যদি এই মানসিকতা হয়, তা হলে সৈনিকেরা কী করবে? তারা তো লড়াইয়ের ময়দানই ছেড়ে দেবে!"

ইউ ডি এ জোটের বড় শরিক কংগ্রেস ৯০টিরও বেশি আসনে লড়ছে। জোটের অন্য সঙ্গী পি ডি এস নেতা সমীর পুততুণ্ড বলেন, "সুব্রতবাবু এ কথা বলে থাকলে ভীষণ অন্যায় করেছেন। কারণ, কেউ ত্রিশঙ্কু হওয়ার কথা ভেবে ভোটে লড়ে না। ইউ ডি এ একক ভাবে কলকাতায় পুর বোর্ড দখল করবে বলেই আমরা একসঙ্গে লড়ছি।" পি ডি এস ছ'টি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছে। তাঁর দাবি অনুসারে এন সি পি-কে সাতটি আসন ছাড়া হয়নি বলে এমনিতেই সুব্রতবাবুর উপরে ক্ষুব্ধ ছিলেন এন সি পি-র রাজ্য সভাপতি বিক্রম সরকার। তিনিও বলেন, "এ কথা বলে সুব্রতবাবু ঠিক করেননি। সবে তো মনোয়নপত্র জমা পড়েছে। উনি কী ভাবে বুঝলেন যে, পুরসভা ত্রিশঙ্কু হবে?"

সুব্রতবাবুর বিরোধীরা স্বভাবতই অত্যন্ত উল্লসিত। প্রথম রাউন্ডেই কার্যত ইউ ডি এ-র পরাজয় মেনে নেওয়ার চোখে বিষয়টিকে দেখছেন তাঁরা। সি পি এমের রাজ্য সম্পাদক অনিল বিশ্বাস বলেছেন, "পুর বোর্ড ত্রিশঙ্কু হবে না। সেটা সুব্রতবাবু ভাবতে পারেন। কিন্তু বামেরাই এ বার গরিষ্ঠতা পাবেন। সেটা ওঁরাও জানেন।"

তা হলে নির্বাচনের পরে তৃণমূল-বি জে পি-র সঙ্গে হাত মিলিয়ে বোর্ড গড়ার কথা কেন বলছেন সুব্রতবাবু? অনিলবাবু বলেন, "ওদের মধ্যে নানা রকম ঝগড়া হচ্ছে দেখে সুব্রতবাবু এ কথা বলে থাকতে পারেন। কিন্তু আমরা ওদের ঝগড়ার দিকে তাকিয়ে নেই। আমরা জোর কদমে প্রচারে নেমে পড়েছি। বুধবার বামফ্রন্টের ইস্তাহার প্রকাশিত হচ্ছে।"

নির্বাচনের এক মাস আগেই সুব্রতবাবু পরাজয় মেনে নিলেন— এই মন্তব্য করে তৃণমূলের সর্বভারতীয় সভাপতি মুকুল রায় বলেন, "আমাদের নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বারবার বলেছেন, সি পি এমের বিকল্প তৃণমূল। সেটাই সুব্রতবাবু স্বীকার করে নিলেন।" তাঁর দাবি, ইউ ডি এ বা বামফ্রন্ট নয়, তৃণমূল-বি জে পি জোটই গরিষ্ঠতা পাবে। এ দিন পুরভবনে গিয়েছিলেন মেয়র তথা উন্নয়ন কংগ্রেস মঞ্চের নেতা সুব্রতবাবু। তিনি বলেন, "এখন কেউ বলছেন না, নির্বাচনের পরে বোর্ড গড়ার স্বার্থে অন্যের সঙ্গে নতুন করে জোট গড়ব না। ভোটের পরে পরিস্থিতি এমন হবে যে, ইউ ডি এ, তৃণমূল-বি জে পি-কে নিয়েই বোর্ড গড়তে হবে।"

সুব্রতবাবুর প্রশ্ন, "কেন নির্বাচনের আগেই এমন জোট হচ্ছে না? পরে যে কংগ্রেস-মঞ্চ-তৃণমূল-বি জে পি মিলিত হয়ে বোর্ড গঠন করবে, এটা সবাই জানেন। বোঝেন। কিন্তু কেউ যদি ঠিক করে থাকেন, আমি এটা বুঝব না, তা হলে তাঁকে কী করে বোঝাব?" কোন দল কত আসন পেতে পারে, তারও একটা ধারণা দিয়েছেন সুব্রতবাবু। তিনি বলেছেন, বামফ্রন্ট পাবে ৬০টি আসন। বাম-বিরোধীরাও পাবেন ৬০টি। কার্যত লড়াই হবে বাকি ২১টি আসন নিয়েই। আর সে-ক্ষেত্রে অ-বামেরাই সংখ্যাগরিষ্ঠতা পাবেন।

ইউ ডি এ-র মধ্যে সব চেয়ে বড় ঝগড়া বেধেছে এন সি পি-কে নিয়ে। বিক্রমবাবু জানিয়েছেন, তাঁদের দলের ১০ জন প্রার্থী পুর ভোটে লড়বেন। জোটের পক্ষ থেকে এন সি পি-কে দেওয়া হয়েছে দু'টি আসন। দলের নেতারা নিজেদের মধ্যে বৈঠক করে ঠিক করে ফেলেছেন, বাকি আসনে ঘড়ি চিহ্ন নিয়ে কংগ্রেসের সঙ্গে 'বন্ধুত্বপূর্ণ' লড়াই হবে তাঁদের।

এ দিকে, সুব্রতবাবুর মঞ্চের প্রতীকও ঘড়ি। সরকারি ভাবে তাঁরাও এন সি পি প্রার্থী হিসাবেই মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন। তা হলে কী হবে? সুব্রতবাবু বলেন, "জোটের তালিকার বাইরে গিয়ে যে-সব জায়গায় প্রার্থী দেওয়া হবে, সেখানে আমরা মঞ্চ বেঁধে প্রচার করব, এরা কেউ আমাদের প্রার্থী নন।" এ দিকে, জোটের বাইরে গিয়ে পি ডি এস-ও একটি ওয়ার্ডে প্রার্থী দিয়েছে।

18 MAY 2005 ANADABAZAR PATRIKA

18 MAY 2005

# বিলগ্নিকরণে মন্ত্রিসভায় কোর কমিটি চায় রাজ্য

**দেবব্রত ঠাকুর**

রুগ্‌ণ, লোকসানে চলা অধিগৃহীত সংস্থাগুলির বিলগ্নিকরণ ও পুনর্গঠনের প্রস্তাব অনুমোদন ও নিয়মিত তদারকির জন্য সরকারের শীর্ষ স্তরে মুখ্যমন্ত্রীর নেতৃত্বে একটি 'ক্যাবিনেট কোর কমিটি' গঠনের প্রস্তাব নিয়ে ভাবনাচিন্তা চলছে। পরিবহণ, বিদ্যুতের মতো গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে সরকারের বিলগ্নিকরণ ও পুনর্গঠন নীতি রূপায়ণের দ্বিতীয় পর্বে ১৭০০ কোটি টাকার পুনর্গঠন প্রকল্প শুরু করার আগেই ওই কমিটি গঠনের কথা ভাবা হয়েছে। কার্যত সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন দফতরের 'অহং'-এর লড়াইয়ে ইতি টেনে দ্রুত নীতি রূপায়ণের জন্যই ওই কমিটি গঠন জরুরি হয়ে পড়েছে। বিলগ্নিকরণ, পুনর্গঠন, আগাম অবসর প্রকল্পের মতো স্পর্শকাতর বিষয়ে স্বচ্ছতা ও মন্ত্রিসভার যৌথ দায়বদ্ধতা নিশ্চিত করাও এর অন্যতম লক্ষ্য।

আজ, বুধবার দ্বিতীয় পর্বে পুনর্গঠন প্রকল্পকে সামনে রেখে একটি কর্মশালা শুরু হচ্ছে। মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য তার উদ্বোধন করবেন। সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী-আমলা, ডি এফ আই ডি, এ ডি বি-র মতো সংস্থার প্রতিনিধিরা কর্মশালায় থাকবেন। থাকতে পারেন বিশ্বব্যাঙ্ক ও জাপান ব্যাঙ্ক ফর ইন্টারন্যাশনাল কো-অপারেশনের প্রতিনিধিরাও। কারণ, ডি এফ আই ডি-র অনুদান ছাড়াও রাজ্যের এই বৃহৎ পুনর্গঠন পর্বে বিদেশি আর্থিক সংস্থার স্বল্প সুদের ঋণেরও দরকার হবে রাজ্য সরকারের। আর্থিক সংস্থাগুলিও এই বিলগ্নিকরণ ও পুনর্গঠন প্রক্রিয়ায় অংশ নিতে আগ্রহী।

প্রথম পর্বে মূলত রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প ও শিল্প পুনর্গঠন দফতরের অধীন কিছু সংস্থাকে কেন্দ্র করেই বিলগ্নিকরণ ও পুনর্গঠন প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়। কৃষ্ণা গ্লাসের মতো সংস্থা বন্ধ করার পাশাপাশি এঙ্গেল ইন্ডিয়া ও ওয়েস্ট বেঙ্গল কেমিক্যালের বিলগ্নিকরণের সিদ্ধান্ত ইতিমধ্যে রূপায়িত হয়েছে। দ্বিতীয় পর্বের তুলনায় সেই কাজ সহজ ছিল। কারণ, সেখানে একটি দফতর, এক জন মন্ত্রী এবং এক জন সচিবের নিরঙ্কুশ নিয়ন্ত্রণেই ছিল সামগ্রিক বিষয়টি।

কিন্তু দ্বিতীয় পর্বে আছে পরিবহণ দফতরের অধীন একাধিক পরিবহণ সংস্থা, বিদ্যুৎ দফতরের অধীন রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদ, পর্যটন দফতরের অধীন গ্রেট ইস্টার্ন হোটেল, ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প দফতরের অধীন তন্তুজ, তন্তুশ্রী, মঞ্জুষার মতো সংস্থাও। এই আলাদা আলাদা দফতরের অধীন সংস্থাগুলির পুনর্গঠন, আগাম অবসর, প্রয়োজনে বিলগ্নিকরণের বিষয়ে 'নিয়ামক দফতর' হিসাবে যাবতীয় দায়িত্ব নিরুপম সেনের রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প ও শিল্প পুনর্গঠন দফতরের। সে-ক্ষেত্রে পরিবহণমন্ত্রী সুভাষ চক্রবর্তী, বিদ্যুৎমন্ত্রী মৃণাল বন্দ্যোপাধ্যায়, পর্যটনমন্ত্রী দীনেশ ডাকুয়া এবং ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প মন্ত্রী বংশগোপাল চৌধুরী এবং তাঁদের দফতরের আমলাদের সঙ্গে পুনর্গঠন দফতরের সমন্বয়ের অভাব হচ্ছে। অনেক ক্ষেত্রে পুনর্গঠন দফতরের নির্দেশ বা সিদ্ধান্ত মানতে অনীহা রয়েছে দ্বিধাগ্রস্ত সংশ্লিষ্ট দফতরগুলির আমলাদের মধ্যেও। কিছু ক্ষেত্রে অহংয়ের লড়াইও শুরু হয়েছে।

রাজ্যে আলাদা বিলগ্নিকরণ দফতর তৈরির প্রস্তাবও এক সময় এসেছিল। কিন্তু রাজনৈতিক কারণেই 'বিলগ্নিকরণ' শব্দে বামেদের ঘোর আপত্তি। বিকল্প হিসাবে মুখ্যসচিবের নেতৃত্বাধীন সচিব স্তরের উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন কমিটি গঠিত হয়। এ বার বৃহৎ পুনর্গঠন প্রকল্পে সরকার সরাসরি মন্ত্রী পর্যায়ের তদারকি কমিটি গড়ার পক্ষপাতী। ক্যাবিনেট কোর কমিটির গঠন চূড়ান্ত হয়নি। তবে মুখ্যমন্ত্রী ছাড়াও শিল্পমন্ত্রী, অর্থমন্ত্রী এবং সংশ্লিষ্ট দফতরের মন্ত্রীরা থাকবেন বলে মনে করা হচ্ছে।

সরকারি সূত্রে বলা হয়, সেন্ট্রর হোটেল বিলগ্নিকরণ নিয়ে বামেদের ভূমিকা, সার্বিক ভাবে বিলগ্নিকরণ ইত্যাদি প্রশ্নে বাম নীতির কারণেই এই ক্ষেত্রে প্রতিটি পদক্ষেপ করতে হবে সতর্ক ভাবে। প্রশাসনিক জটিলতার বাইরেও এই ক্ষেত্রে রাজনীতির একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে। সেই কারণেই দল ও সরকারের নীতি ও সিদ্ধান্তের মেলবন্ধন ঘটাতে ক্যাবিনেট কোর কমিটির মতো শীর্ষ স্তরের তদারকি কমিটির প্রয়োজন রয়েছে।

# Attack on Pranab: Intelligence failure

## State govt orders probe

**SOUMEN Datta**
Kolkata, May 16

IN ALL fairness to him, Pranab Mukherjee was not to know he would be mobbed and roughed up by deprived ticket-seekers within his own party.

It all happened because the man whose job it was to know and warn the police in time (he gets paid for this) failed miserably on Sunday.

For those who don't know, every police station has a divisional officer from the Special Branch whose only brief is to gather political intelligence of this kind and keep the administration posted.

**Battle for Kolkata**

But Prasanta Kumar Sarkar, the Special Branch man at Entally police station, which is only yards away from Bidhan Bhavan, the Congress office where Pranab was manhandled, had not only failed to gauge the anger among sidelined ticket-seekers, he also grossly underestimated the security risk to an important Union minister. Apparently, he didn't even care to be anywhere near the site.

Till sometime after the incident, the police tried to pass it off as nothing but internecine fights within the Congress. They also argued that the cops hadn't been allowed inside the party office.

Javed Shamim, DC (ESD) said: "Our men rushed to the spot within minutes and tried to disperse the mob gathered outside. But they were helpless as they couldn't get into the party office."

Officers at Entally police station reasoned that Pranab was supposed to reach Bidhan Bhavan around 1 pm, but entered the party office around 12 o' clock.

"We had no prior information from the SB," O-C Baidyanath Saha said.

But the government on Monday ordered a probe after it found prima facie evidence of intelligence failure about a possible attack on Pranab, and sought a report from the commissioner of police. "We have asked him to find out how the incident took place and what the Special Branch's role was," home secretary Amit Kiran Deb told *HT*.

Though Pranab had gone to the party office as Congress president, considering the fact that he is a minister, the police should have provided adequate cover, a senior officer in the administration said.

**THE DAY AFTER**

**PRANAB** Sulking PCC president finalises candidates and leaves for Delhi. No changes in wards 55 and 59, over which he was roughed up. As a result, grumbling contenders likely to contest as Independents (*See Live*)

**CONGRESS** State unit suspends local leader Arun Das on a directive from AICC. Das had sought a ticket for his wife Sabita Das in ward 55, a seat given to ally Subrata Mukherjee. AICC leader Ambika Soni vows disciplinary action

**GOVERNMENT** No action against attackers. State inquiry to ascertain Intelligence failure, with the home secretary seeking explanation from the police commissioner. Centre has not yet contacted the state

**BUDDHADEB BHATTACHARJEE** Calls incident unfortunate, but notes that "these things usually happen in the Congress"

**MAMATA BANERJEE** Insists on minding her own business

17 MAY 2005 THE HINDUSTAN TIMES

# Pranab defence cracks

OUR BUREAU

**Calcutta, May 15:** A mob of Congress supporters today showed how defenceless even the nation's defence minister can be before factional rivalry in his own party in his home state.

Pranab Mukherjee was shoved and abused for nearly an hour at the state Congress headquarters, emerging with a torn *panjabi* and bruised sentiments.

As he jostled with the crowd, which was protesting against the distribution of civic poll tickets, the state Congress chief grabbed some of the men by the collar and slapped them.

The mob, which roughed up state Congress working president Pradip Bhattacharjee when he tried to rescue Mukherjee, was later heard chanting "Somen Mitra *zindabad*".

The state's Left Front government promptly offered to buttress the minister's security if he made a request and lodged a police complaint against his attackers — something Mukherjee declined to do.

In Delhi, state CPM secretary Anil Biswas scoffed: "(Congress) leaders are getting thrashed by their supporters even before the so-called *jot* has been born. Once it is formed, the people will get beaten up in the same fashion."

The crowd was waiting for Mukherjee when he reached Bidhan Bhavan around noon, two armed constables in tow. As soon as the state Congress president climbed out of the car in the driveway, he was surrounded.

The minister, who had arrived to release the list of poll nominees, found his way barred by a seething, slogan-shouting mob.

"Who are you? How did you get inside?" Mukherjee scolded them. "You can't be genuine Congressmen. If you were, you would not be demonstrating here, strengthening the CPM's hands.

"*Tomra shob CPM-er hat shakto korte chaichho* (You are trying to strengthen the CPM's hands)," he shouted.

The crowd immediately rounded on him. "*Pranabda CPM-er dalal. Subratar sathe atant kore Congress-er sure seat diye dichchhe* (Pranabda is a CPM agent. He is offering the Congress's safe seats to Subrata)," someone screamed.

The gates had been shut but the crowd kept swelling with many climbing over and joining the protesters. Several people were pounding on Mukherjee's car with their fists. A few journalists got beaten up.

Around 12.45 pm, other leaders on the third floor came to Mukherjee's rescue and pulled him to safety.

When former state Congress chief Somen Mitra arrived on the scene, the crowd cooled down.

■ See Page 13

**QUOTE**

**The Congress-led coalition is *saapnath* (snake) while the NDA is *nagnath* (King Cobra)**

MAYAVATI

16 MAY 2005 THE TELEGRAPH

16 MAY 2005

16 MAY 2005

THE TELEGRAPH

Skirmishes and squabbles over seat sharing with alliance partners rock the boat

# Cong house in disarray

OUR BUREAU

**Calcutta, May 15:** Barely 48 hours before the last date of filing nominations, the state Congress brass failed to pick their candidates for the elections to the city civic body.

Out of 94 wards that the Congress has decided to contest, state party president Pranab Mukherjee named candidates for 89. He could not resolve the impasse over the five seats for which there are several aspirants.

"We shall soon announce the names of the five candidates, who will fight the polls on our symbol," Mukherjee told a news conference at the Pradesh Congress office this afternoon.

Earlier, he was roughed up and his clothes torn off by over 500 Congress supporters protesting against the allocation of ward 55 to a candidate of mayor Subrata Mukherjee's Paschimbanga Unnayan Congress Mancha.

State CPM secretary Anil Biswas said in Delhi that today's free-for-all in the Congress office over seat sharing with the mayor's Mancha was indicative of "more trouble" for the people if the "*jot*" (alliance) was voted to power.

Congress sources said the delay in choosing nominees for the wards in the Manicktala area of east Calcutta was because of resentment of party supporters opposed to the leadership's "surrender" to Paresh Pal, the Trinamul Congress MLA from the area, now with Subrata Mukherjee.

"Why should Pal, who has just switched over to the mayor's forum, be offered five wards so that his candidates can enter the fray with the hand symbol? Pal is still a Trinamul MLA and has not returned to our party," said a senior Congress leader.

Jayanta Bhattacharya, a Trinamul-backed Independent MP and a close aide of former state Congress chief Somen Mitra, alleged that the leadership would "cause harm to the party organisation if it surrenders the five key seats to Pal".

The discontent in the party ranks was apparent in other wards as well. Party functionaries in wards 55 and 63 said they will not campaign as the seats had been offered to the Mancha. "We have a considerable base in both the wards, in east and central Calcutta. It is wrong to offer them to Subrata," said a party leader who did not want to be named.

He also alleged that the Mancha was indirectly helping the CPM by putting up weak nominees. "A pushover Ramen Pandey, a Subrata aide, has been fielded against Ajit Panja, a former central minister and a two-time MP from Calcutta North East. The CPM candidate will have a cakewalk."

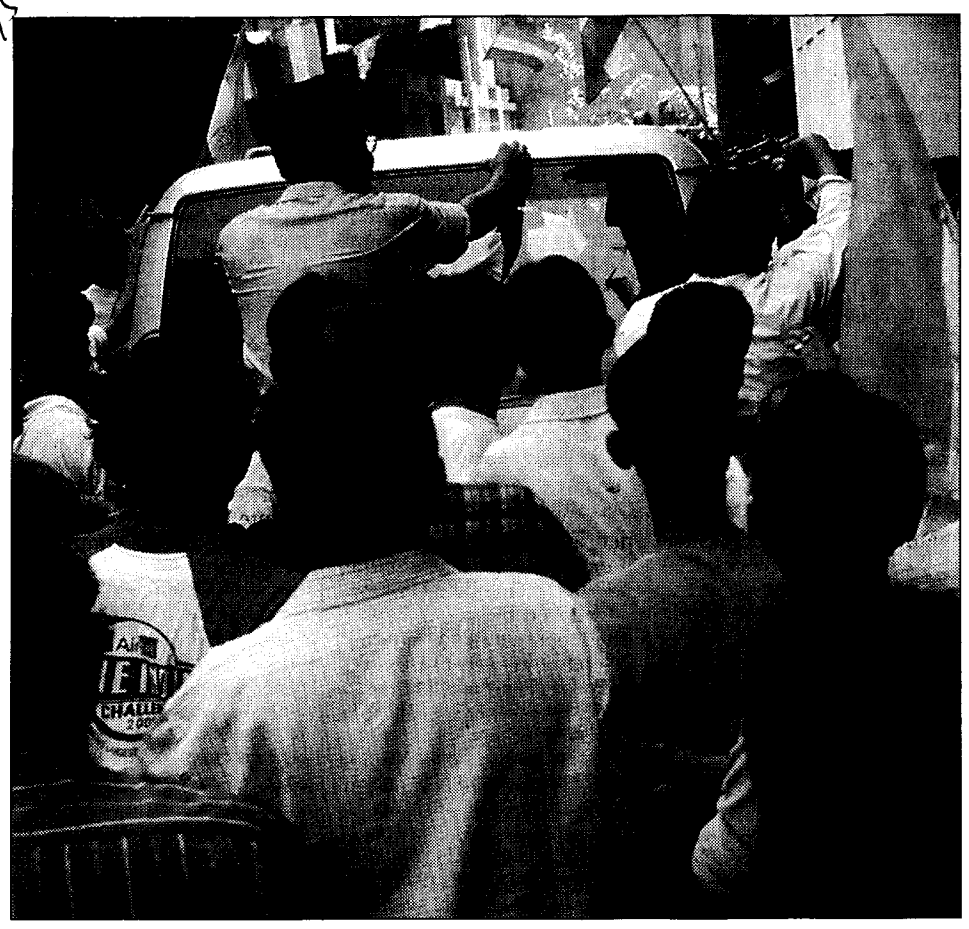

**A VIP vehicle faces the wrath of Congress supporters.** Picture by Amit Datta

# Symbol cloud survives list

A STAFF REPORTER

**Calcutta, May 15:** The list is out but the confusion is still staying put.

The allotment of symbols to candidates was mired in a muddle even after mayor Subrata Mukherjee's Paschimbanga Unnayan Congress Mancha announced a list of 38 candidates for the June 19 civic elections.

According to the seat adjustments, while the Party for Democratic Socialism (PDS) will contest in six wards (46, 99, 104, 105, 109 and 110), Sharad Pawar's Nationalist Congress Party (NCP) will field its nominees in two, 8 and 136. Mulayam Singh Yadav's Samajwadi Party (SP) will put up its lone nominee in ward 133.

Mukherjee said tonight the Mancha would not interfere with the selection of symbols for its allies.

"Though a majority of our 38 candidates will fight the elections on the NCP's clock symbol, we shall not interfere if some contest on other symbols," he said.

"Paresh Pal, the rebel Trinamul Congress MLA from Manicktala, for example, has expressed his willingness to contest on the Congress's hand symbol," he added.

Debashis Kumar, a Mancha candidate from ward 85, has decided to contest on a double-leaf symbol as an Independent candidate.

Officials from the state election commission said tonight that those contesting on the clock symbol would be treated as the NCP's candidates. In that case, the symbol certificate will have to be signed by NCP officials.

Those contesting on symbols other than the NCP's clock and the Samajwadi's cycle would be treated as Independents.

PDS leader Samir Putatunda said the party's six candidates would contest on a free symbol that will be made available by the poll panel.

Trinamul leader Mamata Banerjee, addressing an election rally at Bongaon, North 24-Parganas, late this afternoon, said her party would do away with the water tax if it wins the municipal polls.

# জট ৪৮ : ঘোষণা আজ

**বিশ্বজিৎ সিংহ, দীপঙ্কর নন্দী**

৪৮ নম্বর ওয়ার্ডে মঞ্চের প্রার্থী দেওয়া হবে না কংগ্রেসের, সে ব্যাপারে আজ রবিবার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত ঘোষণা করা হবে। জানা গেছে, ৪৮ নম্বর ওয়ার্ডটি শেষ পর্যন্ত কংগ্রেসেরই পাওয়ার সম্ভাবনা বেশি। শনিবার গভীর রাত পর্যন্ত ঢাকুরিয়ায় নিজের বাড়িতে কংগ্রেস নেতা সোমেন মিত্র, প্রিয়রঞ্জন দাসমুন্সি ও মঞ্চের আহ্বায়ক সুব্রত মুখার্জির সঙ্গে বৈঠক করেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি প্রণব মুখার্জি। বৈঠকের শেষে সুব্রত সাংবাদিকদের বলেন, ৪৮, ৪৫ ও ৫৫ নম্বর ওয়ার্ড নিয়ে আমরা আমাদের কথা প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতিকে জানিয়েছি। তাঁর ওপর দায়িত্ব ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। তিনি রবিবার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করবেন। সুব্রতবাবু চলে যাওয়ার বেশ কিছুক্ষণ পর সোমেন মিত্র প্রণব মুখার্জির বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসেন। তিনি সাংবাদিকদের বলেন, প্রণববাবু সব শুনেছেন। রবিবার চূড়ান্ত ঘোষণা করা হবে। শেষ পর্যন্ত বন্ধুত্বপূর্ণ লড়াইও হতে পারে। এদিন বিকেলে প্রদেশ কংগ্রেস দপ্তরে কলকাতা পুরসভার নির্বাচন পরিচালনার জন্য তৈরি কমিটির প্রথম বৈঠক বসে। এই কমিটির চেয়ারম্যান প্রণব মুখার্জি। কমিটির সদস্যদের মধ্যে একমাত্র বরকত গনিখান চৌধুরি ছাড়া বাকিরা বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন। বৈঠকে আসেন প্রিয়রঞ্জন দাসমুন্সি, সোমেন মিত্র, প্রদীপ ভট্টাচার্য, চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য, অমিতাভ চক্রবর্তী, মনোজ পাণ্ডে এবং মায়া ঘোষ। এ আই সি সি-র অন্যতম সাধারণ সম্পাদক অম্বিকা সোনির নির্দেশেই মায়াকে এই কমিটির সদস্য করা হয়। প্রদেশ কংগ্রেস দপ্তরে বৈঠকে ঠিক হয়, যে ক'টি ওয়ার্ড নিয়ে সমস্যা সৃষ্টি হয়েছে তা মেটাবেন দলের সভাপতি। বৈঠকে প্রিয় বলেন, ৪৫ নম্বর ওয়ার্ড নিয়ে বিতর্ক হচ্ছে। যুব কংগ্রেস এই ওয়ার্ডে চাইছে সন্তোষ পাঠককে। প্রণববাবু প্রিয়র এই প্রস্তাব শুনেছেন। কোনও সিদ্ধান্ত হয়নি। সোমেন বলেন, মঞ্চে যাঁরা প্রার্থী হয়েছেন, তাঁদের মধ্যে কয়েকজন দাঁড়াবার যোগ্য নন। প্রিয় প্রস্তাব দেন, ৭১ নম্বর ওয়ার্ড থেকে পার্থ রায়চৌধুরিকে মনোনয়ন দিলে ভাল হয়। এই ওয়ার্ডে দক্ষিণ কলকাতা জেলার সভাপতি নীরেন্দ্রনাথ চ্যাটার্জি (চিনা) চেয়েছেন সুরেশ মুখার্জিকে। ৮১ নম্বর ওয়ার্ডে কেউ চেয়েছেন তুলসী মুখার্জিকে। একজন প্রস্তাব দেন, এই ওয়ার্ডে চিনার দাঁড়ানো উচিত। সোমেন বলেন, ৬৩

*এরপর ৫ পাতায়*

জট ৪৮ : ঘোষণা আজ

**১ পাতার পর**

নম্বর ওয়ার্ডে অজিত পাঁজার বিরুদ্ধে হেভিওয়েট প্রার্থী দেওয়া প্রয়োজন। মঞ্চ থেকে অবশ্য আগেই জানানো হয়েছে, ৬৩ নম্বর ওয়ার্ডে প্রার্থী হবেন রমেন পাণ্ডে। ৪৮, ৪৫, ৫৫ নিয়ে শুরু থেকেই সোমেন-সুব্রতর মধ্যে ঠাণ্ডা লড়াই শুরু হয়েছে। ৪৮ ওয়ার্ড নিয়ে সোমেনের যুক্তি, এই ওয়ার্ড থেকে গত নির্বাচনে কংগ্রেসের প্রতীকে অমিয় মুখার্জি জেতেন। তারপর চলে যান তৃণমূলে। পরে মঞ্চে এসেছেন। কেন তাঁকে এবার কংগ্রেসের জেতা ওয়ার্ড দেওয়া হবে? সোমেন তাঁর ঘনিষ্ঠমহলে এও জানিয়েছেন, এই ওয়ার্ড থেকে কংগ্রেসের হয়ে দাঁড়াবেন অশোক ব্যানার্জি। তিনি কখনও দল ছাড়েননি। অশোকের হয়ে সোমেনের যুক্তিকে সমর্থন করেছেন ৫০ নম্বর ওয়ার্ডের কংগ্রেস প্রার্থী প্রদীপ ঘোষ। সুব্রতর যুক্তি, কংগ্রেস নেতারাই ঠিক করেছেন, এবার কোনও কাউন্সিলরকে বাদ দেওয়া হবে না। প্রদীপ ঘোষও তো কংগ্রেসের প্রতীকে জেতে। তারপর যায় তৃণমূলে। এবার তাহলে প্রদীপ কেন টিকিট পেল? আমিও নানা যুক্তি খাড়া করতে পারি। করিনি। করলে আমাদের আসল উদ্দেশ্য সফল হবে না। নিজেদের মধ্যে ঝগড়া করে লাভ কী? এদিকে এদিন বিকেলে প্রদেশ কংগ্রেস দপ্তরে দলের বৈঠকের পর সাংবাদিক বৈঠকে আসেন প্রণব, প্রিয়রঞ্জন ও প্রদীপ। প্রণব বলেন, 'কয়েকটি ওয়ার্ডে সমস্যা হচ্ছে। আশা করি রবিবারের মধ্যে সব ঠিক হয়ে যাবে।' বৈঠকে কীভাবে যৌথ ইস্তেহার করা হবে তা নিয়ে আলোচনা হয়েছে। প্রার্থীদের ১৫ হাজার টাকা করে প্রার্থীদের দেওয়ার কথা ভাবা হচ্ছে। মঞ্চের তুলনায় এক একটি ওয়ার্ডে কংগ্রেসের প্রার্থী হওয়ার জন্য দাবিদার বেশি। দাবিদারদের অনেকেই দুপুর থেকে হাজির হন প্রদেশ কংগ্রেস দপ্তরে। এঁদের মধ্যে সোমেনের ঘনিষ্ঠ অনুগামী রণজয় রক্ষিত। তিনি ৬৯ থেকে প্রার্থী হতে চান। অথচ এই ওয়ার্ডে মঞ্চের হয়ে মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন কষ্ণকলি বসু (ঘোষ)।

15 MAY 2005 AAJKAL

THE STATESMAN

# Scale of the Imponderable!

## CAVEAT

C R IRANI

Subrata Mukherjee cannot disclaim that he was the one to groom and carry into active politics his current *bete noir,* Mamata Banerjee. He had left the Chhatra Parishad and Congress and climbed into a new political party, the Trinamul, a brand new formation. That was a while ago, but memories do linger. His good friend, Priya Ranjan Das Munshi, a colleague in the Parishad, also left Congress but joined the Congress(S) of Unnikrishnan. Of the two men, Subrata was much the stronger and more mature person, who knew how to control himself, while he also planned and pursued with considerable vigour, many outrageous schemes. Not too many secrets leapt out of his cupboard, however.

In no time, Subrata became Mayor of Kolkata and for that he has to thank Mamata Banerjee, although no one, not even his worst enemy, has complained that he has not shown enough deference towards his leader. His rise was, however, too rapid to be acceptable to Mamata, who seems to settle for progress in the normal way but not more rapidly! Her jealousy and envy were well written upon her brow and even those who run could read it. He showed considerable skill in dealing with the state government on the one hand and his boss, Mamata, on the other. She called him names to warn him of her displeasure, one which has stuck is — *tarbuj,* green on the outside but scalding red on the inside! Widely suspected of having an unwritten understanding with the Marxist government at Writers' Buildings, they allowed him a reasonably free hand in dealing with municipal affairs, but did not forget to scrap when necessary, maybe enough to make the point! It even helped to smooth his way out of difficulties. We must hand it to Subrata; he got his way in most controversial matters but it gave rise to feelings that there was an understanding to which both sides held firm for mutual convenience. Mamata Banerjee was good to him at some times and not so good at others; the warning but fell on deaf ears.

Almost a year ago, Subrata decided to turn but slowly and imperceptibly. With an exquisite sense of timing, he moved to Delhi for a while to parley with old colleagues and came into the open soon enough, daring Mamata to act against him. We have not heard the end of this particu-

**Subrata showed considerable skill in dealing with the state government on the one hand and his boss, Mamata, on the other**

lar manoeuvre of Subrata's four-party alliance — delay is indicative of troubles ahead. Mamata Banerjee's list of party candidates for the municipal elections is announced and it is clear that Subrata has not succeeded in taking with him more than a single-digit number of elected supporters, whether Assembly members or councillors. It is obvious, however, that he has the support of Defence Minister Pranab Mukherjee who has been quite forthright, and also presumably silent support from the state Congress leader, Somen Mitra, whom he has already offended by inviting him to be the group leader — it is being misunderstood as projecting Somen as a CPI(M) stooge. He has not been close to Somen Mitra anyway.

Subrata's list will measure his strength on both sides. But as at date of writing, it is still in the making. It takes time to accommodate those who lost in the selection process of both Trinamul as well as some select CPI(M) men. This does not improve Subrata's strength, although it is barely possible that a movement towards him may have begun. It looks unlikely; given that 17th May is the last date for nominations. The CPI(M) is very careful. While Secretary Anil Biswas professes not to be interested in Subrata's welfare, the latter's friend, minister Asok Bhattacharya, disagrees and says Subrata is an elected mayor and no one can dislodge him. The CPI(M) are not too keen on constitutional niceties so this observation should be taken with a pinch of salt.

Where do we go from here? It seems clear that Subrata's intervention is going to earn more seats for the CPI(M) on a simple mathematical assessment of the votes to be cast. He will divide the anti-Marxist vote, the only thing not clear is by what margin. It may be decisive or it may not be. The process of withdrawal and voting is still to come. As of now, it is very unrealistic to expect the sudden swell of support for him that some people see, to have him leading a larger number of members. There is yet another imponderable to consider. The groundswell of opposition to the Marxists, and which has been responsible for their list being delayed also, may be stronger than it appears. If that is so, it's not surprising; the slide has been too noticeable to be ignored. But one thing is clear. The single factor of Subrata's intervention is likely to influence results the CPI(M) way; by how much, it is not possible to tell.

# হামলায় জখম নানুর মামলার সাক্ষী, দেহরক্ষীও

**নিজস্ব সংবাদদাতা, বোলপুর ও স্টাফ রিপোর্টার, কলকাতা:** বেধড়ক মার ও ধারালো অস্ত্রের কোপে মারাত্মক জখম হলেন নানুরের সূচপুর গণহত্যা মামলার অন্যতম প্রধান সাক্ষী আব্দুল খালেক ও তাঁর দেহরক্ষী জাহাঙ্গির আলম। বৃহস্পতিবার দুপুরে নানুরের বাসাপাড়ায় সি পি এমের পার্টি অফিসের সামনেই ঘটনাটি ঘটে। তৃণমূলের অভিযোগ, সি পি এম সমর্থকেরাই খালেককে খুনের চেষ্টা করেছে। সিপিএম অভিযোগ উড়িয়ে দিয়েছে। মোট ১৪ বার পিছিয়ে যাওয়ার পর কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশে আগামী ৭ জুন সুচপুর মামলার শুনানির দিন ধার্য হয়েছে। বেশি রাতে হামলায় জড়িত সন্দেহে চারজনকে গ্রেফতার করে পুলিশ। তবে তাদের রাজনৈতিক পরিচয় সম্পর্কে কিছু বলতে চায়নি তারা।

প্রকাশ্য সমাবেশে মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য এ দিন বোলপুরে এসেছিলেন। সভার পর সন্ধ্যায় তাঁকে ওই বিষয়ে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন, "আমি কিছু শুনিনি। নির্বাচনী সভায় এসেছি। প্রশাসনের সঙ্গে কথা বলব।" কলকাতায় তৃণমূল এবং সি পি এম— উভয়পক্ষই পরস্পরকে দোষারোপ করেছে। তৃণমূলের দুই নেতা মুকুল রায় ও মদন মিত্র বলেছেন, "সি পি এমের প্রত্যক্ষ মদতেই গণহত্যা মামলার মূল আসামীর উপর ওই হামলা হয়েছে। হামলাকারীদের মধ্যে সূচপুরের ঘটনায় এফ আই আরে নাম-থাকা অভিযুক্তরাও ছিল।" মুকুল-মদন আরও বলেন, "ঘটনাস্থল থেকে মাত্র ২০ কিলোমিটার দূরে প্রকাশ্য সভা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। শাসকদলের সমর্থকরা তাই আরও বেপরোয়া ছিল।" খালেকের উপর হামলার প্রতিবাদে আজ, শুক্রবার বীরভূম জেলা জুড়ে 'কালা দিবস' পালন করবে তৃণমূল। পক্ষান্তরে, সি পি এমের রাজ্য সম্পাদক অনিল বিশ্বাস বলেন, "খবর পেয়েছি, কিছু লোক আমাদের পার্টি অফিসে চড়াও হয়েছিল। কিন্তু বিশদে কিছু জানি না। যদি কেউ ওই ব্যক্তিকে আক্রমণ করে থাকে, তা হলে অন্যায় করেছে। তবে তেমন কোনও খবর আমি পাইনি। অপরাধের বিচারে কেউ শাস্তি পাওয়ার থাকলে পাবে। বিচারাধীন কোনও ব্যাপারে আমরা রাজনৈতিক পক্ষপাতিত্ব করি না।"

খালেককে যে সময় আক্রমণ করা হল, তার থেকে মাসখানেকেরও কম সময়ে সূচপুর মামলার শুনানি হওয়ার কথা। ২০০০ সালের ২৭ জুলাই নানুরের সূচপুরে ১১ জন মারা যান। অভিযোগ, সি পি এম সমর্থকরাই ওই তাণ্ডব করেছিল। ওই মামলায় সাক্ষী মোট ৪২ জন। খালেক ও শেখ রফিক হলেন অন্যতম প্রধান সাক্ষী। রফিকের ভাই নিহত ১১ জনের একজন। দু'জনেই অভিযোগ করেছিলেন, তাঁদের প্রাণে মারার হুমকি দেওয়া হচ্ছে। সেইজন্যই খালেক গ্রাম ছেড়ে বোলপুরে থাকছিলেন এবং আড়াইমাস আগে খালেককে জেলা পুলিশের তরফে দেহরক্ষীও দেওয়া হয়েছিল। ঠিক আছে, ৭ জুন থেকে শুরু হয়ে ১ জুলাই পর্যন্ত টানা শুনানি হবে। সূচপুর গণহত্যা মামলায় সাক্ষীদের অধিকাংশই গ্রামছাড়া ছিলেন। বস্তুত, সি পি এম তাঁদের গ্রামে ঢুকতে দিচ্ছে না বলেও তৃণমূল থেকে একাধিকবার অভিযোগ করা হয়েছিল। সম্প্রতি তৃণমূল অভিযোগ করে, হাড়মুড় গ্রামের তিন সাক্ষীকেও নানাভাবে হুমকি দেওয়া হচ্ছে। পুলিশের কাছে অভিযোগ জানালে তারা তা উড়িয়ে দেয় বলেও তৃণমূলের অভিযোগ।

তৃণমূল সূত্রের খবর, দুপুরে নিরাপত্তারক্ষীকে নিয়ে খালেক বাইকে বোলপুর থেকে পুরন্দরপুর যাচ্ছিলেন। দুপুর দেড়টা নাগাদ তাঁরা সি পি এমের

*এর পর সাতের পাতায়*

# হামলায় জখম নানুর মামলার সাক্ষী, দেহরক্ষীও

*প্রথম পাতার পর*

বাসাপাড়া পার্টি অফিসের সামনে পৌঁছলে আচমকা সশস্ত্র সি পি এম কর্মীরা খালেকের উপর চড়াও হয়। তাঁর মাথা, বুক এবং হাতে ধারাল অস্ত্র দিয়ে কোপানো হয়।

খালেককে বাঁচাতে জাহাঙ্গির পিস্তল বার করলে তাঁকেও আক্রমণ করা হয়। ভারী, ভোঁতা অস্ত্র দিয়ে পিটিয়ে তাঁর পাঁজর এবং হাত ভেঙে দেওয়া হয়েছে বলে তৃণমূলের অভিযোগ। রক্তাক্ত অবস্থায় দু'জনেই বেশ কিছুক্ষণ রাস্তায় পড়ে থাকেন। পরে খবর পেয়ে পুলিশ গিয়ে তাঁদের বোলপুর হাসপাতালে নিয়ে আসে। গুরুতর জখম খালেক ও জাহাঙ্গিরকে প্রথমে বোলপুর মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়।

সেখান থেকে বিকালে খালেককে কলকাতায় এস এস কে এম হাসপাতালে পাঠানো হয়।

বোলপুর হাসপাতাল সূত্রের খবর, অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় জাহাঙ্গিরকে সিউড়ি হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।

মুখ্যমন্ত্রী ওই বিষয়ে মন্তব্য এড়িয়ে গেলেও সি পি এমের বীরভূম জেলা সম্পাদক দিলীপ গঙ্গোপাধ্যায় বলেন, "বাসাপাড়া গ্রামে ভরত মাঝি নামে এক তৃণমূলের এক দুষ্কৃতী খালেককে বোমার মশলা দিচ্ছিল। সে সময় স্থানীয় বাসিন্দারা ভরতকে ধরে পুলিশের হাতে তুলে দেয়।

খালেককেও দু-চার ঘা মারা হয়।" খালেকের দেহরক্ষী জাহাঙ্গিরকে মারধর করার কথা তিনি জানেন না বলেও দিলীপবাবু জানিয়েছেন। বোলপুরের দায়িত্বপ্রাপ্ত তৃণমূলের রাজ্যনেতা অনুব্রত মণ্ডলের অভিযোগ, "৭ জুন শুনানির দিন ধার্য হওয়াতেই খালেককে খুনের চেষ্টা করা হয়েছে। খুনের আশঙ্কায় উনি দীর্ঘদিন ধরেই গ্রাম ছেড়ে বোলপুর শহরে ছিলেন।"

জেলার পুলিশ সুপার অখিল রায় বলেন, "খালেক ও জাহাঙ্গিরের উপর হামলার কথা শুনেছি। আক্রমণকারীরা সি পি এমের লোক কিনা, আমাদের অফিসাররা তা খতিয়ে দেখছেন।"

13 MAY 2005 ANADABAZAR PATRIKA

# প্রতীক পায়নি মঞ্চ, এনসিপি-র প্রার্থী হয়েই পুর নির্বাচনে লড়াই সুব্রতদের

**স্টাফ রিপোর্টার:** এন সি পি-র প্রার্থী হয়েই লড়বেন সুব্রত মুখোপাধ্যায়-সহ পশ্চিমবঙ্গ উন্নয়ন কংগ্রেস মঞ্চের প্রার্থীরা। কারণ, মঞ্চের জন্য নির্বাচন দফতর কোনও প্রতীক নির্দিষ্ট করে দেয়নি। সুব্রতবাবু মঙ্গলবার বলেন, "এন সি পি-র প্রার্থী হিসাবেই আমরা মনোনয়নপত্র জমা দেব।"

রাজ্য নির্বাচন কমিশনের সচিব কল্যাণ চক্রবর্তী এ দিন বলেন, 'ঘড়ি' প্রতীক এন সি পি-র জন্য সংরক্ষিত। সম্প্রতি মঞ্চের দু'জন প্রতিনিধি এন সি পি-র রাজ্য সভাপতি বিক্রম সরকারকে নিয়ে রাজ্য নির্বাচন দফতরে গিয়েছিলেন। সেখানে তাঁদের প্রতীক বিধির বিষয়টি বিস্তারিত ভাবে জানানো হয়েছে। সুব্রতবাবুদের হয় মুক্ত প্রতীক, না-হয় রাজ্য স্তরে কোনও স্বীকৃত প্রতীক নিতে হবে। কোনও স্বীকৃত প্রতীক ব্যবহারের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট দলের প্রতীক ব্যবহারের অনুমতিপত্রও প্রার্থীকে জমা দিতে হবে এলাকার পুর রিটার্নিং অফিসারের কাছে।

অন্য দিকে, এ ভাবে পুর ভোটে দাঁড়ালেই সুব্রতবাবুর বিরুদ্ধে দলত্যাগ রোধ আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য রাজ্য বিধানসভার স্পিকার হাসিম আব্দুল হালিমের কাছে আর্জি জানাবে তৃণমূল কংগ্রেস। দলীয় নেতৃত্বকে সেই নির্দেশই দিয়েছেন তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। স্পিকার বলেছেন, "তৃণমূল কোনও অভিযোগ করলে দেখব। নির্বাচন কমিশনের কাছেও বিষয়টি জানতে চাইব। এই বিষয়ে আইনও দেখতে হবে আমাকে। তার পরে ব্যবস্থা নেওয়ার কথা ভাবব।"

সুব্রতবাবু পুর ভোটে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করলেও তৃণমূল কংগ্রেস ছেড়ে মঞ্চে যোগ দেওয়া বিধায়ক পরেশ পাল, পরশ দত্ত, তাপস রায়, নির্বেদ রায় প্রমুখ নির্বাচনে লড়ছেন না। তাই তাঁদের বিরুদ্ধে এখনই ব্যবস্থা নিতে পারবে না তৃণমূল। গত বার কংগ্রেসের বিধায়ক থাকাকালীন সুব্রতবাবু তৃণমূলের 'ঘাসফুল' নিয়ে লড়ে মেয়র হন। বিধানসভা নির্বাচন হয়েছিল এক বছর পরে। তখনও তাঁর বিধায়ক-পদ নিয়ে প্রশ্ন তুলে কংগ্রেস স্পিকারকে চিঠি দিয়েছিল। কিন্তু এক বছরের মধ্যে সুব্রতবাবুর বিধায়ক-পদ খারিজ হয়নি।

এ বার কী হবে? সুব্রতবাবু বলেন, "মমতারা অভিযোগ করতেই পারে। আইনে যা আছে, তা-ই হবে।" তাঁর যুক্তি, "বামফ্রন্টের অনেক ছোট শরিক দল অনেক সময়েই সি পি এমের প্রতীক নিয়ে নির্বাচনে লড়াই করেছে। এন সি পি তো আমাদের সংযুক্ত গণতান্ত্রিক মোর্চা (ইউ ডি এ)-র শরিক।"

সুব্রতবাবু বিষয়টিকে হাল্কা করে দেখলেও তৃণমূল নেতৃত্ব ছেড়ে কথা বলবেন না। এই ব্যাপারে এ দিন সন্ধ্যায় মমতার সঙ্গে বিধায়ক সৌগত রায়ের আলোচনা হয়। সৌগতবাবু বলেন, "ঘড়ি প্রতীক ভাড়া নিয়ে লড়লেও সুব্রতবাবুদের প্রকাশ্যে বলতেই হবে, তাঁরা এন সি পি-র প্রার্থী।" পাশ থেকে মমতার মন্তব্য, "নির্বাচন কমিশনই যাদের স্বীকৃতি দিল না, তাদের মানুষ আর কী স্বীকৃতি দেবে!"

এ দিকে, রিষড়ার এক নির্বাচনী সভায় মঞ্চ ও তৃণমূলের এই কাজিয়াকে কটাক্ষ করে মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য বলেন, "নির্বাচনের আগে কলকাতায় জট পাকিয়ে কী একটা তৈরির চেষ্টা হচ্ছে। কিন্তু এর তো কোনও ইতিহাস নেই। আমাদের ইতিহাস আছে। এরা কিছুই করতে পারবে না।" তাঁর কথায়, "সকালে সংবাদপত্রে খুললে প্রতিদিনই দেখতে পাচ্ছি, আপনারাও দেখছেন, দল ছাড়া এবং দলে ঢোকার হিড়িক পড়ে গিয়েছে। যাঁরা করছেন, মানুষের জন্য কি তাঁদের আদৌ চিন্তা আছে? ওঁদের খালি ক্ষমতা দখলের লড়াই!"

আজ, বুধবার প্রার্থী-তালিকা প্রকাশ করার আগে মমতা সামগ্রিক পরিস্থিতি নিয়ে দলের ওয়ার্কিং কমিটির বর্ধিত সভা ডেকেছেন তাঁর বাড়িতে। তবে ইউ ডি এ-র পুরো প্রার্থী-তালিকা আজ প্রকাশিত হবে না। কারণ, ৪৮ নম্বর ওয়ার্ডে সুব্রতবাবুর মনোনীত প্রার্থী অমিয় মুখোপাধ্যায়কে মনোনয়ন দিতে রাজি নন সোমেন মিত্র। আবার ৪৫ নম্বর ওয়ার্ডে প্রার্থী নিয়ে কংগ্রেসেই গোলমাল চলছে। সুব্রতবাবু ও সোমেনবাবু দু'জনেই জানান, আজ প্রায় ৮০ শতাংশ প্রার্থীর নাম ঘোষণা করা হবে। কয়েকটি ওয়ার্ডে প্রার্থী নিয়ে সমস্যা থাকলেও দু'-এক দিনের মধ্যে তা মিটে যাবে বলে তাঁরা আশা প্রকাশ করেছেন। সরকারি ভাবে প্রার্থী ঘোষণার আগেই আজ অক্ষয় তৃতীয়া বলে তৃণমূল ও জোটের যে-সব প্রার্থীর নাম চূড়ান্ত হয়েছে, তাঁদের অনেকে মনোনয়নপত্র পেশ করবেন।

11 MAY 2005 ANADABAZAR PATRIKA

09 MAY 2005 THE STATESMAN

# Subrata, Congress launch nine-party alliance

Statesman News Service

KOLKATA, May 8. — Tilting heavily towards the Congress-led UPA at the Centre, the Paschim Banga Unnayan Mancha floated the nine-party United Democratic Alliance today. The UDA is likely to contest all the 141 seats for the forthcoming Kolkata Municipal Corporation elections.

While announcing the formation of the new Opposition alliance at the University Institute, defence minister and state Congress president Mr Pranab Mukherjee referred to the similarity in names between the UPA and the UDA. Mr Subrata Mukherjee, Mr Somen Mitra, Mr Priya Ranjan Das Munshi and Mr Saifuddin Choudhury sank their ideological differences and endorsed the new alliance.

The alliance will make major gains by getting the votes cast against "Left sectarianism" and "Right fundamentalism", Mr Mukherjee said. He, however, was quick to add that politics in Delhi had nothing to do with that in West Bengal.

A four-point action plan for the civic elections was chalked out at Bidhan Bhavan following an hour-long meeting with the representatives of Congress, Paschim Banga Unnayan Mancha, Nationalist Congress Party, Samajwadi Party, Janata Dal (S), Samajwadi Janata Dal (Rashtriya), Party for Democratic Socialism, Lok Janashakti Party and United Communist Party for India.

The action plan includes drawing up of a primary list of candidates by Mr Subrata Mukherjee and Mr Somen Mitra. Candidates are likely to be fielded in all the 141 seats in the KMC elections, Mr Mukherjee said. This negated Mr Subrata Mukherjee's earlier contention that the *mancha* would not oppose "good Trinamul candidates". Moreover, the idea of not splitting anti-Left votes has been overlooked.

A co-ordination committee would be formed by the UDA for launching mass movements and a likely election campaign plan for next year's Assembly elections. Mr Mukherjee said the name of the UDA chairman would be announced later.

**Another report on Kolkata Plus I**

SOLIDARITY SHOW: Leaders at the United Democratic Alliance convention in Kolkata on Sunday. — The Statesman

# Subrata, Cong sup together, Mamata plays spoiler

## Alliance sights on Assembly

OUR SPECIAL CORRESPONDENT

**Calcutta, May 8:** Finally, a *minijot* (mini alliance) is in place to take on the CPM and the original proponent of the *mahajot* (grand alliance), Mamata Banerjee.

The Congress and mayor Subrata Mukherjee's Paschimbanga Unnayan Congress Mancha — which comprises a string of eight small parties — will contest the civic polls together under the banner of the United Democratic Alliance that was launched today.

It will project Mukherjee, who served as the Trinamul Congress mayor for the past five years, as its candidate for the top job in the Calcutta Municipal Corporation.

Defence minister and Bengal Congress president Pranab Mukherjee said the alliance's main target was the Assembly elections, due next year.

"Today, we have launched the United Democratic Alliance in line with the United Progressive Alliance at the Centre. Let us strengthen the alliance so that we can oust the CPM from Bengal in the 2006 Assembly elections. The upcoming polls to the corporation is just a stepping stone towards our main goal," he said.

Mamata said the alliance is "an umbrella of disgruntled people who have no political existence in Bengal".

Without naming the mayor, Mamata also said: "We have no place for CPM agents in Trinamul. My party has got a rebirth after such traitors' exit from the party. These people were not with us when I floated Trinamul in 1998."

She alleged that the alliance was formed at the behest of the CPM. "It is a fixed game between the Congress and the CPM to weaken the principal Opposition party in Bengal. Those who think it will be successful are living in a fool's paradise. Our party is the only alternative to the Left Front," she said, adding: "In Delhi, the CPM is backing the Congress. In Bengal, the Congress is helping the CPM."

Congress veteran A.B.A. Ghani Khan Choudhury, Union water resources minister Priya Ranjan Das Munshi, former state party chief Somen Mitra and Tariq Anwar of the Nationalist Congress Party were present at the launch of the alliance of "like-minded secular democratic parties". Saifuddin Chowdhury, the former CPM MP who is now a leader of the Party for Democratic Socialism, was also present.

"The formation of an anti-CPM front was the need of the hour. We tried to float such a front earlier but did not succeed. Thanks to Subrata for taking the major initiative," Pranab Mukherjee said.

He regretted that Mamata stayed away. "Those still with the BJP should snap ties and join our platform," he said.

State CPM secretary Anil Biswas refused to attach any importance to the new alliance. "It is inconsequential," he told an election rally at Naktala in south Calcutta.

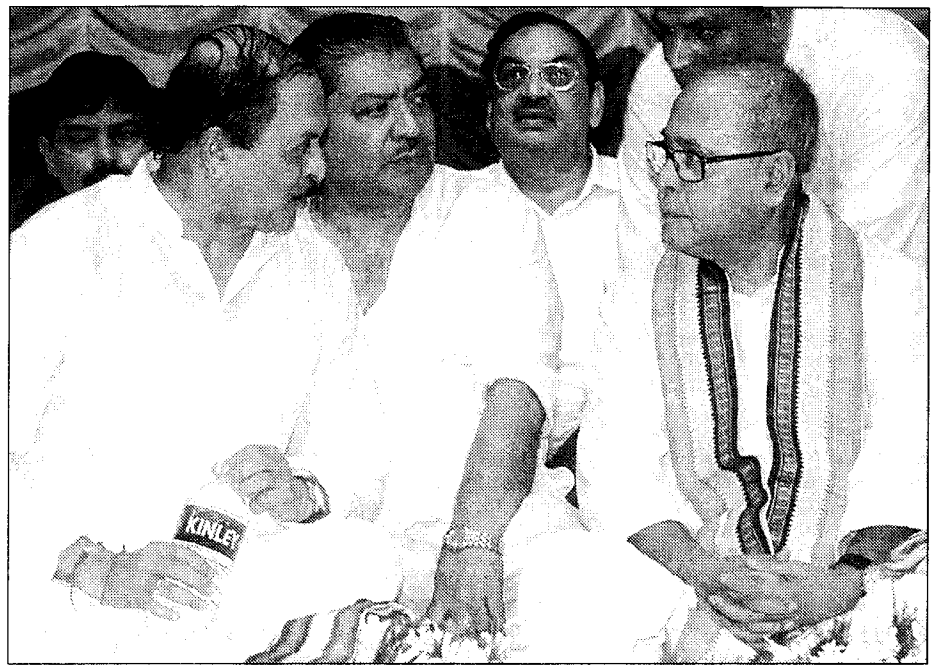

(From left) Subrata Mukherjee and Somen Mitra with (right) Pranab Mukherjee on Sunday

## Mayor's park versus intruders'

A STAFF REPORTER

**Calcutta, May 8: The mayor roped in the defence minister to inaugurate Citizens' Park opposite Rabindra Sadan this evening, which Mamata Banerjee thought would be hers to show off.**

**Before the rupture of her relationship with Subrata Mukherjee, that is.**

**But Mamata did not sit idle. Within half-an-hour, she inaugurated another park — Mohini Chaudhury Park in Behala — that mayor Mukherjee thought would be his to flaunt.**

**An angry mayor later threatened to lodge an FIR against those who "trespassed" into the CMC-owned park.**

**An exquisite patch of greenery with dancing musical fountains, Citizens' Park gave the heart of Calcutta a reason to breathe easy. So did the Behala park for the residents of the area, though in a smaller way.**

**But Trinamul's Sovan Chatterjee, the member mayor-in-council (water supply), in Mamata's camp now, proved a show-stealer.**

**The self-proclaimed leader of Behala, Garden Reach and Jadavpur began projecting himself as Mamata's lieutenant in her battle against Subrata Mukherjee.**

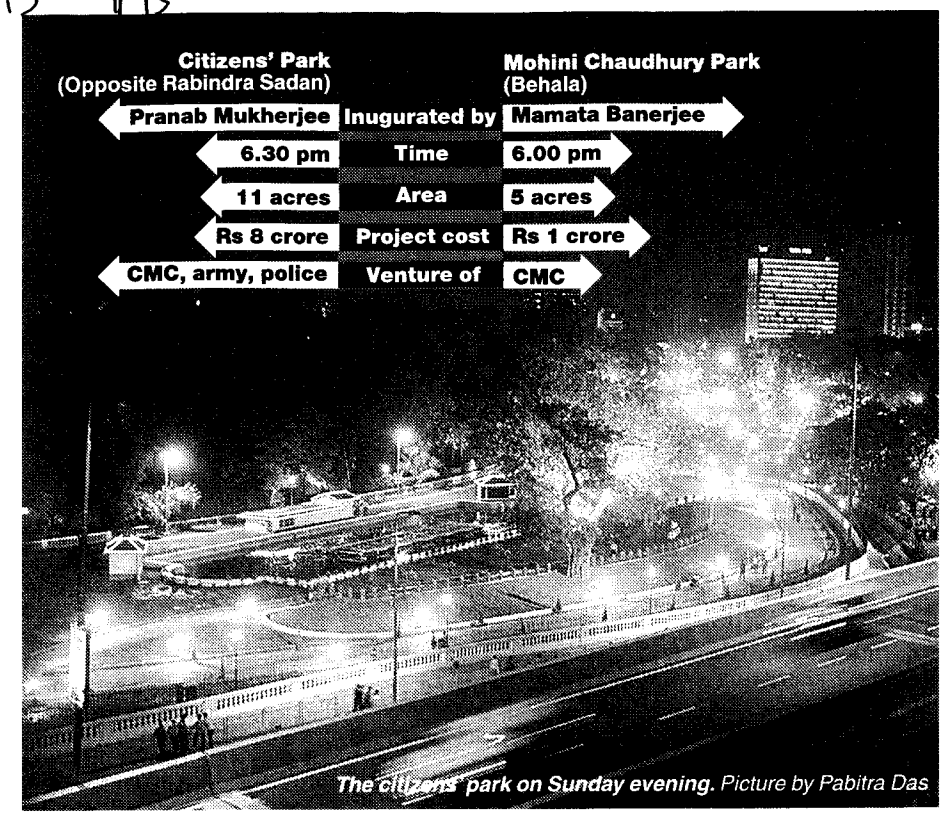


*The citizens' park on Sunday evening.* Picture by Pabitra Das

**"The mayor has gone mad because he is now the mayor for only 10 councillors and is still shamelessly holding on to the chair at the helm of the 141-member CMC. If he has the guts, let him file FIRs against all those present here. We can file over a dozen such FIRs against him," Chatterjee said.**

**Most of the 53 Trinamul councillors were present at Behala.**

**When Pranab Mukherjee threw Citizens' Park open to public, there were MLAs Nirbed Roy and Tapas Roy, mayor-in-council members Mala Roy and Moinul Haque Chowdhury, Amiya Mukherjee and borough chairmen Ruby Datta and Dibyendu Biswas.**

**"A process to recover the lost glory of Calcutta has started in the hands of Subrata Mukherjee," said the state Congress chief, the mayor by his side.**

**At Behala, Mamata said: "*Trina* means grass, which signifies spontaneous growth, and it cannot be suppressed. The development of the park is the result of the efforts of Trinamul councillors."**

**Reacting to the mayor's FIR threat, she said: "I have come here to inaugurate a piece of greenery and that doesn't require taking permission from anyone."**

**The mayor insisted that the park was the CMC's property and it had pumped in money for its facelift. "If anything is to be done, it must be by the municipal commissioner. How can a borough chairman, Anjan Das, organise the inauguration of a park?" Mukherjee asked.**

09 MAY 2005 THE TELEGRAPH

## ইউপিএ-র ধাঁচে জোটের নাম ইউডিএ

# সুব্রতকে সামনে রেখেই লড়াই, ঘোষণা প্রণবের

**স্টাফ রিপোর্টার:** তৃণমূল কংগ্রেস ছেড়ে মঞ্চ গড়ার পরে রবিবার সুব্রত মুখোপাধ্যায়দের প্রথম কনভেনশনে ভিড় উপচে পড়ে। সেখানে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে, পুরসভার ভোটে জোটের মেয়র-প্রার্থী হচ্ছেন সুব্রতবাবুই।

সম্মেলনস্থল ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউট ভর্তি হয়ে ভিড় নেমে এসেছিল রাস্তায়। কংগ্রেসের প্রণব মুখোপাধ্যায়, বরকত গনি খান চৌধুরী, প্রিয়রঞ্জন দাশমুন্সি, সোমেন মিত্রেরা তো ছিলেনই, সেই সঙ্গে ছিলেন পি ডি এস, সমাজবাদী পার্টি, এন সি পি, ইউ সি পি আই, জনতা দল (এস), লোকজনশক্তির মতো দলের নেতারা। প্রণববাবু কনভেনশনে ঘোষণা করেন, কলকাতার পুর ভোটে সুব্রতবাবুকে সামনে রেখেই সি পি এমের বিরুদ্ধে লড়বে তাঁদের জোট। সুব্রতবাবুর নেতৃত্বে গঠিত সি পি এম-বিরোধী জোটের নাম 'ইউনাইটেড ডেমোক্র্যাটিক অ্যালায়েন্স' (ইউ ডি এ) রাখার প্রস্তাব দেন প্রণববাবু।

প্রতিরক্ষামন্ত্রী বলেন, "কেন্দ্রে আমাদের ইউ পি এ-র সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখেই এই জোটের নাম ইউ ডি এ রাখার প্রস্তাব দিচ্ছি।" কনভেনশনে উপস্থিত ন'টি রাজনৈতিক দলের নেতা ও কর্মীরা প্রণববাবুর এই প্রস্তাব সমর্থন করেন।

পরে প্রদেশ কংগ্রেসের দফতরে জোটের সব শরিক দলের নেতাদের সঙ্গে বৈঠকের শেষে প্রণববাবু ঘোষণা করেন, "ইউ ডি এ কলকাতা পুরসভার ১৪১টি ওয়ার্ডেই প্রার্থী দেবে। কোন দল কত প্রার্থী দেবে, তা ঠিক করা হবে শরিক দলের শক্তির ভিত্তিতে।"

এ দিন কংগ্রেস আলাদা ভাবে পুর নির্বাচনের ইস্তাহার প্রকাশ করলেও প্রণববাবু জানিয়েছেন, জোটের পক্ষে যৌথ ইস্তাহার তৈরি করা হচ্ছে। ওই ইস্তাহার তৈরির জন্য সুব্রতবাবুর পরিচালন কংগ্রেস মঞ্চের নির্বেদ রায়, প্রদেশ কংগ্রেসের প্রদীপ ভট্টাচার্যদের নিয়ে একটি কমিটিও গড়া হয়েছে। ১৭ মে-র পরেই জোটের পক্ষে সমাবেশ করে ওই যৌথ ইস্তাহার ও প্রার্থী-তালিকা প্রকাশ করা হবে।

এ দিনের কনভেনশনে প্রণববাবু তো বটেই, গনি খান, প্রিয়বাবু থেকে শুরু করে সোমেনবাবুরা মেয়র হিসাবে সুব্রতবাবুর কাজ এবং জোট গড়ার ক্ষেত্রে তাঁর উদ্যোগের প্রশংসা করেন। কনভেনশনের শুরুতেই জোট গড়ার কারণ জানাতে গিয়ে সুব্রতবাবু বলেন, "এটা হল সময়ের ডাক।"

তাঁর কথার সূত্র ধরেই গনি বলেন, "মালদহে জোট গড়ে আমরা উন্নয়নের কাজ করে চলেছি। পশ্চিমবঙ্গে উন্নয়নের অগ্রগতির জন্য সুব্রতবাবু যে-জোট গড়েছেন, তারও প্রয়োজন ছিল।" প্রিয়বাবু বলেন, "গত ৯ মার্চ শহিদ মিনার ময়দানে আমি বলেছিলাম, সি পি এমের অপশাসন থেকে বাংলাকে বাঁচাতে একটি প্রকৃত ধর্মনিরপেক্ষ বিকল্প গড়ে তোলা দরকার। সুব্রত সেই কাজটাই করেছে।"

সম্মেলনে তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সমালোচনা করে প্রণববাবু বলেন, "১৯৯৮ সালের আগে সাম্প্রদায়িক বি জে পি এই বাংলায় কোনও বিধায়ক বা সাংসদ পায়নি। কিন্তু তার পরে মমতার কাঁধে ভর দিয়েই বিধায়ক, সাংসদ পেয়েছে বি জে পি। ইতিহাসের শিক্ষা থাকা সত্ত্বেও মমতাকে বোঝানো যায়নি। তিনি এখনও সাম্প্রদায়িক শক্তির হাত ধরে আছেন।"

সম্মেলনে ও কংগ্রেসের ইস্তাহারে জোটে সামিল হওয়ার জন্য তৃণমূলের নেতা-কর্মীদের কাছে আবেদন জানানো হয়েছে। পি ডি এসের সৈফুদ্দিন চৌধুরী, এন সি পি-র তারিক আনোয়ারেরা বলেন, গণতন্ত্রের বিপর্যয়ের বিরুদ্ধে ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি অক্ষুণ্ণ রাখতে সি পি এম-বিরোধী সব শক্তির একজোট হওয়া প্রয়োজন। সমাজবাদী পার্টির বিজয় উপাধ্যায় বলেন, "পরিস্থিতি বুঝে তৃণমূল নেত্রীর জোটে সামিল হওয়া দরকার।"

এ দিন ৯২ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর মালা মহলানবিশ তৃণমূল কংগ্রেস ছেড়ে সুব্রতবাবুর মঞ্চে যোগ দেন। তবে তৃণমূল নেতৃত্ব বিষয়টিকে কোনও গুরুত্বই দেননি। তৃণমূলের পক্ষে পঙ্কজ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, "এর আগে মালা তৃণমূল ছেড়ে সি পি এমে গিয়েছিলেন। আবার ফিরে এসেছিলেন। এ বার মঞ্চে গেলেন। এটা নতুন কোনও ব্যাপার নয়।"

09 MAY 2005 ANADABAZAR PATRIKA

# Subrata's gameplan

## Some strategy amidst doubts

There is reason to believe that Subrata Mukherjee has made it easier for the CPI-M to regain control of the Kolkata Municipal Board by breaking ranks with Trinamul to form an anti-Left platform. Complications will persist along with doubts on whether his meeting with Sonia Gandhi will produce a real anti-Left campaign by the Congress to enable Subrata to remain Mayor. Subrata himself makes no secret of his ambitions; which is why he encourages Somen Mitra to contest and may ask Ghani Khan Chowdhury to lead the opposition alliance. Times have changed. The Congress, if it wishes to throw its weight behind Subrata, must be reconciled to the fact that, even with a majority of its own, it may have to support Subrata for Mayor. The suspicion is that the proposition does not look rewarding enough for the Congress. Hence the possible deal with Somen with clearance from Pranab Mukherjee and Priya Ranjan Das Munshi.

Subrata has not succeeded in having too many Trinamul councillors join his Unnayan Congress Manch. It follows that the anti-Left platform will consist largely of Congress candidates. That could be a blessing in disguise for him. To this he has added another clever move in suggesting that no alliance candidates will be set up against "good" Trinamul nominees. If the Congress accepts the idea, it will amount to the "mahajot" which was his original plan. The bottomline is that he is working on permutations and combinations which will escape Mamata Banerjee's rejection of strategic alliances. Subrata at least has a strategy for the poll and for himself — how principled is another question. On the other hand, Mamata seems clueless how to prevent the CPI-M from wresting control of the KMC.

08 MAY 2005 THE STATESMAN

CONG, MANCH PRESSURE MAYOR

# Subrata backpedals on Somen sally

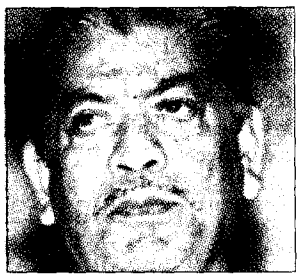

**Anindya Sengupta**
in Kolkata

May 6. — Mr Subrata Mukherjee is under tremendous pressure both from within his Paschim Banga Unnayan Congress Manch as well as the Congress to recant his "suggestion" that the Congress leader, Mr Somen Mitra, be made chairman of the Manch-Congress front.

Leaders loyal to the mayor and belonging to the manch have told him that he cannot afford to project Mr Somen Mitra as the leader of the front as that would help the Trinamul dub him a stooge of the Communist Party of India (Marxist).

The mayor, agreeing, has told them that he wouldn't go ahead with this idea. Pradesh Congress Committee leaders in New Delhi, particularly Mr Priya Ranjan Das Munshi, union minister, has advised the mayor to project Mr ABA Ghani Khan Chowdhury as the leader of the front and to let a non-Left, non-Trinamul mayoral candidate emerge through negotiations. Mr Mitra's stock, it is said, is not very high where the high command is concerned.

At a dinner hosted by the Lok Sabha Speaker, Mr Somnath Chatterjee, yesterday, Mr Sharad Pawar is learnt to have told PCC leaders that the mayor assured him he would head the NCP in Bengal after the civic polls.

The Manch said yesterday it was likely to use the clock symbol for the KMC elections. Alarmed at this development, PCC leaders in New Delhi quietly checked it out with the mayor in Kolkata only to learn from him that nothing of the sort was on the cards. It was then that the PCC leaders in New Delhi contacted the leaders of the Unnayan Manch, telling them that Mr Mukherjee should in no way project Mr Mitra as the leader.

The mayor has reportedly told his party colleagues that his announcement was a little premature. That Miss Mamata Banerjee left the Congress, accusing Mr Mitra of being actually a CPI-M man, has not been forgotten. Against this backdrop, it would not be prudent to talk about Mr Mitra as the front leader as that would give a handle to the Trinamul chief. Six years ago, Mr Mitra incurred the wrath of Mrs Sonia Gandhi by trying to defeat a Congress candidate in the Rajya Sabha polls through cross-voting. West Bengal Unnayan Congress Manch leaders have told the mayor that Mr Ghani Khan Chowdhury should promptly be pushed on to the foreground. That's what they will do now.

07 MAY 2005 THE STATESMAN

# জোটে সভাপতির পদে সোমেনকেই চাইছেন সুব্রত

সঞ্জয় সিংহ

জোটের মেয়র-প্রার্থী হিসাবে সুব্রত মুখোপাধ্যায়কে আগেই পছন্দ করেছেন প্রদেশ কংগ্রেস নেতা সোমেন মিত্র। এ বার সুব্রতবাবুর প্রস্তাব, জোটের সভাপতি হোন সোমেনবাবু। তাঁকে রাজি করানোর ভার প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতি ও প্রতিরক্ষামন্ত্রী প্রণব মুখোপাধ্যায়ের উপরে ছেড়ে দিয়েছেন সুব্রতবাবু। এই বিষয়ে সুব্রতবাবু দিল্লিতে প্রণববাবুর সঙ্গে কথাও বলেছেন।

জোটের নাম ও প্রার্থী-তালিকা চূড়ান্ত করতে আগামী রবিবার দুপুরে প্রদেশ কংগ্রেসের দফতরে জরুরি বৈঠক ডেকেছেন প্রণববাবু। বৈঠকে সুব্রতবাবু-সহ জোটে থাকা সব দলের নেতাদের আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। ওই বৈঠকেই সোমেনবাবুকে জোটের সভাপতি করার বিষয় চূড়ান্ত করা হবে বলে সুব্রতবাবু বৃহস্পতিবার জানান। তিনি বলেন, "আমরা মনে করি, জোটের সভাপতি হওয়া উচিত প্রণবদা বা সোমেনের। প্রণবদা কেন্দ্রীয় মন্ত্রী, ব্যস্ততা বেশি। কিন্তু সোমেনকে পাওয়া সহজ। তাই সোমেনকেই চাইছি।"

পুরসভার নির্বাচনে জোটের প্রার্থী-তালিকা নিয়ে এ দিন সন্ধ্যায় সোমেনবাবু ও সুব্রতবাবুর মধ্যে বৈঠক হয়। তবে জোটের সভাপতিত্ব নিয়ে তাঁর সঙ্গে সুব্রতবাবুর কোনও কথা হয়নি বলে সোমেনবাবু জানিয়েছেন। তিনি বলেন, "রবিবার ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউটে জোটের সভার ব্যাপারে এবং তার পরে জোটের নামকরণ, প্রার্থী-তালিকা তৈরি ও জোটের নির্বাচনী ইস্তাহার নিয়েই আলোচনা হয়েছে।" মেয়র এবং সোমেনবাবু জানান, প্রাথমিক ভাবে জোটের নামকরণ হয়েছে, 'প্রোগেসিভ ডেমোক্র্যাটিক অ্যালায়েন্স'। তবে রবিবার জোটের বিভিন্ন দলের সঙ্গে আলোচনা করেই তা চূড়ান্ত করা হবে বলে জানিয়েছেন তাঁরা।

ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউটের সভায় কংগ্রেস, সুব্রতবাবুদের পশ্চিমবঙ্গ উন্নয়ন কংগ্রেস মঞ্চ, পি ডি এস, এন সি পি, সমাজবাদী পার্টি, জনতা দল (সংযুক্ত), সুব্রহ্মণ্যম স্বামীর জনতা দলের নেতারা থাকবেন। লালুপ্রসাদ যাদবের রাষ্ট্রীয় জনতা দল (আর জে ডি)-ও তাঁদের জোটে আসতে চাইছে বলে জানান উন্নয়ন মঞ্চের পরশ দত্ত। তাঁদের ধর্মনিরপেক্ষ জোটে যোগ দেওয়ার ব্যাপারে লালুর দলের সেক্রেটারি জেনারেল নুর আহমেদ গত ৩ মে চিঠি দিয়েছেন। কিন্তু ইতিমধ্যেই বামফ্রন্টের শরিক হয়ে কলকাতার পুর ভোটে আর জে ডি দু'টি ওয়ার্ডে প্রার্থী দিয়েছে। পরশবাবু বলেন, "আর জে ডি জোটে এলে আমরা খুশি হব। কিন্তু আমরা ওঁদের বলছি, আমাদের জোটে এলে বামফ্রন্ট ছাড়তে হবে।"

পুর ভোটে 'ঘড়ি' প্রতীক নিয়েই লড়বে উন্নয়ন মঞ্চ। ঘড়ি এন সি পি-র নির্বাচনী প্রতীক। তাই এ দিন এন সি পি-র রাজ্য সভাপতি বিক্রম সরকারের সঙ্গে মঞ্চের নেতা নির্বেদ রায় রাজ্য নির্বাচন কমিশনার অজয় সিংহের কাছে ঘড়ি প্রতীকের জন্য আবেদন জানাতে যান। পরে নির্বেদবাবু বলেন, "আমাদের আবেদন মঞ্জুর হয়েছে।"

তবে তৃণমূল কংগ্রেসের বিধায়ক ও দলের মুখপত্রের সম্পাদক পার্থ চট্টোপাধ্যায় বলেন, "ঘড়ি বা ঘোড়া কোনও প্রতিষ্ঠিত রাজনৈতিক দলের নির্দিষ্ট প্রতীক হলে তা নিয়ে লড়া যাবে না। নির্বাচন কমিশন অনুমতি দেবে না। কারণ, সেটা বেআইনি।" নির্বেদবাবুর তির্যক মন্তব্য, "তৃণমূলে এত নির্বাচন-বিশেষজ্ঞ আছেন যে, প্রয়োজনে নির্বাচন কমিশন তাঁদের উপদেষ্টা করতে পারেন!" তাঁর কথায়, স্থানীয় পুর ভোটে প্রতীকের এই বণ্টন-বিধি কার্যকর নয়।

অন্য দিকে, নৈতিকতার প্রশ্নে মেয়রের পদত্যাগ করা উচিত বলে মন্তব্য করেছিলেন সি পি এমের রাজ্য সম্পাদক অনিল বিশ্বাস। এ দিন পুরসভায় সি পি এমের বিরুদ্ধে জোটের কথা বলতে গিয়ে সুব্রতবাবু বলেন, "নৈতিকতার প্রশ্নে অনিলবাবুর আগে রাজনীতি ছাড়া উচিত। কারণ, তাত্ত্বিক ও আদর্শগত দিক থেকে ওঁরা বিচ্যুত হয়েছেন।" অনিলবাবু অবশ্য বলেন, "আজ নয়। এর জবাব আমি দেব ২৪ জুনের পরে।" ১৯ জুন কলকাতা পুরসভার ভোট। ২১ জুন গণনা। সেই জন্য ২৩ জুন পর্যন্ত সুব্রতবাবু আইনত মেয়র থাকছেন। তাই যা বলার, তা তিনি ২৪ জুনের পরেই বলবেন।

তৃণমূলের প্রার্থী-তালিকা এ দিন ঘোষিত হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় দিল্লিতে থাকায় চূড়ান্ত তালিকা এখনও তৈরি হয়নি বলে দলীয় সূত্রের খবর।

06 MAY 2005 ANADABAZAR PATRIKA

06 MAY 2005 THE TELEGRAPH

# Salt Lake change of guard

A STAFF REPORTER

**Calcutta, May 5:** The face of CPM in Salt Lake is set to change. Dilip Gupta, twice chairman of the Bidhannagar municipality, will not be fielded for the June 19 civic polls.

If the CPM retains the board, a new candidate will take Gupta's seat.

"We want Dilipbabu to work for the party organisation," said state CPM secretary Anil Biswas. "We have finalised the list of candidates for Salt Lake and 21 other municipalities in North 24-Parganas. Dilip Gupta's name will not figure among those on the Salt Lake list," added Biswas after an hour-long meeting at Jyoti Basu's Salt Lake residence.

Gupta, a lawyer-turned-politician, was not available for comment. He presided over the last meeting of the present civic board this afternoon and capped off his term with an "emotional speech".

Among the names being considered by the party for chairman are those of Biswajiban Majumdar, a retired principal of Gurudas College, and Ila Nandy, a member of Gupta's council and wife of the party MP from Dum Dum, Amitabha Nandy. Two former state chief secretaries are also under consideration.

**Dilip Gupta:** Ousted?

Gupta told the councillors at today's meeting that women should come forward in a bigger way to run civic bodies.

Party sources, however, said the scales were tipped in Majumdar's favour.

"At this point, no one will be projected as chairman. It will be finalised only after we win," said a senior leader.

But the meeting at Basu's house has brought to an end speculation on Gupta's continuation as chairman of the civic body that looks after the state's showpiece township.

All competing factions of the district party took part in the meeting and presented their views to leaders like Basu, Biswas and Benoy Konar.

Among the participants were district secretary Amitabha Basu, transport minister Subhas Chakraborty, housing minister Goutam Deb, Rekha Goswami, Amitabha Basu and Ranjit Mitra.

Sources said the final list of candidates, including the one to contest from Gupta's ward 15, will be announced after the party's district secretariat meeting on May 7.

In 1995, Gupta was elected head of the first Salt Lake civic board and continued to be so for a decade.

# Plastic power for Purnendu

SUTANUKA GHOSAL

**Calcutta, May 5: If it's a plastic world, then you can probably blame Basell for it — says the company website. Tomorrow, it may make an addition — blame Purnendu Chatterjee also.**

At 5.30 in the morning (Indian time), a group of investors led by Chatterjee and Russian-born billionaire Leonard Blavatnik sealed the deal to buy Basell, the Netherlands-based company owned jointly by Royal Dutch/Shell and BASF.

Valued at an estimated 4.4 billion euros ($5.7 billion), Basell's takeover is the largest acquisition abroad involving an Indian.

Laxmi Mittal's $4.5 billion acquisition of the International Steel Group of Ohio has been the biggest so far.

An ecstatic Chatterjee told **The Telegraph** a few hours after the deal was clinched in London: "The agreement has been entered into for taking over Basell. We look forward to help Basell improve its global dominance. We want to work on it. Right now I cannot comment how the financing will be done. It will take some time."

Closure of the sale, including European Union clearances, to the consortium led by The Chatterjee Group and Blavatnik's private equity investment firm Access, which has large interests in the Russian oil industry, is expected in the second half of 2005.

Blavatnik, incidentally, is the rich Russian based in the US who outbid Mittal by offering to pay £41 million for a London house. It's another matter that Mittal later bought an even pricier home.

The acquisition entails a huge financial commitment for the 51-year-old Chatterjee, who also has to raise some Rs 1,560 crore to buy the Bengal government out of Haldia Petrochemicals, the company he said had given him and his associates the confidence to go for Basell.

"We will let you know as and when we come up with funds. I cannot talk beyond this right now," Chatterjee said.

The source of his strength to strike a deal of such magnitude lies in the upswing in the petrochemicals industry that has turned around the fortunes of trouble-ridden Haldia Petrochem, too.

"The experience of Haldia has given us the confidence to go ahead with Basell," Chatterjee said.

Chatterjee's Haldia venture may be brought in later to play a role in Basell.

Haldia Petrochem has already made a presentation to the Bengal government on the benefits it hopes to reap if it joins Basell as a minority shareholder.

The Chatterjee-led consortium emerged as the winner after Iran's National Petrochemical Company got elbowed out of the race by US pressure. The Bush administration had openly expressed its disapproval of the Iranian suitor.

Basell's acquisition elevates Chatterjee to a position in the hall of Indian corporate fame, though he is only one of the cogs in the wheel that will churn out the cash for Basell.

Neither the Ambanis, nor the Tatas — India's largest corporate houses — has either jointly or singly made an acquisition that comes anywhere close to the Basell deal.

Basell is the world's largest producer of polypropylene and Europe's biggest maker of polyethylene, the key ingredients that go into plastics of all kinds. It is a global leader in the development and licensing of polypropylene and polyethylene processes.

Haldia Petrochem will be able to access these technologies — Basell holds some 150 product patents — and tap the Dutch company's marketing network spread over 120 countries if it does enter the picture at a later stage.

## THE GLOBAL INDIAN

Purnendu Chatterjee

**BASELL BASICS**

**Takeover value: $5.7 bn**

**Annual turnover: $8.7 bn**

Employees: 6,600

**Operations in: 20 countries**

**Products marketed in:**
120 countries

**Global leader in:**
Polypropylene

**Europe leader in:**
Polyethylene
(7th in the world)

**Corporate centre:**
Hoofddorp,
The Netherlands

**Regional offices:**
Brussels, Belgium; Frankfurt, Germany; Maryland, US; Sao Paolo, Brazil; and Hong Kong

**THE PREDECESSORS**

| ACQUIRER | TARGET | |
|---|---|---|
| LN Mittal | International Steel Group of Ohio | 2004 $4.5 bn |
| ONGC Videsh | Stake in Sakhalin Oilfield | 2002 $1.7 bn* |
| Tata Steel | NatSteel of Singapore | 2004 $486.4 m |
| Tata Tea | Tetley of UK | 2000 $450 m |
| Reliance Gateway | FLAG Telecom | 2003 $207 m |
| VSNL | Tyco Global Network | 2004 $130 m |
| Tata Motor | Daewoo unit | 2003 $118 m |

*Later invested another $1.8 million

06 MAY 2005 THE TELEGRAPH

# মেয়র-পদে কংগ্রেস ও মঞ্চ জোটের প্রার্থী সুব্রতই

প্রসূন আচার্য

মেয়র-পদে প্রার্থী হিসাবে সুব্রত মুখোপাধ্যায়কেই তুলে ধরবে কংগ্রেস জোট। মঙ্গলবার সন্ধ্যায় প্রদেশ কংগ্রেস নেতা সোমেন মিত্রের সঙ্গে একান্ত বৈঠকের পরে মেয়র হিসাবে দাঁড়ানোর প্রস্তাব মেনে নিয়েছেন সুব্রতবাবু। তবে জোটের অন্য শরিকদের সঙ্গে বৈঠকের পরে এই ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত ঘোষণা করা হবে। সব মিলিয়ে এ বার কলকাতার পুর নির্বাচনে মেয়র-পদে প্রার্থী তিন জন। বামফ্রন্টের বিকাশ ভট্টাচার্য, তৃণমূলের অজিত পাঁজা এবং মঞ্চ-কংগ্রেস জোটের সুব্রতবাবু।

সুব্রতবাবুদের জোটের নাম এখনও চূড়ান্ত হয়নি। তবে নামটা প্রগতিশীল গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট হতে পারে বলে সোমেনবাবু ও সুব্রতবাবুর মধ্যে প্রাথমিক ভাবে আলোচনা হয়েছে। ফ্রন্টের তরফে যৌথ ইস্তাহার প্রকাশ করেই ভোটে লড়বে বামফ্রন্ট-বিরোধী তথা এন ডি এ-বিরোধী এই জোট।

পাঁচ বছর আগে তৃণমূল জোটের মেয়র-প্রার্থী ছিলেন সুব্রতবাবু। এ বার তাঁর কাজকে সামনে রেখেই লড়তে চায় উন্নয়ন মঞ্চ ও কংগ্রেস। কী সূত্রে আসন-রফা হবে, তা ঠিক হয়নি। তবে কংগ্রেস বেশি আসনে লড়লেও মেয়র হিসাবে যে সুব্রতবাবুকে তুলে ধরা হবে, তা প্রায় চূড়ান্ত। বৈঠকের পরে সোমেনবাবু বলেন, "আমরা জোট গড়ে লড়লে সুব্রতকেই সেই জোটের মেয়র করে ভোটে যাব। কয়েক দিনের মধ্যেই জোট গড়ার প্রক্রিয়া শেষ হবে।" অন্য দিকে, সুব্রতবাবু বলেছেন, "জোটের শরিকদের মতই চূড়ান্ত। তারা চাইলে মেয়র-পদে প্রার্থী হতে আমার আপত্তি নেই।"

কংগ্রেস ও উন্নয়ন মঞ্চের এই জোটের অন্য শরিকেরা হচ্ছে পি ডি এস, এন সি পি, সমাজবাদী পার্টি, ইউ সি পি আই। সুব্রতবাবুকে মেয়র হিসাবে তুলে ধরে ভোটে লড়াই যে সব চেয়ে ভাল, তা উল্লেখ করে পি ডি এস নেতা সমীর পুততুণ্ড বলেন, "মেয়র হিসাবে সুব্রতবাবু যে-উন্নয়নমূলক কাজ করেছেন, কলকাতার মানুষের কাছে তা নজিরবিহীন। বামফ্রন্টকে হারাতে আমরা তাঁর কাজকেই তুলে ধরব।"

সমাজবাদী পার্টির নেতা বিজয় উপাধ্যায় প্রথম থেকেই সুব্রতবাবুকে মেয়র হিসাবে তুলে ধরে ভোটে লড়ার কথা বলছেন। তাই দু'পক্ষের এই সিদ্ধান্তে সমাজবাদী পার্টিও খুশি। এন সি পি-র সভাপতি বিক্রম সরকার বলেন, "সুব্রতবাবু ভাল কাজ করেছেন। সুতরাং মেয়র হিসাবে তাঁকে তুলে ধরে নির্বাচনে যাওয়ার চেয়ে ভাল আর কিছু হতে পারে না। আমরা চাই, তৃণমূলও আমাদের জোটে সামিল হোক।"

জোট গড়া নিয়ে প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতি প্রণব মুখোপাধ্যায় এবং কেন্দ্রীয় মন্ত্রী প্রিয়রঞ্জন দাশমুন্সির মধ্যে সঙ্গে কয়েক দফা বৈঠক হলেও সোমেনবাবুর সঙ্গে বৈঠক না-হওয়া পর্যন্ত জোটের চেহারা নিয়ে নানা সংশয় ছিল। কিন্তু মঙ্গলবার দুই নেতার আলোচনার পরে বরফ গলে। তিনি মঞ্চ না-গড়ে কেন সরাসরি কংগ্রেসে যোগ দিচ্ছেন না, মেয়রের কাছে তা জানতে চান সোমেনবাবু। সুব্রতবাবু বলেন, "আমি

*এরপর সাতের পাতায়*

## প্রার্থী সুব্রতই

*প্রথম পাতার পর*

তো কংগ্রেসেরই লোক। আপাতত জোট গড়ে পুর ভোটে লড়া যাক। পরে কংগ্রেসে যাওয়ার কথা ভাবা যাবে।"

দুই নেতা আবার বৈঠকে বসছেন বৃহস্পতিবার। জোটের অন্য শরিকদের নিয়ে শনিবারের বৈঠকে ঠিক হবে জোটের নাম। রবিবার ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউটের কনভেনশনে সব দলের নেতারা থাকবেন। কোন দল কত আসনে লড়বে, তা চূড়ান্ত হয়নি। তবে জোট ১৪১টি আসনেই প্রার্থী দেবে বলে জানান সোমেনবাবু ও সুব্রতবাবু। গত পুর ভোটে কংগ্রেস ১৫টি আসনে জিতেছিল। ১০টি আসনে দ্বিতীয় স্থানে ছিল। এ বার কংগ্রেস ৭০-৮০টি আসনে লড়তে চায়। কাউন্সিলরেরা যাতে মঞ্চে না-যান, সেই জন্য মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর দলের প্রায় সব কাউন্সিলর বা তাঁর ঘনিষ্ঠকে টিকিট দিতে পারেন। সে-ক্ষেত্রে বিভিন্ন ব্লক তৃণমূলের নেতা মঞ্চের টিকিট পেতে পারেন। যে-সব কাউন্সিলর আসবেন, তাঁদেরও টিকিট দেওয়া হবে।

সুব্রতবাবু জানান, তাঁরা কত আসনে লড়বেন, তা পরিস্থিতির উপরে নির্ভর করছে। তাঁর দাবি, তৃণমূল থেকে অনেকেই আসতে ইচ্ছুক। অন্য দিকে, সোমেনবাবু বলেন, "আসন-রফার ক্ষেত্রে কোনও বড় ধরনের সমস্যা হবে না।" পি ডি এস চারটি আসনে লড়তে চায়। তার একটি সমীরবাবুর এলাকা যাদবপুরে। বিক্রম সরকার জানান, তাঁরা গোটা দশেক আসনে লড়তে চান। আসন পাবে সমাজবাদী পার্টিও।

এ দিকে, রাজ্য সরকার নির্বাচন পর্যন্ত মেয়রকে সরাচ্ছে না বলে জানিয়েছেন পুরমন্ত্রী অশোক ভট্টাচার্য। এই ব্যাপারে কী করণীয়, পুরমন্ত্রীর কাছে তা জানতে চেয়েছিলেন পুর কমিশনার দেবাশিস সোম। মন্ত্রী তাঁকে বলেছেন, ১০ মে ভোটের দিন ঘোষণার পরে পুর পরিষেবার যাবতীয় দায় বর্তাবে কমিশনারের উপরে। তাই জল, জঞ্জাল-সহ পরিষেবা দেখার পাশাপাশি পুর কমিশনারকে নজর রাখতে হবে, কোনও বেআইনি বাড়ির নকশা যেন মঞ্জুর না-হয়।

0 MAY 2005 ANADABAZAR PATRIKA

# ২০০ কোটির তথ্যপ্রযুক্তি পার্ক কলকাতায়

**স্টাফ রিপোর্টার:** অবশেষে বাঙ্গালোরের সঙ্গে সত্যিই পাল্লা দিতে নামল কলকাতা। দেশের বৃহত্তম তথ্যপ্রযুক্তি পার্ক গড়ে একাসনে বসার দৌড়ে কলকাতাকে এগিয়ে দিল ভিডিওকনের ২০০ কোটি টাকার প্রস্তাব। বৃহস্পতিবার তারাতলায় তাঁর নতুন কারখানার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের সামনে গোষ্ঠীর চেয়ারম্যান বেণুগোপাল ধুত ৩০ লক্ষ বর্গফুটের ওই তথ্যপ্রযুক্তি পার্কের প্রস্তাব পেশ করেন।

৭, ১৪ ও ১৮ তলার তিনটি ভবন মিলিয়ে তৈরি এই প্রকল্প আয়তনে দেশের সর্ববৃহৎ ইন্টারন্যাশনাল টেকনোলজি পার্কের সমান হবে, যা রাজারহাটে নির্মীয়মাণ ডি এল এফ পার্কের আড়াই গুণ। এই প্রস্তাবের সামনে ম্লান হয়ে গেল ভিডিওকনের তারাতলা কারখানায় নতুন কম্পিউটার হার্ডঅয়্যার ব্যবসার সূচনার মুহূর্তটি। ফিলিপসের বন্ধ বাল্‌ব কারখানায় ল্যাপটপ ও ডেস্কটপ কম্পিউটার তৈরি করবে ভিডিওকন। প্রয়োজনে টেলিভিশনও। পাশাপাশি, পিকচার টিউবের কাচের খোলও তৈরি হবে।

তথ্যপ্রযুক্তি পার্কের কারিগরি দায়িত্ব সামলাবে সালারপুরিয়া গোষ্ঠী। তাদের ম্যানেজিং ডিরেক্টর বিজয় অগ্রবাল জানান, নির্মাণ শুরু হবে মাস ছয়েকের মধ্যে। বছরখানেকের মধ্যে শেষ হতে পারে কাজ।

ধুত জানান, টেক-সিটি নামে এই প্রকল্পে ২৫,০০০ পেশাদারের সরাসরি কর্মসংস্থান হবে। এক কথায়, রাজ্যে এক ছাদের তলায় কর্মী-সংখ্যার দিক দিয়েও এটি রেকর্ড। সফ্‌টঅয়্যার তৈরি থেকে কলসেন্টার, বি পি ও-সহ নানা ধরনের কাজ হবে এখানে। প্রথম পর্যায়ে লগ্নির পরিমাণ ২০০ কোটি টাকা। অগ্রবাল জানিয়েছেন, পরবর্তী পর্যায়ে আরও ২০০ কোটি টাকা লগ্নি হতে পারে।

ভিডিওকনের এ দিনের ঘোষণায় স্পষ্ট, লগ্নির মাপে খুব বড় না-হলেও প্রতীকের দিক দিয়ে বেণুগোপাল ধুত রাজ্য সরকার ও মুখ্যমন্ত্রীর কাছে ক্রমশ অত্যন্ত মূল্যবান হয়ে উঠছেন। কারণ, সল্টলেকের মতো তারাতলার কারখানাতেও মৃত শিল্পসম্পদে প্রাণ সঞ্চার করেছেন ধুত। ১৯৯৯ সালের ডিসেম্বরে ফিলিপসের পরিত্যক্ত কারখানা সব কর্মী-সহ কিনে নিয়ে তাতে উৎপাদনশীলতার নতুন মাত্রা যোগ করেন কারখানা-কর্তৃপক্ষ। তারাতলায় ফিলিপসের দ্বিতীয় কারাখানাটি কেনার সময়েও রাজ্য সরকার ধুতকে অনুরোধ করেছিল, তাঁরা যেন ১৫০ কর্মীকে নতুন ব্যবস্থায় ঠাঁই দেন। দু'টি কারখানার দায়িত্বে যিনি আছেন, সেই গৌতম সেনগুপ্ত জানিয়েছেন, শুধু ওই ১৫০ কর্মীকে নতুন প্রশিক্ষণ দেওয়া নয়, সমসংখ্যক বাড়তি কর্মী নিয়োগও করেছেন তাঁরা। দু'টি শিল্পসম্পদ উদ্ধার করা ছাড়াও ভিডিওকন একমাত্র বৈদ্যুতিন গৃহস্থালী সামগ্রী নির্মাতা, যারা এ শহরে নির্দ্বিধায় লগ্নি করছে।

প্রশাসক বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের উপরে ভরসাই যে তাঁদের এ রাজ্যের উপরে ভরসা জুগিয়েছে, এ দিন তা একাধিক বার বলেছেন ধুত। মুখ্যমন্ত্রীকে 'পশ্চিমবঙ্গের ত্রাতা' অভিহিত করে তিনি বলেন, তাঁর পূর্বপুরুষ পাঁচ দশক আগে যে-রাজ্য ছেড়ে গিয়েছিলেন, বুদ্ধবাবুর ভরসায় সেই রাজ্যেই ফিরে আসার স্বপ্ন দেখছেন তিনি। তাঁর ছেলে অনিরুদ্ধ হাতে-কলমে শিল্প পরিচালনার পাঠ নেওয়ার জন্য বেশ কয়েক বছর ধরে এ শহরেই অধিকাংশ সময় কাটান। মেয়ের বিয়ের জন্য এ শহরেরই বাঙুর পরিবারকে বেছে নিচ্ছেন ৭,০০০ কোটি টাকার গোষ্ঠীর কর্ণধার।

এর চেয়ে বড় প্রত্যাবর্তনের আর কেমন প্রতীকই বা আশা করতে পারতেন বুদ্ধবাবু?

29 APR 2005

ANADABAZAR PATRIKA

## ভ্যাট নিয়ে অসীমের আশ্বাস কার্যত অসার

# ওষুধ, খাতা থেকে সেলফোন, দাম বাড়ছে সব জিনিসেরই

**দেবব্রত ঠাকুর**

অর্থমন্ত্রী অসীম দাশগুপ্তের আশ্বাস অসার প্রমাণ করে মধু থেকে পাওয়ার টিলার, শাঁখা থেকে জীবনদায়ী ওষুধ— ভ্যাটের ধাক্কায় দাম বাড়ছে সব কিছুরই। বাড়ছে বাড়ি তৈরির প্রায় সব ধরনের উপকরণের দাম, সেলফোন, এমনকী স্কুল-কলেজের ছাত্রছাত্রীদের নিত্যব্যবহার্য খাতা-পেন্সিল-কলমের দামও। যে-কৃষি ও কৃষিনির্ভর শিল্প নিয়ে রাজ্যের বামফ্রন্ট সরকার কৃতিত্ব দাবি করে, সেই ক্ষেত্রেও জিনিসের দাম বাড়বে।

ট্রাক্টর ও পাওয়ার টিলারে এ রাজ্যে আগের তুলনায় ৪.৫ শতাংশ বাড়তি কর চাপবে। রাজ্যের তাঁতশিল্প এমনিতেই দীর্ঘদিন ধরে ধুঁকছে। এ বার তাঁত ও তার যন্ত্রাংশের উপরে ১২.৫ শতাংশ কর চাপিয়ে অসীমবাবুর ভ্যাট তাকে আরও এক ধাক্কা দিয়েছে। এক কথায়, সাধারণ মানুষের জীবনযাপনের জন্য প্রয়োজনীয় প্রায় সব ধরনের পণ্যেরই দাম বাড়তে চলেছে ভ্যাটের দরুন। সরকার প্রকাশ্যে ভ্যাট সম্পর্কে অন্য কথা প্রচার করলেও সরকারি হিসাবে দেখা যাচ্ছে, রাজ্যের করযোগ্য ৫৮৫টি পণ্যের মধ্যে ৩৩৬টি পণ্যে কর বাড়ছে। কোথাও শূন্য থেকে এক ধাক্কায় কর পৌঁছচ্ছে ১২.৫ শতাংশ হারে, কোথাও বা কর-হার চার শতাংশের ধাপ স্পর্শ করছে। মোদ্দা কথা, বিভিন্ন রাজ্যের অর্থমন্ত্রীদের নিয়ে গঠিত ভ্যাট সংক্রান্ত এমপাওয়ার্ড কমিটির চেয়ারম্যান অসীমবাবু ভ্যাটের ফলে জিনিসপত্রের দাম কমবে বলে যে-স্বপ্ন দেখিয়েছিলেন, তা এক ধাক্কায় ভেঙেচুরে খানখান হয়ে গিয়েছে।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার যে-ভাবে ১০টি পণ্যকে কর-শূন্য তালিকায় রাখার জন্য বেছে নিয়েছে, তাতে সরকারের অগ্রাধিকারের যুক্তি নিয়েই প্রশ্ন উঠতে বাধ্য। নতুন নিয়মে মোট ৫০টি পণ্য প্রতিটি রাজ্যই করের আওতার বাইরে রাখতে পারে। তার মধ্যে ৪০টি পণ্য গোটা দেশে কর-শূন্য তালিকাভুক্ত। বাকি ১০টি পণ্য রাজ্যের ইচ্ছা অনুযায়ী বেছে নেওয়া হয়।

রাজ্য সরকার গ্রামের মানুষের কথা ভেবে এই ১০ পণ্যের তালিকায় মাদুর, মাদুরকাঠি, মুড়ি, খই নিয়ে এলেও জীবনদায়ী ওষুধ রাখেনি। বুধবার এই প্রসঙ্গে অসীমবাবু বলেন, "জীবনদায়ী ওষুধের বিষয়টি নিয়ে আলোচনা চলছে এমপাওয়ার্ড কমিটিতে। এই তালিকা নিয়েও মতভেদ রয়েছে। আমরা একটা ঐকমত্যে পৌঁছনোর চেষ্টা করছি।" কিন্তু ভ্যাট নিয়ে গত এক মাস ধরে সরকারি প্রচারে বারবার দাম বাড়ার বদলে কমার ইঙ্গিত দেওয়া হলেও এ নিয়ে সাধারণ মানুষের মনে যে-সংশয় ছিল, এ বার তা স্পষ্ট সরকারের অপ্রকাশিত তালিকায়। এই নিয়ে ব্যবসায়ী-মহল এখন বাজার বন্ধ করে আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছে।

ভ্যাট নিয়ে টানাপোড়েন এক মাস ধরেই চলছে। ইতিমধ্যে রাজ্যের বাণিজ্যিক কর অধিকরণ কাজের সুবিধার জন্য একটি তালিকা তৈরি করেছে। তাতে পণ্য-তালিকা ধরে ধরে বিক্রয়কর কী ছিল, ভ্যাটের ফলে কর-হার কী হল, তার বিবরণ রয়েছে। সেই তালিকায় দেখা যাচ্ছে, পণ্য-ভিত্তিক কর বৃদ্ধি এ বার প্রায় নজিরবিহীন। এক ধাক্কায় এত পণ্যের কর কখনও এমন ভাবে বাড়েনি। কর-তালিকাভুক্ত ৫৭ শতাংশ পণ্যেই কর বেড়েছে। বুধবার অর্থমন্ত্রীকে এই বিষয়ে প্রশ্ন করা হলে বাণিজ্যিক কর কমিশনার (যিনি এখন ভ্যাট কমিশনারও)-এর সঙ্গে আলোচনা করে তিনি বলেন, "সরকারি ভাবে এই ধরনের তালিকা তৈরি করা হয়নি। দ্বিতীয়ত, কর-তালিকা নিয়ে এমপাওয়ার্ড কমিটিতে আলোচনা চলছে। সুতরাং ভ্যাটের বর্তমান হার পরিবর্তনের সুযোগ আছে।"

ঠিক এক মাস আগে রাজ্যে বিক্রয়কর জমানার সমাপ্তি ঘোষণা করে যুক্তমূল্য কর ব্যবস্থা প্রবর্তন করে বিধানসভায় ২০০৫-২০০৬ সালের বাজেট পেশ করেছিলেন অসীমবাবু। ২০০৬ সালের বিধানসভার নির্বাচনের দিকে চোখ রেখে 'কৃষি-গ্রামীণ-শিল্প ও কর্মসংস্থানমুখী' বাজেটের কথাই বলেছিলেন তিনি।

সাধারণত যে-কোনও অর্থমন্ত্রী বাজেট-বক্তৃতায় কর ছাড় এবং নতুন করের ঘোষণা করে থাকেন। অসীমবাবুও ব্যতিক্রম নন। এ বারের বাজেটে কিন্তু তিনি সেই ব্যতিক্রমই ঘটিয়েছিলেন। ভ্যাটের ফলে সাধারণ ভাবে জিনিসপত্রের কর কমবে, এই প্রচারের উপরেই জোর দিয়েছিলেন তিনি। কী কী ক্ষেত্রে কর বাড়ছে, সেই বিষয়ে একটি শব্দও খরচ করেননি। বিধানসভায় বিরোধীরাও তা জানতে চাননি। সুতরাং বিক্রয়করের পরিবর্ত হিসাবে নতুন যুক্তমূল্য করের সত্যিকারের ছবিটি তিনিও আগ বাড়িয়ে জানাননি। সযত্নে এড়িয়ে গিয়েছেন, গোপন রেখেছেন।

সাম্প্রতিক এক সাংবাদিক বৈঠকে অবশ্য সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে অসীমবাবুর জবাব ছিল, "কয়েকটি মাত্র পণ্যে কর বাড়বে। টেলিস্কোপ, বাইনোকুলার, অপেরা গ্লাস ইত্যাদি।" তার পরেই অসীমবাবু তাঁর নিজস্ব ভঙ্গিতে পাল্টা প্রশ্ন করেছিলেন, সাধারণ মানুষ বোধ হয় টেলিস্কোপ বিশেষ ব্যবহার করেন না?

বুধবার একটি প্রশ্নের উত্তরে অসীমবাবু জানান, নতুন কর-হার হিসাব করতে গেলে তা করতে হবে আগে দেওয়া কর বাদ দিয়ে (সেট অফ)। ভ্যাট নিয়ে বিভ্রান্তি এখন এমনিতেই চরমে। ভ্যাট বোঝাতে অসীমবাবুকে বারবার দিল্লি-লখনউ দৌড়তে হচ্ছে। বিভ্রান্ত ব্যবসায়ী সংগঠনগুলিও। ভ্যাট এড়াতে ব্যবসায়ীদের একাংশ রাজ্যে বিক্রীত পণ্যের বিল তৈরি করাচ্ছে তামিলনাড়ু, মধ্যপ্রদেশের মতো ভ্যাট-হীন রাজ্য থেকে। সরকারি বিজ্ঞাপনেও সত্য গোপন করা হচ্ছে। যে-সব পণ্যের কর কমছে, তার আংশিক তালিকা ছাপা হচ্ছে। এমনকী বাণিজ্যিক কর অধিকরণ থেকে প্রকাশিত 'ভ্যাট অ্যাট আ গ্লান্স' শীর্ষক পুস্তিকাতেও বিভিন্ন কর ধাপের পূর্ণাঙ্গ তালিকা ছাপা হয়নি। এই অবস্থায় সরকারের অপ্রকাশিত তালিকা বিপরীত চিত্র দিয়ে ভ্যাট-বিতর্ক আরও উস্কে দিল।

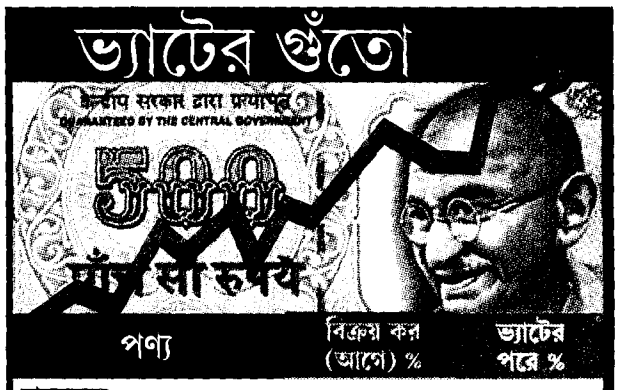


| পণ্য | বিক্রয় কর (আগে) % | ভ্যাটের পরে % |
|---|---|---|
| **স্বাস্থ্যক্ষেত্রে —** | | |
| জীবনদায়ী ওষুধ | ০ | ৪ |
| পেসমেকার ইত্যাদি | ০ | ১২.৫ |
| ইনজেকশন সিরিঞ্জ, সুচ | ৫ | ১২.৫ |
| বোরোলিন জাতীয় ক্রিম | ১০ | ১২.৫ |
| **পড়াশোনায় —** | | |
| ইনস্ট্রুমেন্টস বক্স, পেন, রিফিল | ০ | ১২.৫ |
| খাতা, পেন্সিল, ড্রয়িংবুক, গ্রাফপেপার | ০ | ৪ |
| **গৃহনির্মাণে —** | | |
| ইস্পাত | ১০ | ১২.৫ |
| বালি, স্টোন চিপস | ৪ | ১২.৫ |
| কাঠ, কাচ, প্লাস্টিক, প্লাইউড, হার্ডওয়্যার | ৮ | ১২.৫ |
| অ্যাসবেসটস | ৭ | ১২.৫ |
| বিদ্যুতের তার, সুইচ, বালব | ৮ | ১২.৫ |
| **নিত্যপ্রয়োজনীয় —** | | |
| মোমবাতি | ০ | ৮ |
| হ্যারিকেন | ০ | ৪ |
| সৌর লণ্ঠন ও পাম্প, প্রেশার কুকার | ৮ | ১২.৫ |
| ব্যাটারি, গ্যাসের উনুন | ১০ | ১২.৫ |
| সেলফোন , অডিও ভিডিও সিডি | ৪ | ১২.৫ |
| চশমা, কেরোসিন স্টোভ | ৭ | ১২.৫ |
| **খাবারে —** | | |
| বিস্কুট | ১০ | ১২.৫ |
| চানাচুর, বাদাম, চিপস, মধু | ০ | ১২.৫ |
| পেঁয়াজ, রসুন, আদা পেস্ট, ফলের রস, সয়াবিনের খাবার, বোতলের জল | ৭ | ১২.৫ |
| **অন্যান্য —** | | |
| মোটরগাড়ি, স্কুটার, ট্রাক্টরের যন্ত্রাংশ | ৮ | ১২.৫ |
| তাঁত ও যন্ত্রাংশ | ০ | ১২.৫ |
| শাঁখ ও শাঁখা | ০ | ৪ |
| টর্চ | ৫ | ১২.৫ |
| হাওয়াই ও প্লাস্টিক ছাড়া সব জুতো | ৮ | ১২.৫ |

21 APR 2005 ANADABAZAR PATRIKA

20 APR 2005 ANANDABAZAR PATRIKA

# পিছু হটল রাজ্য, সালিশি বোর্ডে ক্ষমতা খর্ব পঞ্চায়েতের

**দেবব্রত ঠাকুর**

রাজনৈতিক বিতর্ক এড়াতে শেষ পর্যন্ত রাজ্যের বামফ্রন্ট সরকারের প্রস্তাবিত সালিশি বোর্ডের উপরে পঞ্চায়েতের নিয়ন্ত্রণ খর্ব করা হচ্ছে।

গত এক বছরের বন্‌ধ, বিক্ষোভ, রাজনৈতিক টানাপোড়েন, আইনজীবীদের কর্মবিরতির পরে অবশেষে মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের উদ্যোগেই প্রাক্‌-আদালত সালিশি পদ্ধতির সরাসরি রাজনীতি-করণের পথ থেকে পিছিয়ে আসছে বামফ্রন্ট সরকার। ব্লক স্তরের প্রস্তাবিত সালিশি বোর্ড গঠনের অধিকার থাকবে না পঞ্চায়েতের হাতে। প্রয়োজনে ওই বোর্ডের সদস্যদের অপসারণের যে-অধিকার সংশ্লিষ্ট পঞ্চায়েত সমিতিকে দেওয়ার প্রস্তাব ছিল, সংশোধন করা হচ্ছে তা-ও। বস্তুত সার্বিক নিয়ন্ত্রণের দায়িত্বেও থাকছে না পঞ্চায়েত।

বিলটিতে প্রস্তাবিত সংশোধনী এনে এই ক্ষমতা তুলে দেওয়া হবে রাজ্য লিগাল সার্ভিসেস অথরিটির হাতে। বোর্ডের সদস্যদের নিয়োগ থেকে অপসারণ— সব বিষয়ে সংশ্লিষ্ট পঞ্চায়েত সমিতির সঙ্গে আলোচনা করে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবে হাইকোর্টের বিচারপতির নেতৃত্বাধীন লিগাল সার্ভিসেস অথরিটি। আগামী জুনে বিধানসভার বাজেট অধিবেশনের দ্বিতীয় পর্বে এই সংশোধনী-সহ বিলটি অনুমোদনের জন্য পেশ করা হবে।

রাজনৈতিক দিক থেকে বামফ্রন্ট তথা সি পি এমের এই ১৮০ ডিগ্রি ঘুরে যাওয়াকে পিছু হটা বলতে রাজি নন এই বিলের প্রবক্তা তথা রাজ্যের আইন-বিচার মন্ত্রী নিশীথ অধিকারী। এই বিলটিতে কেন্দ্রীয় আইন-বিচার মন্ত্রী হংসরাজ ভরদ্বাজের অকুণ্ঠ সমর্থনে বলীয়ান নিশীথবাবু এই 'রাজনৈতিক পশ্চাদপসরণ'কে নিতান্তই 'পোশাকি' বলে এড়িয়ে যেতে চেয়েছেন।

তবে মহাকরণের রাজনৈতিক কর্তারা মনে করছেন, এই পরিবর্তন বিরোধীদের রাজনৈতিক বিরোধিতার পাল থেকেই হাওয়া টেনে নেবে। আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটে আদালতে বিবাদ গড়ানোর আগেই 'অল্টারনেটিভ ডিসপিউটস রিড্রেসাল সিস্টেম' বা বিকল্প মীমাংসা পদ্ধতির মাধ্যমে বিবাদের নিষ্পত্তি করাটা স্বীকৃত পন্থা।

এই পদ্ধতির গুরুত্বকে সামনে রেখে বিচার ব্যবস্থার 'বিকেন্দ্রীকরণ' (বিরোধীদের মতে 'রাজনীতি-করণ')-এর উদ্দেশ্যে রাজ্য সরকার 'ব্লক লেভেল প্রি-লিটিগেশন কনসিলিয়েশন বিল' তৈরি করে। সেই বিলে সালিশি বোর্ড নিয়ন্ত্রণের সার্বিক দায়িত্ব দেওয়া হয় সংশ্লিষ্ট পঞ্চায়েত সমিতিকে। তিন সদস্যের সালিশি বোর্ডে এক জন কনসিলিয়েটর, এক জন কাউন্সেলর থাকবেন। তৃতীয় জন হবেন স্থানীয় আইনজীবী, আইনি উপদেষ্টা। তাঁদের নির্বাচন, নিয়োগ, অপসারণের সব ক্ষমতাই থাকবে পঞ্চায়েতের হাতে।

বিরোধীদের আপত্তি মূলত এই জায়গাটিতেই। ২৮ বছরের বাম-শাসনে গত পঞ্চায়েত নির্বাচনেও প্রায় ১৫ শতাংশ আসনে বাম-বিরোধীরা প্রার্থী দিতে পারেননি রাজনৈতিক সন্ত্রাসের ভয়ে। এ-হেন পঞ্চায়েতের উপরে ভরসা রাখতে না-পেরেই বিধানসভার ভিতরে-বাইরে সালিশি বিল রুখতে মরিয়া হয়ে উঠেছেন বিরোধীরা। তিন-তিন বার পিছিয়ে গিয়েছে অনুমোদনের বিষয়টি। শেষ পর্যন্ত বাজেট অধিবেশনের প্রথম পর্বে মুখ্যমন্ত্রীর উপস্থিতিতে এক সর্বদলীয় বৈঠকে ঠিক হয়, বিলটি নিয়ে আরও আলাপ-আলোচনা হবে।

গত ১৬ এপ্রিল কেন্দ্র-রাজ্য যৌথ উদ্যোগে বিকল্প বিবাদ মীমাংসা পদ্ধতি নিয়ে এক আলোচনাচক্রেই শেষ পর্যন্ত চূড়ান্ত হয়েছে সালিশি বিলের ভাগ্য। আলোচনার শেষে মুম্বই হাইকোর্টের প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি চিত্ততোষ মুখোপাধ্যায় 'সর্বসম্মত' তিনটি বিকল্পের কথা ঘোষণা করেন। তার মধ্যে আছে:

● পঞ্চায়েত সমিতি লিগাল সার্ভিসেস অথরিটির সঙ্গে পরামর্শ করে বোর্ড গঠন করবে বলে বিলে যে-প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে, সেটা উল্টে দেওয়া। পঞ্চায়েত সমিতি একাধিক নামের তালিকা পাঠাবে। তার থেকে চূড়ান্ত তালিকা তৈরি করবে অথরিটি। এই সংক্রান্ত যাবতীয় অধিকার থাকবে অথরিটির হাতে। পঞ্চায়েত পরিকাঠামো দেবে। সরাসরি হস্তক্ষেপের সুযোগ থাকবে না তাদের। উল্লেখ্য, হাইকোর্টের বিচারপতি নিয়োগের ক্ষেত্রেও এই ধরনের পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়। সেখানে নির্বাচিত রাজ্য সরকারের ভূমিকা অনুরূপ।

● প্রতিটি সালিশি বোর্ডে তিন সদস্যের মধ্যে এক জন মহিলা রাখা বাধ্যতামূলক করা।

● বর্তমান বিলে বলা হয়েছে, সংশ্লিষ্ট এলাকার বি ডি ও বোর্ডের সচিব হিসাবে কাজ করবেন। কোন আবেদন বোর্ডের সামনে পেশ করা হবে এবং কোনটা হবে না, তা চূড়ান্ত করবেন তিনিই। সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত, সচিবের হাতে এমন ক্ষমতা থাকবে না। কোন আবেদন বোর্ড গ্রহণ করবে আর কোনটি খারিজ করবে, সেই সিদ্ধান্ত নেওয়ার ভার থাকবে বোর্ডের হাতেই। সচিবকে সব আবেদনই বোর্ডের কাছে পেশ করতে হবে।

এই তিনটি 'সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত' নতুন বিলে অন্তর্ভুক্ত করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার। রাজ্যের আইন-বিচার মন্ত্রী নিশীথবাবু বলেন, "এই সামান্য পোশাকি পরিবর্তনগুলি কী ভাবে করা হবে, তা এখনও ঠিক হয়নি।" আইন দফতর সূত্রে বলা হয়েছে, পুরনো বিল প্রত্যাহার করে নতুন বিল আনা যেতে পারে। আগামী জুনে বাজেট অধিবেশনের দ্বিতীয় পর্বেই সালিশি বিলটি অনুমোদন হবে বলে সরকারি সূত্রের আশা।

*Today's workers understand the principle that the only true job security comes from satisfied customers*

NOEL M. TICHY

# BUSINESS



## BUSINESS BRIEFS

### Forex kitty grows

■ **Mumbai, April 16**: India's foreign exchange reserves grew marginally by $253 million to $141.45 billion for the week ended April 8, 2005. The country's foreign exchange reserves now stand at $1,41,457 million, an increase of $253 million over last week's reserves of $1,41,204 million, according to the RBI's weekly statistical supplement released here today. The marginal rise is mainly due to revaluation of international currencies and increased remittances, analysts said.

### RBI move

■ **Mumbai, April 16**: The Reserve Bank of India has asked banks to convert their ad-hoc committee for procedures and performance audit on public services into a permanent standing panel for customer service with sufficient powers to evaluate functioning of departments.

### Power note

■ **Mumbai, April 16**: The Union power ministry today said about 18 billion units of power generation or 2,000 MW was lost in 2004-05 due to shortage of gas and coal even as it expressed confidence of achieving capacity addition target of 41,110 MW during the Tenth plan.

# VAT panel promises even rates

OUR SPECIAL CORRESPONDENT

**New Delhi, April 16**: Asim Dasgupta, chairman of the empowered committee on value-added tax (VAT), today said states will be granted powers to levy different rates on a few select products but the committee will ensure uniformity in tax rates of most items.

The VAT panel, which met here today, decided to sit together again on April 25 and 26 to resolve anomalies in taxes levied by different states.

Dasgupta told reporters here today that he would work to reduce prices in places where it has gone up. He also said he would visit the eight states — Uttar Pradesh, Tamil Nadu, Uttaranchal, Rajasthan, Gujarat, Madhya Pradesh, Jharkhand and Chhattisgarh — to try persuade them to join the VAT regime.

"Twenty-one states introduced VAT and they remain firm in the implementation process. There are about eight states that have not switched to VAT but may be in the final stages. We will visit all these states and request them to join us," Dasgupta said.

Admitting teething problems, he said, "Over 130 countries have introduced VAT and the initial teething problems were more intense there... We are confident in resolving the issue in the interest of the consumers."

Anomalies in VAT rates and the increase in prices are expected to be resolved at the meeting called on April 25.

"We have received complaints of variations in VAT rates across states... We want to come to a convergence among ourselves. When a new tax system is introduced, there is bound to be variations. But it can be settled," he said, adding "We will strike a balance between uniformity and flexibility in VAT rates."

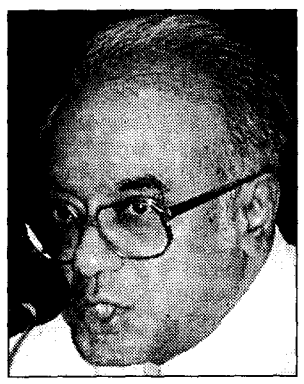

Dasgupta: Adding value

The empowered committee in its next meeting will also resolve the differences between states on the issue of minimum floor tax rate on diesel and other petroleum products.

Some states have imposed tax rate on diesel at lower rate instead of the floor rate of 20 per cent envisaged by the empowered committee earlier.

However, Dasgupta said that petroleum products will be out of VAT since their prices are not totally market determined.

"Petroleum products are still out of VAT. There will be no deviation. The reason why they have been kept out of VAT is that they fall under administered price mechanism," he said.

# RINL turnover rises to Rs 8181 cr

OUR SPECIAL CORRESPONDENT

**Hyderabad, April 16: Rashtriya Ispat Nigam Limited (RINL), the corporate entity of Visakhapatnam Steel Plant (VSP), has notched up a record turnover of Rs 8,181 crore.**

**"The performance, both in production and sales, for the year 2004-05 was impressive and registered an increase of 10 per cent over previous years," VSP chairman-cum-managing director Y Siva Sagar Rao told reporters here today.**

**"The performance is noteworthy given the fact that the plant had to cut back its production during the first half of the fiscal due to severe coking coal crisis worldover," Rao said.**

**It is for the fourth consecutive year that the company has surpassed its rated capacity, Rao added.**

**RINL is also eyeing the capital market to finance its expansion plans .**

**Vizag Steel Plant plans to spend Rs 8,500 crore on a massive expansion drive to raise production to 7 million tonnes from the present 4.5 million tonnes, Rao said.**

**He said the company, which had reported operating profits and record production in the last few years, will meet the expansion cost of Rs 5,500 crore from internal accruals.**

**"The remaining amount we hope to borrow from financial institutions and markets, provided the environment is good enough," he said.**

**"We may need approximately Rs 1,500 crore for equipment for which we can get credit from Exim Bank," he said.**

French minister for agriculture Nicolas Forissier and Bengal chief minister Buddhadeb Bhattacharjee in Calcutta on Saturday. Picture by Kishor Roy Chowdhury

# France for firm farm ties

OUR SPECIAL CORRESPONDENT

**Calcutta, April 16**: France today said India should step up imports of agri-based commodities to ensure better bilateral relations.

French imports of agri-based items from India was 150 million euros, while Indian imports from France stood at only 22 million euros, French minister for agriculture Nicolas Forissier said at an interactive session organised by the Indian Chamber of Commerce here.

He said this was highly imbalanced and should be corrected immediately.

The minister said both the countries should work closely to increase cooperation.

Two agreements were signed today in the field of agro-food processing in the presence of Forissier and Bengal chief minister Buddhadeb Bhattacharjee.

City-based Rs 400-crore Pataka group signed a memorandum of understanding with a French company — 2AMIS — for setting up a joint venture company for potato processing in Jangipur, Murshidabad.

The cost of the project is Rs 250 crore. The French partner will have a 25 per cent stake in the joint venture company called Pataka Advanced Food Industries Limited. The remaining 75 per cent will be with the Pataka group. 2AMIS will also supply the necessary technology required for the project.

The unit will manufacture glucose syrup, an important raw material for the confectionery and aerated drinks industry.

Mustak Hossain, managing director of Pataka group, said: "Initially, the unit will produce glucose syrup. In the next stage we will also produce biscuits and toffees, which will be sold under the brand name Pataka and 502."

The company has already acquired 60 acres in Jangipur, Murshidabad for the project. "Our idea is to develop a food park. The proposed project will occupy a portion of the food park. We will invite other companies to participate too," Hossain, who also has a 100 per cent silk export oriented unit, said.

Earlier, addressing the French business delegation, Bhattacharjee said, "Bengal is rich in rice, vegetable, fruit and flower production. It is the highest foodgrain producing state in the country with a total production of 10.5 million tonne per annum."

He was speaking at an interactive session on France-West Bengal collaboration in agro and food sector organised by the Indian Chamber of Commerce.

Bhattacharjee invited the French to provide technology for the food-processing units and to set up units in the state.

Nicolas Forissier, who is in the city for two days, said French professionals will help in providing the necessary technical help for the fisheries in Bengal.

17 APR 2005 THE TELEGRAPH

# প্রশংসা করলেন কেন্দ্রীয় আইনমন্ত্রী
# সালিশি বিল গরিব মানুষের স্বার্থেই : বুদ্ধ

**আজকালের প্রতিবেদন:** গরিব মানুষের স্বার্থে রাজ্যে সালিশি বিল পাস করানোর বিষয়ে বদ্ধপরিকর রাজ্য সরকার। শনিবার কলকাতায় 'সমাজে তৃণমূল স্তরে বিবাদ মীমাংসার বিকল্প পথ' শীর্ষক এক আলোচনাসভায় এ কথা জানান মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, রাজ্যে অনেক মানুষ দারিদ্র্যসীমার নিচে বাস করে। বিচার ব্যবস্থা সময়সাপেক্ষ এবং ব্যয়বহুল হওয়ায় সুবিচারের জন্য কোর্টে যাওয়ার মতো আর্থিক সঙ্গতি তাদের নেই। এই গরিব মানুষদের সুবিচার দেওয়ার উদ্দেশেই সালিশি বিল পাস করাতে তাঁরা উদ্যোগী, জানান মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন, সালিশি বোর্ড গঠন করে বিচার ব্যবস্থাকে নিচু করার প্রচেষ্টা করছেন বলে বিরোধীরা যে অভিযোগ তুলেছেন তা কোনওভাবেই ঠিক নয়। তাঁরা কখনই বিচার ব্যবস্থার প্রতি অনাস্থা প্রকাশ করেননি। তবে সর্বস্তরের মানুষ যেন বিচার ব্যবস্থার সুফল পেতে পারেন এবং ব্লক স্তরে সাধারণ বিবাদের যেন দ্রুত নিষ্পত্তি করা যায় তার জন্যই এই প্রচেষ্টা। সালিশি বোর্ডের রাজনীতিকরণের বিষয়ে বিরোধীদের অভিযোগ সম্পর্কে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, এ বিষয়ে আরও আলোচনা করা প্রয়োজন। এদিনের আলোচনাসভায় অংশ নেন কেন্দ্রীয় আইনমন্ত্রী হংসরাজ ভরদ্বাজ, রাজ্যের আইনমন্ত্রী নিশীথ অধিকারী, বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্য, বিচারপতি চিত্ততোষ মুখার্জি, বার কাউন্সিলের চেয়ারম্যান শান্তনু মুখার্জি, রাজ্য মহিলা কমিশনের চেয়ারপার্সন যশোধরা বাগচি প্রমুখ। কেন্দ্রীয় আইনমন্ত্রী রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর পাশাপাশি আইন ব্যবস্থার প্রশংসা করে বলেন, পশ্চিমবঙ্গ বিভিন্ন ক্ষেত্রে পথিকৃৎ। সালিশি বিল পাস করে আইন হলে তাকে আদর্শ হিসেবে গোটা দেশের সামনে তুলে ধরা যাবে। এ বিষয়ে রাজ্য সরকারকে যোগ্য সহায়তা করার জন্য বার কাউন্সিলকে সদর্থক ভূমিকা নিতে আহ্বান করেন ভরদ্বাজ। তিনি জানান, গরিব মানুষের ঘরে ঘরে সুলভে বিচার ব্যবস্থার সুফল পৌঁছে দেওয়ার জন্য 'গ্রাম ন্যায়ালয়' গড়ে তোলার সুপারিশ করেছে ল কমিশন। রাজ্যের আইনমন্ত্রী নিশীথ অধিকারী বলেন, ভারতীয় সংবিধানের ৩৯ এ ধারায় এই ব্যবস্থা সমর্থিত। সালিশি বোর্ডে যাঁরা থাকবেন তাঁদের নির্বাচন করার সময় যথেষ্ট সতর্কতা নেওয়া হবে বলে জানান নিশীথ অধিকারী।

17 APR 2005 AAJKAL

# খাদ্য প্রক্রিয়াকরণে ফরাসি প্রযুক্তি-সাহায্য চান মুখ্যমন্ত্রী

# ২৫০ কোটির কারখানা মুর্শিদাবাদে গড়ছে পতাকা

**আজকালের প্রতিবেদন:** রাজ্যের খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্পে ফরাসি প্রযুক্তির সাহায্য চাইলেন মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য। একইসঙ্গে তিনি জানান, সবজির পর ফল-ফুল উৎপাদনেও আগের থেকে রাজ্য অনেকটাই এগিয়েছে। উন্নত প্রযুক্তির ব্যবহার করলে আরও সুফল মিলবে। কৃষকের হাতেও পয়সা আসবে। শনিবার সোনার বাংলা হোটেলে পতাকা শিল্পগোষ্ঠীর সঙ্গে ফরাসি সংস্থার মউ চুক্তি অনুষ্ঠানে তিনি ভাষণ দিচ্ছিলেন। ফরাসি সরকারের কৃষি, খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ মন্ত্রী নিকোলাস ফরিসিয়ারকে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'বিনিয়োগের পক্ষে পশ্চিমবঙ্গই এখন আদর্শ জায়গা। কৃষিতে আমাদের অভূতপূর্ব সাফল্য। আপনারা সরাসরি কৃষকদের কাছ থেকেই কৃষিজ সামগ্রী কিনুন। যাতে তারা সঠিক দাম পায়। আমরা কৃষকের স্বার্থ দেখতে চাই। বাংলা থেকে ইউরোপে লিচু পাঠিয়েছেন মোস্তাক হোসেন। উনি অন্য দেশেও বিক্রি করবেন। চকবেড়িয়ায় মৎস্য প্রক্রিয়াকরণ ইউনিট হবে, এ জন্য কারিগরি সাহায্য চাই। কল্যাণী দুগ্ধ প্রকল্পের আধুনিকীকরণের জন্য প্রযুক্তির সাহায্য প্রয়োজন।' ভাষণে নিকোলাস ফরিসিয়ার বলেন, 'আমরা প্রযুক্তি সাহায্য দিতে চাই। আমাদের দেশের সংস্থাগুলি এখানে কাজ করতে চায়। তবে সেক্ষেত্রে অবশ্যই তারা ব্যবসায়িক সাফল্যের দিকটি দেখবে। একটা বিষয়ে আমরা একমত যে ক্রেতার চাহিদা এবং উৎপাদিত পণ্যের গুণগতমান উন্নত চাই। আমি আগামী নভেম্বর-ডিসেম্বরে ফের কলকাতায় এসে পরিকাঠামোর বিষয়টি দেখব। নিজেদের মধ্যে পারস্পরিক বোঝাপড়া বাড়াতেই হবে।' মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'আমিও চাই আপনারা তাড়াতাড়ি আসুন।' পতাকা গোষ্ঠীর কর্ণধার মোস্তাক হোসেন জানান, 'জঙ্গিপুরে আলু থেকে নানা ধরনের পণ্য উৎপাদনের কারখানা শিগগিরই চালু হবে। ২৫০ কোটি টাকা বিনিয়োগ করা হবে। পতাকা গোষ্ঠী ৭৫ শতাংশ, ফরাসি সংস্থা ২৫ শতাংশ বিনিয়োগ করবে। আলু থেকে গ্লুকোজ, বিস্কুট, পানীয় ইত্যাদি নানাবিধ জিনিস তৈরি হবে। ৮ মাসের মধ্যেই তৈরি হবে কারখানা। ৬০ একর জমিতে।' মোস্তাক হোসেন জানান যে, ফরাসি সংস্থার সঙ্গে যৌথভাবে কাজ হবে, সেটি হল টুঅ্যামিজ গ্রুপ। যে কারখানা তৈরি হবে, সারা পৃথিবীতে এমন আটটি কারখানা রয়েছে।' অষ্টাদশ শতাব্দীতে মুর্শিদাবাদে নীল ও লাক্ষা চাষ হত। ক্রমে বন্ধ হয়ে যায়। কাঁচামাল না থাকলেও, মুর্শিদাবাদের একাংশে বিড়িশিল্প গড়ে ওঠে, প্রধানত সস্তা শ্রমের টানে। বিড়ি শ্রমিকদের শোষণ দেখতে দেখতে নতুন বিড়ি উৎপাদক সংস্থা করে তোলেন গিয়াসুদ্দিন বিশ্বাস, ১৯৪৩ সালে। ক্রমে এই সংস্থা মহীরুহ হয়ে ওঠে, আজ মুস্তাক হোসেনের নেতৃত্বে দেশের অগ্রগণ্য বিড়ি উৎপাদক সংস্থা পতাকা। চাষীদের পাশে দাঁড়ানোর চিন্তার থেকেই এই নতুন শিল্প গড়ার পথে এলেন পতাকার কর্ণধার। চাষীদের স্বার্থ সুরক্ষিত রাখা হবেই, মুস্তাক হোসেনের স্পষ্ট ঘোষণা। এছাড়া পৈলান গ্রুপের সঙ্গেও মউ হয় একটি ফরাসি সংস্থার। ধনেখালিতে ৪০ কোটি টাকার কারখানা খুলবে। সরাসরি চাকরি পাবে ১০০ মানুষ। চকবেড়িয়ায় মৎস্য প্রক্রিয়াকরণ কারখানাটি তৈরি হবে ৪০ কোটি বিনিয়োগে। ১২০ জন মানুষ চাকরি পাবে। তবে খাদ্য প্রক্রিয়াকরণে সবচেয়ে বেশি লগ্নি করছে পতাকা গোষ্ঠী। অনুষ্ঠানে ছিলেন ভারতের ফরাসি রাষ্ট্রদূত ডোমিনিক জিরার্ড, ইন্ডিয়ান চেম্বার অফ কমার্সের সভাপতি উমাঙ্গ কানোরিয়া, চেয়ারম্যান এন কে জালান।

নতুন দিশা। বাংলা-ফরাসি মউ চুক্তি। মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য চুক্তিপত্র তুলে দিচ্ছেন ফ্রান্সের মন্ত্রী নিকোলাস ফরিসিয়ারের হাতে। রয়েছেন পতাকাগোষ্ঠীর কর্ণধার মোস্তাক হোসেন। সোনার বাংলা হোটেলে। শনিবার। ছবি: অশোক চন্দ্র

17 APR 2005

AAJKAL

# ফরাসিদের সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে খাদ্য প্রক্রিয়ায় লগ্নি ৪৪৭ কোটি

**স্টাফ রিপোর্টার:** ফরাসি সংস্থার যৌথ উদ্যোগে রাজ্যে খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্পে এক ধাক্কায় ৪৪৭ কোটি টাকা বিনিয়োগ হচ্ছে। ফরাসি সংস্থা পি বি কনসিলের সঙ্গে গাঁটছড়া বেঁধে রাজ্যের পৈলান গোষ্ঠী, পতাকা শিল্পগোষ্ঠী ও এক্সোডাস অ্যাকোয়াটিক্স বলে যে-তিনটি সংস্থা আলু ও মাছ প্রক্রিয়াকরণের প্রকল্প গড়ছে, তাতে এই লগ্নি হবে। কাঁচামাল কেনা হবে স্থানীয় কৃষক ও জেলেদের কাছ থেকে এবং কারখানার উৎপাদিত পণ্য রফতানি হয়ে যাবে বিদেশের বাজারে।

শুক্রবারই পি বি কনসিল ও পৈলান গোষ্ঠীর ১৫০ কোটি টাকা বিনিয়োগে হুগলির ধনেখালিতে আলু প্রক্রিয়াকরণ প্রকল্পের শিলান্যাস হয়েছে। আর শনিবার ওই একই ফরাসি সংস্থার সঙ্গে পতাকা গোষ্ঠীর আলু থেকে গ্লুকোজ তৈরির প্রকল্পের চুক্তি হল। বিশ্বের অষ্টম এবং এশিয়ার প্রথম এই কারখানাটি গড়ে উঠবে মুর্শিদাবাদের জঙ্গিপুরে ২৫০ কোটি টাকা বিনিয়োগে। আর বাকি ৪৭ কোটি টাকা লগ্নি হচ্ছে ফলতা রফতানি অঞ্চলে এক্সোডাস অ্যাকোয়াটিক্সের মাছ প্রক্রিয়াকরণ প্রকল্পে। এ দিন ফ্রান্সের খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ মন্ত্রী নিকোলাস ফরিহিয়ার ও মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের উপস্থিতিতে ফরাসি সংস্থা পি বি কনসিলের সঙ্গে পতাকা শিল্পগোষ্ঠীর প্রকল্পটির চুক্তি ও এক্সোডাস প্রকল্পটির ঘোষণা করা হয়।

৬০ একর জমির উপরে মুর্শিদাবাদে পতাকা গোষ্ঠী যে-প্রকল্প গড়বে, সেখানে আলু থেকে গ্লুকোজ, সিরাপ, টফি ছাড়াও বিভিন্ন ধরনের পণ্য উৎপাদন করা হবে। ৭৫ শতাংশ মালিকানা নিয়ে পতাকা শিল্পগোষ্ঠী ও ২৫ শতাংশ মালিকানা নিয়ে ফ্রান্সের পি বি কনসিল যৌথ উদ্যোগে এই প্রকল্পটি গড়ে তুলছে। উৎপাদন শুরু হবে ১৮ থেকে ২০ মাসের মধ্যে। সংস্থা স্থানীয় কৃষকদের কাছ থেকে বছরে ২০ কোটি কেজি আলু কিনবে বলে ম্যানেজিং ডিরেক্টর মুস্তাক হোসেন জানিয়েছেন।

ফ্রান্স থেকে দিল্লি এবং সেখান থেকে সরাসরি কলকাতা। ১২ সদস্যের দল নিয়ে ফ্রান্সের কৃষি ও খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ মন্ত্রী নিকোলাস চার দিনের ভারত সফরে দু'দিন কাটিয়ে গেলেন পশ্চিমবঙ্গে। তাঁদের কাছে মুখ্যমন্ত্রী এ দিন দু'টি দাবি করেছেন। খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্পে উন্নত প্রযুক্তি ও পরিকাঠামো গড়ে তোলা এবং রুগ্ণ হরিণঘাটা ডেয়ারির পুনরুজ্জীবন।

## পতাকা ভবন

**স্টাফ রিপোর্টার: ডানলপ হাউসের নতুন নামকরণ হতে চলেছে পতাকা ভবন। পূর্ব পরিকল্পনা মতো পতাকা শিল্পগোষ্ঠী কিছু দিনের মধ্যেই নতুন নকশায় ডানলপ হাউস সংস্কারের কাজে হাত দিচ্ছে। বাড়িটির পুরনো কাঠামোকে রেখেই ১০ কোটি টাকা খরচ করে, পাঁচ তলা নতুন যে-বাড়িটি তৈরি করা হবে, তার প্রথম তিনটি তলায় হবে আধুনিক বাজার, বাকি দুটি তলায় পতাকা গোষ্ঠীর সদর দফতর। ডানলপ হাউস কেনার পরে, গত বছরই মুস্তাক হোসেন জানিয়েছিলেন, তিনি ডানলপ হাউসটিকে নিজেদের সদর দফতর এবং একটি বাণিজ্যিক কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তুলবেন।**

17 APR 2005 ANADABAZAR PATRIKA

16 APR 2005 THE HINDUSTAN TIMES

# Opp frowns at Ghisingh formula

**HT Correspondent**
*Darjeeling, April 15*

THE COORDINATION Committee of five parties — the CPI(M), AllIndia Gorkha League (AIGL), CPRM, GNLF-C and the CPI — met on Friday in Mirik and worked out a seat sharing ratio for the Mirik municipal election slated for May 22.

They also discussed the outcome of the Delhi talks on the DGHC polls, rejecting the 6th Schedule status for the council demanded by GNLF chief Subash Ghisingh as a likely solution. Asok Bhattacharjee, state municipal and urban development minister, said, of the nine Mirik seats, the CPI(M), backed by the other four parties, would contest in five, while each of the remaining four would be contested by one of the four parties supported by the rest.

**Asok Bhattacharya**

While the GNLF dubbed the outcome of the Delhi talks as a moral victory, Bhattacharjee shrugged it off, saying that it was actually a victory of the five parties. "Ghisingh has agreed to DGHC polls within September. This proves that his is not the last word. He has bowed to government pressure," he said.

Bhattacharjee said a delegation had met Anil Biswas, the CPI(M) state secretary, when he was in Siliguri and demanded the DGHC polls within September and the deferring of the panchayat elections in the Hills till the DGHC polls were over. They had also wanted constitutional guarantee for the DGHC. Biswas had conveyed the demands to the chief minister, who then wrote to the Prime Minister in March. The PM, then, called the Delhi talks and pressured Ghisingh to hold polls, Bhattacharjee said.

Regarding the government's readiness to consider Ghisingh's demand for the amendment of Article 371 or the 6th Schedule to accommodate the Hills, Bhattacharjee said the coordination committee didn't agree. "Accepting the 6th Schedule would mean curtailing DGHC powers. The committee will rather prefer constitutional guarantee to the DGHC," he said, adding that any government decision would have to be taken after consulting the five parties and constitutional experts. The CPI(M) had been demanding constitutional guarantee from 1980, he said.

# ভ্যাট তোলার দাবি, টানা দশ দিন পাইকারি বাজার বন্‌ধের ডাক

**স্টাফ রিপোর্টার:** ভ্যাটের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে এ বার টানা ১০ দিন পাইকারি বাজার বন্‌ধের ডাক। ২০ থেকে ২৯ এপ্রিল টানা ১০ দিন দেশের সব পাইকারি বাজার বন্ধ রাখার ডাক দিয়েছে ব্যবসায়ীদের শীর্ষ সংগঠন ভারতীয় উদ্যোগ ব্যাপার মণ্ডল। পাশাপাশি, মঙ্গলবার এক বৈঠকে ২৯ এপ্রিল দেশে এক দিনের সমস্ত ব্যবসা বন্‌ধের ডাক দিয়েছে এই সংগঠন।

ভ্যাট বিলোপের দাবিতে মার্চের শেষ লগ্নের ৭২ ঘণ্টা সার্বিক ব্যবসা বন্‌ধের ডাক দিয়েছিলেন মণ্ডলের নেতারা। কিন্তু ভ্যাট চালু করার ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সরকারকে তা থেকে একটুও টলানো যায়নি। এ বার টানা ১০ দিন পাইকারি বাজার বন্ধ করে তার চেয়ে জনজীবনে অনেক বেশি প্রভাব ফেলতে পারবেন বলে মনে করছেন তাঁরা। আজ মঙ্গলবার দিল্লির কনস্টিটিউশন ক্লাবে এক বৈঠকে দেশের সব রাজ্যের ব্যবসায়ী সংগঠনের প্রায় ১০০ নেতা দীর্ঘ বৈঠকের শেষে এই সিদ্ধান্ত নেন।

বৈঠক সেরে দিল্লির কনস্টিটিউশন ক্লাব থেকে পশ্চিমবঙ্গের ফেডারেশন অব ট্রেডার্স অর্গানাইজেশনের নেতা রবীন্দ্রনাথ কোলে জানিয়েছেন, নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্য তো বটেই সব পণ্যের পাইকারি বাজার বন্ধ থাকবে। এর প্রভাবে খুচরো বাজারে যে প্রায় সব পণ্যই অমিল হবে, সে বিষয়ে সংশয় নেই সংগঠনের নেতাদের। বিশেষ করে কাঁচা বাজার, শাক-সব্জি ও মাছের বাজারে যে আকাল দেখা দেবে, সে ব্যাপারে নিশ্চিত অনেকেই।

বাজার বন্ধের পাশাপাশি অন্য বিক্ষোভ প্রদর্শনেরও সিদ্ধান্ত নিয়েছেন সংগঠনের নেতারা। ১৬ এপ্রিল দিল্লিতে ভ্যাট সংক্রান্ত কমিটির বৈঠকের সামনে ধর্না দেবেন দিল্লি ও বিভিন্ন রাজ্যের ব্যবসায়ীরা। ওই দিন দিল্লি অচল করে দেওয়ার পরিকল্পনা নিয়ে বিভিন্ন রাজ্য থেকে ব্যবসায়ীরা রাজধানীর ব্যবসায়ীদের সঙ্গে যোগ দেবেন। ওই বৈঠকে সব রাজ্যের অর্থমন্ত্রীরা দিল্লি যাবেন।

দ্বিতীয় পর্যায়ের আন্দোলন শুরু হবে ২০ এপ্রিল থেকে। এই দিন থেকে যন্তর-মন্তরে সত্যাগ্রহে বসবেন উদ্যোগ ব্যাপার মণ্ডলের সভাপতি শ্যামবিহারী মিশ্র। ২৯ তারিখে সংসদ ভাবনের সামনে র‍্যালি করবেন ব্যবসায়ীরা।

তিন স্তরের এই কর্মসূচির পাশাপাশি ব্যবসায়ীরা যাতে ভ্যাট রেজিস্ট্রেশন না-করান, তার জন্য আবেদন করেছেন উদ্যোগ ব্যাপার মণ্ডলের মেতারা। তাঁদের দ্বিতীয় স্লোগান, যাঁরা ভ্যাট চালু করলেন তাঁদের ভোট দেবেন না।

বন্‌ধের কোনও প্রস্তাব এলে তাঁরা বিরোধিতা করবেন না বলে জানিয়েছেন ফেডারেশন অব ওয়েস্ট বেঙ্গল ট্রেড অ্যাসোসিয়েশন্সের মুখপাত্র মহেশ সিংঘানিয়া। তিনি বলেন, "আমরা ব্যবসা বন্‌ধে বাধা দেব না।" তবে বন্‌ধ করে সরকারি সিদ্ধান্ত বদল করা যাবে কি না তা নিয়ে ইতিমধ্যেই এক শ্রেণির ব্যবসায়ীর মনে সংশয় দেখা দিয়েছে।

অবশ্য দিল্লিতে এই সিদ্ধান্তের গৃহীত হওয়ার আধ ঘণ্টার মধ্যেই রাজ্যের দু'টি সংগঠন ফেডারেশন অব ট্রেডার্স অর্গানাইজেশন অব ওয়েস্ট বেঙ্গল এবং জয়েন্ট কমিটি অব ওয়েস্ট বেঙ্গল ট্রেড বডিজের নেতা তারকনাথ ত্রিবেদী জানিয়েছেন, তাঁরা এই বন্‌ধ সমর্থন করছেন।

13 APR 2005 ANADABAZAR PATRIKA

# Amlasole ghost returns to haunt govt

## SC/ST commission confirms five starvation deaths

**HT Correspondent**
*Kolkata, April 7.*

POKING HOLES in the Left Front government's repeated claims that no starvation deaths had taken place in Amlasole in West Midnapur last year, the National Commission for Scheduled Castes on Thursday said it could confirm at least five deaths in the village. The commission hauled up the state government, saying the administration had paid little attention to people dying of hunger in the state.

"I had visited Amlasole after newspapers reported starvation deaths in 2004. I can confirm at least five deaths in the village," S.K. Naskar, deputy director of NCST, said. In what could come as a major embarrassment for the state government, Naskar further said, "Amlasole is not an isolated case. Such a situation prevails in various interior areas of West Bengal."

Naskar, who is in charge of West Bengal, Orissa, Tripura and Sikkim, said the commission had already informed the state government about its findings with suggestions for improving the situation.

National Commission for Scheduled Tribes chairman Kunwar Singh, who was also present during the Press conference on Thursday, said the ST commission, too, "recognised" incidents of starvation deaths in the state.

Strangely, however, even after the commission informed the state that starvation deaths in Bengal was not an imagination of the Opposition, but a stark reality, the government continued to argue that people died due to malnutrition and diseases.

Replying to the Opposition's high-decibel charges that after Amlasole, several people had died at Jalangi in Murshidabad, Left Front ministers claimed that the allegations were politically motivated. Left Front chairman Biman Bose, who had visited Amlasole last week, reiterated that people there died of diseases and not of hunger.

# Hunger cries echo in Jalangi

**Malabi Gupta**
*Murshidabad, April 7*

HUNDREDS OF people who have lost their land to the devouring Padma in Jalangi, about 60 km from Berhampore, the district headquarters of the Murshidabad district, say they are living in a state of perpetual hunger and suffering from diseases. Some have even died, allegedly of hunger.

While local panchayat leaders vehemently deny any cases of starvation, the district magistrate says at least two deaths may have been caused by malnutrition. The river has claimed 65,000 ha of farmland in the last one year, rendering 550 families homeless and jobless.

Golamul Bibi wept as she narrated her tale of woe: her father died a few days back and her husband has been going out to beg every morning. "My father died because we couldn't feed him, and we don't get to eat till my husband brings home the day's alms," she said. Samudra Sharma, another hapless woman, said she had seen her two sons die one after another.

Alauddin Sheikh said he managed to get odd jobs for ten days a month at the most; for the remaining 20 he was largely jobless and without income.

MALABI GUPTA

**PANGS OF POVERTY** These villagers in Jalangi are still waiting for government help.

These environmental refugees allege the government hasn't cared to come to their aid. Although the river has turned farmers into near beggars, they have not been listed in the BPL category, which would have entitled them to subsidised ration. "We are not sure of getting even one square meal a day," said Chentu Saha.

"We have repeatedly pleaded with the panchayat to give us ration under the Antodaya and Annapurna schemes meant for BPL families but to no avail," said Sajan Mandal. But if the genuine destitute have been denied BPL benefits, a local quack, his brother and a schoolteacher have had no problem in worming their way into the list, Mandal claimed.

The pradhan of the local Ghoshpara gram panchayat, however, blamed the block development officer for the plight of the people but denied widespread hunger or starvation deaths. "Some people have died of diseases," he said smugly. "It's all part of a campaign to tarnish the Left Front government's image."

But the river Padma has been swallowing up fertile land in Jalangi for years. So why a crisis now? District magistrate Narayan Prasad had this explanation: "The river has been breaking one side and creating new land (*char*) on the other. People from this side used to go over to the other to till that land. But because of cross-border smuggling, the BSF has imposed restrictions for the last few months. So they are unable to do any farming."

Unlike the panchayat pradhan, Prasad, however, admitted there were serious problems with the BLP list and the food distribution system and said he had suspended 27 ration dealers during the last five months for flouting rules. And, as for the alleged starvation deaths, he said: "Five to six people have died. We have got their medical report. Two of them may have died of malnutrition."

If only elected representatives rose above their partisan party interests, people's hardships could be largely eased, said the district magistrate.


**THE WEST BENGAL SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT CORPORATION LTD.**
31, Black Burn Lane, Silpa Bhavan, 2nd floor, Kol-12.

**7 nos. of newly-built industrial Sheds are available on lease at Siliguri I. E. at Sevoke Road.** Application Forms are available from Siliguri I. E. and this office. Last Date of Distribution of Application Form is **18th April, 2005.**



08 APR 2005 THE HINDUSTAN TIMES

# ‘খাতে দিতে পারিনি, মরে গেল বাবা,’ বলল কিশোর

**কিংশুক গুপ্ত ● আমলাশোল**

কিশোরের কাঁধে হাত রেখে ধুতি-পাঞ্জাবি পরিহিত প্রবীণ মানুষটি জানতে চেয়েছিলেন, “তোমার বাবার অসুখটা কী হয়েছিল?”

ছেলেটির ছোট্ট অথচ স্পষ্ট জবাব, “খাতে দিতে পারিনি, তাই মরে গেল।”

ধুতি-পাঞ্জাবি পরা ভদ্রলোকটির সঙ্গে এসেছিলেন মন্ত্রী, সাংসদ, নেতা, পুলিশ-প্রশাসনের কর্তারা। কিশোরটির জবাব যে তাঁদের মনঃপূত হল না, তা বোঝা গেল সঙ্গে সঙ্গেই। দুই নেতা প্রায় খিঁচিয়ে উঠলেন, “তখন যে বলেছিলে, বাবার অসুখ হয়েছে?” ঘাবড়ে গেলেও বক্তব্য প্রত্যাহার না-করে ছেলেটি বিড়বিড় করে বলে, “খাতে দিতে পারিনি।”

ঘটনাস্থল পশ্চিম মেদিনীপুরের আমলাশোল গ্রাম। ধুতি-পাঞ্জাবি পরা মানুষটি বিমান বসু, বামফ্রন্টের চেয়ারম্যান। ছেলেটির নাম প্রদীপ মুড়া। গত বছর তার বাবা সনাতন মারা যান অনাহারে। আমলাশোলে অন্যাহারে মৃত্যু নিয়ে বিতর্কের এক বছর পরে, রবিবার বিমানবাবু দেখতে এসেছিলেন গ্রামের অবস্থা। কিশোরের অকপট স্বীকারোক্তিতে খিঁচিয়ে ওঠা দুই নেতার এক জন জেলা সভাধিপতি পুলিনবিহারী বাস্কে। অন্য জন সি পি এমের জেলা সম্পাদক দীপক সরকার।

ধমকানিতে কিছুটা ঘাবড়ে যাওয়া প্রদীপের কাঁধ থেকে স্নেহের হাত নামাননি বিমানবাবু। জানতে চান, “তুমি এখন কী করছ?” প্রদীপ বলে, “রাস্তার কাজ করছি।” বিমানবাবুর প্রশ্ন, “স্কুলে পড়?” কিশোর নতমুখে বলে, “ফোর পর্যন্ত পড়েছিলাম।”

তত ক্ষণে বাড়ির ভিতর থেকে এসে গিয়েছেন প্রদীপের মা শকুন্তলা। পুলিনবাবু তখন বিমানবাবুকে বলছেন, “এখন এখানে রাস্তা হয়েছে। যাতায়াতের সুবিধা হয়েছে।” শকুন্তলা ঝাঁঝিয়ে ওঠেন, “রাস্তা কোথায়? পাহাড় পেরিয়ে যাব কী করে?” বিমানবাবু জানতে চান, “পাহাড়ের ধার দিয়ে রাস্তা করা যাবে কি?” পুলিনবাবুর জবাব, “আমাদের এলাকার মধ্যে যতটা করার, ততটা হবে।”

**আমলাশোলে বিমান**

*কৈলাস মুড়ার সঙ্গে বিমান বসু। — কিংশুক আইচ*

এলেনই যদি, অনাহারে পাঁচ জনের মৃত্যুর প্রায় এক বছর পরে কেন? বিমানবাবুর জবাব, “কাগজের হইচই দেখে আমাকে অনেকে বলেছিলেন, ‘যান।’ আমি বলেছিলাম, ঘটনার সত্যতা বিচার করেই আমলাশোলে যাব।” কী দেখলেন? বিমানবাবুর ভাষায়, “আমি কোনও অনাহার দেখিনি। কিছু মানুষ অসুস্থ হয়েছিলেন। তাঁদের ঠিকমতো চিকিৎসা হয়নি।” সনাতনের বাড়িতেই বিমানবাবুর সঙ্গে পরিচয় হল কৈলাস মুড়ার। বর্তমানে সমাজবাদী পার্টির সদস্য কৈলাস আমলাশোল-কাণ্ডের সময় সি পি এমের পঞ্চায়েত-সদস্য ছিলেন। তিনিই লিখিত বিবৃতি দিয়ে অনাহারে মৃত্যুর কথা স্বীকার করে নেন। তাঁর সঙ্গে বিমানবাবুর পরিচয় করিয়ে দিয়ে ঝাড়গ্রামের সি পি এম বিধায়ক শম্ভুনাথ মান্ডি জানালেন, “বিমানদা, এই সেই কৈলাস মুড়া। ও তো এখন আন্তর্জাতিক খ্যাতি পেয়ে গিয়েছে।” কৈলাসকে বিমানবাবুর প্রশ্ন, “তোমার পেশা কী?” কৈলাসবাবু বলেন, “জঙ্গল থেকে কাঠ-পাতা সংগ্রহ করি। আর জমিতে বছরে এক মাস চাষ করি।” বিমানবাবু বলেন, “ক’বিঘা জমি?” কৈলাস বলেন, “চার বিঘা। তার মধ্যে তিন বিঘাই পতিত।”

বিমানবাবুর গাড়ি চলে যাওয়ার পরে মন্ত্রী মহেশ্বর মুর্মুর গাড়ি ঘিরে ধরেন বাসিন্দারা। নবনীতা মাহাতো নামে এক মহিলা আঙুল তুলে মন্ত্রীকে বলেন, “আপনি গত বছর বলেছিলেন, স্কুল, হাসপাতাল হবে, বিদ্যুৎ আসবে। কিন্তু কী হয়েছে?” বিব্রত মন্ত্রী বলেন, “হয়েছে তো, হবে তো।” ফেটে পড়ে নবনীতা বলেন, “তুমি মিথ্যাবাদী। তোমাকে ছাড়ব না। আগে সাব-সেন্টার চালু করো। ডাক্তার বসাও। পড়ার ব্যবস্থা করো। এখনই করতে বলো।”

ভিড় হটিয়ে মন্ত্রীর গাড়ি যাওয়ার ব্যবস্থা করে দিলেন ঝাড়গ্রামের এস ডি পি ও অজয় ঠাকুর।

04 APR 2005 ANADABAZAR PATRIKA

ANADABAZAR PATRIKA ● 2 APR 2007

# এলাকা অনুযায়ী বিল কম-বেশি হবে বিদ্যুতের

গৌতম গুপ্ত

● মাসে ৫০ ইউনিট বিদ্যুৎ কিনলে দাম কত পড়বে? ১০৯ টাকা, ১১২ টাকা, ১১৬ টাকা, নাকি ৭০ টাকা?

● যদি ১০০ ইউনিট বিদ্যুৎ ব্যবহার করি? কত বিল হবে মাসে? ২৪৩, ২৫৪, ২৮১, নাকি ১৬১ টাকা?

● বিদ্যুৎ ব্যবহার যদি হয় মাসে ২০০ ইউনিট? তা হলেই বা কত বিল? ৫৬১, ৫৯০, ৭১১, নাকি ৩৭৩ টাকা?

● মাসিক ৩০০ ইউনিট বিদ্যুৎ খরচের বিল কত হওয়ার কথা? ৮৮০, ৯৩৫, ১১৪৯, নাকি ৫৮৫ টাকা?

ধাঁধাটা আর বাড়িয়ে লাভ নেই। প্রতিটি অঙ্কই ঠিক। আসলে গৃহস্থ বিদ্যুৎ-গ্রাহকদের কে কত টাকার বিল দেবেন, তা নির্ভর করছে তিনি রাজ্যের কোন অংশে থাকেন, তার উপরে। গ্রামে থাকলে এক রকম, শহরে থাকলে আর এক রকম। বলা ভাল, শহরে থাকলে তিন রকম। প্রতি স্তরে যে-চারটি অঙ্কের উল্লেখ করা হয়েছে, তার প্রথমটি হল বিদ্যুৎ পর্ষদের গ্রামীণ এলাকার দর। পরেরটি পর্ষদের শহরাঞ্চলের বিদ্যুতের দর। তৃতীয়টি হল সি ই এস সি এলাকার দর। আর চতুর্থটি হল ডি পি এলের দুর্গাপুর-কেন্দ্রিক ছোট্ট এলাকাটির দর।

দরের ফারাক সাংঘাতিক। যেমন, মাসে ১০০ ইউনিট বিদ্যুৎ ব্যবহারের বেলায় সর্বোচ্চ আর সর্বনিম্ন দরের মধ্যে এই ফারাক ১২০ টাকা। ৩০০ ইউনিটের বেলায় পার্থক্যটা ৫৬৪ টাকার। ডি পি এলের গ্রাহক হলে ৩০০ ইউনিট বিদ্যুতের জন্য মাস গেলে বিল হবে ৫৮৫ টাকা আর সি ই এস সি এলাকার বাসিন্দা হলে ১১৪৯ টাকা অর্থাৎ ৫৬৪ টাকা বেশি। প্রায় দ্বিগুণ বলা চলে! বছর ঘুরলে ডি পি এলের মাসিক ৩০০ ইউনিটের গ্রাহক সিইএসসি-র গ্রাহকের চেয়ে ৬৭৬৮ টাকা কম দামে বিদ্যুৎ পাবেন।

### বিদ্যুতের নতুন মাসুল কোথায় কত

| মাসিক ইউনিট | পর্ষদ (গ্রাম) | পর্ষদ (শহর) | সিইএসসি | ডি পি এল |
|---|---|---|---|---|
| ৫০ | ১০৯ | ১১২ | ১১৬ | ৭০ |
| ১০০ | ২৪৩ | ২৫৪ | ২৮১ | ১৬১ |
| ২০০ | ৫৬১ | ৫৯০ | ৭১১ | ৩৭৩ |
| ৩০০ | ৮৮০ | ৯৩৫ | ১১৪৯ | ৫৮৫ |
| ৪৫০ | ১৭০২ | ১৭৫৬ | ১৯৩৬ | ৯১৬ |
| ৭৫০ | ৩৩৯৮ | ৩৪৪৪ | ৩৫০৯ | ১৫৭৯ |

* টাকায়

এ-রকম ফারাক হবে না-ই বা কেন? পর্ষদের গড় মাসুল যেখানে প্রতি ইউনিটে ৩২৭ পয়সা আর সি ই এস সি-র গড় মাসুল ৩৮১ পয়সা, ডি পি এলের গড় মাসুল সেখানে ২১৯ পয়সা। সে সুবিধা পাচ্ছেন সব শ্রেণির গ্রাহকই। ডি পি এলের ২৬,০০০ গ্রাহক এ ব্যাপারে সুবিধা ভোগ করেন রাজ্যের বাকি ৬৯,০০০ গ্রাহকের চেয়ে।

নতুন বিদ্যুৎ আইনে দেশের যে-কোনও প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তের গ্রাহক বিদ্যুৎ কিনে আনতে পারেন। অর্থাৎ বিদ্যুৎ পরিবহণের খরচ ধরেও যদি অন্য প্রান্তের বিদ্যুৎ সস্তা পড়ে, তখন দূর থেকে বিদ্যুৎ কিনে ব্যবহার করাটা লাভজনক হবে। তা হলে পর্ষদ বা সি ই এস সি-র শিল্প-গ্রাহকেরা ডি পি এল থেকে বিদ্যুৎ কিনছেন না কেন? কিনবেন, ঠিক এক বছর পরেই এই নতুন 'ওপেন অ্যাকসেস' নীতি চালু হবে এ রাজ্যে। ২০০৭ সালের ১ এপ্রিল থেকে ডি পি এল বা অন্য যে-কোনও সংস্থার বিদ্যুৎ কিনে রাজ্যের যে-কোনও জায়গায় নিয়ে যাওয়ার অধিকার পাবে ১০ মেগাওয়াটের চাহিদাসম্পন্ন শিল্প সংস্থাগুলি। তার পরে প্রতি বছর ধাপে ধাপে কম চাহিদার সংস্থা সেই অধিকার পাবে। ২০১০ সালে এক মেগাওয়াটেরও কম চাহিদার সংস্থাও আমদানি করতে পারবে অন্য সংস্থার বিদ্যুৎ।

## মিছিল-মামলার রায় নিয়ে বিদ্রুপ

# আদালত অবমাননায় তিন দিন জেল বিমানের

**স্টাফ রিপোর্টার:** তিন দিন জেল। ১০ হাজার টাকা জরিমানা। অনাদায়ে আরও এক দিন জেল। আদালত অবমাননার দায়ে বামফ্রন্টের চেয়ারম্যান বিমান বসুকে বৃহস্পতিবার এই দণ্ড দিয়েছে কলকাতা হাইকোর্ট।

বামফ্রন্টের ২৮ বছরে সি পি এমের কোনও নেতার বিরুদ্ধে হাইকোর্টের এই রায় নজিরবিহীন। রাস্তা আটকে মিছিল করার ক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞা জারি করে বিচারপতি অমিতাভ লালা যে-রায় দিয়েছিলেন, কার্যত তাকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে মন্তব্য করাতেই বিমানবাবুর জেল হয়েছে। তবে এখনই এই বর্ষীয়ান নেতাকে জেলে যেতে হচ্ছে না। সুপ্রিম কোর্টে আবেদন করার জন্য তিনি চার সপ্তাহ সময় পাচ্ছেন। বিচারপতি অশোককুমার গঙ্গোপাধ্যায় ও বিচারপতি শৈলেন্দ্রপ্রসাদ তালুকদারের ডিভিশন বেঞ্চ এই রায় দিয়েছে। পুর নির্বাচনের মাসখানেক আগে আদালতের এই রায় বাংলার রাজনীতিকে নতুন রং দিল।

আদালতের রায়ে তিনি মর্মাহত বা বিস্মিত হননি বলে মন্তব্য করে বিমানবাবু বলেন, "এই রায় ঠিক বলে মনে করি না। কারণ, বিচারপতি বা বিচার ব্যবস্থা সম্পর্কে আমি কোনও মন্তব্য করিনি। আমি রাজনীতিবিদ এবং সমাজতান্ত্রিক। তাই কোনও বিষয়ে বাংলার মানুষ কী বলতে পারে, তা অনুমান করে আমি ও-কথা বলেছিলাম। ও-কথা বলে আমি কোনও অন্যায় কাজ করিনি। বিচার ব্যবস্থা মেনেই আমি উচ্চ আদালতে আবেদন জানাব।"

বিমানবাবুর মতে, এই রায়ে দলের ভাবমূর্তি আদৌ ক্ষুণ্ণ হয়নি। পাঁচের দশক থেকে তিনি যে বহু বার জেলে গিয়েছেন, তা জানিয়ে বিমানবাবু বলেন, "মানুষের পক্ষে কথা বলতে গিয়ে আমি জেলে যেতে ভয় পাই না। সুপ্রিম কোর্টে আবেদন খারিজ হলে তখন জেলে যাব।" সি পি এম তাদের পার্টি কংগ্রেসের রাজনৈতিক খসড়ায় বিচার বিভাগের অতি সক্রিয়তার বিরুদ্ধে সরব হয়েছে। বিষয়টি নিয়ে দলে আলোচনাও হবে। তবে এই বিষয়টি আদালতের অতি সক্রিয়তার নজির কি না, সেই ব্যাপারে বিমানবাবু বা দলের রাজ্য সম্পাদক অনিল বিশ্বাস কেউই কোনও মন্তব্য করতে চাননি।

অন্য দিকে, এই রায়ে তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়-সহ বিরোধীরা খুশি। 'এটা সি পি এমের গালে একটা বড় চড়' বলে মন্তব্য করে মমতা বলেন, "আদালতের রায়কে স্বাগত জানাচ্ছি। বিচারপতির সিদ্ধান্ত মনঃপূত না-হওয়ায় যে-ভাবে এক বিচারপতিকে ধমক দিয়ে কলকাতা ছেড়ে পালাতে বলা হয়েছিল, তাতে পরিষ্কার, সি পি এম বিচার ব্যবস্থার উপরে আস্থা রাখে না। কারণ, পরে সি পি এম বিচারপতি লালাকে বদলি করে দেয়।" মমতার অভিযোগ, "গণতন্ত্রের কণ্ঠরোধ করতে ছোট আঙারিয়ায় গণহত্যার তদন্তকারী সি বি আই অফিসার এবং নির্বাচন কমিশনকেও বাংলা ছেড়ে পালাতে বলেছিল সি পি এম। আদালত বুঝিয়ে দিল, কেউই আইনের উর্ধ্বে নয়।" কংগ্রেস নেতা প্রদীপ ভট্টাচার্যের বক্তব্য, মিছিল করার অধিকার আছে বলেই আদালত অবমাননা করব, এটা ঠিক নয়। পি ডি এসের সভাপতি সৈফুদ্দিন চৌধুরী বলেন, "এই রায় দুঃখের হলেও রাজনীতিকদের কাছে শিক্ষণীয়। যা খুশি আচরণ করা যায় না। গণতন্ত্রে সব কিছুর সীমা আছে।"

২০০৩ সালের ২৯ সেপ্টেম্বর কলকাতা হাইকোর্টের তৎকালীন বিচারপতি অমিতাভ লালা-সহ কয়েক জন বিচারপতি হাইকোর্টে আসার সময় আকাশবাণী ভবনের কাছে মিছিলে আটকে পড়েন। ওই এলাকায় দায়িত্বে থাকা পুলিশ অফিসারকে ডাকাডাকি করলেও তিনি আসেননি এবং বিচারপতিদের উদ্ধার করেননি। কোর্টে পৌঁছে বিচারপতি লালা স্বতঃপ্রণোদিত ভাবে একটি আদালত অবমাননার মামলা করেন। মামলায় বিচারপতি লালা বলেন, কলকাতায় কাজের দিনে সকাল ৮টা থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত মিটিং-মিছিল করা যাবে না। বিমানবাবু বলেন, এই রায় তিনি মানবেন না, প্রয়োজনে জেলে যাবেন। বিচারপতি লালার ওই রায়কে 'গণতন্ত্রের উপরে আদালতের হস্তক্ষেপ' আখ্যা দিয়ে সি পি এমের নেতৃত্বে বামফ্রন্ট কলকাতা জুড়ে মিছিল করে। তার আগে এক সাংবাদিক বৈঠকে বিমানবাবু বলেন, "ওই মিছিল থেকে যদি স্লোগান ওঠে 'লালা কলকাতা থেকে পালা', তা হলে কী হবে?"

এই মন্তব্যকে সামনে রেখে তাঁর বিরুদ্ধে আইনি যুদ্ধে নামেন কংগ্রেসের ইদ্রিশ আলি। ডিভিশন বেঞ্চ বিভিন্ন সংবাদপত্র ও বৈদ্যুতিন মাধ্যমকে হলফনামা দিয়ে তাদের বক্তব্য জানাতে বলে। বিমানবাবুও হাইকোর্টের নির্দেশে দু'টি হলফনামা পেশ করেন। ৭ নভেম্বর তিনি হাইকোর্টে হাজির হন। বিমানবাবু হলফনামা দিয়ে জানান, সংবাদপত্র তাঁর বক্তব্য বিকৃত করেছে। পরে বারীন বল্লভ ও কল্লোল গুহঠাকুরতা নামে দুই ব্যক্তি তাঁর বিরুদ্ধে আদালত অবমাননার অভিযোগ এনে হাইকোর্টে মামলা করেন। সেই মামলার রায় দিতে গিয়েই ডিভিশন বেঞ্চ বিমানবাবুকে তিন দিন জেলের শাস্তি দিল।

বিমানবাবুর আইনজীবী বিকাশ ভট্টাচার্য সুপ্রিম কোর্টে যেতে চেয়ে এখন রায় রূপায়ণ না-করার আবেদন জানান। তা গ্রাহ্য হয়। বিচারপতিরা বলেন, 'বিমানবাবু যা করেছেন, তা অবাঞ্ছিত সমালোচনা। মনে রাখতে হবে, বিচারপতিরা কোনও ভাবেই নিজেদের বিষয়ে সওয়াল করতে পারেন না। কাজেই তাঁদের কোনও সমালোচনার উত্তর দেওয়ার অধিকার নেই। বিমানবাবু যে ওই মন্তব্য করেননি, তার পক্ষে পর্যাপ্ত তথ্য পাওয়া যায়নি। তিনি যে এক জন বিচারপতির বিরুদ্ধে মন্তব্য করেছেন, তা দেখা গিয়েছে।' যাঁকে নিয়ে এত বিতর্ক, সেই বিচারপতি লালা এখন কলকাতা হাইকোর্টে নেই। তাঁকে ইলাহাবাদ হাইকোর্টে বদলি করা হয়েছে।

01 APR 2005 ANADABAZAR PATRIKA

01 APR 2005 ANADABAZAR PATRIKA

# সি ই এস সি-র বিদ্যুতে মাসুল কমছে আজ থেকে

**স্টাফ রিপোর্টার**

এ বড় সুখের সময়! সি ই এস সি-র প্রায় ১৭ লক্ষ গৃহস্থ-গ্রাহকের ৯৭ শতাংশেরই মাসিক বিদ্যুৎ বিল কমে যাচ্ছে আজ, ১ এপ্রিল থেকে। জানুয়ারি মাস থেকে এঁদের অধিকাংশের সরকারি শুল্ক (গভর্নমেন্ট ডিউটি) একেবারে উঠে গিয়েছিল। এ বারে কমল মূল মাসুলও। পাশাপাশি মাসুল কমছে শিল্প এবং বাণিজ্যিক ক্ষেত্রের গ্রাহকদেরও।

বৃহস্পতিবার রাজ্য বিদ্যুৎ নিয়ন্ত্রণ কমিশনের চেয়ারম্যান সত্যেন ঘোষ এবং সদস্য প্রীতিতোষ রায় ২০০৫-০৬ সালের জন্য সি ই এস সি-র যে সংশোধিত মাসুল-হার ঘোষণা করেন, তাতে গড় মাসুল আগের বছরের চেয়ে ইউনিটপিছু ২২ পয়সা কমে হল ৩৮১ পয়সা। আগের বছর গড় মাসুল ছিল ইউনিটপিছু ৪০৩ পয়সা। গত বছরেই গড় মাসুল এক দফা কমে ৪১৫ পয়সা থেকে নেমে এসেছিল এই ৪০৩ পয়সায়। অর্থাৎ পর পর দু'বছরে মাসুল কমল মোট ৩৪ পয়সা।

সি ই এস সি-র ম্যানেজিং ডিরেক্টর সুমন্ত্র বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, "বছর দেড়েক আগে আমাদের কর্মীদের স্বেচ্ছাবসর প্রকল্প ঘোষণা করার সময়ে আমরা রাজ্য সরকারকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম, কর্মী বিদায় ছাড়াও নিজেদের কর্মদক্ষতা বাড়িয়ে দু'বছরের মধ্যে ইউনিটে ৪০ পয়সা মাসুল কমানোর চেষ্টা করব। এ বার এই যে ৩৮১ পয়সা গড় মাসুল হল, ঠিক পাঁচ বছর আগে, ২০০০-০১ সালেও আমাদের গড় মাসুল ছিল ৩৮১ পয়সা। আমরা হয়তো মাসুল ৪০ পয়সাই কমানোর অবস্থায় থাকতাম। কিন্তু এর মধ্যে চড়া হারে কয়লার দাম বেড়েছে বলে মাসুল ৪০ পয়সা কমানো সম্ভব হল না।" তবে ঘটনা হল, সি ই এস সি চেয়েছিল গড় মাসুল বাড়িয়ে প্রতি ইউনিটে ৪১৪ পয়সা করতে।

**গৃহস্থ গ্রাহকের (লো টেনশন) মাসিক বিল***

| ইউনিট | যা ছিল | যা হল |
|---|---|---|
| ২৫ | ৫০.৪০ | ৪৯.৯২ |
| ৫০ | ১২০.০৫ | ১১৫.৬৪ |
| ৬০ | ১৪৪.০৬ | ১৪১.৫১ |
| ১০০ | ৩০৩.৮০ | ২৮০.৬৭ |
| ১৫০ | ৫৩০.৬৭ | ৪৯২.৩৫ |
| ২০০ | ৭২৬.১৮ | ৭১১.৩৮ |
| ৩০০ | ১১১৭.২০ | ১১৪৯.৪৪ |
| ৪৫০ | ২০৫০.৬৫ | ১৯৩৫.৮৯ |

*টাকায়

কমিশন তাতে কর্ণপাত না-করে উল্টে মাসুল কমিয়ে দিল।

সি ই এস সি-র এতটা মাসুল কমার দু'টো কারণ। ১) ২০০২-০৩ এবং ২০০৩-০৪ সালের বকেয়া ৬৯ কোটি টাকা আগের বছরের মাসুলে আদায় হয়ে গিয়েছে। ২) বিদ্যুৎ পর্ষদের কাছ থেকে সি ই এস সি যে বিদ্যুৎ কেনে, হিসেবের গোলমালে তার দাম বেশি করে ধরায় সি ই এস সি আগের বছর মাসুল বাবদ অতিরিক্ত ৫৮ কোটি টাকা আদায় করেছে। সেটা এ বারের প্রাপ্য থেকে বাদ গেছে।

জাতীয় বিদ্যুৎ নীতি অনুযায়ী মাসিক ২৫ ইউনিট পর্যন্ত বিদ্যুৎ গ্রাহকদের সস্তায় বিদ্যুৎ দিতে পর্ষদের মতো এখানেও অতিরিক্ত দু'শতাংশ রিবেটেরও ব্যবস্থা হয়েছে। এ ছাড়া গৃহস্থ গ্রাহকদের মাসিক ন্যূনতম দেয় ৩০ টাকার বদলে হবে ২০ টাকা। তবে সন্ধে পাঁচটা থেকে রাত দশটা পর্যন্ত সর্বোচ্চ চাহিদাকালে শিল্প ও বাণিজ্য-গ্রাহকদের বিদ্যুৎ ব্যবহার কমাতে ওই পাঁচ ঘণ্টার জন্য মাসুল বাড়িয়ে দিয়েছে কমিশন। পাশাপাশি এ বার মেট্রো রেলকে প্রতি ইউনিটে ৫৮ পয়সা এবং ট্রাম সংস্থাকে ৫৬ পয়সা কম মাসুল দিতে হবে। সন্দেহ নেই, লোকসানে-চলা এই দুই সংস্থার আর্থিক দায় এতে বেশ কিছুটা লাঘব হবে।

**বিধানসভায়।** বিদ্যুৎ পরিষেবা দুর্বল হয়ে পড়ছে এবং দাম বাড়ানো হচ্ছে বলে এ দিন বৃহস্পতিবার বিধানসভায় বিরোধী বিধায়কেরা উদ্বেগ প্রকাশ করেন। এ বিষয়ে একটি মুলতুবি প্রস্তাব আনেন কংগ্রেসের অসিত মিত্র। তাঁর বক্তব্য: পশ্চিমবঙ্গ বিদ্যুৎ নিয়ন্ত্রণ কমিশন বিদ্যুতের দাম বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে। রাজ্যের ৫০ লক্ষ বিদ্যুৎ গ্রাহকের মধ্যে কৃষক গ্রাহকের সংখ্যা প্রায় ৪২ লক্ষ। প্রতি ইউনিটে ১২ পয়সা দাম বাড়ানো হচ্ছে। ফলে গ্রাহকেরা অর্থনৈতিক ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবেন।

# End the dithering

## Don't prolong Great Eastern tragedy

The Left Front must blame itself for the jam it finds itself in over the Great Eastern Hotel which it is desperately trying to hand over to a private enterprise. The losses incurred over the years can be wiped out at one stroke if the 400 employees accept the early retirement scheme for which the UK-based DFID has pledged Rs 15 crores, provided the deal is completed by the end of the month. The earlier deadline of 26 March was extended to enable workers to free themselves from pressures exerted by unions. This is the best assurance that the government and the staff have had. The hotel is hopelessly in the red and the government doesn't have the means to revive it. It lost the opportunity to hand it over to private hotel chains that were interested, on condition that the workers would have to leave with retirement benefits. The unions put their foot down and the government didn't want to upset their vote-banks. Now the chief minister finds that the state doesn't have to pay at all for providing benefits and has thus been compelled to announce that, come what may, salaries would be discontinued from April. This will help clear the hotel of existing staff to make it conducive to structural changes at the hands of a private enterprise.

It is interesting to find the Marxists taking recourse to such drastic measures after raising a hue and cry over the sale of loss making PSUs. It is equally interesting to find Citu maintaining a calculated silence as the Left government proceeds to shed the burden of the century-old hotel. Lack of professionalism compounded by the whims and fancies of ministers turned Great Eastern into a white elephant that must now be given a new identity if it has to be saved at all. It is a choice between surrendering to unions and closing down the hotel. The state and the staff must end their dithering and not prolong the tragedy any further.

01 APR 2005 THE STATESMAN

# Jail term for Biman

OUR LEGAL REPORTER

**Calcutta, March 31:** Calcutta High Court today asked CPM politburo member Biman Bose to serve a sentence of three days' simple imprisonment and pay a fine of Rs 10,000 for inciting popular sentiment against a judge who had restricted rallies on weekdays in Calcutta.

Bose, who is also chairman of the ruling Left Front, had criticised the judge, Amitava Lala, now serving in Allahabad High Court, for passing the judgment in September 2003.

"This court is of the opinion that Biman Bose's criticisms were not fair and were directed against a particular judge (Justice Lala). Therefore, the comments cannot be regarded within the scope of reasonable criticism of the judgment," Justices Ashok Kumar Ganguly and Sailendra Prasad Talukdar said, bringing to an end one of the most engaging contempt proceedings that started in November 2003.

"The judgment is unexpected, but I am not shocked," said Bose. "My remarks were directed neither against the judge nor the judiciary. I have been in active politics for a few decades and I am in direct contact with the people... my remarks about Justice Lala's judgment were meant to reflect the popular mood."

Chief minister Buddhadeb Bhattacharjee said his government, which unsuccessfully tried to formulate a rally code at the behest of the court, would decide on its response to the judgment after consulting legal opinion. "I have asked the law minister to look into it," he added.

Bikash Ranjan Bhattacharya, the counsel for Bose, said he would appeal in the Supreme Court after receiving a certified copy of the order. The judges accepted his plea and stayed the operation of the order for four weeks.

Thursday was the second time in five years that Calcutta High Court held Bose guilty of contempt. On the last occasion, it had directed Bose to pay a fine of Rs 2,000 for making certain adverse comments on the judiciary.

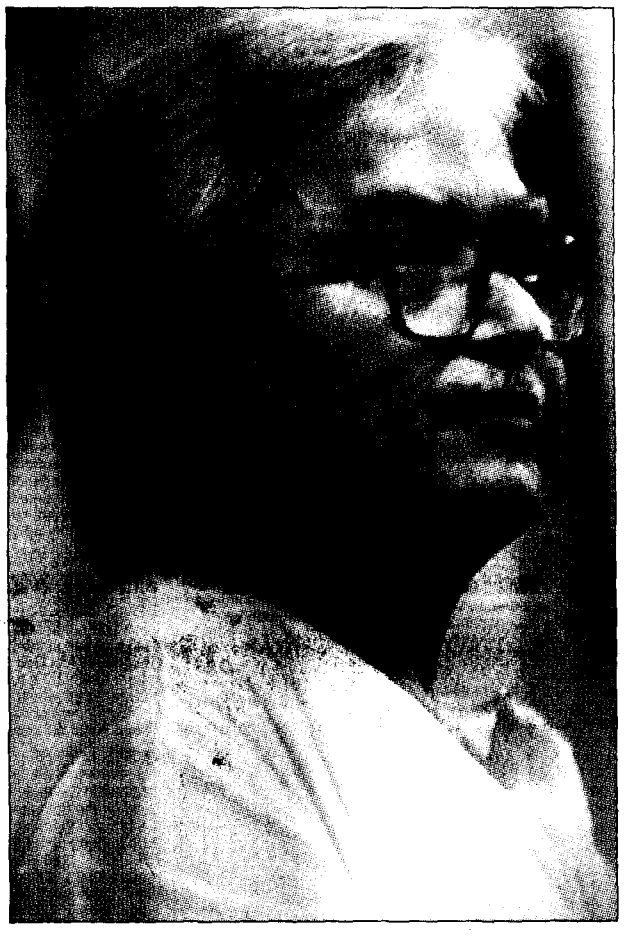

**(Top) An anti-Lala placard in a Citu rally in October 2003. Bose after the judgment.** Picture by Amit Datta

The contempt proceedings against Bose were jointly moved by advocates Idris Ali and Kallol Guha Thakurta who filed separate petitions after the CPM leader attacked Lala at a news conference called on October 4, 2003.

Bose had called the meeting to announce the Left Front's plan to hold a rally on October 6 to protest against — and in complete defiance of — Lala's order of September 29. The order banned rallies from 8 am to 8 pm on the city's roads on weekdays. "I cannot be held responsible if someone in the rally chants slogans like *Lala, Bangla chhere pala* (Lala, get out of Bengal)," Bose had said while mounting an attack on the judge and his order.

**QUOTE**

**The judgment is unexpected, but I am not shocked**

BIMAN BOSE

Bose had drawn support from political parties of all hues, including the CPM, which described the Lala judgment as an attack on fundamental rights.

The much-criticised judgment, however, set in motion a silent process that has led at least the ruling party to try and not call rallies on weekdays. The main Opposition, Mamata Banerjee's Trinamul Congress, refused to be a party to the rally code the government prepared.

Today, however, she called the order a "slap in the face" for the CPM.

■ See Page 13

01 APR 2005 THE TELEGRAPH

# পর্ষদের ৪৫ লক্ষ গ্রাহকের বিদ্যুৎ-মাসুল বাড়ছে কাল

**স্টাফ রিপোর্টার:** রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদের ৫০ লক্ষ গ্রাহকের মধ্যে অন্তত ৪৫ লক্ষের বিদ্যুৎ-মাসুল বেড়ে যাচ্ছে ১ এপ্রিল থেকে। বুধবার ২০০৫-'০৬ আর্থিক বছরের জন্য বিদ্যুৎ নিয়ন্ত্রণ কমিশন নতুন যে-মাসুলহার ঘোষণা করেছে, তাতে গত কয়েক বছরের অনুসৃত নীতি মেনে ভর্তুকি এ বারেও খানিকটা কমানো হয়েছে। এর ফলে বড় শিল্প ও বাণিজ্যিক গ্রাহকদের মাসুল কমে যাচ্ছে প্রতি ইউনিটে দুই থেকে ২৫ পয়সা পর্যন্ত। অন্য দিকে, ভর্তুকি-ভোগী গৃহস্থ গ্রাহকের মাসুল বাড়ছে চার থেকে ১৩ পয়সা পর্যন্ত। উল্লেখযোগ্য ভাবে বাড়ানো হয়েছে সেচের পাম্পসেটের মাসুলও।

পর্ষদ গড় মাসুল প্রতি ইউনিটে ৩২০ পয়সা থেকে বাড়িয়ে ৩৪৯ পয়সা করার আবেদন জানিয়েছিল। সত্যেন ঘোষ ও প্রীতিতোষ রায়ের দুই সদস্যের কমিশন বাড়িয়েছে সাত পয়সা। পর্ষদ বলেছিল, তাদের অতিরিক্ত ২৯ পয়সা চাহিদার মধ্যে ২০০৫-'০৬ সালে কেবল ১২ পয়সা বাড়ালেই হবে, বাকিটা বাড়ানো হোক ২০০৭-'০৮ সাল থেকে। কমিশন তাতে কান দেয়নি। ফলে মোট ৩৩১ কোটি টাকার অতিরিক্ত মাসুল আদায়ের জন্য পর্ষদের দাবি কমিশনের হাতে ছেঁটেকেটে হল ৮৩ কোটি টাকা। গড় মাসুল বাড়ছে প্রতি ইউনিটে সাত পয়সা। তাই পর্ষদের গড় মাসুল ৩২০ পয়সা থেকে বেড়ে হল ৩২৭ পয়সা।

শিল্প ও বাণিজ্যিক গ্রাহকদের মাসুল কমানোর পরেও তাঁদের অধিকাংশকে ভর্তুকির দায় বইতে হবে। অধিকাংশ গৃহস্থ গ্রাহকের মাসুল বাড়ার পরেও তাঁরা ভর্তুকির সুবিধা পেতে থাকবেন। জাতীয় বিদ্যুৎ নীতিতে ধীরে ধীরে ভর্তুকি লোপের যে-লক্ষ্যের কথা বলা হয়েছে,, কমিশনের এ বারের মাসুলহারে সেই নীতিরই প্রতিফলন ঘটেছে। আবার এমন দ্রুত হারে ভর্তুকি লোপের পথে হাঁটা হয়নি, যার ফলে ভর্তুকি-ভোগীদের বর্ধিত মাসুলের দায় এক লাফে অনেকটা বেড়ে যায়।

আরও লক্ষণীয়, গৃহস্থ গ্রাহকদের যে-অংশ বেশি বিদ্যুৎ ব্যবহারের কারণে এত দিন বেশি হারে মাসুল দিয়ে ভর্তুকির দায়ও বহন করতেন, শিল্প বা বাণিজ্যিক গ্রাহকদের মতো তাঁদের কিন্তু দায় কমেনি। বরং তাঁদের দায় আরও বেড়ে গিয়েছে।

সব চেয়ে বেশি মাসুল বেড়েছে বৈদ্যুতিক চুল্লিতে শবদাহের। প্রতি ইউনিটে ২৩২ পয়সার বদলে ৯৫ পয়সা বেড়ে তা হচ্ছে ৩২৭ পয়সা।

পর্ষদের অধিকাংশ গ্রাহকই বিল দেন তিন মাস অন্তর। মাসে ২৫ ইউনিট বিদ্যুৎ ব্যবহারকারী গৃহস্থের জন্য মাসুল ২০৭ পয়সা থেকে বেড়ে ২১১ পয়সা করা হলেও তাঁদের একটি বাড়তি সুবিধা দেওয়া হচ্ছে। বিলে তাঁদের জন্য বাড়তি দুই শতাংশ রিবেটের ব্যবস্থা থাকছে। কমিশন জানিয়েছে, জাতীয় বিদ্যুৎ নীতিতে মাসিক ২৫ ইউনিট পর্যন্ত বিদ্যুৎ ব্যবহারকারীদের জন্য গড় মাসুলের ৫০ শতাংশ ভর্তুকি দেওয়ার কথা বলা হয়েছিল। সেই অনুসারে গড় মাসুল ৩২৭ পয়সার অর্ধেক বা ১৬৩ পয়সা মাসুল হওয়ার কথা। কিন্তু সময়াভাবে এ বার এই ব্যাপারে তেমন কিছু করা যায়নি। তবে বাড়তি দুই শতাংশ রিবেটের ব্যবস্থা থাকছেই। পর্ষদ এলাকায় এই ধরনের গ্রাহকের সংখ্যা প্রায় ছ'লক্ষ।

সেচের পাম্পে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মিটার ছাড়া থোক টাকায় মাসুল নেওয়া হয়। উত্তরবঙ্গে এই বার্ষিক থোক মাসুল ৪৪৩০ টাকা থেকে বেড়ে হয়েছে ৭০০০ টাকা। দক্ষিণবঙ্গে ৫৪৬০ টাকার বদলে হয়েছে ৮৯৫০ টাকা। উত্তরবঙ্গে সাবমার্সিবল পাম্পে ৫৫৪০ টাকার ৮২০০ টাকা মাসুল দিতে হবে। দক্ষিণবঙ্গে ৬৮১০ টাকার বদলে সেটা হচ্ছে ১০,৯৩০ টাকা। কমিশন বলেছে, যত শীঘ্র সম্ভব সেচের লাইনে মিটার বসাতে হবে। নতুন মাসুলেও দেখা যাচ্ছে, মিটারে বিদ্যুৎ নিলে প্রতি ইউনিটের মাসুল বাড়ছে দু'পয়সা মাত্র— ১৯৩ থেকে ১৯৫ পয়সা। কেবল সেচের জন্য আলাদা সরবরাহ লাইন থাকলে এবং তা থেকে মিটারে সেচের জন্য বিদ্যুৎ কিনলে প্রতি ইউনিটের দর ১১২ পয়সা।

অন্য দিকে, বিদ্যুৎ গ্রাহক সংগঠন অ্যাবেকা-র তরফে সঞ্জিত বিশ্বাস নতুন মাসুলহারের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে বলেন, "কৃষিতে যে-হারে মাসুল বাড়ানো হয়েছে, তাতে অন্ধ্রের মতো বাংলার কৃষকেরাও আত্মহত্যার পথ বেছে নেবেন। সব জিনিসের দাম বাড়বে।" অ্যাবেকা ৪ [illegible] কমিশনের দফতরে বিক্ষোভ [illegible]

ANADABAZAR PATRIKA 31 MAR 2005

# পার্ক সার্কাস ঘিরে গতির স্বপ্ন-প্রকল্প

স্টাফ রিপোর্টার

ইস্টার্ন মেট্রোপলিটান বাইপাস থেকে আড়াই মিনিটে পার্ক সার্কাসের গোল চক্করের এলিভেটেড সার্কলে। দ্রুত চরকিপাক মেরে নেমে যেতে পারেন যে কোনও দিকেই। গড়িয়াহাট, বেকবাগান, পার্ক স্ট্রিট বা সোহরাবর্দি অ্যাভিনিউ। কিংবা ছোট্ট দৌড়ে উঠে পড়তে পারেন এ জে সি বসু রোডের দীর্ঘ উড়ালপুলে। আড়াই মিনিটের আর এক দৌড়ে পৌঁছে যাবেন রেসকোর্স।

আপাতত এমন স্বপ্নই দেখছেন কে এম ডি এ-কর্তারা। বুধবার সংস্থার পরিচালন বোর্ডের বৈঠকে এই

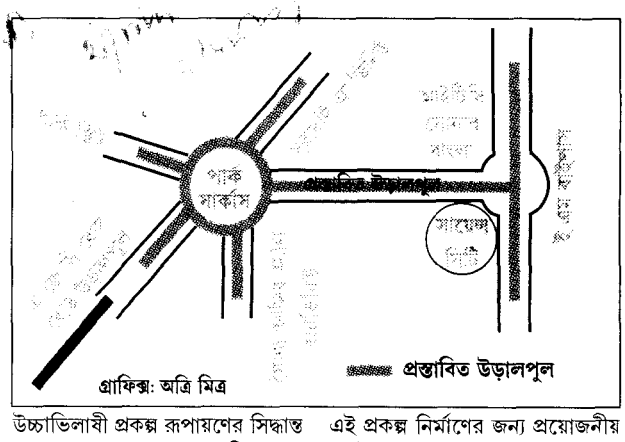

গ্রাফিক্স: অত্রি মিত্র

উচ্চাভিলাষী প্রকল্প রূপায়ণের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। ২৫০ কোটি টাকার এই প্রকল্প নির্মাণের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ কে এম ডি এ-র হাতে নেই। সরকারি বাজেট বরাদ্দও জুটবে না প্রকল্প খাতে। তাই বি ও টি পদ্ধতিতেই নির্মাণের সিদ্ধান্ত হয়েছে। আগামী মে মাসেই এর জন্য আগ্রহপত্র চেয়ে কে এম ডি এ বিজ্ঞাপন দেবে। কে এম ডি এ-র চেয়ারম্যান অশোক ভট্টাচার্যের বক্তব্য, "এই উড়ালপুলে টোল বসিয়ে টাকা তোলা হবে না। তবে সংশ্লিষ্ট নির্মাতাকে প্রকল্প বাবদ কিছু টাকা দেবে কে এম ডি এ। লাগোয়া এলাকায় কিছু জমি দেবে কে এম ডি এ, থাকবে বিজ্ঞাপনের অধিকারও।"

উল্টোডাঙা-হাডকো মোড় এড়িয়ে ই এম বাইপাস থেকে ভি আই পি রোডে পৌঁছতে আর একটি উড়ালপুল নির্মাণের পরিকল্পনাও রয়েছে।

ANADABAZAR PATRIKA 31 MAR 2005

THE STATESMAN

30 MAR 2003

# Visa extension reports fail to impress Taslima

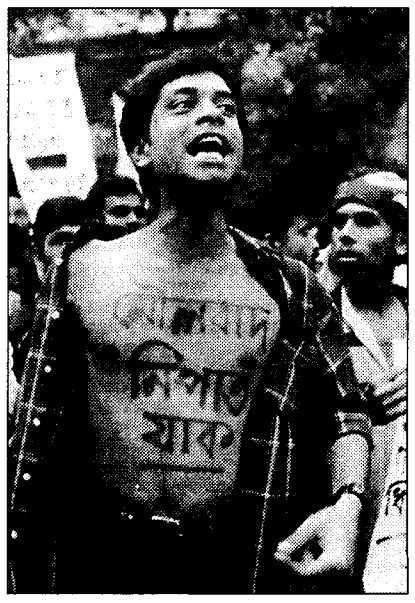

A youth demonstrates in front of Calcutta High Court in favour of Taslima Nasrin's citizenship on Tuesday. Some of her supporters were dragged into police vans to avert a clash with those protesting against her. — The Statesman

**Statesman News Service**

KOLKATA, March 29. — Media reports on the Centre's "extension of tourist visa for a six-month period" has failed to impress its recipient Taslima Nasrin.

"I had asked for a three-month extension. I wouldn't stay in India between May and August due to my previously-settled engagements in Europe and the USA. I want to return to India in September and then this visa tenure would have expired. I fear I may face the same uncertainty of receiving a fresh visa then as it has been now," the author-in-exile, currently a Swedish national, said while reacting to the media reports.

Nasrin, whose visa permit expired in February prior to which she applied for an extension, has also applied for Indian citizenship or, alternatively, a resident's permit to stay in this country for her literary pursuits. That is currently under the home ministry's consideration.

"This approval has done me no good in terms of removing the uncertainty that shrouds me now so far as staying here is concerned. If staying in India for at least 11 years is necessary to obtain citizenship, then I should be allowed a resident's permit here so that I am able to fulfil the condition," she reasoned.

### '*Dwikhandita* scorn at political intent'

It is not religion but the state policy of trying to exploit the fear of God in the minds of the common people to achieve political ends which is derided in Taslima Nasrin's book *Dwikhandita*, Mr Joymalya Bagchi, seeking to lift the ban on the book, submitted before a Special Bench of the Calcutta High Court today.

Mr Bagchi was appearing for Mr Sujato Bhadra, a human rights activist.

In her book, Taslima seeks a uniform civil code by projecting a historical perspective and shutting-off is not a democratic way of functioning. Discussion of a historical perspective is not an insult to any religion, it was submitted.

A passage here or there may supply inflammatory material to the willing mind of a fundamentalist. But it will have no effect on the common readers going through the book in its entirety, it was submitted.

All men of prudence who are in the majority will act likewise.

If her earlier books narrating the events of her life are not banned, how does *Dwikhandita* which has similar contents insult a religion, it was submitted.

The matter will come up for hearing next Tuesday.

# কর্তব্য তো স্পষ্ট

গ্রেট ইস্টার্ন হোটেল বার বার সংবাদ শিরোনামে আসিতেছে, কিন্তু এমন সব কারণে আসিতেছে, যাহা মোটেই প্রার্থিত নহে। পাশাপাশি, যাহা প্রার্থিত ছিল সেই সব কাজ কবে হইবে, সেই ব্যাপারে প্রশ্নচিহ্নটি আজও বিরাট। সরকার তাহার অবস্থান স্পষ্ট করিয়া দিয়াছে। হোটেলের বেসরকারিকরণ হইবেই। বিপরীতে, কর্মী ইউনিয়নগুলি তাহাদের অবস্থানে অনড়। সব মিলাইয়া— অচলাবস্থা। রাজায় রাজায় এই যুদ্ধের মাঝখানে কর্মীবৃন্দের অন্তত একটি অংশের অবস্থা শোচনীয়। আগাম অবসর প্রকল্পের বিজ্ঞপ্তি আসিল, তাহার সময়সীমাও অতিক্রান্ত হইল, বেশ কিছু কর্মী নাকি সরকারের প্রস্তাব মানিয়া অবসরগ্রহণে ইচ্ছুকও ছিলেন, কিন্তু ইউনিয়নগুলির অনড় অবস্থানের ফলে প্রকল্পটির ভবিষ্যৎ দোদুল্যমান। কেন এই অবস্থা, তাহা জিজ্ঞাসা করিলে অচিরেই পরস্পর দোষারোপের পালা শুরু হইয়া যাইবে। সেই ধূম্রজাল সরাইয়া বাস্তবে প্রবেশ করা দরকার। বাস্তব বলিতেছে, হোটেল চালানো কোনও সরকারের কাজ হইতে পারে না। সুতরাং, হোটেলের পূর্ণ বেসরকারিকরণই কাম্য এবং সেই লক্ষ্যে অগ্রসর হইবার জন্য যাহা কিছু করা দরকার, তাহা করিতে হইবে। সরকার একদা গ্রেট ইস্টার্ন হোটেল চালাইত বলিয়াই যে অনন্তকাল ধরিয়া তাহাকে সেই বোঝা টানিতে হইবে, ইহা দাবি করা অর্থহীন। ইউনিয়নগুলি সেই সত্যটি কিছুতেই বুঝিতে চাহিতেছে না।

গ্রেট ইস্টার্ন হোটেল অধিগ্রহণের জন্য বেশ কয়েকটি সংস্থা আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছে বটে, কিন্তু সরকার এখনও পর্যন্ত দরপত্রই তৈরি করিতে পারে নাই, কারণ সেই দরপত্রে হোটেলটির সর্বশেষ অবস্থা উল্লেখ করিতে হইবে। তাহা বলিতে গিয়া যদি চূড়ান্ত অচলাবস্থার কথা বলা হয়, তাহা হইলে উদ্যোগীগণের আগ্রহ উবিয়া যাইবার শঙ্কা সমধিক। আবার অত্যধিক বিলম্বের কারণেও কিন্তু উদ্যোগীরা হতাশ এবং নিরুৎসাহী হইয়া পড়িতে পারেন। তখন গ্রেট ইস্টার্ন হোটেল ফের গড্ডলিকার গ্রাসে পড়িবে। সেই গড্ডলিকাকে এড়ানোই দূরদৃষ্টির কাজ হইত, কিন্তু ইউনিয়নগুলি কার্যত কালিদাসি ভ্রান্তির দৃষ্টান্ত রাখিয়া যে ডালে বসবাস, তাহাকেই যে সমূলে কাটিতে তৎপর! এই ক্ষেত্রে একটি শঙ্কার কথা উল্লেখ করা জরুরি। কোনও সরকারি সংস্থার বেসরকারিকরণের কথা উঠিলে প্রথমেই কর্মীদের চাকুরিগত নিরাপত্তাজনিত একটি শঙ্কার কথা জনমনে ভাসিয়া উঠে। সমস্যাপটে ফেলিলে, এই 'নিরাপত্তা' বিষয়টিও ঈষৎ জটিল বইকী! স্বাধীনতা-পরবর্তী প্রায় ছয়টি দশকে সরকারি সংস্থার সহিত কর্মী-নিরাপত্তার যে সমীকরণ জনজীবনে গভীর হইয়া বসিয়া গিয়াছে, তাহা প্রতিযোগিতামূলক মনোভঙ্গির বিরোধী। ইহাও সত্য যে উল্লিখিত সময়কালে সরকারি ক্ষেত্রে পরিষেবার মানের অবনতি এবং কর্মীগণের বেপরোয়া মনোভাবের বিস্তর নিদর্শন মিলিয়াছে। প্রতিযোগিতামূলক বাজার অর্থনীতি যে হেতু 'যোগ্যতমের উদ্বর্তন' নীতিতে বিশ্বাসী, তাই সরকারি ক্ষেত্রের সেই অনন্ত বরাভয়কে ধরিয়া থাকিব, এমন ভাবনাও কার্যত অসার। গ্রেট ইস্টার্ন হোটেলের ক্ষেত্রেও সেই একই যুক্তি প্রযোজ্য। গ্রেট ইস্টার্ন হোটেলের বেসরকারিকরণ বিনা উপায় নাই। সরকার যুক্তিযুক্ত ব্যবস্থার প্রস্তাবনা করিয়াছে। ইউনিয়নগগুলি সেই বিবেচনায় কান না দিলে আখেরে তাহাদেরও ক্ষতি।

ANADABAZAR PATRIKA 29 MAR 2005

ANADABAZAR PATRIKA

## ভ্যাট কমিটির বৈঠক আজ

# করের বিরুদ্ধে এককাট্টা ব্যবসায়ীরা

**স্টাফ রিপোর্টার ও নিজস্ব সংবাদদাতা:** এক পক্ষ বলছেন ১ এপ্রিল ভ্যাট চালু হচ্ছেই। অন্য পক্ষের রোখ, গ্রাহকদের কাছ থেকে তাঁরা কোনও অবস্থাতেই ভ্যাট নেবেন না। এক পক্ষের দাবি, ভ্যাট চালু করার জন্য সব প্রস্তুতি সম্পূর্ণ। অন্য পক্ষের অভিযোগ, কোনও প্রস্তুতিই নেওয়া হয়নি। এক পক্ষের আশ্বাস, নতুন ব্যবস্থায় কর-কর্মীদের দুর্নীতি যেমন কমবে, তেমন ব্যবসায়ীদের সুবিধা হবে। কিন্তু অন্য পক্ষের অসহায় সমর্পণ, এই ব্যবস্থা এমন জটিল যে, তাঁরা মাথা-মুণ্ডু কিছুই বুঝতে পারছেন না। আর রাজ্যের অর্থমন্ত্রী ও ব্যবসায়ী মহলের এই তরজায় লগ্নভ্রষ্ট হওয়ার পথে যুক্তমূল্য কর। তা ত্বরান্বিত করতে পারে এই কর ব্যবস্থার বিরুদ্ধে আদালতের কাছে রাজ্যের প্রাক্তন অর্থমন্ত্রী অশোক মিত্র-সহ অন্যদের আবেদন। অশোকবাবু ভ্যাটের বিরুদ্ধে কলকাতা হাইকোর্টে জনস্বার্থের মামলার আবেদনে অত্যন্ত স্পষ্ট ভাষায় জানান, রাজ্য সরকারের ভ্যাট চালু করার সাংবিধানিক ক্ষমতাই নেই। তারা যা করতে চলেছে, তা সম্পূর্ণ অসাংবিধানিক। এককথায় বলা যায়, প্রাক্তন অর্থমন্ত্রীর এই আইনি লড়াই অন্য অর্থে বর্তমান অর্থমন্ত্রী অসীম দাশগুপ্ত ও বামফ্রন্টের বিরুদ্ধে জেহাদ।

এই পরিবেশে নতুন কর কী করে চালু করা যায়, তা নিয়ে কেন্দ্রীয় অর্থ মন্ত্রকের উদ্যোগে আজ বৃহস্পতিবার ভ্যাট কমিটির বৈঠক বসছে। বৈঠকে ১ এপ্রিল বিক্রয়করের অন্ত্যেষ্টি যদি স্থগিত করা হয়, তা হলে দেশের ব্যবসায়ী মহলের অবদান যে সবচেয়ে বেশি হবে, তা নিয়ে সংশয়ের অবকাশ নেই। এ দিকে, সি পি এমের রাজ্য সম্পাদক অনিল বিশ্বাস বুধবার বলেন, "অশোকবাবু আমাদের দলীয় সদস্য নন। মামলায় উনি নিজের কথা বলবেন, রাজ্য সরকারের আইনজীবীও তাঁর কথা বলবেন। ভ্যাট একটি পরীক্ষামূলক ব্যবস্থা, যা এক বছরের জন্য চালু হচ্ছে। আমরা আগেই জানিয়েছি, এক বছর বাদে বিষয়টি পর্যালোচনা করা হবে।"

প্রবীণ আইনজীবী বিমল চট্টোপাধ্যায় মঙ্গলবারেই কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি বিকাশ শ্রীধর শিবপুরকরকে মামলাটির দ্রুত শুনানি করার অনুরোধ করেন। কেননা ভ্যাট একবার চালু হয়ে গেলে পরে তা বন্ধ করতে গেলে নানা সমস্যা দেখা দেবে। সাধারণত শুক্রবার কলকাতা হাইকোর্টে বিভিন্ন জনস্বার্থের মামলার শুনানি হয়। কিন্তু বিষয়টির গুরুত্ব বুঝে বিমলবাবুকে প্রধান বিচারপতি জানিয়ে দেন ৩০ মার্চ মামলাটির শুনানি হবে।

দেশের কর ইতিহাসের মাহেন্দ্রক্ষণ থেকে মাত্র সাতদিন দূরে দাঁড়িয়ে রাজ্যের সবচেয়ে বড় ব্যবসায়ী সংগঠনের নেতারা জানিয়েছেন, গ্রাহকদের কাছ থেকে তাঁরা বিক্রয়করই নেবেন। যুক্তমূল্য কর নয়। ফেডারেশন অব ট্রেডার্স অর্গানাইজেশনের নেতা রবীন্দ্রনাথ কোলে বুধবার জানিয়েছেন, দেশ জুড়ে তাঁদের যে লাখ পাঁচেক ব্যবসায়ী সদস্য আছেন, তাঁরা কেউ ভ্যাট নেবেন না, ভ্যাট কমিটির চেয়ারম্যান রাজ্যের অর্থমন্ত্রী অসীম দাশগুপ্ত যাই বলুন না কেন। একই প্রতিজ্ঞা ফেডারেশন অব ওয়েস্ট বেঙ্গল ট্রেড অ্যাসোসিয়েশন্সের নেতা মহেশ সিংঘানিয়ার। গোটা রাজ্যে ২,৫০০ ব্যবসায়ী সংগঠনের এই মঞ্চের নেতা বলেন, "বিক্রয়কর নেব। ওই করই জমা দেব। ওই ব্যবস্থা থেকে সরে আসার প্রশ্নই ওঠে না।"

রবীন্দ্রনাথ জানিয়েছেন, চলতি মাসের ৫ তারিখে অসীমবাবুর সঙ্গে এক বৈঠকে মন্ত্রীকে স্পষ্ট করে সিদ্ধান্তের কথা জানিয়েও দিয়েছেন তাঁরা। তাঁর কথায়, "ওই বৈঠকে মন্ত্রী ছাড়াও বাণিজ্যিক কর বিভাগের প্রধান সি এস বাচাওয়াত ও অর্থ সচিব সমর ঘোষ উপস্থিত ছিলেন। কিন্তু দৈনন্দিন লেনদেনের ক্ষেত্রে করের অঙ্ক কী ভাবে হিসাব করা হবে, তা বোঝাতে পারেননি কেউই।" স্পষ্ট ভাষায় প্রশাসনের মুখের উপর তাঁদের অবস্থান জানিয়ে দিয়েছেন মহেশ সিংঘানিয়াও।

এ দিকে, অশোক মিত্র জনস্বার্থের এই মামলাটি দায়ের করে যে-আবেদন করেছেন, সেখানে তিনি ভ্যাট সংক্রান্ত কয়েকটি গবেষণাপত্রও জমা দিয়েছেন। বলা হয়েছে প্রাথমিক ভাবে রাজস্ব সামান্য বাড়লেও পরে তা কমে যাবে। তাতে রাজ্যের ক্ষতি হবে। রাজস্ব কমে যাওয়া মনেই তা রাজ্যের তথা জনগণের ক্ষতি। আর এই কারণেই প্রাক্তন অর্থমন্ত্রী এটিকে জনস্বার্থের মামলা বলেছেন।

মঙ্গলবারেই আবেদনের প্রতিলিপি পেয়েছেন রাজ্যের অ্যাডভোকেট জেনারেল বলাই রায়। তিনি সরকারের পক্ষে দাঁড়াবেন। মামলার আবেদন হাইকোর্ট থেকে প্রধান বিচারপতির বাড়িতে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। আবেদনে বলা হয়েছে যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোতে কেন্দ্র ও রাজ্যের ভূমিকা ব্যাখ্যা করা আছে। সেখানে বলা আছে, কোনও রাজ্য ভ্যাট চালু করতে পারে না। এটা কেন্দ্র করতে পারে। আর কেন্দ্র কোনও একটি রাজ্যে ভ্যাট চালু করবে, অন্য রাজ্যে করবে না, তাও হয় না।

ANADABAZAR PATRIKA 24 MAR 2005

# এঙ্গেল ইন্ডিয়া নিয়ে একযোগে কক্ষত্যাগ

**স্টাফ রিপোর্টার:** রাজ্যের অধিগৃহীত সংস্থা এঙ্গেল ইন্ডিয়া সম্পর্কে সরকারের ঢাক-ঢাক গুড়গুড় মনোভাবে ক্ষুব্ধ বিরোধীরা এককাট্টা হলেন। কংগ্রেস, তৃণমূল কংগ্রেস এবং এস ইউ সি— এই তিন বিরোধী দল একযোগে এই বিলগ্নিকরণকে ঘিরে বেআইনি অর্থ লেনদেনের অভিযোগ তুলে বিধানসভায় বেসরকারীকরণ সংক্রান্ত বিলটির আলোচনা বয়কট করল। বিধানসভায় ওই তিন দলের বিধায়কেরাই একযোগে কক্ষত্যাগ করলেন। তাতে অবশ্য শাসক বামফ্রন্টের বিশেষ কোনও হেলদোল দেখা যায়নি। এক ঘণ্টার আলোচনা ১০ মিনিটেই শেষ হয়ে গিয়ে সংখ্যাগরিষ্ঠতার জোরে অনুমোদিত হল বেসরকারীকরণ বিলটি।

এঙ্গেল ইন্ডিয়ার বেসরকারীকরণ বিলটি বিধানসভায় পেশ করার কথা রাজ্যের শিল্প, শিল্প পুনর্গঠন এবং রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা বিষয়ক মন্ত্রী নিরুপম সেনের। কিন্তু হঠাৎ অসুস্থতার কারণে তিনি এ দিন বিধানসভায় অনুপস্থিত ছিলেন। বিধানসভার কার্যবিবরণীতে লেখা ছিল, বিলটি পেশ করবেন ক্ষুদ্র-কুটির শিল্প বিষয়ক মন্ত্রী বংশগোপাল চৌধুরী। শেষ পর্যন্ত বংশবাবুও বিতর্কিত এই বিলটিকে এড়িয়ে গেলেন। দেখা গেল, বিলটি পেশ করতে চলেছেন আইন ও বিচারমন্ত্রী নিশীথ অধিকারী। আপত্তি তোলেন বিরোধীরা। তাঁদের বক্তব্য, সংস্থাটি অত্যন্ত কম মূল্যে বিক্রি হয়ে যাচ্ছে বলে অভিযোগ উঠেছে।

সরকার যে-বেসরকারি সংস্থার হাতে এঙ্গেল ইন্ডিয়ার ৭৪ শতাংশ শেয়ার তুলে দিচ্ছে, তাদের দেওয়া রসিদে শিল্প পুনর্গঠন দফতরের সচিব সুনীল মিত্র লেখেন: ই আই এম টি এল (এঙ্গেল ইন্ডিয়া)-এর ৭৪ শতাংশ শেয়ারের মোট মূল্যের ৫০ ভাগ বাবদ ২৫ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা মেগাথার্ম ইলেকট্রনিক্স প্রাইভেট লিমিটেডের কাছে বুঝিয়া পাইলাম। বেসরকারি সংস্থা মেগাথার্ম ইলেকট্রনিক্স প্রাইভেট লিমিটেডকে একটি রসিদ দিয়ে ২৫ লক্ষ ৫০ হাজার চাকার একটি ব্যাঙ্ক ড্রাফট গ্রহণ করেন তিনি। স্টেট ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়ার কমার্সিয়াল শাখার এই ব্যাঙ্ক ড্রাফটটি (নম্বর. ১৪৩৩৩৭) করানো হয় ২৭ জানুয়ারি। 'ডিপার্টমেন্ট অব পাবলিক এন্টারপ্রাইজেস, গভর্নমেন্ট অব ওয়েস্ট বেঙ্গল'-এর নামে এই ড্রাফটটি করানো হয়।

তার উল্লেখ করে বিরোধী দলনেতা, তৃণমূলের পঙ্কজ বন্দ্যোপাধ্যায় স্পিকারকে বলেন, বিষয়টি নিয়ে আমাদেরও অনেক প্রশ্ন আছে। নিরুপমবাবু বলেছিলেন, তিনি যা বলার বিধানসভাতেই বলবেন। অতএব নিরুপমবাবুর অনুপস্থিতিতে বিলটি অনুমোদন না-করিয়ে তাঁর সামনেই আগামী সপ্তাহে যে-কোনও দিন বিলটি নিয়ে আলোচনা করা যেতে পারে। একই অনুরোধ করেন কংগ্রেসের পরিষদীয় দলের নেতা অতীশ সিংহ, এস ইউ সি-র দেবপ্রসাদ সরকার, তৃণমূলের শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়, কংগ্রেসের অসিত মিত্র। কিন্তু বাদ সাধেন সরকার পক্ষের মুখ্য সচেতক রবীন দেব। স্পিকারও বিরোধীদের দাবি খারিজ করে দিয়ে বিলটি পেশ এবং অনুমোদনের অনুমতি দেন। ক্ষুব্ধ বিরোধী পক্ষ একযোগে এই দিনের জন্যই সভা থেকে বেরিয়ে যান।

সাম্প্রতিক কালে কোনও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে তিন বিরোধী দল, বিশেষ করে তৃণমূল ও কংগ্রেস একযোগে কক্ষত্যাগ করছে, এমন ঘটনা বিরল। বিধানসভার বাইরেও একসঙ্গেই সাংবাদিকদের মুখোমুখি হন পঙ্কজবাবু ও অতীশবাবু। তাঁদের অভিযোগ: এঙ্গেল ইন্ডিয়া অনেক কম দামে সরকার বিক্রি করছে। বিক্রয় প্রক্রিয়ায় কোনও স্বচ্ছতা নেই। এই বিষয়ে সব রকম অপ্রীতিকর প্রসঙ্গ এড়ানোর জন্যই নিরুপমবাবু অসুস্থতার ভান করে সভায় হাজির হননি বলে তাঁরা অভিযোগ করেন। অভিযোগ করেন বেআইনি অর্থ লেনদেনেরও।

ANADABAZAR PATRIKA

23 MAR 2005

# ভোটের বাদ্যি বাজিয়ে দিয়ে প্রতিশ্রুতির বাজেট অসীমের

**স্টাফ রিপোর্টার:** বিধানসভা নির্বাচনের ঢাকে কাঠি পড়ল অসীম দাশগুপ্তের বাজেটেই।

আগামী বছরের বিধানসভা নির্বাচনের দিকে চোখ রেখেই গ্রামীণ, কৃষি, শিক্ষা এবং কর্মসংস্থান ক্ষেত্রে এক গুচ্ছ প্রকল্প ঘোষণা করে বাজেট পেশ করলেন অসীমবাবু। গত কয়েক বছর ধরে নেওয়া 'অপ্রীতিকর' সিদ্ধান্তগুলি ভোট-বাজেটে আমূল বদলে দিলেন তিনি। স্কুল-কলেজ এবং সরকারি ক্ষেত্রে চুক্তির ভিত্তিতে নিয়োগ বন্ধ করে স্থায়ী চাকরির পাকা আশ্বাস দিয়েছেন। এক ধাক্কায় রাজ্যের সব জুনিয়র স্কুলকে মাধ্যমিক স্তরে উন্নীত করার কথা ঘোষণা করেছেন। প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, পেনশন বিক্রির টাকা অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষকদের হাতে তুলে দেওয়া হবে আগামী বছরেই। এবং তা করেছেন সম্ভবত বাম-শাসিত গ্রামবাংলায় সি পি এমের তথাকথিত চিন্তন-গোষ্ঠীর পুরোধা শিক্ষককুলকে খুশি করতেই। কারণ, নির্বাচন পরিচালনায় তাঁরাই শেষ কথা।

বেহাল কোষাগার থেকে গ্রামীণ ভোটব্যাঙ্কের বৃহৎ অংশীদার, ভূমিহীন কৃষকদের খুশির জন্য অসীমবাবুর দাওয়াই স্বাস্থ্য-বিমা। এবং মধ্যবিত্তের জন্য তাঁর প্রাক্-নির্বাচনী উপহার 'করহীন বাজেট'।

২০০৫-২০০৬ আর্থিক বছরের বাজেট-প্রস্তাব পেশ করতে গিয়ে অসীমবাবু চিরাচরিত ভাবে সেই বিকল্প অর্থনীতির কথা বলেছেন। তাঁর বাজেটের অভিমুখ তিনিই নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন: কর্মসংস্থানের সুযোগ বাড়ানো এবং আর্থিক সঙ্কট থেকে বেরিয়ে আসার উদ্যোগ।

দিনের শুরুতেই অসীমবাবু তাঁর বাজেট-বক্তৃতাকে চড়া সুরে বেঁধে নিয়েছিলেন। কারণ, এই বাজেট প্রতিরোধে প্রধান বিরোধী দল তৃণমূল কংগ্রেসের কয়েক জন বিধায়কের খালি হাঁড়ি নিয়ে সভায় চিৎকার করা ছাড়া আর করণীয় বিশেষ কিছু ছিল না। গত কয়েক বছরে পরিকল্পনা বাজেট ছাঁটাই করার পরে এ বার তাঁর দাবি, পরিকল্পনা বাজেটে ৬৮ শতাংশ বৃদ্ধি। চলতি আর্থিক বছরের ৪০৮৪ কোটি টাকার পরিকল্পনা বরাদ্দকে তিনি এক ধাক্কায় ৭০৫১ কোটিতে নিয়ে যাওয়ার কথা ঘোষণা করেছেন। যদিও এ বারের মূলধনী খাতে ব্যয় চলতি বছরের সংশোধিত বাজেটের থেকে প্রায় প্রায় ৪০০ কোটি টাকা কম।

অন্য দিকে, পরিকল্পনা খাতে বৃদ্ধির যে-অঙ্ক অসীমবাবু শোনাচ্ছেন, তাতে মিশে আছে দ্বাদশ অর্থ কমিশনের ২৭৭১ কোটি টাকার বাড়তি বরাদ্দের সমষ্টিসূচক। কিন্তু সমস্যা অন্যত্র। পরিকল্পনা বরাদ্দের ফিরিস্তিতে চোখ বোলালেই স্পষ্ট হয়, এই বাজেটে স্থায়ী সম্পদ তৈরির সুযোগ কম। কারণ এই খাতে অর্থমন্ত্রীর বরাদ্দও গত বছরের তুলনায় চোখে পড়ার মতো কম।

গত ২৮ বছর ধরে যে-ভূমি সংস্কারকে মূলধন করে বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতাসীন, সেই ভূমি ক্ষেত্রে তারা খুব নতুন কিছু আর করতে পারছে না। আপাতত পরিস্থিতির সামাল দিতে খাস জমি বণ্টনের পাশাপাশি নতুন জমি কিনে ভূমিহীন চাষিদের মধ্যে বিলি করার জন্য অসীমবাবু ২০ কোটি টাকা বরাদ্দ করেছেন। চাষের জমির বাজারদরে সরকার জমি কিনবে।

প্রশ্ন উঠেছে, ২০ কোটি টাকায় কত জমিই বা কেনা হবে? আর কত জনই বা তাতে উপকৃত হবেন? সেচ ক্ষেত্রে খাল কাটা, পুকুর কাটা, বিল সংস্কার করে অসীমবাবু এক দিকে সেচ ব্যবস্থার উন্নয়ন, বন্যা নিয়ন্ত্রণ এবং দু'লক্ষ নতুন কর্মসংস্থানের পরিকল্পনা নিয়েছেন। এর জন্য অতিরিক্ত ৮৩ কোটি বরাদ্দ করেছেন তিনি। ভূমিহীন ১০ লক্ষ কৃষককে স্বাস্থ্য-বিমার আওতায় আনার জন্য ১২ কোটি টাকা বরাদ্দ করেছেন অর্থমন্ত্রী।

গ্রামীণ শিক্ষা ক্ষেত্রে অসীমবাবু এক ধাক্কায় ২৩৭৮টি জুনিয়র স্কুলকে মাধ্যমিক স্তরে উন্নীত করার প্রস্তাব দিয়েছেন। ৪০০ মাধ্যমিক স্কুলকে উচ্চ মাধ্যমিক করার সঙ্গে সঙ্গে ঘোষণা করেছেন আরও ১০টি নতুন কলেজ তৈরির কথা। তার সবটাই মূলত গ্রামীণ এলাকায়। এই ক্ষেত্রে স্থায়ী শিক্ষক নিয়োগের সুযোগ বাড়বে। অসীমবাবু জানিয়ে দিয়েছেন, চুক্তির শিক্ষক নয়, স্কুল সার্ভিস কমিশন এবং কলেজ সার্ভিস কমিশনের মাধ্যমে এ বার স্থায়ী শিক্ষকই নিয়োগ করা হবে। আর

*এর পর ছয়ের পাতায়*

● **বাজেটের আরও খবর পৃঃ ৩ ও ৬**

THE STATESMAN 22 MAR 2005

THE STATESMAN
21 MAR 2005

# Public debt shadow over pro-people budget

Statesman News Service

KOLKATA, March 21. — Mr Asim Dasgupta presented the 2005-06 budget for West Bengal in the Assembly today, projecting a paltry deficit of Rs 5 crore. The budget, incorporating no fresh taxes but only a raise in excise duty on liquor, will be the last full budget of the government as Assembly elections are due by May 2006.

On the face of it, it is a "pro-people" budget. The finance minister didn't venture out for additional resource mobilisation by imposing a plethora of taxes but restricted himself to merely effecting a hike in excise duty on foreign liquor to fetch Rs 100 crore.

- VAT on tea and medicines reduced to 4%
- Excise rates on foreign liquor hiked
- Freedom fighters receiving Central government pension will get an allowance from state too
- Health insurance for unorganised sector and rural landless labourers
- Rs 50 crore for employment generation for urban poor
- DA hike for state staff
- 10 new colleges in the state
- Part-time college teachers' remuneration to be hiked

Simultaneously, he hiked plan expenditure by a whopping 68 per cent: from Rs 4,184 crore to Rs 7,051 crore in the next fiscal, a rise of Rs 2,867 crore! The secret behind this "populist" budget without new taxes? Well, the state is to get Rs 2,772 crore as its entitlement, thanks to the 12th Finance Commission.

But the worrying point is: the state's public debt has touched Rs 1.1 lakh crore and the Centre has not included small savings loan as a component of the debt relief package offered to Bengal. Hence, more interest payments and increased debt accretion. The minister has projected higher revenue receipts, but revised estimates for 2004-05 show a drop in this regard. Given the 2004-05 budget estimates for revenue expenditure, the figure is going to shoot up by more than Rs 3,000 crore in 2005-06. What is to be seen is whether he can peg the revenue deficit around Rs 7,000 crore, as projected.

**Sops with an eye on polls: page 5**

Haldia accounted for Rs 3,994.07 crore ...h of industrial investment in 2004-05, says the ...omic Review. As on 1 March, 2005, Burdwan ... attracted maximum number of projects as a district, followed by Bankura, Howrah and Hooghly. ... significant investment made in North Bengal and ... Hills.

The Review says ...ny IT projects are "expected to be commissioned ... 2005" and "significant private investments in this ...phere are expected". But actual figures show besides a Rs 90-crore Wipro project, there are only 13 companies in the list of 172 projects implemented.

The Review claims the government's "working class party" image has contributed to the rise in investments. "Investors are realising that the government is better able to ensure an industrial environment over a period of time." Also, strikes are dwindling, the Review says.

# Left and the law

## Put pre-litigation Bill in cold storage

It is a considerable relief that the chief minister has prevailed upon the party to listen to the Opposition and a much wider part of the public on the Pre-litigation Board Bill. It will not be introduced on 22 March as planned and may have been put off indefinitely. The stated objective was laughable: quick disposal of cases. This does not mean a wholesale replacement of judges by party members, nor does it mean administering justice without the slightest training or experience with the help of panchayats. Bypassing the judiciary altogether was a thinly disguised charade for a gross misdemeanour. There is no point saying some good was intended, nor does it make any sense to sweep away the judiciary altogether. Someone must pay for trying it on. The chief minister deserves to be complimented on the decision to put off introducing the Bill even while party colleagues are clamouring for it.

There does seem to have been some pressure from the Centre as well. The Union law minister will attend a convention next month to discuss the whole affair. At the political level, the Left Front has a point to answer. Given the truth about panchayats, is it possible for the Left to reassure anyone that those with the right connections are not more equal than others? The nightmare of Nanoor in which 11 people, said to be Trinamul activists, were massacred for tilling a plot of land is still fresh in people's minds. The point is that, no matter how effective the panchayats may be, it is fundamentally wrong to ask them to be transformed into courts, just because the government wants it. Buddhadeb Bhattacharjee is right. The sooner the Bill is in cold storage, the better.

THE STATESMAN 21 MAR 2005

# CM for Hills panel & peace

Statesman News Service

KOLKATA, March 18. — Mr Buddhadeb Bhattacharjee today told the state Assembly that the government would, under no circumstances, take a confrontationist course in the Hills over the elections to the Darjeeling Gorkha Hill Council.

The chief minister said that DGHC chairman Mr Subash Ghisingh wants to be the sole administrator after the council is dissolved for elections. Mr Bhattacharjee said he is "for a board of administrators".

"The Prime Minister and the Union home minister support my plan instead of Mr Ghisingh's. I will meet the Prime Minister on 20 March and let's see what emerges. One thing is sure, I am not for any collision course in the Hills, especially in view of the developments in Nepal," Mr Bhattacharjee said.

Making his resolve to hold the elections to the DGHC clear, Mr Bhattacharjee said Mr Ghisingh had earlier raised the bogey of ISI for deferring elections. "But, I told him if elections are not held even after an extension for a year had already been given, it would be a victory for the ISI," he said.

The chief minister said there was no schism between his party and the state government as "has been sought to be projected by the Opposition".

Earlier, Mr Saugata Roy (Trinamul Congress) had said a report placed at the CPI-M's state conference last month catalogued the areas where the state government couldn't achieve, while the Governor's address was full of praise for the state's "performance".

The chief minister said he had a hand in drafting that report and that "there was no self-contradiction."

He also criticised the Opposition's attempt for the past few years to stop the practice of the government making the Governor say in his speech for the Budget session what it wants to say.

"This is a constitutional obligation and the Governor or the President's speech contains the government's version and not the Opposition's," he said. The chief minister said the state has succeeded in improving its image as investor-friendly and informed the House that foreign and domestic investors have been pumping in more and more money.

## Chhetri caught napping

KOLKATA, March 18. — When the chief minister was spelling out the state government's stand on the DGHC, the GNLF MLA, Mrs Shanta Chhetri, was caught napping. Mr Bhattacharjee himself drew the attention of the House and some members rushed towards the dozing MLA to wake her up. Mrs Chhetri immediately tried to cover her embarrassment with a broad, ingenuous grin. — SNS

THE STATESMAN 19 MAR 2005

# বিধানসভার চলতি পর্বে সালিশি বিল নয়

**স্টাফ রিপোর্টার:** বিতর্ক এড়াতে বিধানসভার এই অধিবেশনের চলতি পর্বে সালিশি বিল আনা হচ্ছে না। এই নিয়ে ওই বিল পাশ করতে গিয়ে দু'বার পিছিয়ে গেল বামফ্রন্ট সরকার।

বৃহস্পতিবার বিধানসভায় মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের সঙ্গে এই বিষয়ে তৃণমূল কংগ্রেস ও কংগ্রেসের পরিষদীয় দলের বৈঠক হয়। বৈঠকে আইন ও বিচারমন্ত্রী নিশীথ অধিকারী ও পরিষদীয় মন্ত্রী প্রবোধ সিংহও ছিলেন। বিলটি নিয়ে বিরোধীরা তাঁদের তীব্র আপত্তির কথা জানান।

বিরোধীরা বিল না-আনাটাকে তাঁদের 'নৈতিক জয়' হিসাবে দেখছেন। যদিও সি পি এম তা মানতে নারাজ। বামফ্রন্টের মুখ্য সচেতক রবীন দেবের মতে, "সংসদীয় গণতন্ত্র অনুযায়ী বিরোধীদের মর্যাদা দেওয়া হচ্ছে বলেই আলোচনার জন্য সময় নিচ্ছি। বিলটি যথাসময়েই পেশ করা হবে।" তবে আগামী বছর বিধানসভার নির্বাচনের আগে বিলটি আদৌ পেশ হবে কি না, তা নিয়ে রাজনৈতিক মহলেই প্রশ্ন উঠেছে।

এ দিনের বৈঠক নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী কোনও মন্তব্য করেননি। প্রবোধবাবু বলেন, "বিলটি নিয়ে সরকারের সঙ্গে বিরোধীদের দ্বন্দ্ব রয়েছে। ২২ মার্চ সেটি পেশ করার কথা ছিল। কিন্তু এ দিন সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে, অধিবেশনের এই পর্বে বিল পেশ করা হচ্ছে না। ১৬ এপ্রিল কলকাতায় আইন বিষয়ক এক সর্বভারতীয় কনভেনশন হচ্ছে। কেন্দ্রীয় আইনমন্ত্রী হংসরাজ ভরদ্বাজ এবং বিভিন্ন রাজ্যের আইনমন্ত্রীরা কনভেনশনে থাকবেন। রাজ্য সরকার আয়োজিত ওই কনভেনশনে কংগ্রেস ও তৃণমূলকে আমন্ত্রণ জানানো হচ্ছে। তার পরে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হবে।"

বিরোধী দলনেতা পঙ্কজ বন্দ্যোপাধ্যায় ও কংগ্রেসের পরিষদীয় দলনেতা অতীশ সিংহ জানিয়েছেন, আইনমন্ত্রী বিলটি ব্যাখ্যা করলেও মুখ্যমন্ত্রী তাঁদের বলেছেন, বিষয়টি নিয়ে দলের সর্বস্তরে আলোচনা হয়নি। অর্থাৎ সি পি এমেই ঐকমত্য হয়নি। এ ব্যাপারে রবীনবাবু বলেন, "বিরোধীদের কথা ঠিক নয়। আমাদের দলে সব কিছু আলোচনা করেই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।"

মুখ্যমন্ত্রীর বৈঠকের পরে তৃণমূল ও কংগ্রেস উৎফুল্ল। তৃণমূলের পক্ষে পঙ্কজবাবুর সঙ্গে ছিলেন শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়, জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক, কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ। পঙ্কজবাবু বলেন, "অগণতান্ত্রিক, জনবিরোধী এই বিলের ব্যাপারে আমরা তীব্র আপত্তি জানিয়েছি। কারণ, এর রাজনৈতিক অপপ্রয়োগের সম্ভাবনা রয়েছে। সব শুনে মুখ্যমন্ত্রীও বলেছেন, সালিশি বিল নিয়ে আরও আলোচনার প্রয়োজন আছে। ১৬ এপ্রিলের কনভেনশনে ভরদ্বাজের সামনে এই ব্যাপারে কংগ্রেস এবং তৃণমূলের প্রতিনিধিরা নিজেদের বক্তব্য পেশ করবেন।"

কেন তাঁরা সালিশি বিলকে সংবিধান-বিরোধী বলছেন, তৃণমূল কংগ্রসের বিধায়কেরা মুখ্যমন্ত্রীকে তা বোঝান। তাঁরা বলেন, সংবিধানের সপ্তম তফসিলে রাজ্য ও যুগ্ম তালিকায় বিধানসভাকে এই ধরনের কোনও আইন প্রণয়নের অধিকার দেওয়া হয়নি। কেননা, এই আইনটা আদালত গঠনের ব্যাপারে বা তার এক্তিয়ার নির্ধারণের ক্ষেত্রে কোনও ভাবেই কাজে আসে না।

কংগ্রেসের অতীশবাবুও বলেন, "বিচার ব্যবস্থাকে বাদ দিয়ে সালিশি বিলকে আইন করার যে-চেষ্টা চলছে, তা অভিপ্রেত নয়। বিলে যে-ভাবে সালিশি বোর্ডের কথা বলা হয়েছে, তা রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। কারণ, পঞ্চায়েত সমিতির হাতে বোর্ড গঠনের যে-ভার দেওয়া হচ্ছে, তা রাজনৈতিক প্রভাবমুক্ত নয়।"

বিরোধী নেতারা মুখ্যমন্ত্রীকে লোক আদালত আইনটিই জেলা থেকে ব্লক স্তর পর্যন্ত বিস্তৃত করার পরামর্শ দিয়ে সালিশি বিল প্রত্যাহারের দাবি জানিয়েছেন।

তবে সি পি এমের রবীনবাবু বলেন, "বিল প্রত্যাহারের কোনও সম্ভাবনা নেই। বাজেট অধিবেশনেই বিল আনা হবে। সে-ক্ষেত্রে আলোচনা করে সংশোধন করা যেতে পারে মাত্র।" অতীশবাবুদের সমালোচনা কার্যত উড়িয়ে দিয়ে তিনি বলেন, "ওঁদের দলেরই আইনমন্ত্রী ভরদ্বাজ বলেছেন, আমাদের প্রস্তাবিত সালিশি বিল সারা দেশে মডেল হবে।"

এই ব্যাপারে অতীশবাবুর পাল্টা বক্তব্য, "প্রথমে ভরদ্বাজ এ কথা বলেছিলেন ঠিকই। কারণ, তিনি তখন পশ্চিমবঙ্গের সামগ্রিক পরিস্থিতির ব্যাপারে ওয়াকিবহাল ছিলেন না। আমরা তাঁকে সব বুঝিয়ে বলেছি। বলেছি, এই বিল এলে মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার খর্ব হবে।" এ দিকে, তৃণমূল যুব কংগ্রেসের রাজ্য সভাপতি মদন মিত্র জানিয়েছেন, ওই বিলের বিরুদ্ধে ২২ মার্চের প্রস্তাবিত বিধানসভা অভিযান, পথ, রেল অবরোধের কর্মসূচি স্থগিত রাখা হয়েছে।

10 MAR 2005

ANANDABAZAR PATRIKA

# জেল থেকে 'মিডল ইস্ট'-এ আফতাবের যোগ, কবুল বুদ্ধের

**স্টাফ রিপোর্টার:** তাঁর রাজ্যে জেলখানার বজ্র আঁটুনি যে আসলে ফস্কা গেরো, তা-ও এ বার স্বীকার করে নিলেন মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য। কয়েক দিন আগে লালবাজারে তিনি বলেছিলেন, 'মরূদ্যান' কলকাতায় বসে জঙ্গিরা টাকা তুলছে। বৃহস্পতিবার বিধানসভায় তিনি জানিয়েছেন, রাজ্যের জেলগুলির সুরক্ষা ব্যবস্থাও পলকা। সেখান থেকেই বিপজ্জনক বন্দিরা যোগাযোগ রাখছে বাইরে। কথা বলছে পশ্চিম এশিয়াতেও।

রোমা ঝওয়ারের ব্যাপারে একটি প্রশ্নের জবাব দিতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী নিজেই জেলগুলির সুরক্ষা ব্যবস্থার প্রসঙ্গ তোলেন। তিনি বলেন, "খাদিম-কর্তা অপহরণ ও মার্কিন তথ্যকেন্দ্রের সামনে হামলার মামলায় মূল অভিযুক্ত আফতাব আনসারি জেলে বসেই দেশের বিভিন্ন প্রান্তে, এমনকী 'মিডল ইস্ট' (পশ্চিম এশিয়া)-এ যোগাযোগ রাখছে।" ওই দু'টি ঘটনায় অভিযুক্ত আফতাবকে ২০০২ সালে দুবাই থেকে গ্রেফতার করে এনেছিল সি বি আই। এ ব্যাপারে তারা ইন্টারপোলের সাহায্য নিয়েছিল। সি বি আইয়ের কাছ থেকে ওই দুষ্কৃতীকে পায় রাজ্য পুলিশ। সেই থেকেই সে আছে প্রেসিডেন্সি জেলে।

আফতাবকে জেল থেকে ছাড়াতে বিভিন্ন চক্র যে সক্রিয়, সেই বিষয়ে কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থা একাধিক বার রাজ্য সরকারকে সতর্ক করে দিয়েছে। আফতাবের জেল-পালানোর ছকও ফাঁস হয়ে গিয়েছে এক বার। এই মুহূর্তে সে-ই যে রাজ্যের সব থেকে 'বিপজ্জনক' বন্দি, তা জানিয়ে বুদ্ধবাবু বলেন, "ওকে বাইরে বার করা খুবই ঝুঁকিপূর্ণ ব্যাপার। তাই জেলের মধ্যেই আদালত বসিয়ে বিচারের ব্যবস্থা করা হয়েছে।" এই অবস্থাতেও যে তাকে নিয়ন্ত্রণ করা যাচ্ছে না, তা স্বীকার করে নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, "ওই সব বিপজ্জনক বন্দি উন্নত প্রযুক্তির সাহায্য নিচ্ছে। তা ঠেকাতে সরকারকেও উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহার করতে হচ্ছে।"

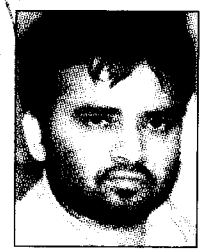

আফতাব আনসারি

বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য

যাঁদের গাফিলতিতে বা মদতে জেলে বসেই আফতাবেরা বাইরের জগতের সঙ্গে অবাধে যোগাযোগ রাখছে, সেই সব সরকারি কর্মীর বিরুদ্ধে কোনও ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে কি না, তা অবশ্য জানাননি মুখ্যমন্ত্রী।

বিরোধীরা কয়েকটি অপহরণের কথা তুলে রাজ্যের বর্তমান আইনশৃঙ্খলার পরিস্থিতির প্রতি মুখ্যমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। এতে রাজ্যের ভাবমূর্তি নষ্ট হচ্ছে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করেন তাঁরা। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, "বিহার বা উত্তরপ্রদেশে মুক্তিপণ আদায়ের লক্ষ্যে অপহরণের ছক প্রায় শিল্পে পরিণত হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গে তা হতে দেওয়া হবে না।" এই ব্যাপারে শুধু পুলিশি নির্ভরতা নয়, সবারই সাহায্য চান তিনি। বুদ্ধবাবু জানান, অপহরণ, মুক্তিপণ আদায়ের মতো মারাত্মক অপরাধ ঠেকাতে রাজ্য গোয়েন্দা পুলিশে একটি বিশেষ শাখা খোলা হচ্ছে। ওই শাখার পুলিশকর্মীরা উন্নত প্রযুক্তির সাহায্য নেবেন। কলকাতা পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগের সঙ্গে সমন্বয় রেখে কাজ করবেন তাঁরা।

জেলের অবস্থা নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর এ-হেন স্বীকারোক্তিতে রাজ্যের নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়ে বিরোধীরা ধন্দে পড়ে যান। তা অনুধাবন করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, "আপনারা আমার উপরে ভরসা রাখুন, বিশ্বাস রাখুন। ক্ষমতাসীন দল বা বিরোধীদের কারও প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ মদতে যদি অপরাধের বিন্দুমাত্র চেষ্টা হয়, আগেও বলেছি, এখনও বলছি, কাউকে ছেড়ে কথা বলা হবে না। গ্রেফতার করা হবেই।" বিরোধীদের উদ্দেশে তাঁর আবেদন, "এই ব্যাপারে আপনারও আমাদের সাহায্য করুন।"

সকালে বিধানসভার শুরুতেই প্রশ্নোত্তর পর্বে তৃণমূল বিধায়ক পঙ্কজ বন্দ্যোপাধ্যায় রোমা উদ্ধারে পুলিশের ভূমিকা কী ছিল, তা জানতে চান। শিল্পপতি সত্যব্রত গঙ্গোপাধ্যায়, খাদিম-কর্তা পার্থ রায়বর্মন ও রোমা হরণের প্রসঙ্গ তুলে পঙ্কজবাবু বলেন, "সব ক্ষেত্রেই মুক্তিপণ দিয়ে নিরাপদে ফিরে আসতে পেরেছেন অপহৃতেরা। তা হলে পুলিশের আর কী দরকার?" প্রায় একই সুরে অভিযোগ তোলেন, বিরোধী বিধায়ক সৌগত রায়, শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়, অশোক দেব, অসিত মিত্র প্রমুখ। তাঁদের কথায়, সব ক্ষেত্রেই পুলিশ ব্যর্থ। মুখ্যমন্ত্রী অবশ্য পুলিশি ব্যর্থতার কথা মানতে চাননি।

বুদ্ধবাবু বলেন, "রোমা অপহরণে পুলিশের প্রথম দায়িত্ব ছিল তার প্রাণ রক্ষা করা। পরবর্তী কাজ ছিল অপরাধীদের গ্রেফতার ও মুক্তিপণের টাকা উদ্ধার করা। তিনটি ক্ষেত্রেই পুলিশ সফল।" রাজ্য ও কলকাতার গোয়েন্দা পুলিশ সমন্বয় রেখে উল্লেখযোগ্য কাজ করেছে। পুলিশের কাজের প্রশংসা করেই বুদ্ধবাবু স্বীকার করেন, রোমা এবং তাঁর পরিবারের লোকজন পুলিশের সঙ্গে দারুণ সহযোগিতা করেছেন।

এক্সাইড-কর্তা সত্যব্রত গঙ্গোপাধ্যায় বা খাদিম-কর্তা পার্থ রায়বর্মনের অপহরণের প্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, "বাইরের রাজ্য থেকে অপরাধীরা এখানে এসে নানা রকম মারাত্মক অপরাধমূলক কাজ করছে। আমাদের কাছে সবিস্তার তথ্য আছে। পার্থ অপহরণে হায়দরাবাদে যে মুক্তিপণের টাকা মেটানো হয়েছিল, আমরা তার ভিডিও ছবি তুলে রেখেছি। এই মামলার শেষ দেখে ছাড়ব।" এক্সাইড-কর্তা সত্যব্রতবাবু নিজেই তাঁর মামলা সম্পর্কে আগ্রহ দেখাননি বলে জানান মুখ্যমন্ত্রী।

10 MAR 2005

# Help curb kidnaps, CM urges Opp

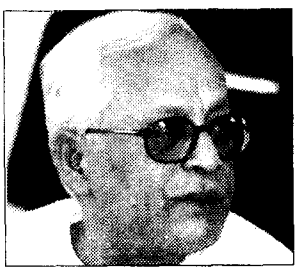

Mr Buddhadeb Bhattacharjee

Statesman News Service

KOLKATA, March 17. — Mr Buddhadeb Bhattacharjee today sought the Opposition's cooperation in the Assembly to help the administration in preventing criminal gangs from turning abduction for ransom into "an industry as has been the case in states including, Bihar and UP".

The state government will set up a special cell to handle such cases as criminal gangs are using mobile phones and other technology "with such ingenuity" that an exclusive mechanism is needed to combat the menace, Mr Bhattacharjee said.

Answering a question on the role of police in the rescue of Ruma Jhawar, the chief minister asserted political patronage by "either the ruling party or the Opposition has never been and will never be a hindrance" to his administrative work.

He dismissed the Opposition charge that a nexus has been formed by abductors and police.

"A section of police may give indulgence to small time criminals, but there is no nexus between police and abductors," he said.

He praised the work of differenct police agencies in rescuing Ruma, arresting the culprits and recovering almost the entire ransom amount.

The Opposition, led by Mr Pankaj Banerjee, Mr Saugata Roy, Mr Tapas Roy (all Trinamul Congress) and Mr Debaprasad Sarkar (SUCI) asked the chief minister a barrage of questions which sought to establish that the police had cut a sorry figure and had no idea of the prime accused, Gunjan's culpability. The Opposition also criticised the police for misleading the people by claiming that no ransom was paid, where actually Rs 20 lakh had been paid to secure Ruma's release.

Mr Bhattacharjee said the police shouldn't and he "would never" divulge facts when investigation is on. He said the Jhawar family had cooperated with the administration from the beginning and "unlike many others" told the police about the ransom being given to the abductors.

"Our first priority was to save the girl, locate the spot where she had been kept confined and then arrest the abductors. We couldn't risk the life of the victim by advising the family not to pay up the ransom. At that stage we knew the phone calls were being made from the Phoolbagan area, but had no clue as to the whereabouts of the abductors. Eventually, the payment of ransom helped us not only to locate the spot, but also to save the girl and arrest the criminals. In the end we could recover nearly the entire ransom amount as well," he said.

Mr Bhattacharjee said that Aftab Ansari, the main accused in the American Center shootout and Khadim abduction cases, has maintained contacts in West Asia and various states in the country from the high security Presidency jail where he is lodged. The state government was trying to expedite his trial and it will see to the end of it, Mr Bhattacharjee said.

He told the House that the administration had to give up the crime trail in the abduction of Mr Satyabrata Ganguly of Exide on the request of the latter.

THE STATESMAN 18 MAR 2005

# *Shalishi* bill back in cupboard

A STAFF REPORTER

**Calcutta, March 17:** The government today shelved the controversial block-level pre-litigation conciliatory board bill following Opposition objections.

Better known as *shalishi* bill, the legislation would have offered an opportunity to resolve disputes before moving court.

Besides Opposition parties, lawyers, too, had opposed the bill and threatened to skip courts in protest.

CPM insiders said the bill, earlier scheduled to be placed before the House on March 22, might not see the light of day before next year's Assembly polls.

The government decided to go slow on it after the chief minister's meeting with leader of the Opposition Pankaj Banerjee. Law minister Nisith Adhikary and Trinamul Congress MLA Kalyan Banerjee were also present during the meeting at the chief minister's Assembly chamber.

Briefing reporters later, Banerjee said he tried to convince Bhattacharjee about its adverse impacts. "I think I succeeded in convincing the chief minister that the bill is anti-people... If made a law, it would deny justice to rural people. We are thankful to the chief minister for deferring the introduction of the bill..." Banerjee said.

Parliamentary affairs minister Probodh Chandra Sinha said the chief minister "felt more discussions were required at various levels before the bill was tabled".

The *shalishi* bill, which the Opposition had said would create a quasi-judicial system controlled by the CPM-dominated panchayats, was tabled in the Assembly on December 28, triggering an Opposition uproar. But it was not discussed in the House as the government cited the devastation wreaked by the December 26 tsunami to defer proceedings.

The bill was also sent to the Assembly's select committee after Trinamul and the Congress raised objections to some of its provisions. But the panel referred it back to the House for a general discussion.

Observers felt the CPM was hesitant to push the bill fearing a backlash from rural Bengal ahead of the Assembly polls. It is learnt that sections of the Left Front and the CPM itself were opposed to it.

THE TELEGRAPH 18 MAR 2005

বিধানসভা বিধানসভা

# মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে আজ বিরোধীদের বৈঠক

## সালিশি বিল

**আজকালের প্রতিবেদন :** সালিশি বিল এবার বিধানসভায় আনা হবে কি না, তা এখনও চূড়ান্ত হয়নি। বৃহস্পতিবার এই বিলটি সম্পর্কে মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের সঙ্গে কথা বলবেন তৃণমূলের পরিষদীয় দলনেতা পঙ্কজ ব্যানার্জি। ইতিমধ্যে তৃণমূল থেকে বিধানসভায় এই বিলটি না আনার জন্য অনুরোধ জানিয়ে চিঠি দেওয়া হয়। বুধবার একই আর্জি জানিয়ে বিধানসভায় কংগ্রেস দলনেতা অতীশ সিংহ ও রাজ্য কংগ্রেসের কার্যকরী সভাপতি প্রদীপ ভট্টাচার্য মুখ্যমন্ত্রীকে চিঠি দিয়েছেন। প্রদীপ লিখেছেন, বিধানসভার স্ট্যান্ডিং কমিটির কাছে এই বিলটি পাঠানো হলেও তারা কোনও সিদ্ধান্ত না নিয়েই ফের বিধানসভায় পাঠিয়ে দেয়। আমরা শুনছি, ২২ মার্চ এই বিলটি বিধানসভায় আনা হবে। প্রদীপ লিখেছেন, বিধানসভায় এই বিলটি আনার আগে সর্বদলীয় বৈঠক হওয়া প্রয়োজন। অতীশবাবু লিখেছেন, এই বিলটি আনার আগে সকলের মতামত নেওয়া জরুরি। এই বিল আনা হলে গ্রামবাংলায় বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হতে পারে। এদিকে সালিশি বিলের প্রতিবাদ করে তৃণমূল যুব কংগ্রেস বেশ কিছু কর্মসূচি নিয়েছে। ২২ মার্চ উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার দিন তৃণমূল যুব কংগ্রেস বিধানসভা অভিযানের ডাক দিয়েছে। বিধানসভা সূত্রে জানা গেছে, ৩১ মার্চ পর্যন্ত বিধানসভায় বাজেট অধিবেশন চলবে। তারপর জুন মাসে পুরনির্বাচনের পর দ্বিতীয় পর্যায়ে অধিবেশন শুরু হবে। এর মধ্যে অন্তত সালিশি বিল আনা হচ্ছে না। অন্যদিকে বৃহস্পতিবার বিধানসভায় উপস্থিত থাকবেন মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য। তাঁর সঙ্গে এই বিলটি নিয়ে পঙ্কজের বিস্তারিত কথা হবে। বিধানসভা সূত্রে জানা গেছে, ২১ মার্চ রাজ্যের অর্থমন্ত্রী অসীম দাশগুপ্ত বাজেট পেশ করবেন। তারপর বাজেটের ওপর চলবে চারদিন আলোচনা। সুতরাং ৩১ মার্চের মধ্যে সালিশি বিল আনার সময় থাকবে না। এদিন বিধানসভার মুখ্য সচেতক রবীন দেব বলেন, সালিশি বিল কবে আনা হবে তা নিয়ে কোনও দিন ঠিক হয়নি। আগে থেকেই বিরোধী দলগুলি অহেতুক জলঘোলা করছে। এদিন প্রদেশ কংগ্রেসের পক্ষ থেকে দলের সাধারণ সম্পাদক মানস ভুঁইয়া বলেন, সালিশি বিল এলে কংগ্রেস রাস্তায় নেমে প্রতিবাদ করবে। বুধবারও অবশ্য কয়েকটি জায়গায় কংগ্রেস কর্মীরা রাস্তায় নেমে প্রতিবাদ করেন।

সালিশি বিল যদি বাতিল করাই না যায়, অন্তত কিছু সংশোধনী নিয়ে আসা হোক। বুধবার রাজ্যপাল গোপালকৃষ্ণ গান্ধীর সঙ্গে দেখা করে বার কাউন্সিল নেতৃত্ব এটাই দাবি করেন। বুধবার সন্ধ্যায় রাজ্যপালের সঙ্গে বার কাউন্সিলের সনাতন মুখার্জি, অশোক দেব, জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক, ডঃ শরদিন্দু বিশ্বাস, অসিত বসু, শিবপদ মুখার্জি, উত্তম মজুমদার, অসিত নাথ, সীতা চ্যাটার্জি, পিনাকিরঞ্জন ব্যানার্জি দেখা করেন। বলেন, সালিশি বিল গ্রাহ্য হলে মানুষের বিচারের গণতান্ত্রিক অধিকারও খর্ব হবে। যদি আটকানো না-ই যায়, এই বিচারও হাইকোর্টের নিয়ন্ত্রণে রাখা হোক।

AAJKAL 17 MAR 2005

WHY STORY

# Hint of ISI link made CM bow

**Aloke Banerjee**
*Kolkata, March 16*

STATE AND Central intelligence agencies have told chief minister Buddhadeb Bhattacharjee that the ISI has infiltrated the GNLF in Darjeeling and is trying to resurrect the agitation for Gorkhaland, giving the CM enough reasons to chicken out under Subash Ghisingh's threat of violence, top government officials and CPI(M) leaders told *Hindustan Times* on Wednesday.

The chief minister's decision to accept Ghisingh as the caretaker of the DGHC in spite of strong protests from his own party — the CPI(M) — as well as from other parties in the Hills, stems from such a threat perception, officials say.

What worried Buddha most was a separate report from a neighbouring country, which corroborated the findings of the Indian intelligence agencies, the sources said. The intelligence agencies have also told the chief minister that, though considerably weakened, the GNLF under Ghisingh and his 10,000 strongmen, were still capable of unleashing and sustaining serious trouble in the Hills.

DGHC DEADLOCK

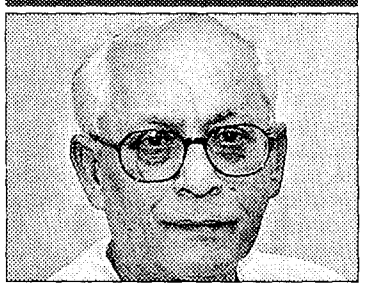

**Buddhadeb Bhattacharjee**

Intelligence agencies have also come to know of recent recruitment drives of the Ulfa and KLO in Cooch Behar, Jalpaiguri and Dinajpur, and their plans to destabilise the 'chicken's neck' in North Bengal, which, if successful, would cut off the entire North-East from the country's mainland.

The strategy adopted by the CPI(M) top brass and the government now is to accept Ghisingh as the caretaker chairman of the DGHC, and adopt a carrot-and-stick policy in order to make him agree to an election. Despite his eroding support base, it was still possible for the GNLF boss to win the elections, a senior state government official who recently went to the Hills, reportedly told Ghisingh.

CPI(M) sources said the chief minister would tell Prime Minister Manmohan Singh during their meeting in New Delhi on March 19 that the Centre, as well as the Congress, should mount pressure on Ghisingh so that he agrees to elections in the Hills in September. Efforts are also on to arrange for a one-on-one meeting between the chief minister and Congress president Sonia Gandhi during his stay in Delhi.

At the same time, however, the CPI(M) will try to strengthen its foothold in the Hills with the help of CPRM, AIGL and GNLF(C). The three anti-GNLF parties active in the Hills have already tied up with the CPI and the CPI(M) to form a five-party coordination committee, and have decided to launch a campaign demanding elections within six months.

THE HINDUSTAN TIMES 17 MAR

# Congress, Trinamul walk out of Assembly

Statesman News Service

KOLKATA, March 15. — The Congress and Trinamul Congress legislators today staged a walk-out in the Assembly separately in protest against the state government's "failure to stop starvation deaths in the districts".

Moving an adjournment motion, Mrs Sonali Guha of the Trinamul referred to the starvation death of Panchu Sheikh, a resient of Jalangi in Murshidabad, yesterday. She said another 25 people were teetering on the brink, accusing the state of looking the other way. Ms Guha also said that the rationing system had virtually collapsed. She demanded a statement by chief minister Mr Buddhadeb Bhattacharjee on the preventive steps taken so far. Mr Sobhandeb Chattopadhyay, Opposition chief whip said that the state did not learn any lesson from the starvation deaths at Chanchole and Amlasole and failed to improve the PDS in the affected areas.

The Congress separately moved an adjournment motion on the same matter. Mr Asit Mitra said tha the state did not send foo and medical help to the af fected areas and that it wa trying to hush up the mat ter.

**Social security construc tion workers:** The govern ment will soon bring th five lakh constructio workers of the state unde the social security net. Fo a provident fund scheme t be introduced soon, the workers will have to pay Rs 20 per month and the state Rs 20. They will also be given accident benefit of Rs 10,000 and pension. Women labourers will get maternity leave. Announcing this, state labour minister Mr Mohammad Amin said the matter will be placed in the Assembly soon.

**Ccouncil for vocation education:** The standing committee of the Assembly on Education, Information and Cultural Affairs and Sport Services has recommended formulation of a Bill to set up an autonomous state council or vocational education and training in the state, the chairman of the committee Mr Padmanidhi Dhar said in the Assembly today.

THE STATESMAN 16 MAR 2004

# Anil for all-party pie in Hill panel

KOLKATA, March 15. — If yesterday belonged to Mr Subash Ghisingh, this afternoon possibly opened a new road for his political opponents.

Under pressure from CPRM, All India Gorkha League, CPI and GNLF(C) leaders, CPI-M state secretary Mr Anil Biswas today demanded formation of a "board of administrators" comprising leaders from these five-parties. Also, "free and fair election" to form a new council have to be held "at the earliest", he said.

"Anybody can become the chairman of the caretaker board. We have no problem if Mr Ghisingh takes that post as long as all parties are represented at the board. We don't want any autocracy. We want rule of law," Mr Biswas said at Alimuddin Street after talking to the leaders from the Hills for about one-and-a-half hours.

Left Front chairman Mr Biman Bose said that the matter will be taken up at the next Front meeting on 24 March. Municipal affairs minister Mr Ashok Bhattacharya was also present there.

Since the chief minister is supposed to take the final call on the composition of the administrative body after consultation with the Prime Minister, pressure is evidently mounting on Mr Buddhadeb Bhattacharjee. Party leaders also feel that these developments will help the chief minister in his negotiations with the Centre.

During today's meeting at Alimuddin Street, GNLF (C) leader Mr DK Pradhan, All India Gorkha League leader Mr Madan Tamang and Mr RB Rai criticised the chief minister for buckling under the pressure from Mr Ghisingh. Other Hills leaders who attended the meeting were Mr Ananda Pathak, Mr KB Water, Mr Sawan Rai and Mr KC Lepcha. Although the CPI district unit did not send anyone to Kolkata, Mr Biswas said the ally was with the anit-GNLF coalition.

It was possibly one question — will the Congress be allowed to join the new board of administrators — that gave out the sublime tension. "We believe in democracy. Yes the Congress can come. But Congress at Delhi started all these troubles. Mr Ghisingh is a scion of the Congress," Mr DK Pradhan said. Mr Madan Tamang blamed the state government equally.

"How can the chief minister get scared if someone says ISI and Maoists have taken shelter in Darjeeling. There is no ISI in the Hills and we have never seen any Maoists there," Mr Tamang said.

Mr Biwas said the CPI-M will stage agitation and organise joint meetings with these parties "till the elections and even after that". "Democracy cannot be established without agitation," Mr Asc[illegible]

THE STATESMAN 16 MAR 2005

# Amended DGAHC Bill passed

Statesman News Service

KOLKATA, March 14. — The Darjeeling Gorkha Autonomous Hill Council (Amendment) Bill, 2005 was passed by the state Assembly today.

As demanded by GNLF chief Mr Subash Ghisingh, the word "autonomous" mentioned in the original Hill Council Act of 1988 has been deleted. Since the hill council's term has come to an end it will now be run by an "administrator" or "board of administrators headed by a chairman" who, by the provision of a second amendment moved today, will be the "caretaker". Elections to form a new council will have to be held within six months.

Although chief minister Mr Buddhadeb Bhattacharjee will consult the Prime Minister on formation of the caretaker body, speculations are rife that Mr Ghisingh will be the chairman and sole member. Several GNLF leaders have already hinted that other members of the council will resign and let Mr Ghisingh run the show.

The amendment Bill has introduced some interesting changes in the original Act of 1988. To start with, Clause 6 says: "Provided also that if the government may consider necessary so to do in the public interest, it may, by order, change the Administrator or reconstitute the Board of Administrators."

Clause 6 (1A) says: "... the powers exercisable, and functions performed, by the Chief Executive Councillor under the Act shall be exercised and performed by such authority as the Government may, by notification, specify."

GNLF legislator Ms Shanta Chhetri welcomed the Bill. "All our demands have been met. It is obvious that Mr Ghisingh will serve as the chairman." Elections to the hill council will be held in six months, she added.

Although the Bill was signed by Mr Bhattacharjee, it was the urban and municipal affairs minister, Mr Asok Bhattacharya, who moved it. While the Congress supported the Bill, the Trinamul Congress opposed it on the floor of the House.

Faced with comments from Opposition leaders that the government gave in to Mr Ghisingh's pressure, he said the administrator or board of administrators will not have the same powers earlier enjoyed by the hill council members and the chairman. The Left Front chief whip Mr Rabin Deb moved the amendment to introduce the word "caretaker". "Did Mrs Rabri Devi make policy decisions when she was the caretaker chief minister of Bihar? The Bill has not given absolute power to the caretaker," Mr Bhattacharya said.

"We were blackmailed by Mr Subash Ghisingh and hence, introduce the Bill to ensure peace in the Hills. He promised to announce the date of the election after the tripartite talks in Delhi. But he did not keep his word. Mr Ghisingh thinks that he represents the hill people. But he has lost the mandate," the minister said.

Mr DK Pradhan, legislator from GNLF (C), which is opposed to Mr Ghisingh, strongly criticised the Bill and said: "This is like buying peace at the cost of democracy. The state government should not bring in the Nepal issue as it has got nothing to do with Darjeeling."

## Land reforms, tenancy Bills get the nod

KOLKATA, March 14. — The state Assembly today passed the West Bengal Land Reforms and Tenancy Tribunal (Amendment) Bill 2005 and the West Bengal Premises Tenancy (Amendment) Bill 2005.

The Land Reforms and Tenancy Tribunal (Amendment) Bill amends the Tenancy Tribunal Act of 1997 to omit the Kolkata Thika and other Tenancies and Lands (Acquisition and Regulation) Act 1981 included as a specified Act and includes the West Bengal Thika Tenancy (Acquisition and Regulation) Act, 2001 as a specified Act.This will enable the West Bengal Land Reforms and Tenancy Tribunal to exercise jurisdiction, power and authority in relation to any order made by an authority under the provisions of the West Bengal Thika Tenancy (Acquisition and Regulation) Act, 2001.

The West Bengal Premises Tenancy (Amendment) Bill, on the other hand, has substituted the word "Controller" with the words "Civil Judge" in Sections 6,7, 9,11 and Schedule I of the West Bengal Premises Tenancy Act of 1997 to enable a civil judge to deal with matters relating to eviction of tenants, recovery of immediate possession of any premises let out as per provisions in Section 9 of the Act.— SNS

THE STATESMAN

15 MAR 2005

# Centre for jute mills revival: CM

CHAMPDANI (Hooghly), March 14. — Chief minister Mr Buddhadeb Bhattacherjee today said that the UPA government will form a jute commission for the survival of jute mills across the country.

Speaking at the open session of the state conference of Citu-affiliated Bengal Chatkal Mojdur Union, he said: "I will hold talks with the Prime Minister next week. The commission will be formed to keep the jute sector alive and serve the interests of 2.4 lakh jute workers in West Bengal."

He said the UPA doesn't seem serious about implementing the CMP. "We have told the Congress that they are inviting danger by following the NDA's path. The Centre is also thinking of reopening 27 industrial units that the NDA had closed." — SNS

THE STATESMAN 15 MAR 2005

# Home truths

## Rezzak will face the consequences

It is not clear what provoked the land and land revenue minister, Abdur Rezzak Molla to call his department "corrupt and its officers thieves". He said corruption had far exceeded the danger mark; facts in his possession would cause a violent eruption; more than 50 per cent of the employees were corrupt. Such sweeping generalisations come after thousands of hectares of high grade cultivable land in two 24 Parganas districts alone have been converted into bheris, brick kilns and real estates by land mafia with connivance of party leaders and a section of officials. They have all benefited, in cash and kind and also ensured party coffers were filled. Besides, the land mafia provided "logistical support" to the party. In 1997 the minister himself beat a hasty retreat when an investigating party arrive in Bhangar. He did it as very senior comrades were involved. At the party's recent South 24 Parganas district conference, serious charges were levelled against the leadership for getting involved in underhand business deals, including real estate.

There is no doubt that Molla's recent utterances were without approval of Alimuddin Street. No less than a member of Benoy Konar's standing reprimanded Molla and advised him not to indulge in "heroics". After all no one person, according to Konar, can fight corruption which is a product of Indian governance. Konar was upset by Molla blowing the whistle specially when party comrades in cahoots with officials were making money. The lucrative chain with the land mafia is in danger. This is another instance of how 28 years in office have brought a sea change in attitude of Marxists. The same Konar in his public speeches during Siddhartha Shankar Ray's rule used to spit fire against the "corrupt Congress". Even forgetting what used to be said about Atulya Ghosh and Prafulla Sen, worse was said about Ray's ministers by Alimuddin Street. Now it comes to corrupt practices of some of the current Marxist ministers. No wonder what Molla said echoes the complaint of Benoy Choudhury, his much respected predecessor, that contractors call the shots in the party. For telling these home truths, Benoy Choudhury suffered abuse from Jyoti Basu — Molla as a lesser fly, should hear worse!

THE STATESMAN

14 MAR 2005

# PM, CM to decide Hills fate

Statesman News Service

SILIGURI, March 13. — A decision on appointing GNLF chief Mr Subash Ghisingh as administrator in the Hills would only be taken after Mr Buddhadev Bhattacharjee's meeting with the Prime Minister.

Mr Bhattacharjee said this after a marathon meeting with party colleagues and representatives of other anti-GNLF parties today. He would be meeting Dr Manmohan Singh on 19 March.

GNLF MLA Mrs Shanta Chettri said the chief minister had agreed to accept the GNLF demand, one way or the other. The demands include delaying the Hill Council polls and installing Mr Ghisingh as administrator of the council.

PDF leaders, who took part in the meeting, said the chief minister gave three options — appointing a bureaucrat as administrator, creating a board of administrators taking in representatives from all hill parties with Mr Ghisingh heading it and letting Mr Ghisingh continue as the chairman. The Opposition leaders preferred the second option.

The chief minister announced that state urban development minister Mr Asok Bhattacharya, would table a Bill in the state Assembly tomorrow seeking amendment of the Council Act. He said that the government had not perceived this sort of a problem, when the present Act was put into force. The Bill would be an interim arrangement and election would be held within six months, he said.

Later, talking to reporters, the convenor of the Hill Opposition, Mr Sawan Rai, made it clear that if the state appoints Mr Ghisingh as caretaker, they would launch a movement that would include an indefinite strike in the Hills.

However, AIGL leader Mr Madan Tamang said: "The Opposition parties are ready to work under Mr Ghisingh, if the government forms the board of administrators democratically, with representation from all political parties."

Mr Buddhadeb Bhattacharjee talks to reporters at Circuit House in Siliguri on Sunday. — The Statesman

THE STATESMAN 14 MAR 2005

# Modi flies into Bengal storm

## Held up at airport by protesters

**HT Correspondent**
*Kolkata, March 13*

NARENDRA MODI, on his first visit to Kolkata since the Gujarat riots, flew into a sea of black flags at the airport this afternoon with more than 200 slogan-shouting Youth Congress members keeping him cooped up for an hour within the protective enclosure of the VVIP lounge.

In the city to take part in a debate, the BJP strongman could be escorted out only after security personnel were joined by reinforcements.

Youth Congress activists justified their protest, saying Modi's arrival posed a threat to communal harmony in the state. "He (Modi) will vitiate the secular fabric of Bengal," Amitava Chakraborty, state Youth Congress president, said amid slogans of "Killer of democracy, murderer Modi go back."

The scene was repeated outside Calcutta Club, the venue for the debate, where members of the DYFI, SFI and the West Bengal Muslim Students Union (WBMSU) staged a noisy protest, stalling traffic on A.J.C. Bose Road (between Haldiram and Rabindra Sadan) for more than an hour. The armed police had a tough time controlling the mob, which pulled down the welcome arch, burnt Modi's effigy and tried to storm the club premises.

Invitees to the programme, including petroleum minister Mani Shankar Aiyar, had to make their way on foot through the crowd which refused to retreat despite a lathi-charge by the police.

The situation threatened to get out of control when a large number of BJYM members appeared on the spot to greet Modi and a group of CPI(ML) supporters tried to approach the venue from the opposite direction. The police, anticipating a clash, arrested the CPI(ML) supporters.

A demonstration against Modi outside the venue for the debate.

BJP state secretary Rahul Sinha called the protest an attempt to throttle democracy in the state. "The Congress tried similar, undemocratic means in Goa and Jharkhand — with the CPI(M)'s support. But the people of Jharkhand have taught them a fitting lesson. We don't believe in the politics of retaliation. We will deal with them politically," he said.

Modi is also in trouble in his home state where a section of BJP legislators have revolted against his style of functioning, leading party president L.K. Advani to say, "Gujarat is among the best administered states in the country. The MLAs may differ with his style but no one complains about his administrative capacity, his ability, his honesty."

THE HINDUSTAN TIMES

14 MAR 2005

# Ghisingh relents on Phase I

STATESMAN NEWS SERVICE

DARJEELING, March 12. — The GNLF today withdrew its 72-hour strike threat starting 16 March with the party chief and present DGAHC chairman, Mr Subash Ghisingh, announcing that the decision was taken as the state had agreed to its demand to install a caretaker to run the council from 26 March. The announcement comes ahead of the government placing a Bill in the Assembly to amend the DGAHC Act on 14 March. The amendment will create a dispensation to run the hill council after the expiry of the General Council's term on 25 March. The amendment will also drop the word "Autonomous" from the council's nomenclature.

Announcing the decision to call off the strike after the meeting of the party's central committee at Gymkhana today, Mr Ghisingh also expressed his satisfaction at the proposed change in the nomenclature. "Now, we have no reason to quarrel with the state government. They have met all our demands. Therefore, our party has decided to call off the proposed three-day bandh starting from 16 March," said a "grateful" Mr Ghisingh.

The more ominous part of the of the bandh threat — shutdown for nearly 90 days spread over until July — remains. "The serial-bandh programme remains to ensure that an alternative to council is found in the talks between the Centre, state and the DGAHC," the GNLF leader warned.

Asked about the economic harm the bandh threats were causing, Mr Ghisingh replied that tourism and tea were "minor issues." He said: "Against the larger interest of the hills, other issues just do not count. We should think about the welfare of Darjeeling hills."

Notwithstanding Mr Ghisingh's arguments, people sighed in relief as news of the strike withdrawal spread. The mega-strike threat of the GNLF had locals in grips of anxiety, especially this being the tourist season, besides the time for exams and first flush plucking in the tea gardens.Notably, braving adverse consequences, around one hundred concerned citizens had gathered in a town auditorium yesterday to speak out against the bandh threat. They sent an appeal to the GNLF and other parties to desist from calling bandhs. Today, the organisers of the meet thanked the party for taking a "pro-people stand" by withdrawing the bandh call.

## ASOK SCEPTICAL

SILIGURI, March 12. — By calling off the proposed 16 March strike, Mr Subash Ghisingh may be "reciprocating" the state's soft stand, but, the state urban development minister Mr Asok Bhattacharya feels otherwise. "Mr Ghisingh had to withdraw the strike under public pressure," Mr Bhattacharya said here today. "The GNLF chief always resorted to blackmail to gain power and retain it. He backtracked thanks to the popular resistance." — SNS

13 MAR 2005

THE STATESMAN

THE STATESMAN

# Handle Hills issue 'softly': CM tells Opp

KOLKATA, March 11. — The state government will not go into any confrontation with GNLF supremo Mr Subash Ghisingh and possibly accept most of his demands.

This was clear when the chief minister, Mr Buddhadeb Bhattacharjee, told Opposition legislators today that the Darjeeling issue needs to be handled "softly" in view of the Nepal crisis.

The meeting was attended by Left Front chief whip Mr Rabin Deb, leader of the Opposition, Mr Pankaj Banerjee, Congress leader Mr Asit Mitra and GNLF legislator Ms Shanta Chhetri. Although the chief minister refused to divulge the details of the meeting held at the Assembly, Mr Deb said Mr Bhattacharjee requested the Opposition leaders to cooperate with the government so that the Hill Council Amendment Bill is passed unanimously when it is tabled on 14 March.

"He said we all need to carefully study the crisis in Nepal and handle the Darjeeling issue softly," Mr Deb said. Claiming that the government was not bowing down before Mr Ghisingh, he said: "We need to be practical before taking any action. People also need to know why no meeting of the hill council was held in three years."

Ms Chhetri said GNLF leaders will meet tomorrow to decide their course of action. "It is our demand that Mr Ghisingh, and no one else, should be the caretaker of the council till the elections are held. We have welcomed the amendment Bill but we will not accept any administrator appointed by the government," she said.

Though Ms Chhetri claimed that Mr Bhattacharjee today agreed to Mr Ghisingh taking over as caretaker, the other legislators said no such assurance was given to Ms Chhetri.

"Our party will decide its stand at the next meeting. As the chief minister said, the crisis in Nepal cannot be allowed to spill over into Bengal through Darjeeling," Mr Banerjee said.

Mr Asit Mitra said that the state Congress was waiting for instructions from Mr Pranab Mukherjee. "We agree that the recent incidents in Nepal are a cause for concern. But it is also true that the state government woke up to the hill problem too late. The preparation for the hill council election should have started one year ago," Mr Mitra said. — SNS

12 MAR 2005

# রাজ্যপালের বক্তৃতার মধ্যেই তুমুল বিক্ষোভ বিরোধীদের

**স্টাফ রিপোর্টার:** বিধানসভায় এ বার বিরোধীরা যে প্রতিবাদের ঝড় তুলবেন, তা তাঁরা বুঝিয়ে দিয়েছেন বৃহস্পতিবারেই। এ দিন অধিবেশনের শুরুতে রাজ্যপাল গোপালকৃষ্ণ গাঁধীর বক্তৃতার সময়েই ওয়েলে নেমে বিক্ষোভ দেখায় প্রধান বিরোধী দল তৃণমূল কংগ্রেস। আইনশৃঙ্খলার প্রশ্নে এবং আমলাশোল-জলঙ্গিতে অনাহারে মৃত্যু, বন্ধ কলকারখানা নিয়ে বিরোধীরা যে আক্রমণ হানবেন, সরকার পক্ষও তা বুঝেছে। আক্রমণের মোকাবিলায় প্রস্তুত হচ্ছে তারাও। বিরোধীদের প্রতিবাদ কী ভাবে প্রতিহত করা হবে, তা নিয়ে আজ, শুক্রবার বিধানসভায় বামফ্রন্টের বিধায়কদের সঙ্গে বৈঠকে বসছেন মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য।

ওই বৈঠকে কোনও প্ররোচনায় পা না-দিয়ে ধৈর্য ও সহনশীলতার সঙ্গে পরিস্থিতি মোকাবিলা করার পরামর্শ বিধায়কদের দেওয়া হবে বলে জানান বামফ্রন্টের মুখ্য সচেতক রবীন দেব। এ দিন তিনি বলেন, "আমরাও চাই, বিভিন্ন বিষয়ে বিতর্ক হোক। যুক্তির উপরে নির্ভর করে বিতর্কের জবাব দিতে বলা হবে সদস্যদের। যে-বিষয়ে বলবেন, তা নিয়ে সদস্যদের ওয়াকিবহাল থাকতে হবে।"

এ দিন রাজ্যপালের উদ্বোধনী বক্তৃতার সময় তৃণমূলের সদস্যেরা যে-ভাবে প্ল্যাকার্ড হাতে নিয়ে বিক্ষোভ দেখিয়েছেন, তার নিন্দা করেছেন রবীনবাবু। বক্তৃতা শেষ করে রাজ্যপাল অবশ্য বিরোধীদের দিকে এগিয়ে যান এবং হাত জোড় করে তাঁদের নমস্কার করেন। গলা সপ্তমে চড়িয়ে তৃণমূলের যে-সদস্যা 'রাজ্যপাল ফিরে যাও' বলে স্লোগান দিচ্ছিলেন, সেই সোনালি গুহের কাছে গিয়েও মাথা নুইয়ে নমস্কার করেন গোপালকৃষ্ণ। সব সদস্যই রাজ্যপালকে প্রতি নমস্কার করেন। রবীনবাবু বলেন, "রাজ্যপাল যে-শিষ্টাচার দেখিয়েছেন, তা দেখে তৃণমূলের শিক্ষা নেওয়া উচিত।"

বিরোধী দলনেতা পঙ্কজ বন্দ্যোপাধ্যায় অবশ্য রবীনবাবুর বক্তব্যকে আমল না-দিয়ে বলেন, "শালীনতা বজায় রেখেই আমরা রাজ্যপালের বক্তৃতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়েছি। কারণ, ওই বক্তৃতায় রাজ্যের প্রকৃত ছবি ছিল না।" কংগ্রেসের পরিষদীয় দলের নেতা অতীশ সিংহও রাজ্যপালের বক্তৃতার সমালোচনা করে বলেন, "রাজ্যপালের বক্তৃতা অসত্য তথ্যে ভরা। রাজ্যের জ্বলন্ত সব সমস্যা ও তার সমাধানের কোনও উল্লেখই ছিল না তাঁর বক্তৃতায়।" একই অভিযোগ তুলে রাজ্যপালের বক্তৃতা চলাকালীনই কক্ষ ত্যাগ করেন এস ইউ সি-র দুই সদস্য।

এ দিকে, রাজ্যে অনাহারে মৃত্যু ও মহিলাদের উপরে নির্যাতনের প্রতিবাদে তৃণমূল মহিলা কংগ্রেস এ দিন বিধানসভা অভিযান করে। কিন্তু রানি রাসমণি রোডের মুখেই পুলিশ তাদের আটকে দেয়। পুলিশের সঙ্গে ধস্তাধস্তিতে পাঁচ জন আহত হয়েছেন বলে অভিযোগ করেছেন সংগঠনের রাজ্য সভানেত্রী কাকলি ঘোষদস্তিদার।

ANADABAZAR PATRIKA 11 MAR 2005

# রাজ্যপালের বক্তৃতা থেকে পাক চর প্রসঙ্গ বাদ

**স্টাফ রিপোর্টার:** ক্রিকেট-কূটনীতি, পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট পারভেজ মুশারফের সম্ভাব্য কলকাতা সফর এবং ভারত-পাকিস্তান কূটনৈতিক আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে শেষ মুহূর্তে বিধানসভায় রাজ্যপালের বক্তৃতা থেকে বাদ দেওয়া হল রাজ্যে 'পাক গুপ্তচর সংস্থা আই এস আই'-এর কার্যকলাপ প্রসঙ্গ। বৃহস্পতিবার বিধানসভার বাজেট অধিবেশনের উদ্বোধন করে রাজ্যপাল যে-বক্তৃতা দেন, ১২ পাতার সেই বক্তৃতাতেই সাদা কাগজ আটকে পাকিস্তানি গুপ্তচর সংক্রান্ত অনুচ্ছেদটি বাদ দেওয়া হয়েছে।

গত কয়েক বছর রাজ্যপালের বক্তৃতায় প্রায় নিয়ম করেই রাজ্যে আই এস আইয়ের কার্যকলাপের সংক্ষিপ্ত বিবরণ এবং কেন্দ্রের সহায়তায় রাজ্য সরকার কী ভাবে তার মোকাবিলা করছে, তার উল্লেখ থাকত। এ বারেও তার ব্যতিক্রম হয়নি। কিন্তু শেষ মুহূর্তে দিল্লির হস্তক্ষেপে মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য রাজ্যপাল গোপালকৃষ্ণ গাঁধীর সঙ্গে আলোচনা করে এই অনুচ্ছেদটি ছেঁটে ফেলার সিদ্ধান্ত নেন। কিন্তু ছেঁটে ফেলার সিদ্ধান্ত নেওয়ার পরে ১২ পাতার ইংরেজি এবং ১১ পাতার বাংলা বক্তৃতা থেকে ওই অনুচ্ছেদ বাদ দিয়ে তা নতুন করে ছাপার সময় আর ছিল না। তাই সাদা কাগজ কেটে বাংলা ও ইংরেজি দুই বক্তৃতাতেই ওই অনুচ্ছেদটি ঢাকা দেওয়া হয়।

কী লেখা ছিল ওই ষষ্ঠ অনুচ্ছেদে? সরকারি সূত্রের খবর, রাজ্যের অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা বিষয়ে বলতে গিয়ে উত্তরবঙ্গে কে এল ও এবং আলফার সশস্ত্র জঙ্গি কাজকর্ম, রাজ্যে জনযুদ্ধ-মাওবাদীদের তৎপরতা এবং তার মোকাবিলায় সরকারের ভূমিকা ব্যাখ্যা করার পরেই এসেছিল আই এস আইয়ের প্রসঙ্গ। ষষ্ঠ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছিল: অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তার ক্ষেত্রে আর একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হল রাজ্যে আই এস আইয়ের কার্যকলাপ। আই এস আইয়ের এজেন্ট এবং আই এস আইয়ের সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিরা, যাদের অধিকাংশই প্রতিবেশী রাষ্ট্র থেকে এই রাজ্যে অনুপ্রবেশ করছে, তারা গুপ্তচরবৃত্তি থেকে শুরু করে রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে প্রায় যুদ্ধ ঘোষণা করেছে। কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থাগুলির সক্রিয় সহায়তায় রাজ্য পুলিশ এই নাশকতার বিরুদ্ধে কার্যকর ব্যবস্থা নিচ্ছে।

এ দিন রাজ্যপালের বক্তৃতা শুরু হতেই তার বাংলা ও ইংরেজি প্রতিলিপি বিধায়ক ও সাংবাদিকদের মধ্যে বিলি করা হয়। প্রতিলিপিতে কাগজ চাপা ষষ্ঠ অনুচ্ছেদ দেখার পরেই শুরু হয়ে যায় জল্পনা। রাজ্যপালই কি শেষ মুহূর্তে বক্তৃতা থেকে এই অংশটি বাদ দিলেন? সরকারি সূত্রে জানা যায়, রাজ্যপাল রাজ্য সরকারের তৈরি করা এবং মন্ত্রিসভার অনুমোদিত এই বক্তৃতায় পূর্ণ সম্মতি দিয়েছিলেন। নিয়ম অনুযায়ী সেই খসড়া নিয়ে তাঁর কাছে গিয়েছিলেন মুখ্যসচিব অশোক গুপ্ত। সেই খসড়া পড়ে অনুমোদন করেন গোপালকৃষ্ণ। যথাসময়েই তা ছাপা হয়ে চলেও আসে।

কিন্তু গত দু'তিন দিনের ক্রিকেট-কূটনীতিকে ঘিরে ভারত-পাকিস্তান সম্পর্ক আবর্তিত হতে হতেই মুশারফ দু'দেশের চলতি সিরিজে টেস্ট ম্যাচ দেখার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। তিনি ৭-১০ দিন আগে ইচ্ছা প্রকাশ করলেও একটু দেরিতে তার প্রত্যুত্তর দেয় দিল্লি। গত মঙ্গলবার ভারতের পক্ষ থেকে ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের তরফে পাক প্রেসিডেন্টকে ভারত-পাকিস্তান টেস্ট ম্যাচ দেখার জন্য আমন্ত্রণ জানানো হয়। মুশারফ সেই আমন্ত্রণ গ্রহণ করার পরেই দিল্লির তৎপরতা বেড়ে যায়।

মুশারফের সম্ভাব্য সফরসূচিতে ইডেন টেস্ট থাকায় কূটনৈতিক তৎপরতা শুরু হয়ে গিয়েছে কলকাতাতেও। যে-হেতু পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট কলকাতায় আসছেন, সেই কারণেই তাঁর সফর ঘিরে রাজ্য সরকারকেও একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে হবে। মহাকরণকে তাদের প্রাথমিক 'ব্রিফিং'-এর সময়েই সেই বিষয়ে সতর্ক করে দেয় কেন্দ্রীয় সরকার। বুধবারের প্রাথমিক 'ব্রিফিং'-এর পরে ঠিক হয়, রাজ্যপালের বক্তৃতা থেকে আই এস আই সংক্রান্ত অনুচ্ছেদটি বাদ দেওয়া হবে।

প্রাথমিক ভাবে স্পিকার হাসিম আব্দুল হালিম বলেন, ছাপার ভুল। কিন্তু একটি আস্ত অনুচ্ছেদ নিতান্তই 'ছাপার ভুল', এটা আদৌ গ্রহণযোগ্য নয়। শেষ পর্যন্ত তিনিও স্বীকার করেন, যখন ভারত-পাক সম্পর্ক উন্নয়নের প্রয়াস চলছে, মুশারফের কলকাতা সফরের সম্ভাবনা যখন ষোলো আনা, তখন এই ধরনের বক্তব্য যাতে কোনও ভুল সঙ্কেত না-পাঠায়, সেই জন্যই বাদ দেওয়া হয়েছে ষষ্ঠ অনুচ্ছেদ।

● **বক্তৃতার মধ্যেই বিক্ষোভ...পৃঃ ৭**

11 MAR 2005

THE TELEGRAPH

# Buddha dials Ghisingh before date with PM

A STAFF REPORTER

**Calcutta, March 9:** Chief minister Buddhadeb Bhattacharjee today appealed to Subash Ghisingh to call off the string of strikes his GNLF has threatened in Darjeeling.

Bhattacharjee has also lined up a meeting with Prime Minister Manmohan Singh in New Delhi on March 19 to discuss the stand-off over the GNLF's demand for an "alternative" to the Darjeeling Gorkha Hill Council (DGHC) and the nomination of Ghisingh as caretaker once its term expires on March 26.

The demand is seen as a DGHC attempt to pre-empt the Bhattacharjee government's move to appoint an administrator and not extend the term of the hill council.

The chief minister, who telephoned Ghisingh this morning, said he did not want to get into a confrontation with the GNLF chief, "especially in view of the situation in Nepal".

"I asked him why he was calling the bandhs when all his demands had been met .... He listened and said he would talk to his colleagues," the chief minister told a news conference at Writers' Buildings.

Bhattacharjee said the Left Front government is in touch with the Centre and added that he also spoke to defence minister Pranab Mukherjee in the morning. "The Prime Minister is disturbed over the issue, and so am I," Bhattacharjee said.

Before his meeting with the Prime Minister, the DGHC act will be amended in the Assembly on March 14.

On whether the government would consider appointing Ghisingh the DGHC administrator after March 26, the chief minister said: "The provisions of the interim arrangement would be flexible.... There are about three to four proposals. However, I cannot tell you anything about it before it is placed in the Assembly."

Asked if he was succumbing to pressure from the GNLF boss, Bhattacharjee said: "I don't want to create a new front there or create any kind of confrontation. I'm trying my best to persuade him."

As the chief minister talked peace, municipal affairs minister Asok Bhattacharya declared war. He threatened to organise bandhs, meetings and demonstrations in the hills to counter the GNLF leader's "unjustified demands".

"The people of the hills won't accept this so easily. They'll raise their voices of protest.... If Ghisingh thinks he can rule like the king of Nepal, then he is very wrong. If the (DGHC's) term is over, then he has to be prepared for the elections," he said.

"One must not make a mistake in thinking it is the same Darjeeling today. If there's an election now, the GNLF will be defeated."

Bhattacharya said leaders of parties opposing Ghisingh would meet Bhattacharjee in Siliguri on Sunday and Left leaders Biman Bose and Anil Biswas in Calcutta two days later. A front to counter the GNLF has been formed in Darjeeling, he added.

The chief minister, asked why Ghisingh was being unreasonable, said: "He is losing his ground and there is infighting in the GNLF".

The chief minister said: "I told him that if there are no elections, then the ISI would take even more advantage.... I have not announced elections in a one-sided manner."

10 MAR 2005

# বিস্ফোরক-সন্ধানী ব্রিফকেস বুদ্ধের জন্য

**সুরবেক বিশ্বাস**

মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য ও তাঁর পরিবারের নিরাপত্তার জন্য রাজ্য সরকার কিছু বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। স্বরাষ্ট্র দফতর সূত্রের খবর, এই ধরনের ব্যবস্থা রাজ্যে তো বটেই, গোটা দেশেই বিরল।

যদিও বুধবার মহাকরণে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, তিনি এ নিয়ে ভীত নন। তাঁকে হত্যা ও তাঁর কন্যাকে অপহরণের ছক জানিয়ে চিঠি আসার বিষয়টি স্বীকার করে নিয়ে বুদ্ধবাবু এ দিন বলেন, "আমি তো শুধু পিতা নই, রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীও। সেই দৃষ্টিকোণ থেকেই বিষয়টি দেখছি। আমি ভীত নই।" নিজের ও পরিবারের উপরে জঙ্গি হামলার আশঙ্কাকে মুখ্যমন্ত্রী 'পেশাগত ঝক্কি' বা 'প্রফেশনাল হ্যাজার্ডস' বলে উল্লেখ করেছেন। তিনি জানান, গোটা বিষয়টি তাঁর নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা অফিসাররাই দেখছেন।

চিঠি আসার পরিপ্রেক্ষিতে ওই অফিসাররা যে-পরিকল্পনা নিয়েছেন, তাতে নিরাপত্তার প্রচলিত ধারণাটাই পাল্টে ফেলা হয়েছে। স্বরাষ্ট্র দফতর সূত্রে খবর—

● নতুন নিরাপত্তা ব্যবস্থার অঙ্গ হিসাবে অস্ত্র বা বিস্ফোরক শনাক্ত করতে প্রথাগত মেটাল ডিটেক্টর-এর মতো যন্ত্র ছাড়াও এমন কিছু আধুনিক যন্ত্র ব্যবহার করা হবে, যেগুলিকে এমনিতে বোঝাই যাবে না।

● আপাতদৃষ্টিতে এগুলিকে সাধারণ ব্রিফকেস, গাড়ির দরজা-জানলা কিংবা সাইলেন্সর পাইপ মনে হবে। এবং এর মধ্যেই থাকবে অতি শক্তিশালী বিস্ফোরক বা অস্ত্র শনাক্তকারী যন্ত্র। এই ধরনের যন্ত্রের পাল্লাও অনেক বেশি। আশপাশের বেশ খানিকটা এলাকা জুড়েই তার 'চোখ' বা 'নাক' কাজ করবে এবং গণ্ডগোলের কিছু বুঝলেই গোপন সঙ্কেত দেবে।

● সেই সঙ্গেই মুখ্যমন্ত্রী ও তাঁর পরিবারের নিরাপত্তায় প্রবর্তন করা হচ্ছে পাশ্চাত্যের দেশগুলির মতো 'আন্ডার কভার পার্সন'-এর ব্যবস্থা। সোজা কথায়, ছদ্মবেশী নিরাপত্তারক্ষী। সাদা পোশাকে তো বটেই, সশস্ত্র এই নিরাপত্তারক্ষীরা এমন ভাবে থাকবেন ও এমন পরিচয়ে থাকবেন, যাতে তাঁদের প্রকৃত পরিচয় কোনও ভাবেই বোঝা না যায়। এক অফিসারের কথায়, "ধরা যাক, মুখ্যমন্ত্রীর কন্যার সঙ্গে এক জন রয়েছেন, যাঁর পরিচয় বন্যপ্রাণী সংগঠনের কর্মী। তিনি সে ভাবেই কাজ করবেন, সংগঠনের বিভিন্ন সভায় অংশ নেবেন। আসলে তিনি কিন্তু নাইন এম এম পিস্তল নিয়ে এক জন স্পেশাল সিকিওরিটি এজেন্ট।"

বস্তুত, স্বরাষ্ট্র দফতরের কর্তা ও মুখ্যমন্ত্রীর নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা অফিসাররা এটা বুঝতে পেরেছেন, বুদ্ধবাবু, তাঁর স্ত্রী ও কন্যার উপরে জঙ্গি হামলার আশঙ্কা উত্তরোত্তর যে-ভাবে বাড়ছে, তাতে শুধু অস্ত্রশস্ত্র বা লোকবল বাড়ানোটাই নিরাপত্তা নিশ্ছিদ্র করার পক্ষে যথেষ্ট নয়। পদ্ধতিগত ও প্রযুক্তিগত পরিবর্তনও জরুরি। নিরাপত্তা ঢেলে সাজার যা খরচ, রাজ্য সরকার না-পারলে কেন্দ্র পুরো ব্যয়ভার গ্রহণ করবে। দিল্লি থেকে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক এ কথা জানিয়ে দিয়েছে বলে মহাকরণ সূত্রের খবর।

তবে এই ধরনের নিরাপত্তা ব্যবস্থা চালু করার পরিকল্পনা নেওয়া হলেও বাস্তবে সেটা কত দূর প্রয়োগ করা যাবে সেই ব্যাপারে সংশয় প্রকাশ করেছেন স্বরাষ্ট্র দফতরের কর্তাদের একাংশ। তাঁদের এক জন বলেন, "এখনও পর্যন্ত মুখ্যমন্ত্রীর নিরাপত্তায় বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই অফিসার ও কর্মীদের মধ্যে ঢিলেঢালা ভাব লক্ষ করা যাচ্ছে। অনেক কিছুই তাঁরা হাল্কা ভাবে নেন। কিন্তু এর জন্য অনবরত প্রশিক্ষণ নিয়ে নিরাপত্তায় সজাগ থাকার ব্যাপারটাকে যে অভ্যাসে পরিণত করতে হবে, সেটাই অনেকে জানেন না।" তাঁর বক্তব্য, মুখ্যমন্ত্রী ও তাঁর পরিবারের নিরাপত্তার দায়িত্বে যাঁরা আছেন, তাঁদের মানসিকতা পরিবর্তনই সব চেয়ে আগে দরকার।

ANADABAZAR PATRIKA 10 MAR 2005

# Minister warns corrupt officers

Statesman News Service

KOLKATA, March 8. — It was state land and land reforms minister Mr Abdur Rezzak Mollah's turn today to threaten disgruntled revenue officers in his department with exposing "earth-shattering evidence of corruption". "Corruption among a majority of revenue officers in my department has crossed the danger mark," he said and added: "Right now, I am a bit cautious about my moves, but rest assured, I will explode the bomb at the right moment."

Comparing the menace with that of alcoholics who wouldn't give up drinking despite persuasion, Mr Mollah even suggested an antidote: "These people deserve to be thrown out with a kick on their butt." He is to attend a day-long meeting of his department's officers at Alipore Survey Building tomorrow where he is to place targets for them for the next financial year.

Referring to the "veiled threat to hamper revenue collection" by three revenue officers' organisations after their tiff with him last month, the minister said: "Whatever happened between us is a personal matter. They can't hold the people of West Bengal to ransom for that."

Mr Mollah, when asked whether he enjoyed the support of the chief minister and his party in this drive against corruption, said: "I represent my party. You can't sever the two. Who do you think I am? A non-entity? I am a state committee member. When the officers came to me with their demands last month, I found that the weight of their memorandum was heavier than the work they do." Even as he said this, he flung the weighty file with the memorandum before the reporters present.

But what happens if the officers refuse to bend at tomorrow's meeting? "I know how to make people work. I will quit if I don't succeed. But I am sure I will succeed," he said.

THE STATESMAN 09 MAR 2005

# Largest haul in fake notes

STATESMAN NEWS SERVICE

KOLKATA, March 5. — In one of the biggest hauls in recent times, the state criminal investigation department (CID) today seized fake currency notes worth nearly Rs 22.5 lakh.

Last week, the CID had specific information that a person would enter India from Bangladesh with a cache of fake notes. CID had obtained the leads while investigating a fake currency racket busted in Siliguri on 4 January where two persons were arrested.

Last night, CID officers conducted a raid at the house of Shankar Acharya, 43, at Lake View Road in Tollygunge area. From a suitcase in his house, wads of fake notes in denominations of Rs 1,000 and Rs 500 were confiscated leading to Acharya's arrest, DIG CID (operations) Mr Rajiv Kumar said.

Acharya is a former blood bank employee. He had returned from Khulna in Bangladesh by road yesterday evening. When the sleuths had initially searched the house and the suitcase, they drew a blank. Taking a close look at the suitcase, one of the officers found that its lid felt heavy. The sleuths then ripped off the lid and in the cavity they discovered wads of notes.

The fake notes were printed with near perfection and even bank officials could not at the first instance, make out that they were fake. According to Mr Kumar, almost all security features had been incorporated in the fake notes making it impossible to distinguish them from the original. In an ultra-violet search table, flecks on the fake notes looked as good as original.

## Test facts

- The quality of paper of fake notes is slightly thicker.
- In an original note, there are never more than six white segments on the security thread.
- In an ultra-violet search table, the watermark on an original note showed a deep shade of blue. In the fake notes, it is fainter.

The CID sleuths are trying to establish the supply line of the fake notes. Originally from Bangladesh, Acharya told police that he went to the country once every year. However, from his passport it was found that there was discrepancy in his statement. A Pakistani national holed up at Howrah, however, managed to elude the CID.

THE STATESMAN 06 MAR 2005

# Caretaker cry for Subash Ghisingh

**Amitava Banerjee**
*Darjeeling, March 5*

THE GORKHA National Liberation Front (GNLF) supremo Subash Ghisingh has once more ensured that both sides of the coin go in his favour. A general council meeting held on Saturday resolved that Ghisingh should take charge as a caretaker after the present tenure of the council ended on March 25. All DGHC councillors, barring Ghisingh, have decided to resign on March 21.

After the meeting at the Darjeeling tourist lodge, Ghisingh said: "All councillors will surrender their membership along with the powers and facilities they enjoy. They will then be in a position to welcome the alternative to the DGHC that is being discussed by the three signatories to the DGHC Act (the Centre, state and the GNLF)." When asked why he himself wasn't resigning, Ghisingh said: "Who would they surrender their membership and powers to, if I resign?"

He also said the general council had resolved accept only Ghisingh as the caretaker after the expiry of the DGHC's term. "There is a deadlock regarding what will happen after March 25, as there is no provision in the DGHC Act to tackle such a situation with the general council being automatically dissolved after the expiry of the term. In order to resolve this problem, it has adopted this stance (to keep Ghisingh as the caretaker till the DGHC elections are held." When asked for how long he would remain the caretaker, the GNLF chief said he would stay on till the final settlement of the tripartite review meeting, after which the GNLF would not oppose any elections.

Ghisingh said some of the suggestions made by the Centre and the state were not acceptable to the general council. "The Centre had prescribed the extension of the council term by another year through an amendment of the DGHC Act, but both the state government and I rejected the idea. The chief minister then suggested that the DGHC be run by a bureaucrat, but this time the Centre and I rejected the idea," he said. The CM, according to Ghisingh, had also floated the idea of running the council by forming a board. This idea, too, was turned down.

Ghisingh said since there was no provision in the Act for a caretaker, the state Assembly would have to add a clause to make him one. "Today's meeting is also a warning to the state that they should not try to make any move to run the DGHC without appointing me the caretaker as the general council will accept no other alternative. In case they fail to make this addition to the Act, I will run the council as a caretaker on the basis of today's resolution."

HT PHOTO

Ghisingh after Saturday's general council meeting at the Darjeeling tourist lodge.

## Opposition left fuming

THE DGHC general council resolution supporting Ghisingh as the caretaker after the expiry of the council's term has come under heavy opposition fire. CPRM leader D.S. Bomzan dubbed the development as a "mere drama to stay on in the chair". As for the decision of the councillors to resign, he said the gesture was hardly significant, as the general council would stand dissolved after March 25. Madan Tamang, the president of the All-India Gorkha League, said the councillors were trying to fool the people. State urban development minister Asok Bhattacharjee, too, criticised the resolution.

**HTC, Darjeeling**

THE HINDUSTAN TIMES 06 MAR 2005

# সরোবরে উচ্ছেদ আজ, সমস্যার মূলে সিপিএম-ই

স্টাফ রিপোর্টার: রবীন্দ্র সরোবর সংলগ্ন রেললাইনের ধারের যে-সব জবরদখলদারকে আজ, বুধবার উচ্ছেদ করার কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে, তাঁরা কিন্তু এই বাম জমানাতেই ওখানে বসেছেন। বাম জমানাতেই তাঁরা রেশন কার্ড পেয়েছেন। পেয়েছেন ভোটার পরিচয়পত্রও। এমনকী দীর্ঘদিন তাঁদের ভোটের অধিকাংশই পড়েছে বামফ্রন্টের ঝুলিতে। অর্থাৎ মাধ্যমিক পরীক্ষা চলাকালীন চার হাজার পরিবারের ২০ হাজার মানুষকে উচ্ছেদের বিষয়টি নিয়ে যে-যুদ্ধকালীন পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে, কার্যত তার জন্য দায়ী সি পি এম-ই।

দীর্ঘদিন সি পি এমের যুক্তি ছিল, ওই গরিব মানুষেরা যাবেন কোথায়? তাই বস্তিবাসীর সংখ্যা ক্রমেই বেড়েছে। গত পুর নির্বাচনের সময় থেকেই তৃণমূলের দিকে ঝুঁকেছেন ওই বস্তিবাসীরা। তাঁদের ভোট নিশ্চিত করতে তৃণমূল পাকা শৌচাগার ও পানীয় জলের ব্যবস্থা করে দিয়েছে। সব মিলিয়ে রাজনৈতিক বদান্যতাতেই গরিব মানুষগুলি বেঁচে আছেন।

মঙ্গলবার সি পি এমের রাজ্য সম্পাদক অনিল বিশ্বাস অবশ্য স্পষ্ট জানিয়ে দেন, "ওই বস্তিবাসীরা উদ্বাস্তু নয়, জবরদখলকারী। তাই তাদের উঠে যেতেই হবে।" অনিলবাবুর প্রশ্ন, "ওরা যে উদ্বাস্তু, সেই কার্ড কোথায়? উদ্বাস্তু হিসাবে ওদের কোনও নথিই নেই।" অসহায় মানুষগুলিকে রাজনৈতিক স্বার্থে ব্যবহার করার জন্য তৃণমূলকেই দায়ী করেছেন অনিলবাবু। মুখে ওঁদের প্রতি সহানুভূতি জানালেও প্রায় হুমকির সুরে অনিলবাবু বলেন, "ওই জবরদখলদারেরা তৃণমূলের কথায় কান না-দিয়ে শান্তিপূর্ণ ভাবে উঠে গেলে সেটাই তাদের পক্ষে মঙ্গল হবে। আশা করি, তৃণমূলও বিষয়টি নিয়ে সংঘাতে যাবে না।" সরকারের পক্ষে যে ওই চার হাজার পরিবারকে কোনও পুনর্বাসন দেওয়া সম্ভব নয়, অনিলবাবু তা-ও জানিয়ে দিয়েছেন। তিনি বলেন, "এ ভাবে ২০ হাজার মানুষকে পুনর্বাসন দেওয়া সরকারের পক্ষে সম্ভব নয়। সেই সঙ্গতিও নেই।"

প্রশ্ন হচ্ছে, ওই চার হাজার বস্তিবাসী তো এক দিনে বসেননি। এক জন, দু'জন করে বসেছেন। কেন বাম সরকার এত দিন তাঁদের বিরুদ্ধে কোনও ব্যবস্থা নেয়নি? কেন সি পি এম তাঁদের উঠে যেতে বলেনি? কেন রেলের জমিতে বেআইনি ভাবে বসবাসকারীদের রেশন কার্ড দিয়েছে? কেন ভোটার পরিচয়পত্র দিয়েছে? এই সব প্রশ্নের স্পষ্ট জবাব নেই সি পি এম নেতৃত্বের কাছে। অনিলবাবু বলেছেন, "সর্বত্র দু'-এক জন করেই বসে। তোলা যায় না। কিন্তু এই ভাবে যদি বহু মানুষ অনেকটা সরকারি জায়গা জবরদখল করে থাকে, সরকারকে তখন ব্যবস্থা নিতেই হয়। এ ক্ষেত্রে তা-ই হয়েছে। ওদের অনেকেরই অন্যত্র বসবাসের জায়গা আছে। কিন্তু ওরা রেললাইনের ধার ছেড়ে উঠবে না।"

রেশন কার্ড বা ভোটার পরিচয়পত্রের ব্যাপারে অনিলবাবুর বক্তব্য, "আমরা সর্বত্র গরিব-অসহায় মানুষকে রেশন কার্ড দেওয়ার পক্ষে। দিয়ে থাকি। তাই এ ক্ষেত্রেও দেওয়া হয়েছে। আর রেশন কার্ড থাকলে ভোটার পরিচয়পত্রও পাওয়া যায়। ওরাও পেয়েছে। এতে অন্যায়ের কিছু নেই।" তাঁর বক্তব্যে পরিষ্কার, আজকের এই সমস্যার পিছনে তাঁর দলের ভূমিকাই ছিল প্রধান।

বামফ্রন্টের দেওয়া রেশন কার্ড আর ভোটার পরিচয়পত্রের কথা তুলে ধরেই কিন্তু বিধায়ক সৌগত রায় থেকে শুরু করে তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ওঁদের নিয়ে আন্দোলনে নেমেছেন। এ দিনও মমতা বলেন, "উদ্বাস্তু মানুষগুলিকে সি পি এম-ই এখানে বসিয়েছিল। কারণ, এদের পুনর্বাসনের জন্য সরকার কোনও জমি দিতে পারেনি। তৃণমূলকে সমর্থনের আগে এরা বরাবর সি পি এম-কেই ভোট দিয়ে এসেছে। আজ দেয় না বলেই কোনও পুনর্বাসন না-দিয়ে এদের তুলে দেওয়া হচ্ছে।"

*এর পর সাতের পাতায়*

● প্রস্তুতি দু'পক্ষেই... কলকাতা পৃঃ ১

04 MAR 2005

ANADA

THE HINDUSTAN TIMES
03 MAR 2005

# Squatters derail eviction

**HT Correspondent**
*Kolkata, March 2*

WHAT WAS billed to be the biggest clean-up drive since Operation Sunshine, which briefly cleared Kolkata's pavements of hawkers and unauthorised stalls, ended this morning in anti-climax when the police beat a retreat sparking jubilation and loud cheers for Trinamool leader Mamata Banerjee in the squatters' colony along the railway tracks between Dhakuria and Lake Gardens.

Police commissioner Prasun Mukherjee said, "Our officers were anticipating violence. Any application of force could have resulted in loss of lives. We will move the high court." Mamata and her supporters had been camping at the site since last night, singing patriotic songs and exhorting the squatters not to give up without a fight even as large contingents of policemen stood by for daybreak and the signal to swing into action. The area remained tense through the night amid reports that the squatters were stocking up bombs, pipeguns and other weapons to resist eviction at all costs.

SUBHENDU GHOSH/HT

Slum dwellers form a barricade to prevent policemen from entering the locality.

"The atmosphere was too volatile," an officer said this morning after thousands of belligerent settlers stood their ground forcing the operation to be called off. "We have won," Trinamool leader Sougata Roy said.

There was also a marked change in the CPI(M)'s stand. State secretary Anil Biswas had said yesterday that his party was dead against illegal occupation of government land and the squatters had no right to stay where they were. "We can't provide rehabilitation to everybody."

Today, chief minister Buddhadeb Bhattacharjee said. "We are not inhuman. The Railways have to find land for rehabilitation of these people. I have requested Pranab Mukherjee to have a word with the railway minister."

■ **More reports, photos in Kolkata Live**

# পার্বত্য পরিষদের ক্ষমতা ছেঁটে কর্মী নিয়োগের ভার নিচ্ছে রাজ্য

**নির্মাল্য মুখোপাধ্যায়**

দার্জিলিং গোর্খা পার্বত্য পরিষদের ক্ষমতা কিছুটা খর্ব করে সেখানে কর্মী নিয়োগের নতুন নীতি তৈরি করতে চলেছে রাজ্য সরকার। বর্তমান পরিষদ আইন সংশোধন করে ওই নতুন নিয়োগ নীতি তৈরি করা হচ্ছে। এখনও পর্যন্ত যে-কোনও নিয়োগেরই অধিকার আছে পরিষদের। সেই নীতি সংশোধন করে নিয়োগের যাবতীয় দায়িত্ব হাতে নিচ্ছে সরকার। অতঃপর পরিষদের কোনও পদে নিয়োগ করতে গেলে রাজ্য সরকারের ছাড়পত্র লাগবে। সরকারের নির্ধারিত নীতিতে নিয়োগ হবে। রাজ্যই ওই নিয়োগ কার্যকর করবে। এ ব্যাপারে পরিষদের কার্যত আর কোনও ক্ষমতাই থাকবে না। বিষয়টি মন্ত্রিসভায় অনুমোদিত হওয়ার পরে সংশোধনী বিল হিসাবে বিধানসভায় আনা হবে।

পাহাড়ে ভোট অচলাবস্থা কাটাতে ১৯৮৮ সালের পার্বত্য পরিষদ আইন সংশোধন করছে সরকার। সংবিধান-বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে আলোচনা করে তিনটি ক্ষেত্রে ওই আইন সংশোধন করা হচ্ছে। ● 'স্বশাসিত' কথাটি বাদ দেওয়ার কথা ভাবা হচ্ছে। ● সময়মতো নির্বাচন না-হওয়ায় এক জন প্রশাসক নিয়োগ করা বা প্রশাসনিক পরিচালন বোর্ড তৈরির ব্যাপারে চিন্তাভাবনা চলছে। ভবিষ্যতে ওই প্রশাসক বা বোর্ডের তত্ত্বাবধানেই নির্বাচন হবে। ● কর্মী নিয়োগ সংক্রান্ত নতুন নীতি প্রণয়নের কথা ভাবা হচ্ছে।

সরকারের এক পদস্থ অফিসার বলেন, "পুরোটাই আলোচনার স্তরে আছে। তবে অচলাবস্থা কাটাতে পার্বত্য পরিষদ আইন যে সংশোধন করতেই হবে, সেই বিষয়ে সরকারের কোনও দ্বিমত নেই। কী ভাবে, কোন কোন ক্ষেত্রে তা করা হবে, তা নিয়ে আলোচনা চলছে।" সরকারি সূত্রের খবর, পরিষদ আইনের ৫১ নম্বর ধারা সংশোধন করে নতুন নিয়োগ নীতি প্রণয়নের চেষ্টা চলছে। ওই ধারা সংশোধিত হলে খুব পরিষদের ক্ষমতা খানিকটা কমে যাবে। তাতে পরিষদের কী প্রতিক্রিয়া হতে পারে, তা নিয়েও চিন্তায় আছে রাজ্য।

বেশ কিছু দিন ধরেই নিয়োগ নিয়ে নানা রকম জটিলতায় নাকাল হচ্ছে পার্বত্য পরিষদ। এ ব্যাপারে সরকারের কাছে অভিযোগও আসে। পরিষদের মুষ্টিমেয় কর্তার ইচ্ছানুসারে নিয়োগ হত। রাজ্য সমীক্ষায় দেখেছে, বেশির ভাগ ক্ষেত্রে নিয়োগের কোনও সরকারি ধারা নেই। কেন কী ভাবে নিয়োগ হল, এই সব প্রশ্নের উত্তর মেলেনি। প্রায় সব নিয়োগই হয়েছে পরিষদের কোনও কর্তার ব্যক্তিগত ইচ্ছা ও প্রয়োজন অনুসারে। ফলে যাঁদের নিয়োগ করা হচ্ছে, তাঁদের কোনও বেতন-কাঠামোও নেই। প্রায় সবাই পি এফ, ই এস আই, গ্র্যাচুইটির মতো বিধিবদ্ধ পাওনা থেকে বঞ্চিত। অবসরকালীন সুবিধারও ব্যবস্থা নেই। চাকরিতে স্থায়িত্ব নেই। খুশিমতো নিয়োগ এবং খুশিমতো তাড়িয়ে দেওয়ার বন্দোবস্ত রয়েছে। সরকার পরিষদের কর্মীদের চাকরির বিষয়টিকে স্থায়িত্ব দিতে চায়।

এ দিকে, বামফ্রন্টের চেয়ারম্যান বিমান বসু বলেন, "আমাদের দাবি, পাহাড়ে নির্বাচন করতেই হবে। নির্দিষ্ট সময়ে নির্বাচন না-হলে যদি পরিদর্শক বসাতেই হয়, তা হলে তা দীর্ঘমেয়াদি করা চলবে না। নির্বাচিত প্রতিনিধিদেরই কাজ চালাতে দিতে হবে "

## প্রশাসক-পদে রাজনীতির লোক নয়

**স্টাফ রিপোর্টার: দার্জিলিং পার্বত্য পরিষদ ভেঙে কোনও রাজনৈতিক ব্যক্তিকে প্রশাসক করা হবে না। সোমবার স্বরাষ্ট্রসচিব অমিতকিরণ দেবের সঙ্গে আলোচনার পরে এ কথা জানান পুরমন্ত্রী অশোক ভট্টাচার্য। ১৬ মার্চের মধ্যে প্রশাসক নিয়োগের ব্যাপারে রাজ্য সরকারকে শীঘ্রই সিদ্ধান্ত নিতে হবে।**

**সুবাস ঘিসিংকে চটিয়ে তাঁর এলাকায় ভোটের ব্যাপারে গোড়া থেকেই অনীহা প্রকাশ করেছে সরকার। ঘিসিং জানিয়েছেন, তিনি নির্বাচনে যাবেন না। এই পরিস্থিতিতে আইন সংশোধন করে প্রশাসক নিয়োগ করাটাই এই মুহূর্তে রাজ্যের প্রধান কর্তব্য। ১০ মার্চ বিধানসভার বাজেট অধিবেশন শুরুর পরে কোনও এক দিন সংশ্লিষ্ট খসড়া সংশোধনী অনুমোদিত হবে।**

**অশোকবাবু বলেন, "পাহাড়ের মানুষ ঘিসিংকে প্রশাসক বা উপদেষ্টা হিসাবে চান না। প্রশাসক হিসাবে কোনও রাজনৈতিক ব্যক্তিকে নিয়োগ করা হবে না।" স্বরাষ্ট্রসচিবের সঙ্গে আলোচনার বিষয় বা ঘিসিংকে না-চটিয়ে কাকে প্রশাসক করা হতে পারে, এই প্রশ্নের উত্তর দেননি মন্ত্রী। পরিষদ ভেঙে দিয়ে প্রশাসক নিয়োগের ব্যাপারে গোড়ায় ঘিসিং তাঁর আপত্তির কথা জানাননি। সরকার সেই পথে এগোচ্ছে দেখে এখন তিনি পৃথক গোর্খাল্যান্ডের দাবি তুলেছেন।**

ANADABAZAR PATRIKA 01 MAR 2005

# শিল্পাঞ্চলের রক্ষণাবেক্ষণ, সমীক্ষা শুরু রাজ্যে

**পিনাকী বন্দ্যোপাধ্যায়**

শিল্পাঞ্চলগুলির রক্ষণাবেক্ষণের ভার কাদের হাতে থাকা উচিত, তা বুঝে নিতে এ বার সমীক্ষার কাজ শুরু করল রাজ্য সরকার। ক্ষতির বোঝা কমিয়ে নতুন আয়ের উৎস খুঁজতেই চারটি উপদেষ্টা সংস্থাকে ১৫টি শিল্পাঞ্চল ঘুরে বিস্তারিত রিপোর্ট তৈরি করতে মাঠে নামিয়ে দেওয়া হয়েছে। মার্চ মাসের মধ্যেই শিল্প দফতরে সমীক্ষার রায় জমা দিতে বলা হয়েছে। উপদেষ্টা সংস্থাগুলির দেওয়া তথ্যের ভিত্তিতেই ঠিক করা হবে শিল্পাঞ্চল চালানোর দায়িত্ব রাজ্য সরকার আদৌ আর নিজের ঘাড়ে রাখবে, না কি শিল্প সংস্থাগুলির উপরে ছেড়ে দেবে।

রাজ্য সরকারের রীতিনীতি মেনে শিল্পাঞ্চল গড়ে তা চালাতে গিয়ে যে-সংস্থাটি এখন বিপুল আর্থিক ক্ষতির বোঝা মাথায় নিয়ে পড়ে রয়েছে, সেই পশ্চিমবঙ্গ শিল্প পরিকাঠামো উন্নয়ন নিগমের আর্থিক স্বাস্থ্য ফেরাতেই এ বার এই পথে হাঁটতে চলেছেন নিরুপম সেন। শিল্পোন্নয়ন নিগমের পরে সম্প্রতি তিনি এই সংস্থাটিরও চেয়ারম্যান হিসাবে দায়িত্ব নিয়ে আলোচনার পথ ছেড়ে খানিকটা কড়া মনোভাব নিতে চলেছেন। তিনি বলেছেন, উপদেষ্টা সংস্থাগুলি কাজ শুরু করে দিয়েছে। রিপোর্ট হাতে পেলেই এ ব্যাপারে পাকা সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।

শিল্পোন্নয়ন নিগমের এগজিকিউটিভ ডিরেক্টরের পাশাপাশি যাঁকে বাড়তি দায়িত্ব দিয়ে নিরুপমবাবু পরিকাঠামো উন্নয়ন নিগমের চিফ এগজিকিউটিভ অফিসার করে নিয়ে এসেছেন, সেই অত্রি ভট্টাচার্যের উপরেই শিল্পমন্ত্রী এই বাড়তি আয়ের দিশা খোঁজার ভার দিয়েছেন। অত্রিবাবু বলেছেন, প্রথম ধাপে রাজ্যের ১৫টি শিল্পাঞ্চলের পরিকাঠামো ও পরিষেবাগত সুবিধা-অসুবিধা খতিয়ে দেখে পৃথক একটি রিপোর্ট তৈরি করা হবে। আই-ইউন, বেঙ্গল-প্রগতি, বেঙ্গল-শ্রেয়ী ও সি ই এস ইনফ্রাটেক নামে চার সংস্থাকেই এই কাজের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে।

তিনি জানান, তথ্যের ভিত্তিতে যদি দেখা যায়, কোনও শিল্পাঞ্চলে পরিকাঠামোগত খামতি রয়েছে, তা হলে সেখানে তা দূর করা হবে। সেইমতো শিল্প সংস্থাগুলির কাছে প্রাপ্য টাকা চাওয়া হবে। কিন্তু যেখানে পর্যাপ্ত পরিষেবা রয়েছে, অথচ সংস্থাগুলি বাড়তি টাকা দেওয়ার পক্ষপাতী নয়, সেখানে সংস্থাগুলিকেই শিল্পাঞ্চল চালানোর দায়িত্ব নিতে অনুরোধ জানাবে রাজ্য। তাতেও কাজ না-হলে, আইনি পথেই যাওয়া হবে।

পরিকাঠামোর অবস্থা খতিয়ে দেখা ছাড়াও উপদেষ্টা সংস্থাগুলিকে নতুন আয়ের উৎস খুঁজতে শিল্পাঞ্চলের অব্যবহৃত জমির সদ্ব্যবহার, পড়ে থাকা জমিতে লাভজনক নির্মাণ প্রকল্পের সম্ভাবনা প্রভৃতি বিষয়ও খতিয়ে দেখতে বলা হয়েছে।

চার উপদেষ্টা সংস্থার মধ্যে বেঙ্গল-শ্রেয়ী সমীক্ষা করার দায়িত্ব পেয়েছে খড়গপুর, হলদিয়া ও ফলতা এক ও দুই নম্বর শিল্পাঞ্চলের। বেঙ্গল-প্রগতি পেয়েছে মালদহ পুরনো ও নতুন এবং কল্যাণী প্রথম ও তৃতীয় শিল্পাঞ্চল। সি ই এস ইনফ্রাটেক পেয়েছে রানিনগর, ডাবগ্রাম, মালদহ প্রথম এবং আই-ইউন-কে দেওয়া হয়েছে বোলপুর, বিষ্ণুপুর ও উলুবেড়িয়া।

বিগত ৩০ বছর ধরে নতুন লগ্নি সংস্থাকে তৈরি পরিকাঠামো দিতে পশ্চিমবঙ্গ শিল্প পরিকাঠামো উন্নয়ন নিগমই জেলায় জেলায় শিল্পাঞ্চল গড়ার কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। যে ১৫টি শিল্পাঞ্চল নিগম তৈরি করেছে, তাতে প্রায় ২০০০ একর জমি রয়েছে, যার বাজার দর অন্তত ২৫০ কোটি টাকা। রাস্তা, বিদ্যুৎ, জল-সহ অন্যান্য পরিষেবা দিয়ে আগ্রহী সংস্থাকে তা ভাড়ায় ব্যবহার করতে দেয় নিগম।

ANADABAZAR PATRIKA 27 FEB 2005

THE HINDUSTAN TIMES 27 FEB 2005

# LF vetoes Ghisingh as administrator

## Wants senior officer to run DGHC after expiry of term

**HT Correspondent**
*Kolkata, February 26*

THE LEFT Front categorically told the state government today that it would not like to see Subash Ghisingh at the helm of affairs in case the government failed to hold Darjeeling Gorkha Hill Council election in March and instead set up an interim administrative body for the hills.

Chairman Biman Bose said after a Left Front meeting that senior officials should head such an administrative body and politicians may only remain as members. "Political advice is not solicited in such bodies. Men from the administration should head them as has always been done," Bose said.

Biman Bose and Subash Ghisingh

During a recent meeting between chief minister Buddhadeb Bhattacharjee and prime minister Manmohan Singh in Delhi, it was decided that in case the government failed to hold the election within March 25, as the time was short, an administrator could be appointed to run the hill administration till elections were held. Ghising was a possible choice as the administrator.

During his meeting with the prime minister, Ghishing had demanded an alternative to the DGHC, without specifying what kind of an alternative he was looking at. He has, however, publicly said that formation of Gorkhaland could be a viable alternative.

The Front also made it clear that it would not like the state government to dither in the face of Ghising's threat of violence if DGHC polls were held immediately. "Election is the only solution to the problem. Several local political parties, who are aware of the grassroots level situation in Darjeeling, are asking for immediate elections," Bose said.

Bose also made it clear that the LF chose to ignore Ghising's renewed demand for Gorkhaland. "The Left Front government has always held Panchayat, municipal and Assembly polls in time. We have told them to maintain the tradition and hold polls in the hills," he said. The DGHC term expires on March 25.

# Buddha calls for truce with Naxals

**HT Correspondents**
*Midnapore, February 26*

CHIEF MINISTER Buddhadeb Bhattacharjee has appealed to Naxalites belonging to the Communist Party of India (Maoist) to give up violence and join the mainstream. Bhattacharjee was addressing a public meeting at Pidakata near Lalgarh in West Midnapore district today.

The CM urged the activists of the former People's War and the Maoist Communist Centre, outfits that have merged to form the CPI(Maoist), to give up arms and terrorist activities and to return to normal life. He promised that his government would look after them. This was Bhattacharjee's most fervent appeal so far to the Maoists for peace, though extremist attacks on the police and CPI(M) leaders had intensified in recent times and the police were picking up Maoist sympathisers amidst charges of rights violation.

"We can share the distress of the common man and work together to remove poverty," the CM said in a speech tinged with emotion. . He urged the Maoists to return to their families and work for the poor.

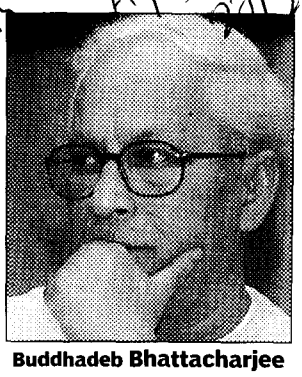

**Buddhadeb Bhattacharjee**

When asked whether his government had received any overture from the Maoists and whether he was ready to hold talks with them, Bhattacharjee said: "I don't want to say anything more. Just watch for further developments." He said, henceforth, the police would not resort to any repressive measures against the Maoists.

He said a number of KLO militants had surrendered and the state was giving them jobs.

THE HINDUSTAN TIMES

27 FEB 2005

# ঘিসিংকে প্রশাসকের প্রধান উপদেষ্টা করে ভোটের চিন্তা রাজ্যের

**স্টাফ রিপোর্টার:** আইন বাঁচাতে সুবাস ঘিসিংকে সরিয়েও তাঁকে 'সরকারি প্রশাসক'-এর প্রধান উপদেষ্টা হিসাবে রেখে এপ্রিল বা মে মাসে দার্জিলিং পার্বত্য পরিষদের ভোট করা যায় কি না, তা নিয়ে চিন্তাভাবনা শুরু করেছে সরকার।

এক দিকে আইন রক্ষা, গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া সজীব রাখা, অন্য দিকে ঘিসিংয়ের সঙ্গে সংঘাতে না-যাওয়া— এই ত্রিমুখী ভারসাম্য রক্ষার জন্যই রাজ্য ও কেন্দ্র মিলিত ভাবে ঘিসিংয়ের জন্য এই 'সমঝোতা প্রস্তাব' তৈরি করছে। কিন্তু প্রস্তাবটি আনুষ্ঠানিক ভাবে ঘিসিংকে দেওয়ার আগে তাঁকে রাজি করানোটা জরুরি। খুব শীঘ্রই কেন্দ্রীয় দূত এই নিয়ে ঘিসিংয়ের সঙ্গে আলোচনা করবেন। তিনি রাজি না-হলে বিকল্প প্রস্তাব হিসাবে 'সরকারি প্রশাসক'-এর জন্য একটি উপদেষ্টা বোর্ড গঠন করে তাতে ঘিসিংয়ের প্রতিনিধি রেখে পরিষদ পরিচালনার কথাও ভাবা হচ্ছে।

ঘিসিং এই প্রস্তাব গ্রহণ করলে ১৯৮৮ সালের পার্বত্য পরিষদ আইনের প্রস্তাবিত সংশোধনী বিলে প্রধান উপদেষ্টা বা উপদেষ্টা বোর্ডের গঠনের বিষয়টিও অন্তর্ভুক্ত করা হবে। জি এন এল এফের দার্জিলিং শাখার সভাপতি দীপক গুরুং বলেছেন, "আগে প্রস্তাব আসুক। তার পরে ভাবা যাবে।" আগামী ১০ মার্চ বিধানসভার বাজেট অধিবেশন শুরু হচ্ছে। ২৫ মার্চের আগে সেখানেই এই চূড়ান্ত খসড়া সংশোধনীটি অনুমোদন করানো হবে।

বৃহস্পতিবার প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিংহের সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের বৈঠকে এই সমঝোতা-সূত্রের বিষয়ে প্রাথমিক আলোচনা হয়। বুদ্ধবাবু রাতে প্রতিরক্ষামন্ত্রী প্রণব মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গেও এই নিয়ে সবিস্তার আলোচনা করেন। শুক্রবার মহাকরণ সূত্রে জানা যায়, মুখ্যমন্ত্রী এই প্রস্তাবে ঘিসিংকে রাজি করানোর দায়িত্ব কেন্দ্রের হাতে ছেড়ে দিয়েছেন। প্রধানমন্ত্রীর দূত হিসাবে কাউকে ঘিসিংয়ের কাছে পাঠানো হবে। প্রয়োজনে মুখ্যমন্ত্রীর দূতও পাঠানো হতে পারে বলে সরকারি সূত্রের ইঙ্গিত। ঘিসিং রাজি হলে ১৬ বছর ধরে পরিষদের চেয়ারম্যান হিসাবে তিনি যে-সব সুযোগ-সুবিধা ভোগ করছেন, তার সবটাই বহাল রাখা সম্ভব হবে।

পরিষদ আইনে সংশোধনীর খসড়া কার্যত তৈরি। সেই খসড়ায় দু'টি বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। তার মধ্যে একটি হল: মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার পরে নির্বাচন না-হলে পরিষদের পরিচালন বোর্ড ভেঙে দিয়ে সরকারি প্রশাসক নিয়োগ করা যাবে। ঘিসিংয়ের দাবি মেনে পার্বত্য পরিষদের নাম থেকে 'স্বশাসিত' শব্দটি বাদ দেওয়া হচ্ছে। কিন্তু মনমোহন-বুদ্ধ বৈঠকের পরে নতুন করে আরও একটি খসড়া তৈরি করা হচ্ছে। প্রশাসক কী ভাবে কাজকর্ম পরিচালনা করবেন, তার নির্দেশিকা থাকছে তাতে। সেই নির্দেশিকাতেই 'প্রধান উপদেষ্টা' বা 'উপদেষ্টা বোর্ড' নিয়োগের সংস্থান রাখা হচ্ছে। এখন সবটাই নির্ভর করছে ঘিসিংয়ের উপরে।

নির্বাচন পিছোনোর দাবিতে সরব ঘিসিং এত দিন বলছিলেন, সরকার বোর্ড ভেঙে দিয়ে প্রশাসক নিয়োগ করুক। তাঁদের আপত্তি নেই। কিন্তু রাজ্য সেই দিকেই এগোচ্ছে বুঝে ঘিসিং সুর পাল্টে হুমকি দিতে শুরু করেছেন, 'গোর্খাল্যান্ড'-এর দাবি ফিরিয়ে এনেছেন। অন্য দিকে, এ দিন আলিমুদ্দিন স্ট্রিটে সি পি এমের রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর বৈঠকের পরে জ্যোতি বসু বলেন, "দার্জিলিঙে ভোট হবেই।" বসুর আমলেই পরিষদ সংক্রান্ত চুক্তি হয়েছিল। এখন ঘিসিং বলছেন, বসু তাঁকে বলেছিলেন, 'চুক্তি আপাতত মেনে নিন। রাজ্যের বিষয়টি পরে বিবেচিত হবে।' এই প্রসঙ্গে বসুর মন্তব্য, "মিথ্যা কথা।"

ANADABAZAR PATRIKA 26 FEB 2005

ANADABAZAR PATRIKA
26 FEB 2005

# কলকাতাতেও এখন টাকা তুলছে জঙ্গিরা, কবুল বুদ্ধের

**স্টাফ রিপোর্টার:** তিনি বারবার দাবি করলেও কলকাতা যে আসলে মরূদ্যান নয়, পরোক্ষে তা স্বীকার করে নিলেন মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য। শুক্রবার কলকাতা পুলিশের সদর দফতর লালবাজারে দাঁড়িয়ে তিনি জানিয়ে দিলেন, এই মহানগর বিভিন্ন জঙ্গি গোষ্ঠীর 'টাকা তোলা ও মত বিনিময়ের কেন্দ্র'-এ পরিণত হয়েছে। সেই সঙ্গে পুলিশের উদ্দেশে এ দিন মুখ্যমন্ত্রীর সরাসরি ঘোষণা— সরকারি দলকে খুশি করতে হবে না।

তিন বছর আগে কলকাতায় আমেরিকান সেন্টারের সামনে জঙ্গি-হানার পরেও মুখ্যমন্ত্রী মেনে নিতে চাননি যে, কলকাতাকে আর মরূদ্যান বলা যায় না। বরং এই শহরে ঘাঁটি গেড়ে জঙ্গিরা দুষ্কর্ম করছে, কলকাতায় ডাকাতি, খুন-সহ বিভিন্ন অপরাধের সংখ্যা দিন-দিন বাড়ছে, এ-সব জেনেও বুদ্ধবাবু দাবি করতেন, দেশের অন্যান্য মহানগরের তুলনায় কলকাতার অবস্থা বেশ ভাল। এ দিন অন্যান্য মহানগরের সঙ্গে তুলনায় গিয়ে কলকাতার পরিস্থিতি ভাল বলে দাবি করলেও আগেকার বক্তব্য থেকে অনেকটা সরে এসেছেন তিনি।

মুখ্যমন্ত্রীর কথায়, "দেশে অনেক সন্ত্রাসবাদী গোষ্ঠী কাজ করছে। অসম-কাশ্মীরের মতো অবস্থা নয় ঠিকই, কিন্তু আমরাও, এ রাজ্যও আক্রান্ত। আমি শনিবার মেদিনীপুর যাচ্ছি। সেখানে নকশালপন্থীরা মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে। অন্ধ্রপ্রদেশ থেকে অস্ত্র নিয়ে এসেছে। উত্তরবঙ্গে কে এল ও জঙ্গিরা নতুন করে দলবদ্ধ হওয়ার চেষ্টা করছে। ওদের মত বিনিময়, টাকা তোলার কেন্দ্র কলকাতা। এটা আটকাতে কলকাতার পুলিশবাহিনীকে আরও সতর্ক থাকতে হবে।" এত দিন যাবৎ কলকাতা পুলিশ ও গোয়েন্দাদের মাথাব্যথার কারণ হিসাবে বিভিন্ন রিপোর্টে আই এস আইয়ের কথাই উল্লেখ করা হয়েছে, অন্য জঙ্গি গোষ্ঠীর বিষয়টি কখনও ততটা গুরুত্ব পায়নি।

আই বি-র রিপোর্টে অবশ্য একাধিক বার উল্লেখ করা হয়েছে যে, আলফা-কে এল ও এবং নকশালপন্থীরা কলকাতাকে ব্যবহার করছে। গত ১৫ ডিসেম্বর কলকাতায় মাওবাদীদের সভা হয়। তার কিছু দিন আগে অন্ধ্র থেকে মাওবাদীদের মধ্যে গদর, ভারভারা রাও পর্যন্ত কলকাতায় এসেছিলেন বলেও আই বি রিপোর্ট পাঠিয়েছিল স্বরাষ্ট্র দফতরের কাছে। গোয়েন্দারা জানিয়েছিলেন, ছাত্র সংগঠন কিংবা

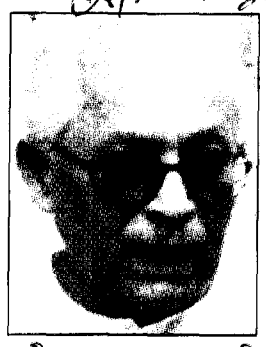

সাংস্কৃতিক সংগঠনকে সামনে রেখেই মাওবাদীরা কলকাতায় সভা করছে। কলকাতার কয়েকটি মানবাধিকার সংগঠনের কর্তা ও শিক্ষাজগতের কিছু মানুষের সঙ্গে মাওবাদী জঙ্গিদের মত বিনিময়ের বিষয়টিও গোয়েন্দারা জানিয়েছিলেন।

অন্য দিকে, উত্তরবঙ্গে কে এল ও জঙ্গিদের মদতদাতা অসমের জঙ্গি সংগঠন আলফার কয়েক জন শীর্ষ নেতা কলকাতার বিভিন্ন হোটেলে থেকে বৈঠক করেছেন বলেও গোয়েন্দাদের কাছে খবর। উত্তরবঙ্গ ও অসমের কয়েকটি চা-বাগান সংস্থার সদর দফতর কলকাতায়। সেই জন্যই হুমকি দিয়ে টাকা আদায় কিংবা মুক্তিপণের টাকা সংগ্রহ করতে ওই জঙ্গিরা কলকাতায় যাতায়াত করে বলে গোয়েন্দা রিপোর্টে জানানো হয়েছে। তা ছাড়া জনযুদ্ধ জঙ্গিরা মেদিনীপুর-বাঁকুড়া-পুরুলিয়ায় কিছু ঠিকাদারের কাছ থেকেও ভয় দেখিয়ে টাকা সংগ্রহ করছে বলে জানিয়েছেন গোয়েন্দারা। ওই সব ঠিকাদার সংস্থার অধিকাংশের সদর দফতর কলকাতায়।

এ দিন কলকাতায় ওই জঙ্গি কার্যকলাপের কথা বলার পাশাপাশি কলকাতায় 'হোয়াইট কলার ক্রাইম'-সহ বিভিন্ন অপরাধ দিন-দিন বেড়ে চলার বিষয়টিও যে তাঁকে উদ্বেগে রেখেছে, বুদ্ধবাবু তা জানিয়ে দেন। তিনি বলেন, "কলকাতায় অর্থনৈতিক অপরাধ ক্রমশ বাড়ছে। সমাজের উপর তলার কিছু লোক ব্যবসা-বাণিজ্যের নাম করে অপরাধ করছেন, শেয়ার মার্কেটে অপরাধ করছেন।"

কলকাতা পুলিশ অ্যাসোসিয়েশনের ষোড়শ বার্ষিক সাধারণ সভা উপলক্ষে প্রকাশ্য সমাবেশ ছিল এ দিন। প্রধান অতিথি মুখ্যমন্ত্রী পুলিশবাহিনীর উদ্দেশে বলেন, "দয়া করে সরকারি দলকে আপনাদের খুশি করতে হবে না। সমাজবিরোধীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার ক্ষেত্রে তারা কোন দলের বা তাদের রং কী, সে-সব দেখবেন না। সমাজবিরোধীরা কেন প্রশ্রয় পায়?" পুলিশের দুর্নীতির কথাও স্বীকার করে নিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী।

সেই সঙ্গে জুনে কলকাতা পুরসভার নির্বাচনের কথা মাথায় রেখেই সম্ভবত মুখ্যমন্ত্রী বলেন, "কলকাতার ১৭ লক্ষ মানুষ বস্তিতে থাকেন। এই শহরের ৩০ শতাংশ মানুষ গরিব। তাঁদের সঙ্গে ভাল ব্যবহার করতে হবে পুলিশকে। শুধু পার্ক স্ট্রিট আর থিয়েটার রোডের বাসিন্দাদের জন্য পুলিশ নয়।"

# Left reforms timeline

Statesman News Service

KOLKATA, Feb. 24. — Here's how the Left Front government in West Bengal has been going about implementing reforms in the state while it rubbishes the Centre for its attempts to do the same.

■ Design for the pilot phase of restructuring began in February 2003 and completed in May that year. Sent to the Centre for approval in the same month. State received Centre's approval in November 2003 and approached the DFID for lay-off funds. DFID released its first lot of grants for the pilot project's prelude phase later that month.

■ The Prelude Phase of the Pilot Project was initiated in December 2003. Two companies under the public enterprise department — Indian Paper Pulp Limited and Sunderban Sugar Beet — were identified for closure. Employees accept the ERS package, sponsored in entirety by the DFID, at the end of that month.

■ In February 2004 the state received Centre's nod for restructuring 16 PSUs including seven Webel subsidiaries which were treated as one enterprise and the Great Eastern Hotel. DFID disbursed its share of 87.5 per cent money in the same month.

■ The industrial reconstruction department carried forward restructuring of Britannia Engineering Ltd, Titagarh, in September 2004. Apollo Zipper and five Webel subsidiaries closed down (money disbursed) in the same month. Two Webel subsidiaries were selected for joint venture. The restructuring of Rs 840 crore financial liabilities of three other units — Westinghouse Saxby Farmers, Durgapur Chemicals Limited and Gluconate Health Limited — which are to be retained under government ownership by downsizing workforce also gets underway during this time.

■ January 2005: Great Eastern Hotel employees offered ERS. State Cabinet finalises closure of Krishna Silicate and Glass, and approves sale of 74 per cent equity stake to private hands for Engel India and West Bengal Chemical Industries.

■ February 2005: Great Eastern Hotel Authority approves package. Employees resist, but government determined to push through deal.

For companies such as Neo Pipes and Tubes, Carter Pooler and West Bengal Plywood, the government has decided to re-advertise for expression of interests from private parties though each of them received qualified bidders in the first effort. The process for JV transfer is currently on with National Iron and Steel Company Limited and Shalimar Works. Lily Biscuits, like Krishna Silicate and Glass, had no bidder and is likely to be closed down.

THE STATESMAN

25 FEB 2005

# Ghisingh blows hot in Darjeeling

## Hints at trouble if his demands are not met

**Pramod Giri**
*Siliguri, February 24*

SUBASH GHISINGH, Gorkha National Liberation Front (GNLF) supremo and the DGHC chairman, remains unruffled by the state government's decision to appoint an administrator after the extended term of the DGHC board expires on March 25.

The Gorkha leader's statement here today while on his way to Darjeeling from Delhi suggests that hill politics may sink into chaos and uncertainty, if the state government goes ahead with its decision.

Ghisingh, who returned today from Delhi after attending the third tripartite meeting to review the Darjeeling Gorkha Hill Council Accord of 1988, addressed a press conference here in which he hinted of political turmoil, if the election was held before finding an alternative to the DGHC. Ghisingh also ridiculed the state's move to appoint an administrator after March 25, saying there was no provision in the 1988 DGHC memorandum of settlement for appointing an administrator after the expiry of the council's term.

Alleging that the Center and the state had imposed the DGHC on him in 1988, Ghisingh said he wanted a review of the memorandum and that the GNLF wouldn't accept any patchwork. Without spelling out what the alternative was, he said the options were contained in Articles 371, 3A, 1-3C and under the Sixth Schedule of the Constitution. The ball was now in the Centre's court, he said, and warned the Hills would enter a state of "political stalemate", if attempts were made to hold elections without finding an alternative to the DGHC. When asked to specify what he really wanted, Ghisingh said he had placed the options before the Centre.

The GNLF chief remained non-committal on whether his party would take part in the council election if it was announced or if he resigned from the DGHC chairmanship after an administrator was appointed. "When the review meeting has already started, other issues, including the election, automatically gets dropped and suppressed," he said. But wasn't his refusal to allow the election an undemocratic gesture? "The review meeting itself is democratic," he said.

Although he hinted of political disturbances if the government stuck to its stand, Ghisingh stopped short of saying whether the GNLF would launch an agitation. He said this was no time for confrontation, but "if we are given a wrong thing as an alternative, we would return it back", he added.

Back in Darjeeling, Ghisigh repeated his warning to the state and the Centre for the benefit of his followers. There could be no election, he stressed, unless the government found an alternative council.

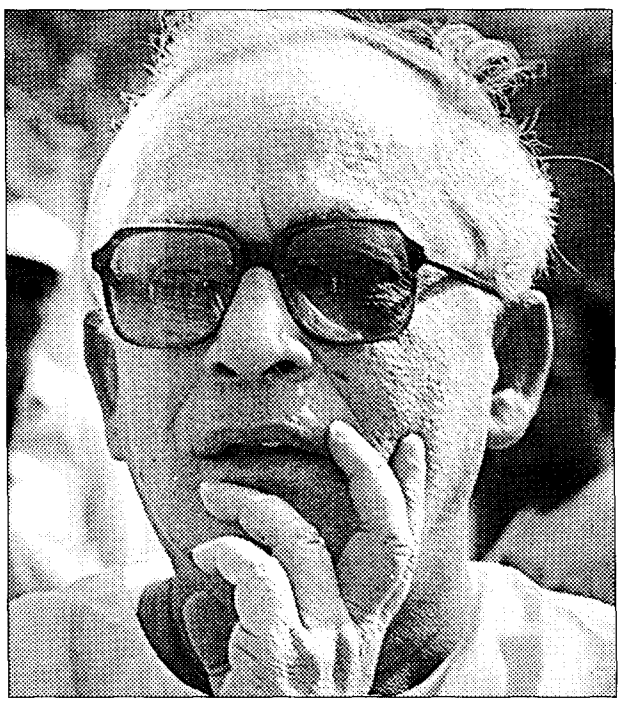

SUBASH GHISINGH AND BUDDHADEB BHATTACHARJEE

# Cong blamed for Hill impasse

**Amitava Banerjee**
*Darjeeling, February 24*

WHILE CHIEF minister Buddhadeb Bhattacharjee held a meeting with Prime Minister Manmohan Singh today in New Delhi, to find a solution to the DGHC election crisis, the Peoples' Democratic Front (PDF) and the CPI(M) singled out the Congress as the main force backing Ghisingh.

"Ghising is pressing his 'no election' bargain with the backing of the Congress. The Congress has a soft corner for him, as he supported the party's candidate in the last parliamentary election," alleged Shyam Pradhan, a DYFI state committee member.

Meanwhile, the youth wings of three constituent parties of the PDF and the CPI(M) today formed a Youth Coordination Committee consisting of 13 members from the DYFI (CPI-M), DRYF (CPRM), GNLF-C Youth Wing and Tarun Gorkha (AIGL). The committee plans to pursue long-term goals of achieving peace, democracy and development in the Hills. The committee has also pledged support to all the demands raised by their parent parties (the CPIM and PDF alliance) and has vowed to confront the GNLF if it tried to disrupt peace in the Hills.

Meanwhile, with elections within March 25 now seeming impossible, as it requires a minimum of 33 days from the date of the official announcement to the day of the polling and the Madhaymik and Higher Secondary Examinations starting on February 25 and March 22, the Opposition have demanded the dissolution of the general council and the appointment of an administrator. The opposition (excluding the Congress) wants a bureaucrat rather a politician to hold that post. "We want a senior, efficient, fearless and neutral administrator, who in no way has had any previous connection with the Darjeeling Hills. It should not be Subash Ghising, as he is the one who encouraged the irregularities and corruption in the functioning of the DGHC," said N.C. Khaling, a PDF leader.

The BJP's Darjeeling district committee, too, raised similar demands in its executive meeting today. The BJP, however, alleged that the state government would try to appoint a pro-CPI(M) administrator.

The BJP meet felt that the Trinamool Congress should it in demanding an impartial administrator.

THE HINDUSTAN TIMES 25 FEB 2005

## পাহাড়ের জট ছাড়ানোর চেষ্টা

# মনমোহনের ডাকে বুদ্ধ দিল্লি যাচ্ছেন আজ

**স্টাফ রিপোর্টার, নয়াদিল্লি ও কলকাতা:** দার্জিলিঙের ভোট নিয়ে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ক্ষোভ মেটাতে এ বার আসরে নামলেন খোদ প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিংহ। আজ, বৃহস্পতিবার মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য এবং রাজ্যের মুখ্যসচিব অশোক গুপ্তকে দিল্লিতে ডেকে পাঠানো হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী তাঁদের সঙ্গে দার্জিলিঙের নির্বাচন নিয়ে আলোচনা করতে চান। মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন, পাহাড়ে ভোট নিয়ে জটিলতা কাটাতে তিনিই সরাসরি প্রধানমন্ত্রীর হস্তক্ষেপ চেয়েছিলেন। তার ভিত্তিতেই এই বৈঠক।

রাজনৈতিক সূত্রের খবর, এই বৈঠকের পিছনে কংগ্রেসের সভানেত্রী সনিয়া গাঁধীর সক্রিয় ভূমিকা রয়েছে। পার্বত্য পরিষদের ভোট নিয়ে দিল্লিতে ত্রিপাক্ষিক বৈঠকে কেন্দ্রের 'ভূমিকা'কে কেন্দ্র করে সি পি এম মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধবাবু অসন্তুষ্ট হন। রাজ্য সরকার ২৫ মার্চের আগে ভোট করাতে বদ্ধপরিকর ছিল। কিন্তু পাহাড়ে নির্বাচনের ক্ষেত্রে রাজ্যের পাশে না-দাঁড়িয়ে কেন্দ্র কার্যত 'নিরপেক্ষ' অবস্থান নেওয়ায় পরিস্থিতি জটিল হয়। জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা এম কে নারায়ণন বৈঠক থেকে বেরিয়ে বলেছিলেন, "২৫ মার্চের আগে ঘিসিংয়ের দাবি মানলে ভোট হবে, নইলে পিছিয়ে যাবে। দেরিতে ভোট হলে কোনও আইনি অসুবিধা নেই।"

জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টার বক্তব্যে প্রচ্ছন্ন ছিল, ঘিসিংয়ের দাবি রাজ্য মানছে না। মহাকরণে ঘিসিংয়ের সঙ্গে তাঁর একান্ত বৈঠকের পরেই মুখ্যমন্ত্রী সাংবাদিক সম্মেলনে ঘিসিংয়ের একটি দাবির উল্লেখ করে তা মেনে নেওয়ার কথা ঘোষণা করেন। পাহাড়ে গণতান্ত্রিক পদ্ধতি ফিরিয়ে এনে নির্দিষ্ট সময়ে ভোট করানোর লক্ষ্যে ঘিসিংয়ের 'শুভ বুদ্ধি'র উদয়ও কামনা করেন তিনি। সেই বৈঠকের ফলাফল বুদ্ধবাবু সঙ্গে সঙ্গেই কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী শিবরাজ পাটিল এবং প্রতিরক্ষামন্ত্রী প্রণব মুখোপাধ্যায়কে জানিয়েছিলেন। তার পরেও ওই দিনের বৈঠকে কেন্দ্রীয় সরকার 'নিরপেক্ষ' ভূমিকা নেওয়ায় ক্ষুব্ধ হন মুখ্যমন্ত্রী। পাহাড়ে কংগ্রেস ফের জটিলতা সৃষ্টি করতে চাইছে বলে বুদ্ধবাবু তাঁর ঘনিষ্ঠ মহলে উষ্মা প্রকাশ করেন।

দিল্লিতে ত্রিপাক্ষিক বৈঠকের আগে, সকালে সনিয়ার সঙ্গে বুদ্ধবাবুর একান্ত বৈঠক হয়। রাজ্য সরকার চাইছিল, কংগ্রেসও ঘিসিংকে চাপ দিক। কিন্তু এই নিয়ে বৈঠকে 'ভুল সঙ্কেত' যাওয়ার পরে বুদ্ধবাবু কথা বলেন প্রণববাবুর সঙ্গেও। সনিয়া-মনমোহন কথা হয়। মুখ্যমন্ত্রী কথা বলেন প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে। তার পরেই আনুষ্ঠানিক ভাবে মুখ্যমন্ত্রী ও মুখ্যসচিবকে ডেকে পাঠানো হয়েছে দিল্লিতে। আজ মুখ্যমন্ত্রী, মুখ্যসচিব ছাড়াও ওই বৈঠকে থাকবেন রাজ্যের স্বরাষ্ট্রসচিব অমিতকিরণ দেব।

কার্যত ২০০৪ সালের মার্চেই বর্তমান জি এন এল এফ বোর্ডের মেয়াদ শেষ হয়ে গিয়েছে। কিন্তু ঘিসিংয়ের দাবি মেনেই দু'দফায় ছ'মাস করে মোট এক বছর বোর্ডের মেয়াদ বাড়িয়েছে রাজ্য। সেই মেয়াদ শেষ হচ্ছে ২৫ ফেব্রুয়ারি। দার্জিলিং গোর্খা পার্বত্য পরিষদ আইন অনুযায়ী আর মেয়াদ বাড়ানোর সুযোগ নেই। কিন্তু ঘিসিং নির্বাচনে রাজি নন। বস্তুত, জি এন এল এফে গত কয়েক বছরে যে-ভাবে ধস নেমেছে, তাতে এই নির্বাচনের ফল নিয়েই সংশয়ে আছেন ঘিসিং।

অন্য দিকে, লোকসভার গত নির্বাচন থেকে সি পি এমের সঙ্গে ঘিসিংয়ের সম্পর্ক খারাপ হতে শুরু করে। গত কয়েকটি লোকসভা নির্বাচনে ঘিসিংয়ের ভোট বয়কটের ডাক সি পি এমের দার্জিলিং আসন প্রাপ্তি পাকা করে দিয়েছিল। সেই ঘিসিং লোকসভার বিগত নির্বাচনে কংগ্রেস প্রার্থীকে সমর্থন করায় সি পি এম একটি আসন হারায়। ফলে সি পি এম এখন রাজনৈতিক ভাবেও ঘিসিংকে চাপে রাখতে তৎপর। এই পরিপ্রেক্ষিতে কার্শিয়াঙে কাল, শুক্রবার বৈঠকে বসছেন সি পি এম-সহ 'ঘিসিং-বিরোধী' চার দলের নেতারা।

ANADABAZAR PATRIKA 24 FEB 2005

THE STATESMAN 24 FEB 2005

# Black is the night for those who wish to serve

Statesman News Service

KOLKATA, Feb. 23. — To open the eyes of the blind, to bring out the prisoners from confinement, and from dungeon, those who live in darkness... says the Bible. Only, the West Bengal Public Service Commission is not quite in agreement. And never mind *Black*.

The sightless in West Bengal, as a consequence, have moved court seeking justice through a Public Interest Litigation after being denied the opportunity to sit for the West Bengal Public Service Commission examinations — the selection test for several state government jobs.

The Blind Persons' Association, yesterday, filed a PIL in Calcutta High Court against the PSC challenging the latter's policy of not allowing sightless persons to compete in its different examinations. When the Union government allows sightless persons to compete in the Indian Administrative Service examinations, it was contended, why not the state PSC?

Even a Central enactment, namely the Persons With Disabilities (Equal Opportunities and Protection of Their Rights) Act, 1995, prescribed one per cent job reservation in government and semi-government departments for the sightless. Following this, the sightless are appearing for various competitive examinations for government jobs all over the country in increasing numbers. Except in West Bengal, where the PSC is firm in not allowing the sightless to appear for its examinations, the petition submits.

IT HAPPENS ONLY IN MOVIES: Rani Mukherjee in *Black*

The 1995 enactment came on the heels of the December 1992 Beijing Convention on the Proclamation on the Full Participation and Equality of People with Disabilities in the Asian and Pacific Regions. India was one of the signatories to this international convention.

Earlier, even the West Bengal Central School Service Commission did not allow sightless persons to appear in its examinations. This policy was challenged before Calcutta High Court and in 1991 Mr Justice Barin Ghosh of Calcutta High Court directed the state government and the SSC to allow the sightless to appear for the examinations and also directed that one per cent reservation for the visually impaired be implemented.

Thanks to Mr Justice Ghosh's judgment, many visually impaired persons are employed in teaching posts in the state now, but they are still ineligible for state government jobs in the PSC's ambit. The matter is likely to be heard by Calcutta High Court on Friday.

THE TELEGRAPH 23 FEB 2005

# Fresh plan for Dunlop revival soon

OUR SPECIAL CORRESPONDENT

Union labour minister C. S. Chandrasekhar Rao (third from left) in Calcutta on Tuesday. Picture by Kishor Roy Chowdhury

**Calcutta, Feb. 22:** A fresh revival package for ailing tyre company Dunlop India Ltd will be ready in four months.

The package will suggest measures for revival as well as long-term survival of the company.

The company decided on a fresh revival package at a two-hour tripartite meeting today. "We want to revive and reopen Dunlop. We have asked the management to come up with a feasible revival plan," Union labour minister C. S. Chandrasekhar Rao said.

Dunlop's Sahagunj and Ambattur factories are closed since February 7 and 8 of 1998, respectively.

State labour minister Mohammad Amin, chief secretary Ashok Gupta, a team of managers from Dunlop and representatives of Citu and Intuc unions of Sahagunj and a union representative from the head office were part of the meeting.

Rao said the Jumbo group, the holding company of Dunlop, has already appointed the National Productivity Council (NPC) for working out a revival package. The report will be tabled within the next three months.

"Dunlop had appointed NPC after the government called a meeting in January last year," the minister added.

The government has also decided to set up a four-member committee that will interact with the management and NPC for working out the package. The committee will have three representatives from Bengal and one from the Centre.

"A decision on how to revive the company will be taken within 15 days of tabling the NPC report," Rao said.

The Union minister, however, made it clear that the Centre is serious about reviving Dunlop. "The committee will look into the concessions that the company wants. We will do the needful," he said.

The company today submitted a fresh wish list to the government. It wants waiver of provident fund and ESI penalty, central excise duty waiver, electricity duty waiver among others.

Rao added that the company will pay Rs 10.75 crore to its employees at Sahagunj and its head office to clear their PF dues and wages.

On January 30, the minister had announced that the company will pay 10 per cent of arrear wages of Rs 29 crore to the employees at Sahagunj and head office.

The company had sold its head office — Dunlop House — to the Pataka Group for Rs 10.75 crore. The money is in the no lien account of State Bank of India. The company will have to go to Calcutta High Court for release of the funds.

Citu representative Ashok Pal said, "The management has appealed to the court to withdraw the entire money. However, we will plead to the court to release funds to clear 10 per cent of our arrear wages."

# Resign, CPM tells Ghisingh

**Pramod Giri**
*Siliguri, February 18*

THE CPI(M) has asked Subash Ghisingh to resign as chairman of Darjeeling Gorkha Hill Council if he doesn't want polls to it to be held within 25 March.

Twenty-four hours after the second tripartite meeting to discuss demands raised by the GNLF president failed, CPI(M)'s Darjeeling district secretary S.P. Lepcha said Ghisingh should resign as DGHC chairman and the council should be dissolved and an administrator.

"It is astonishing that Ghisingh wants to remain in control of DGHC without holding elections to it. He is functioning in an undemocratic manner and deceiving the people of Darjeeling Hills with irrelevant talk and foul games," Lepcha said. Elections should be held in due time to uphold democracy, peace and development in the region, he said.

The tripartite meeting in Delhi between Ghisingh, West Bengal chief minister Buddhadeb Bhattacharjee and Union home minister Shivraj Patil ended in a deadlock with Ghisingh insisting that elections to the DGHC were secondary.

State urban development minister Asok Bhattacharya on Friday criticised Ghisingh for refusing to allow elections before March 25. The DGHC board, he said, is already on a one-year extension and its term expires on March 25. There is no provision for the present council to remain in power after March 25, he said.

**Subash Ghisingh**

The government, he said, is ready to accept the reasonable demands of Ghisingh because it wants to maintain peace in the hills. But Ghisingh is making things difficult by his adamant attitude. After March 25, he wouldn't have the mandate to rule the hills, Bhattacharya said.

The minister said the CPI(M) and other Opposition parties would undertake a village-to-village campaign to make people aware about the need to hold DGHC elections on time.

## Basuspeak

Jyoti Basu, during whose tenure as chief minister the Darjeeling accord was signed, on Friday said Subash Ghisingh should not raise the bogey of a separate Gorkhland again. Basu alleged that Ghisingh was averse to holding DGHC polls as he had problems in his GNLF.

THE HINDUSTAN TIMES 19 FEB 2005

## Shivraj Patil fails to broker agreement

# Deadlock on hill council elections

OUR SPECIAL CORRESPONDENT

**New Delhi, Feb. 17:** A last-ditch attempt to end the stand-off over elections to the autonomous Darjeeling Gorkha Hill Council involving the Centre proved unsuccessful.

In the presence of home minister Shivraj Patil, council chief Subash Ghisingh and chief minister Buddhadeb Bhattacharjee could not come to an agreement on what should come first — elections before the March 25 deadline or a review of the council's powers.

National security adviser M.K. Narayanan hinted that the polls might not be held before the deadline, a possibility Patil was alive to.

"If the elections are not held within the deadline, both of them will have to decide how to go about it," he said.

Bhattacharjee and the Gorkha National Liberation Front leader had come to Delhi for a tripartite meeting with Patil that was expected to throw up a solution to the dispute.

They first decided on an informal meeting among themselves — without teams of officials — to work out a broad outline of the points of agreement. Narayanan joined them. This interaction, expected to last about 15 minutes, went on for a little over an hour but neither side was willing to budge from its stand.

A visibly unhappy Patil only said the talks were held in a frank and cordial atmosphere. If that left any doubts, Bhattacharjee and Ghisingh took turns to make it clear the deadlock continued.

Bhattacharjee said he had assured "we are ready to discuss any problem under the sun but we want to hold the elections within the timeframe" and uphold parliamentary democracy. "That is my request," he said in a brief statement.

Ghisingh — unlike Bhattacharjee, who had a flight to catch in less than 40 minutes — went to great lengths to emphasise his point. Elections will not help the hill people, more power and funds would, he said.

"I did not come here for elections," he said, questioning the wisdom of putting in place an elected body that would be as powerless as the existing board.

He insisted on devolution of powers, including control over police. But a source said that if the Centre had not given the council control over the police when it was created nearly 15 years ago, there was little chance of the state government giving in to his demand.

As news of the stalemate reached the hills, leaders of the CPM and the anti-Ghisingh People's Democratic Front vented their frustration.

The CPM is expected to hold a special Darjeeling secretariat meeting tomorrow under municipal affairs minister Asok Bhattacharya. "We will decide on our course of action on the DGHC election tomorrow," CPM state committee member Jibitesh Sarkar said.

THE TELEGRAPH

18 FEB 2005

INDIAN EXPRESS

17 FEB 2005

# Buddha taps Sonia to get Ghising on board

**DIPTOSH MAJUMDAR**
NEW DELHI, FEBRUARY 16

WEST Bengal Chief Minister Buddhadeb Bhattacharya is looking forward to support from UPA chairperson Sonia Gandhi to bring the Gorkha National Liberation Front boss, Subash Ghising, under control. Trouble has been brewing in Darjeeling again with Ghising threatening to boycott the March hill council elections if his pending demands were not met.

And with emergency in neighbouring Nepal and reports of Maoists sneaking in, the state government is desperate to ensure that Ghising and his supporters do not let Darjeeling politics return to the state of unrest it went through in the eighties.

Tomorrow, Bhattacharya is scheduled to meet Sonia and urge her to use her office and prevail upon the Darjeeling Gorkha Hill Council chairman. Ghising has forged a bond with the Congress and the party won the Darjeeling Lok Sabha seat last year with active support from the GNLF.

The West Bengal administration as well as the CPM think-tank believe that Congress is in the best position to influence Ghising's thinking. And as the party chief, Sonia could be of "immense help" in this regard.

The meeting with Sonia is to be followed by a tripartite meeting at North Block between Home Minister Shivraj Patil, Ghising and Bhattacharya. But the West Bengal government is attaching greater significance to the chief minister's appointment with Sonia. Their logic: It is difficult to get any commitment out of Ghising at these formal deliberations. The last bipartite meeting between Bhattacharya and the DGHC chairman made little headway.

The hill council elections, according to legal provisions, would have to be completed by March 25. The Left Front is attaching great significance to the democratic process. But Ghising is insistent that his demands, including his right "to control hill police" be handed over to him.

Sources here say, the Congress does not want to alienate Ghising because, till now, he has not really hobnobbed with Maoists. In the fast changing scenario in the hills, Darjeeling is poised delicately. There have been reports of the Nepal Maoists establishing links with the North Bengal-based Nepalese National Democratic Front of India and the Bhutan Communist Party (Marxist, Leninist, Maoist).

Reports have indicated that at a meeting with King Gyanendra in 2004, Ghising had openly advocated the need for Emergency in Nepal. But Maoists have been sneaking into the Himalayan subdivisions of West Bengal. Only last October, three Maoists were arrested from Panitanki in Darjeeling district on the Indo-Nepal border.

Some of the major demands that Ghising has listed include power to recruit teachers for hill areas, power to disburse funds for Kurseong, Kalimpong and Darjeeling municipalities, right to issue bus and taxi permits and explicit order that the BDOs work under the DGHC.

## Ghising revives Gorkhaland demand

KOLKATA: On the eve of the tripartite meeting between the West Bengal government, the DGHC and the Centre scheduled for Thursday, GNLF leader and DGHC chairman Subhash Ghising on Wednesday revived his demand for a separate state of Gorkhaland saying former CM Jyoti Basu had promised it. "In 1988, Basu promised we would get Gorkhaland in due course," said Ghising in Darjeeling. The DGHC accord was signed on July 25, 1988. The signatories included then Union Home minister Buta Singh, Jyoti Basu and Ghising.

Ghising's statement triggered strong reaction from the West Bengal government. Presenting a copy of the memorandum of settlement to journalists today, West Bengal Minister for Urban Development Ashok Bhattacharya said the accord showed the GNLF had discarded its demand for a separate state of Gorkhaland at that time. — *ENS*

# Ghisingh for Gorkhaland, Buddhadeb wants polls

**HT Correspondent & PTI**
*Darjeeling/Siliguri, February 14*

WEST BENGAL Chief Minister Buddhadeb Bhattacharjee today said that the Darjeeling Gorkha Hill Council (DGHC) elections would be held and there were no legal complications about it. He did not, however, specify whether the election would be held within March 26 as per the DGHC Act. He said the date would be finalised after the third tripartite meeting in Delhi on March 17.

Bhattacharjee told reporters after holding a meeting with parties opposing the GNLF — Akhil Bharatiya Gorkha League (ABGL), Communist Party of Revolutionary Marxists (CPRM), GNLF(C) and CPI(M) here — that he had no knowledge of the existence of two hill councils DGHC and DGAHC (Darjeeling Gorkha Autonomous Hill Council, as was being claimed by the GNLF chief Subash Ghisingh.

He clarified that the election would be held for the DGHC and not DGAHC. The word 'Autonomous' was introduced in the nomenclature following recommendation of a high-powered committee, which was agreed to by Ghisingh himself. However, Ghisingh was now claiming that he had not given his consent to the change of the nomenclature, the chief minister said. The word 'autonomous' would now be withdrawn from the nomenclature of the council in the next 24 hours, he said.

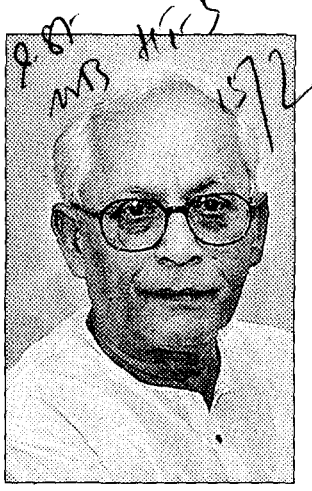

Buddhadeb Bhattacharjee

The CM said that the state government was going to conduct the DGHC polls and Ghisingh, as chairman of DGHC, should not have any objections.

After attending the meeting, CPRM leader Tamang Dawa Lama, ABGL president Madan Tamang (who is also the president of the People's Democratic Front), CPI(M) leader S. P. Lepcha and GNLF(C) leader D. K. Pradhan expressed satisfaction at the outcome of the talks with the CM.

Dawa Lama said his party CPRM would go for seat adjustment with the CPI(M), though the CPRM had ideological differences.

The leaders of the PDF demanded that elections be held within the March 25. If this was not possible, they said in a memorandum presented to the CM, an administrator should be appointed to run the council after its term expired. "The CM has assured us that elections will be held within the March 25," he claimed. When asked what course the PDF would take in case the elections were not held within that date, Tamang said the PDF would then take to the streets and begin a series of agitation if the government failed to hold election before the expiry of the council's tenure.

# BJP to contest 8 DGHC seats

**HT Correspondent**
*Darjeeling, February 14:*

AFTER BEING in near oblivion for long, the BJP has finally decided to make its presence felt in the Darjeeling Hills.

During the last parliamentary election, infighting within the party had left it a divided house. Though a constituent of the Peoples' Democratic Front (PDF), the party distanced itself from the PDF soon after the Lok Sabha poll. Now it is gearing up for the DGHC election.

"The BJP wants the DGHC elections to be held within March 26 and wants it to be conducted in a free and fair manner," says G.S. Yonzone, president, Darjeeling district BJP (Hills). The party has decided to contest eight DGHC seats.

The BJP's election plank would be announced soon, Yonzone said. The BJP, however, has decided to go it alone and would have no alliance with the People's Democratic Front. "As of now, we are building a good party base in the Hills, especially in the tea gardens and rural areas," says Yonzone.

Analysts here say the PDF's prospects will not be affected if the BJP contests the polls alone. In fact, under the present circumstances, the PDF would not press the BJP to join the front. The PDF was formed on February 6 last year with the All India Gorkha League (AIGL), Communist Party of Revolutionary Marxist (CPRM), GNLF-C, BJP and the Congress. T o fight the GNLF, the PDF recently announced a "seat-sharing alliance" with the CPI(M). However, the precondition set by the Marxists is that they would not have an alliance with any "non-secular force". The Congress, of late, has also served its ties with the PDF, leaving four constituent parties in the PDF.

THE HINDUSTAN TIMES 15 FEB 2005

# Civic polls edge out UPA at Left rally

STATESMAN NEWS SERVICE

KOLKATA, Feb. 12. — For three days they have been weighing the hits and misses of the state's politics and government. But today, standing before a gathering of over 1,00,000 people the CPI-M top brass set the tone for the coming civic elections of Kolkata and the state. There was only one passing reference to the Trinamul and for the remaining three hours at the rally, the leaders dissected the Congress' weak points and the UPA government's economic policies.

Among the speakers at the meet, Mr Jyoti Basu was the only one who felt "the need to throw out the bad elements that have entered the ranks". Then he switched back to the failures of the Congress and "the critical time the country is passing through".

Painting a rosy picture of Bengal and its progress in IT, agriculture and food processing industries, chief minister Mr Buddhadeb Bhattacharjee offered sops to the urban poor and slum dwellers.

"The successive Congress governments in Delhi did nothing for Bengal but looked after the other states. We have to invite investors, telling them that the rural population has the purchasing power and there is an English speaking, computer-literate workforce in the city. Building flyovers in Kolkata is not enough. We have to look after the slum-dwellers as well — give them water, food and shelter and set up self-help groups. Unlike Mumbai, the poor will not be thrown out of Kolkata. That is a promise," Mr Bhattacharjee said.

Mr Bhattacharjee ended his speech by referring to the Chinese economy, his pet topic.

"Both India and China started from scratch. But Jawaharlal Nehru and Indira Gandhi failed while Mao succeeded. Since people of the state know the Congress too well, they won't allow the Congress to enter Bengal," he said.

Mr Anil Biswas said that he expects that Lok Sabha elections victory will be repeated in the Kolkata Municipal Corporation polls. "Enthused by its success in the Lok Sabha polls in the other states, the Congress is trying to enter Bengal. We cannot allow that."

CPI-M general secretary Mr Harkishen Singh Surjeet cautioned the party not to become complacent. "What the government has done is not enough. It should always look after the development of the people," he said.

Politburo member Mr Prakash Karat strongly criticised divestment in profit-making PSUs and banks. "We are giving them time to rectify their ways and follow the spirit of the common minimum programme," Mr Karat said.

## CLEAN-UP CALL

KOLKATA, Feb. 12. — The CPI-M today announced that the litters created by its supporters at the Maidan will be cleared within 24 hours. "We are different from the other parties. Our volunteers will clean the mess within a day," Left Front chairman Mr Biman Bose said after the rally. — SNS

## HE SWEATS, HE SAYS...

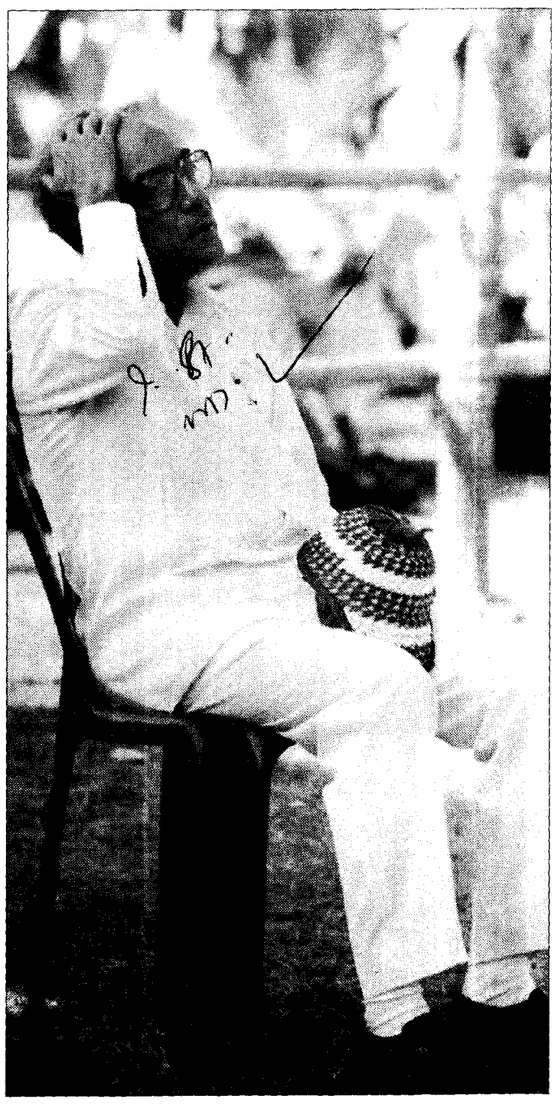

*...though not in that order. In fact, finance minister Mr Asim Dasgupta was snapped feeling the heat after chief minister Mr Buddhadeb Bhattacharjee (right) started making his point at the CPM rally on the Maidan on Saturday. (Below) If it's a Left rally, it's but natural that buses requisitioned to ferry in, and out, the suburban supporters will have the pick of the parking choice in Kolkata. — Shyamal Maitra, Rajib De and Arijit Sen*

# The other jam session

KOLKATA, Feb. 12. — Revolution, it seems, is dying out. What's left is only arrogance.

Ambulances caught in traffic snarl, commuters stuck in the snarls for eternity, corporate executives delayed for the all-important meeting. This was the general scene on the roads, thanks to the CPM meet at the Brigade Parade ground. But, nobody could care less and no one was there to do anything about it. Not even policemen to take care of the mess by diverting the vehicles to different routes.

Kolkata traffic police said that most of the city roads were choked from 12.30 p.m. to 2 p.m., especially those near the Shahid Minar, Maidan.

Instead of monitoring the situation on the road, the DC (traffic) was stationed at the rally ground for most of the time. The unusually lean police presence on the day of a huge rally took commuters by surprise. Police officers could not be spotted even at important intersections of the city.

Most of the senior IPS officers were at the Brigade ground. The few policemen found on the roads were either chatting in the shade or resting in the cooler confines of their vehicles.

Obviously, the CPI-M comrades, heading towards the venue of their meet, took over the city for about seven hours bringing traffic to a halt. The participants of the rally had the entire city to themselves and walked right through the middle of the road.

Cracking lewd jokes, mouthing abuses instead of slogans, the comrades walked down the road. Occasionally, one could hear a feeble voice raising a slogan but his comrades hardly bothering to join him. Most of the participants hardly cared but they did not stop their march to the venue.

Some of comrades even advised people waiting at bus stops to walk to their destination.

Buses could hardly be spotted. Autorickshaws were even fewer. Most had been requisitioned to carry rallyists to the rally. Around 500 buses and 200 matador-vans ferried the rallyists to the ground. And once at their destination, the buses were parked in the middle of the road with no policeman daring to take action.

Trucks and private buses, carrying the participants choked almost all the major thoroughfares of the city.

"Why do you people ask the same question at every rally? The common man is always at the receiving end. Unlike my neighbours, who decided to stay indoors, I tried to reach my office in central Kolkata and now I have been stranded in Central Avenue since last one hour. All I can do is wait," said Mr Arunanshu Chatterjee, whose car was stuck in the traffic congestion. — SNS

# Flower traders at receiving end

MIDNAPORE, Feb. 12. — Today's CPI-M rally at Brigade Parade ground came as a severe blow to the flower traders of Midnapore East and West, Howrah, Nadia and North 24-Parganas who could not transport their fare to meet tomorrow's demand for Saraswati Puja.

Secretary of Sara Bangla Phool Chashi O Phool Babsayee Samiti Mr Narayan Chandra Nayak said it was a very important day for the flower traders as tomorrow is Saraswati Puja and there is a huge demand for flowers.

Traders from Kolaghat, Deulia, Panskura, Debra, Khukurdaha, Kesapat and several other places of Midnapore East and West, Deulti, Ghoraghata and Bagnan of Howrah, places in Nadia and Thakurnagar of North 24-Parganas were supposed to bring flowers to the Mallikghat flower market in Kolkata.

These traders expected that the sale before Saraswati Puja would somewhat help them to revive the loss they incurred during the rains early this month. But most of them failed to come to Kolkata today as about 90 per cent of the private buses between Kolkata and these places, were requisitioned by the CPI-M to ferry their party cadres to the rally, Mr Nayak alleged.

With so few buses, the traders could not bring the flowers to the city market, where they would have got a good price for the flowers, tomorrow being Saraswati Puja, samiti cashier Mr Bapi Mandal said.

The traders prefer buses to trains as they would have to spend around Rs 150 more on baskets to carry the flowers to the stations. — SNS

# Win some, lose some in new seat share

SOUGATA MUKHOPADHYAY
STATESMAN NEWS SERVICE

KOLKATA, Feb. 12. — Going by the Delimitation Commission's draft on realignment of constituencies, chief minister Mr Buddhadeb Bhattacharjee and Trinamul chief Miss Mamata Banerjee will have an easy win from the Jadavpur Assembly and South Kolkata Parliamentary seats respectively, when they face the electorate next time.

Miss Banerjee's comfort has been ensured with the commission deciding not to include the new Metiabruz Assembly constituency — a strong-hold of the CPI-M — in her domain. Instead, it has been placed under the Diamond Harbour constituency in South 24-Parganas.

Nonetheless, the Trinamul supremo still has a tough challenge: now that the Kolkata North-East and the Kolkata North-West seats are merged into the single seat, Kolkata North, she has to find an alternative nest for Mr Ajit Panja before the next Lok Sabha polls.

After delimitation of seat, Kolkata has two Parliamentary seats instead of three and 11 Assembly segments instead of earlier 21. This has left the Trinamul Congress to decide between Mr Ajit Panja and Mr Subrata Mukherjee for the Kolkata North seat.

In the Lok Sabha polls 2004, Mr Panja won a little over 37 per cent of the votes, losing to CPI-M's Md Salim from Kolkata North-East and Mr Mukherjee lost to Mr Sudhangshu Sil by securing only around 30 per cent of the votes from the Kolkata North-West seat.

Miss Banerjee will also have something to grumble on as two of her strongholds, Sonarpur and Chowringhee Assembly segments have now been included in the Jadavpur and Kolkata North seats respectively. Instead of Sonarpur and Chowringhee, she now has Behala East, Behala West, Kasba (geographically in South 24-Parganas) and the freshly-constituted Kolkata Port Assembly segments in her constituency, all of them being strong-holds of the Left.

In the 2004 Parliamentary polls, the Trinamul chief, won a lead of 18,225 votes from Sonarpur and 12,377 votes from Chowringhee against her CPI-M rival contestant, Mr Rabin Deb.

Chief minister Mr Buddhadeb Bhattacharjee's Assembly segment, Jadavpur in South 24-Parganas, now seems to be more secured than ever. This segment comprise 10 KMC wards eight of which have sitting CPI-M councillors. Ward no. 96 is under Mr Debabrata Mazumder of the BJP and ward no. 106 is under Mr Jyotiprasanna Das Thakur of the Trinamul.

The Assembly constituencies which would cease to exist after the proposed realignment are Tollygunge, the seat of Leader of the Opposition Mr Pankaj Banerjee, Dhakuria, that of Trinamul leader Mr Saugata Roy and Sealdah, that of Congress leader Mr Somen Mitra.

The other constituencies facing obliteration are the Jorabagan seat held by CPI-M's Mr Parimal Biswas, Burrabazar held by Trimaul's Tapas Roy, Bowbazar held by the dissident Trinamul leader Mrs Nayna Bandyopadhyay, Kabitirtha held by Congress' Mr Ram Pyare Ram, Alipore held by actor-turned-Trinamul activist Tapas Paul, Taltala held by CPI-M's Mr Debesh Das, Vidyasagar held by CPI-M's Mr Anadi Shaw, Burtola held by Trinamul's Mr Sadhan Pande and Belgachia West held by Mr Rajdeo Goala of the CPI-M.

The two new Assembly segments in Kolkata — Bhownipore and Kolkata Port — will be included in the Kolkata South segment.

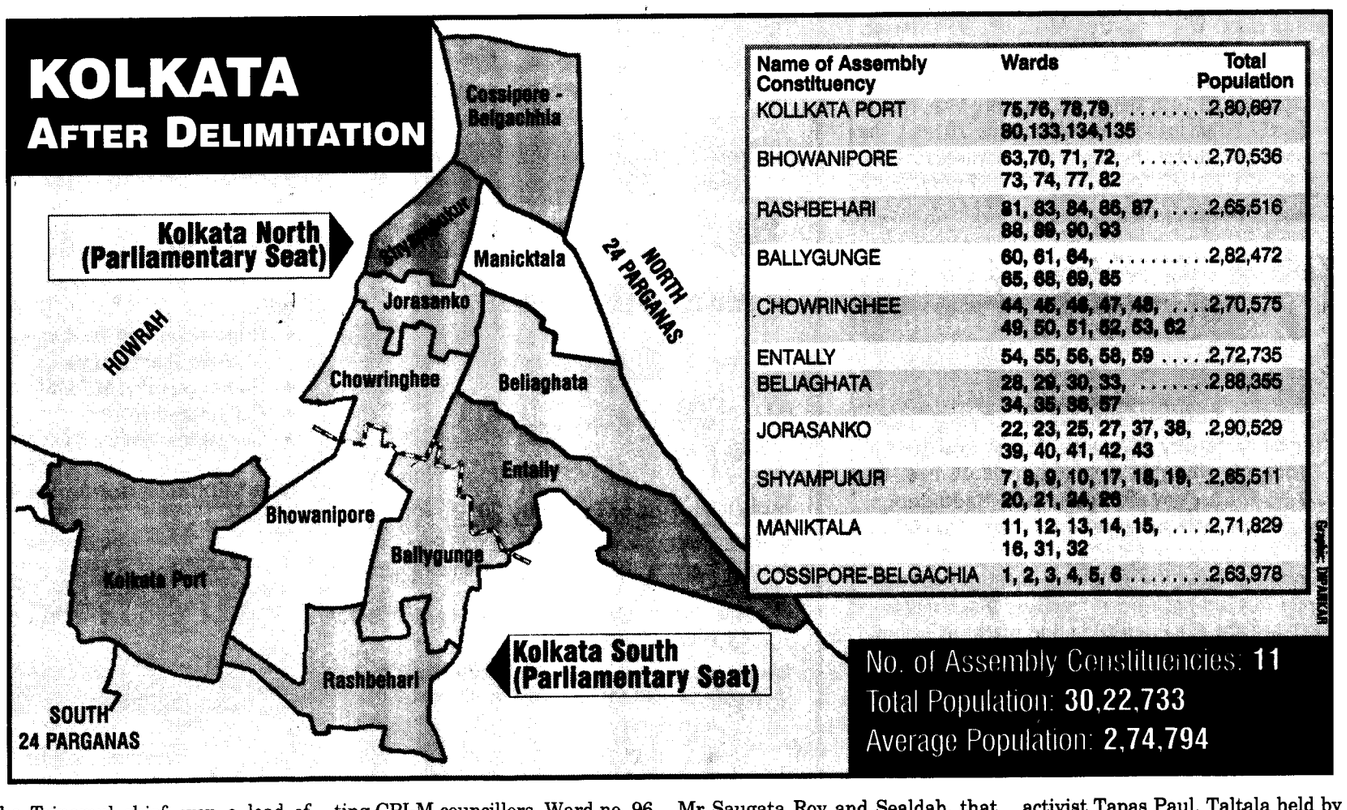


| Name of Assembly Constituency | Wards | Total Population |
|---|---|---|
| KOLLKATA PORT | 75,76, 78,79, 80,133,134,135 | 2,80,697 |
| BHOWANIPORE | 63,70, 71, 72, 73, 74, 77, 82 | 2,70,536 |
| RASHBEHARI | 81, 83, 84, 86, 87, 88, 89, 90, 93 | 2,65,516 |
| BALLYGUNGE | 60, 61, 64, 65, 68, 69, 85 | 2,82,472 |
| CHOWRINGHEE | 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 62 | 2,70,575 |
| ENTALLY | 54, 55, 56, 58, 59 | 2,72,735 |
| BELIAGHATA | 28, 29, 30, 33, 34, 35, 36, 57 | 2,88,355 |
| JORASANKO | 22, 23, 25, 27, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 | 2,90,529 |
| SHYAMPUKUR | 7, 8, 9, 10, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 26 | 2,65,511 |
| MANIKTALA | 11, 12, 13, 14, 15, 16, 31, 32 | 2,71,829 |
| COSSIPORE-BELGACHIA | 1, 2, 3, 4, 5, 6 | 2,63,978 |

# এক হাত বা পা না-থাকলে, কম দেখলেও মিলবে সরকারি চাকরি

**সুপ্রকাশ চক্রবর্তী**

একটি হাত বা একটি পা না-থাকলে অথবা চোখে কম দেখলে বা কানে কম শুনলে কাউকে শিক্ষকের চাকরি দেওয়া যায় না?

পশ্চিমবঙ্গের সমাজকল্যাণ দফতর নির্দেশ জারি করে বলেছে, হ্যাঁ, সেই চাকরি দেওয়া যায়। কারণ, ওই চাকরি করা যায় বসে বসে অথবা কিছুটা ঝুঁকে দাঁড়িয়ে এবং পড়া ও লেখার মাধ্যমে।

একই ধরনের শারীরিক প্রতিবন্ধকতা থাকলে কেউ কি সঙ্গীত-শিক্ষকের চাকরি পাবেন না?

ওই সরকারি নির্দেশ বলছে, আলবত পাবেন। একটি হাত বা পা না-থাকার জন্য নির্দিষ্ট করে দেওয়া চাকরিগুলি থেকে কোনও শারীরিক প্রতিবন্ধীকে বঞ্চিত করা যাবে না। কারণ, রাজ্য সরকারের চাকরিতে চোখে কম দেখা, কানে কম শোনা অথবা অন্য ধরনের শারীরিক প্রতিবন্ধীদের জন্য তিন শতাংশ চাকরি সংরক্ষিত রয়েছে।

সমাজকল্যাণ বিভাগের মতো রাজ্য সরকারের বাকি সব দফতরকে একই উদ্দেশ্যে তাদের দফতরে কোন কোন পদে শারীরিক প্রতিবন্ধীরা চাকরি করতে পারেন, তা চিহ্নিত করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। বিভিন্ন ধরনের শারীরিক প্রতিবন্ধীরা কে কোন পদে কাজ করতে পারবেন, তা-ও পৃথক ভাবে জানাতে বলা হয়েছে দফতরগুলিকে। বিভিন্ন বিভাগ থেকে সেই খতিয়ান পাওয়ার পরে তার ভিত্তিতে রাজ্য সরকার প্রথম পর্যায়ে সরকারি দফতরগুলিতে পি এস সি-বহির্ভূত এবং পদোন্নতি-বর্জিত পদগুলিতে শারীরিক প্রতিবন্ধীদের জন্য তিন শতাংশ চাকরি সংরক্ষণের নির্দেশ রূপায়ণ করবে।

রাজ্যের সমাজকল্যাণ দফতরের উদ্যোগে গত সপ্তাহে এই ব্যাপারে মহাকরণের রোটান্ডায় সব দফতরের অফিসারদের নিয়ে বৈঠক করেন সমাজকল্যাণ দফতরের সচিব সৈয়দ নুরুল হক। শুধু কথার কথা নয়, সমাজকল্যাণ দফতর নিজে দিশারির ভূমিকা নিয়ে তাদের দফতরে কোন কোন পদে কী ধরনের শারীরিক প্রতিবন্ধীদের চাকরি দেওয়া যাবে, তার তালিকা যে গেজেট বিজ্ঞপ্তি মারফত ইতিমধ্যেই জানিয়ে দিয়েছে, সে-কথা অন্য দফতরগুলিকে জানানো হয়।

বস্তুত, রাজ্যের কোনও দফতরেই শারীরিক প্রতিবন্ধীরা সরকারি চাকরিতে তিন শতাংশ সংরক্ষণের সুযোগ তেমন ভাবে পাচ্ছেন না। এই পরিস্থিতির অবসান ঘটাতেই মহাকরণের ওই বৈঠক ডাকা হয়েছিল বলে জানিয়েছেন সমাজকল্যাণ সচিব। তিনি বলেন, আপাতত পি এস সি-বহির্ভূত এবং পদোন্নতির সুযোগ-রহিত কী কী চাকরি কোন শ্রেণির শারীরিক প্রতিবন্ধীরা করতে পারবেন, সব দফতরকে তা চিহ্নিত করতে বলা হয়েছে। এক বার তা নির্দিষ্ট হয়ে গেলে তিন শতাংশ সংরক্ষণের বিধি নিজে থেকেই বলবৎ হবে।

শুধু স্নাতক শিক্ষক, প্রাথমিক শিক্ষক বা সঙ্গীত-শিক্ষকের চাকরি নয়, রাজ্যের সমাজকল্যাণ দফতরের নির্দেশিকায় বিভিন্ন ধরনের শারীরিক প্রতিবন্ধীদের জন্য সুপারিনটেন্ডেন্ট, স্টেনোগ্রাফার, ইনস্ট্রাক্টর, ক্যাশিয়ার, কম্পাউন্ডার এবং নার্সের চাকরি থেকে শুরু করে শতাধিক পদ চিহ্নিত করে দেওয়া হয়েছে।

ANADABAZAR PATRIKA 11 FEB 2005

# Gifts & Ghisingh growl

## Hill leader walks out of Writers' in a huff

OUR BUREAU

**Calcutta, Feb. 8:** Buddhadeb Bhattacharjee's meeting with Subash Ghisingh ended today with the GNLF chief walking out of Writers' Buildings in a huff, reiterating that he did not want elections in the hills.

"If you, after hearing me, still want to hold the elections, go ahead and do it.... Let it be a one-sided affair," Ghisingh told the chief minister before leaving his office this morning.

The Darjeeling Gorkha Hill Council (DGHC) is scheduled to go to polls by March 25.

The meeting, which lasted over an hour and ended in a virtual fiasco, started on a warm note. Bhattacharjee gave Ghisingh a *shola* image of Durga and the Gorkha leader gifted a shawl. "I may be a communist and an atheist but this is a work of art," a smiling Bhattacharjee told Ghisingh.

It did not take too long for the bonhomie to ebb with the hill leader insisting that the GNLF would not participate in the poll process till "problems affecting the council" are sorted out.

"I don't understand why he (Ghisingh) is not wanting elections in the hills despite the fact that I have agreed to accede to all his demands concerning the council. I am running out of time as we have to complete the entire election process by March 26," Bhattacharjee said later.

He added that both Union home minister Shivraj Patil and defence minister Pranab Mukherjee were briefed about the outcome of the talks.

The state has already extended the DGHC's term twice. "We are ready to hold the elections before the deadline expires, but Ghisingh cited ISI activities and some other problems as an excuse to defer the polls. I cannot subscribe to his logic. Elections were held even in Kashmir, a hub of ISI activities," the chief minister said.

However, Bhattacharjee also made it clear he did not want the elections "without Ghisingh's consent". He said: "Ghisingh told me he would consult lawyers. I can wait a few more days presuming that good sense will prevail... But time is very short."

Bhattacharjee suggested that another meeting among the three signatories — the Centre, the state and the GNLF — to the DGHC accord of 1988 could be arranged, as suggested by Ghisingh, to look into the problems affecting the council, only if he agrees to participate in the polls.

The chief minister said he accepted most of Ghisingh's demands — that of a CBI probe into an assassination attempt on him, of recharting some of the territories under Siliguri Mahakuma Parishad into the council and of an arrangement to get funds directly from Delhi. "But I did not concede when he demanded that Darjeeling be declared tribal land. Many Nepalese live in Darjeeling. How can it be a tribal land?" he asked.

"Ghisingh told me that he did not want the word 'autonomous' in the DGHC... I offered to drop it in an hour, but still he refused to accept the elections," said Bhattacharjee.

The GNLF chief said the council had become a "child afflicted with polio, which cannot stand on its own".

"I told the chief minister that the council is in suspended animation. Its defects have to be repaired and more powers delegated."

THE TELEGRAPH 09 FEB 2005

# ভোটে নারাজ ঘিসিং, হতাশ বুদ্ধ বললেন, শুভ বুদ্ধির উদয় হোক

**স্টাফ রিপোর্টার:** জি এন এল এফ নেতা সুবাস ঘিসিংয়ের 'শুভ বুদ্ধির উদয়' হোক, এটাই চান মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য।

যে-সব দাবিদাওয়া নিয়ে ঘিসিং গত তিন সপ্তাহে তাঁর সঙ্গে দু'দফায় বৈঠক করেছিলেন, তার সবটা তৎক্ষণাৎ মেনে নিয়েও ঘিসিংকে শেষ পর্যন্ত পার্বত্য পরিষদের নির্বাচনে রাজি করাতে পারেননি মুখ্যমন্ত্রী। ক্ষুব্ধ মুখ্যমন্ত্রী ক্ষোভও প্রকাশ করতে পারছেন না, পারছেন না হতাশা চেপে রাখতে। মঙ্গলবার মহাকরণে দ্বিতীয় দফার বৈঠকের পরে এক দিকে তিনি ঘিসিংকে অনুরোধ করছেন, আইন মেনে নির্বাচন মেনে নিন। অন্য দিকে তাঁকেই বুদ্ধবাবু জানিয়ে দিয়েছেন: নির্বাচন করার জন্য ঘিসিং, পার্বত্য পরিষদ বা পাহাড়ের মানুষের সঙ্গে কোনও রকম সংঘাতে যাবেন না তিনি।

একতরফা ভাবে নির্বাচন করাবেন না মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর হাতে ভোটের জন্য বড়জোর মাস দেড়েক সময় আছে। তাই কালবিলম্ব না-করে ঘিসিংয়ের সঙ্গে বৈঠক শেষ করেই বুদ্ধবাবু টেলিফোনে কথা বলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শিবরাজ পাটিল এবং প্রতিরক্ষামন্ত্রী প্রণব মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে। ঘিসিং রাজনৈতিক স্তরে ত্রিপাক্ষিক বৈঠক চেয়েছেন। মুখ্যমন্ত্রী তাঁকে জানিয়েছেন: নির্বাচন মেনে নিন। ত্রিপাক্ষিক বৈঠক তার পরেই করা হবে। আমি থাকব সেখানে। ঘিসিং তাঁকে জানিয়েছেন, আইনজীবীদের সঙ্গে কথা বলে সিদ্ধান্ত নেবেন তিনি।

এ দিন দুপুরে বুদ্ধবাবুর সঙ্গে বৈঠকের পরে ঘিসিং সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলেন। সন্ধ্যায় সাংবাদিক বৈঠক করেন মুখ্যমন্ত্রী। ১০ মিনিটের সাংবাদিক বৈঠকে অধিকাংশ জুড়ে ঘিসিং বারবার প্রশ্ন তুলেছেন, 'দার্জিলিং গোর্খা হিল কাউন্সিল', নাকি 'অটোনমাস হিল কাউন্সিল'— কার চেয়ারম্যান তিনি? তাঁর প্রশ্ন, এই 'অটোনমাস' শব্দটি এল কোথা থেকে? মুখ্যমন্ত্রীর পাল্টা জবাব: কাগজপত্র ঘেঁটে দেখেছি, আগে এই শব্দটি ছিল না। পরবর্তী ক্ষেত্রে ওঁদের দাবি মেনেই শব্দটি অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

মুখ্যমন্ত্রী সাংবাদিকদের জানান, এ দিনের বৈঠকেই তিনি ঘিসিংকে ঘণ্টাখানেক অপেক্ষা করতে বলেন। তার মধ্যেই প্রয়োজনীয় সরকারি বিজ্ঞপ্তি জারি করে 'অটোনমাস' শব্দটি বাদ দিয়ে দেওয়া হবে। ঘিসিং মুখ্যমন্ত্রীকে সেই মুহূর্তে নিরস্ত করেন।

*এর পর ছয়ের পাতায়*

## ভোটে নারাজ ঘিসিং

*প্রথম পাতার পর*

এ দিন মহাকরণের বৈঠকের পরে প্রথম দিতে মুখ্যমন্ত্রী মুখ খুলতে চাননি। কিন্তু ঘিসিং একতরফা বলে যাওয়ায় শেষ পর্যন্ত সন্ধ্যায় সাংবাদিক বৈঠক করার সিদ্ধান্ত নেন তিনি। গত ২১ জানুয়ারি সুকনা বনবাংলোয় ঘিসিংয়ের সঙ্গে তাঁর বৈঠক এবং আজকের বৈঠকের বৃত্তান্তও আদ্যোপান্ত সাংবাদিকদের জানান।

● তাঁর উপরে আক্রমণের ঘটনার তদন্ত সি বি আই-কে দিয়ে করানোর দাবি ছিল ঘিসিংয়ের। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ওই ঘটনার তদন্তের পরে দোষীদের বিচার শুরু হয়ে গিয়েছে। তবু আমি ওঁর দাবি মেনে নিয়েছি। ● পরিষদ এলাকায় আরও নতুন কিছু এলাকা অন্তর্ভুক্ত করার দাবি ছিল জি এন এল এফ-প্রধানের। মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্য, আমি বলেছি, সেটাও করে দেওয়া হবে। দু'-একটি এলাকার ক্ষেত্রে অসুবিধা আছে। সেখানে পঞ্চায়েত নির্বাচন হয়েছে। তবে তা-ও খতিয়ে দেখা হচ্ছে। ● ঘিসিংয়ের দাবি ছিল, পার্বত্য পরিষদের জন্য কেন্দ্রীয় বরাদ্দ রাজ্যের মাধ্যমে নেবেন না তিনি। সরাসরি নেবেন। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, আমি তাতেই রাজি।

দু'দফায় মোট এক বছর পার্বত্য পরিষদের নির্বাচন পিছোনো হয়েছে। আইন অনুযায়ী আর নির্বাচন পিছোনো যায় না। ভোট না-হলে ২৫ মার্চের পরে ভেঙে যাবে পরিষদ। দায়িত্ব বর্তাবে প্রশাসকের হাতে। এই পরিস্থিতিতে ঘিসিংয়ের দাবি মেনে নিয়ে নিজের দাবি পেশ করেন মুখ্যমন্ত্রী, ভোট সেরে ফেলা যাক। ঘিসিং রাজি হননি। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, নির্বাচন না-করার জন্য ঘিসিং যে-কারণ দেখিয়েছেন, তা হল, পাহাড়ে আই এস আইয়ের কাজকর্ম বেড়েছে। আই এস আই দমন না-করে ভোট করা যাবে না। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, "তা হলে কাশ্মীরে নির্বাচন হল কী করে?" ঘিসিং মুখ্যমন্ত্রীকে বলেন, "আপনি চাইলে নির্বাচন করাতে পারেন। তবে আমি তার শরিক হব না।" ঘিসিংকে বাদ দিয়ে তিনি যে পাহাড়ে ভোট করাবেন না, মুখ্যমন্ত্রী তাঁকে তা জানিয়ে দেন। অনুরোধ করেন, "নির্বাচন মেনে নিন।"

সার্বিক ভাবে নির্বাচনকে ঘিরেই যে জটিলতা, সেই বিষয়ে সন্দেহ নেই। গোষ্ঠী-দ্বন্দ্বে দীর্ণ জি এন এল এফ এই মুহূর্তে নির্বাচনের মুখোমুখি হলেই ঘিসিংয়ের সমস্যা বাড়বে। কার্যত সেই পরিস্থিতি এড়াতেই ঘিসিং ভোট চাইছেন না। সরকারকে একতরফা ভোটের দিন ঘোষণা করিয়ে দিতে পারলেও তিনি সরকার-বিরোধী মঞ্চে দল গোছানোর কাজ সহজে সেরে নিতে পারবেন। আর যদি ভোট না-হয়ে পরিষদের পরিচালন বোর্ড ভেঙে যায়, তা হলেও রাজনৈতিক ভাবে ক্ষতি নেই ঘিসিংয়ের। কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী ঘিসিংয়ের প্ররোচনায় পা দিতে রাজি নন। মহাকরণ সূত্রের খবর, নির্বাচন যদি না-হয়, তা হলে সরকার অর্ডিন্যান্স জারি করে পরিষদের মেয়াদ আরও ছ'মাস বা এক বছর বাড়িয়ে দেবে। ঘিসিংয়ের দাবিগুলি কি আসলে অজুহাত? নির্বাচন এড়ানোর কৌশল? মুখ্যমন্ত্রী এই প্রশ্ন প্রত্যাশিত ভাবেই এড়িয়ে গিয়েছেন, বলেছেন, "সেটা আপনারা বুঝুন।"

ANADABAZAR PATRIKA 09 FEB 2005

# দায় রাজ্যেরও

পশ্চিমবঙ্গের কপাল খারাপ। দ্বাদশ অর্থ কমিশনের সুপারিশে বিভিন্ন খাতে বিভিন্ন রাজ্যের লাভ-লোকসান হইয়াছে, পশ্চিমবঙ্গের প্রায় সম্পূর্ণত লোকসান। অসীম দাশগুপ্তের অতি বড় সমালোচকও এক বার দীর্ঘশ্বাস ফেলিবেন। অর্থ কমিশনের বরাদ্দ অর্থ বিভিন্ন রাজ্যের মধ্যে বণ্টনের জন্য যে সব মাপকাঠি ব্যবহার করা হয় ও সেই মাপকাঠিগুলির যাহাকে যতখানি গুরুত্ব দেওয়া হয়, দ্বাদশ অর্থ কমিশন তাহাতে নানা পরিবর্তন আনিয়াছে। রাজ্যের পরিকাঠামো এত দিন অন্যতম মাপকাঠি হিসাবে গণ্য হইত, এখন আর হইবে না। সর্বাধিক পরিবর্তন ঘটিয়াছে দুইটি মাপকাঠির ক্ষেত্রে: জনসংখ্যা এবং দারিদ্র। অর্থ বণ্টনের সূত্র নির্ধারণে রাজ্যের জনসংখ্যার আনুপাতিক গুরুত্ব ('ওয়েট') ছিল ১০ শতাংশ, এখন তাহা হইবে ২৫ শতাংশ। পাশাপাশি, দারিদ্রের গুরুত্ব ছিল ৬২.৫ শতাংশ, হইবে ৫০ শতাংশ। ফলে এক দিকে, জনবহুল রাজ্যগুলি অতীতের তুলনায় বেশি হারে অর্থ পাইবে, অন্য দিকে, যে সব রাজ্যে দারিদ্রের হার বেশি, তাহাদের প্রাপ্তিযোগ কমিবে। ভারতে জনবহুল রাজ্যগুলিতেই দারিদ্রের হার সচরাচর বেশি, যেমন বিহার বা উত্তরপ্রদেশ। এই সব রাজ্য দারিদ্রের খাতে যাহা হারাইতেছে, জনসংখ্যার খাতে তাহা উসুল করিয়া লইবে, অন্তত অনেকাংশে। পশ্চিমবঙ্গের অবস্থা কিঞ্চিৎ বিসদৃশ। পশ্চিমবঙ্গ জনসংখ্যার বিচারে বৃহৎ রাজ্য নয়, কিন্তু দারিদ্রের মাত্রা, বিশেষত গ্রামীণ দারিদ্রের মাত্রা এখনও অনেকখানি। ফলে পশ্চিমবঙ্গ জনসংখ্যার মাপকাঠিতেও মার খাইবে, মার খাইবে দারিদ্রের মাপকাঠিতেও। পাশাপাশি, ভৌগোলিক আয়তনের গুরুত্বও বাড়িয়াছে, তাহাতে ক্ষীণকায় পশ্চিমবঙ্গের আরও লোকসান।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার বলিতে পারে, এই রাজ্যের প্রতি বঞ্চনা করা হইতেছে। অর্থ কমিশনের নীতি পরিবর্তনের ফলে পশ্চিমবঙ্গের সমস্যা বা অসুবিধা নিশ্চয়ই হইতেছে, কিন্তু অসুবিধা হইলেই তাহাকে বঞ্চনা বলিয়া গণ্য করা যুক্তিযুক্ত নয়। পরিবর্তনগুলিকে যুক্তি দিয়া বিচার করিতে হইবে, যে যুক্তি কোনও বিশেষ রাজ্যের স্বার্থের উপর নির্ভর করিতে পারে না। একটি উন্নয়নশীল দেশে বিভিন্ন ক্ষেত্রে দারিদ্রের মাপকাঠিটির গুরুত্ব ক্রমশ কমিয়া আসিবে, ইহাই প্রত্যাশিত, তাহা না হইলে 'উন্নয়নশীল' শব্দটিই ব্যর্থ। পশ্চিমবঙ্গের গ্রামীণ দারিদ্র যে এখনও প্রবল, তাহা কিন্তু গ্রামদরদি বামফ্রন্ট সরকারের পক্ষে শ্লাঘার কারণ নয়। জনসংখ্যার গুরুত্ব বাড়াইয়া দেওয়ার সিদ্ধান্তটি অবশ্যই দুর্ভাগ্যজনক, আপত্তিকরও। যে সব রাজ্য জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে ব্যর্থ বা উদাসীন, তাহারা এই সিদ্ধান্তের ফলে উপকৃত হইবে, পশ্চিমবঙ্গের মতো রাজ্য বা আরও বেশি করিয়া দক্ষিণ ভারতের রাজ্যগুলির লোকসান হইবে, কারণ তাহারা জন্মনিয়ন্ত্রণে অনেকটা অগ্রসর। সাফল্যের শাস্তি এবং ব্যর্থতার পুরস্কার— অবশ্যই প্রতিবাদযোগ্য। বামফ্রন্ট সরকারের চালকরা এই বিষয়ে দক্ষিণের রাজ্যগুলির সঙ্গে একযোগে একটি যথার্থ যুক্তিনিষ্ঠ প্রতিবাদ গড়িয়া তুলিতে পারেন, সে জন্য 'পশ্চিমবঙ্গের বঞ্চনা'র ধুয়া তুলিবার প্রয়োজন নাই। বৃহৎ নীতির জন্য আন্দোলন করিয়াই বরং রাজ্যের স্বার্থ সিদ্ধ হইতে পারে।

কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের সমস্যার অন্য কারণও আছে, এবং তাহাতে এই রাজ্যের শাসকদের ভূমিকা নগণ্য নয়। যে রাজ্যগুলি রাজস্ব সংগ্রহের ব্যাপারে সফল, অর্থ কমিশন তাহাদের প্রাপ্য বাড়াইয়া দিবার ব্যবস্থা করিয়াছে— অর্থ বণ্টনের সূত্র নির্ধারণে 'কর আদায়'-এর গুরুত্ব ৫ শতাংশ হইতে বাড়াইয়া ৭.৫ শতাংশ করা হইতেছে। ফলে, যে সব রাজ্য কর আদায়ে দক্ষতার পরিচয় দিয়াছে, তাহারা লাভবান হইবে। পশ্চিমবঙ্গ এই বিষয়ে 'ভাল ছাত্র'র দলে পড়ে না: কর আদায়ের, প্রধানত বিক্রয় কর আদায়ের ক্ষেত্রে অসীম দাশগুপ্ত মহাশয়ের কৃতি বার বার অর্থ কমিশন, যোজনা কমিশন এবং বিভিন্ন বিশেষজ্ঞের সমালোচনা কুড়াইয়াছে। স্বভাবতই, দ্বাদশ অর্থ কমিশনের নূতন সূত্রে অসীম দাশগুপ্ত ক্ষতিগ্রস্ত। কিন্তু তাহার জন্য নিশ্চয়ই কমিশনকে দোষ দেওয়া যায় না! বস্তুত, সামগ্রিক ভাবেই কমিশন চেষ্টা করিয়াছে, যাহাতে রাজ্যগুলি নিজস্ব রাজস্ব আদায়ের তৎপরতা বাড়াইতে যত্নবান হয়। রাজ্যগুলি কেন্দ্রের নিকট যে ঋণ লইয়াছে, তাহার উপর সুদের হার ৯ শতাংশ হইতে কমাইয়া ৭.৫ শতাংশ করা হইবে, কিন্তু এই সুবিধা পাইবার জন্য রাজ্যকে আগে ফিসকাল রেসপন্সিবিলিটি অর্থাৎ রাজকোষ পরিচালনায় দায়বদ্ধতা স্বীকার করিয়া আইন প্রণয়ন করিতে হইবে। এই ধরনের শর্ত রাজ্যের উপর আরোপ করিতে না হইলেই নিশ্চয়ই ভাল হইত, যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষে মানানসই হইত। কিন্তু রাজ্যগুলিরও রাজস্ব সংগ্রহে এবং অপচয় নিয়ন্ত্রণে অধিক মনোযোগ করা দরকার, তাহা হইলে যুক্তরাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার দাবি আরও মানানসই হয়।

09 FEB 2005

ANADABAZAR PATRIKA

# ফিকিতেও পশ্চিমবঙ্গের ভাবমূর্তির প্রচারক বুদ্ধদেব

# বামেরা লগ্নি-বিরোধী নয়, ভাঙবে না জোট সরকারও

**স্টাফ রিপোর্টার:** কেন্দ্রের সঙ্গে বাম নীতির ঠিক যে-কৌশলে তিনি সি আই আই-এর পার্টনারশিপ সামিটে আন্তর্জাতিক শিল্প মহলের মন কেড়ে নিয়েছিলেন, মঙ্গলবার কলকাতায় বণিকসভা ফিকি-র সভাতেও সেই একই সূত্রে নিজের দিকে ভোট টেনে আবারও সফল হলেন মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টচার্য। আর এ ক্ষেত্রেও শিল্প মহলের মুখোমুখি বসে বুদ্ধবাবুর সোজা-সাপ্টা আগাম জবাবই 'ভোঁ-কাট্টা' করে দিল শিল্প মহলের যাবতীয় সন্দেহ ও কৌতূহলকে।

বিদেশি লগ্নি কিংবা বিলগ্নীকরণ, বা সে বিশ্বায়নই হোক না কেন— আসলে যে বাম শক্তির চালকেরা কোনও দ্বিমুখী নীতি নিয়ে চলেন না, বরং তাঁরা অনেক বেশি শিল্প-বন্ধু এবং সংস্কারপন্থী, ফিকি-র আসরে এ দিন এই বার্তা পৌঁছে দেওয়াই ছিল বুদ্ধবাবুর আসল লক্ষ্য।

এ দিন ফিকি-র আসরে বুদ্ধবাবু প্রথমেই বিলগ্নীকরণ, বিশ্বায়ন ও বিদেশি লগ্নির মতো তিনটি গুরুত্বপূর্ণ দিককে বেছে নিয়ে নিজের কথা বলতে শুরু করেন। তিনি আবারও জানান, প্রধানতম শরিক দল হিসাবে তিনি কোনও 'বেঙ্গল প্যাকেজ'-এর দাবি নিয়ে প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিংহের দরবারে যাননি। দু'একটি বিষয় বাদ দিলে কেন্দ্রের অভিন্ন ন্যূনতম কর্মসূচি নিয়ে তাঁদের কোনও দিনই বিরোধিতা ছিল না, আজও নেই। গ্রামীণ অর্থনীতির বিকাশ থেকে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পরিকাঠামো উন্নয়ন প্রভৃতি বিষয় নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকার উন্নয়নের যে-ছবি তাঁদের সামনে পেশ করেছিলেন, তাতে তাঁদের পূর্ণ সমর্থন আজও আছে। প্রসঙ্গক্রমে তিনি এ কথাও জানাতে ভোলেননি কেন্দ্রের উপর থেকে সমর্থন তুলে নেওয়ার মতো কোনও পরিস্থিতিই তৈরি হয়নি।

তবে বিলগ্নীকরণ প্রসঙ্গে বামফ্রন্টের নীতি বোঝাতে গিয়ে বুদ্ধবাবু এ দিন আবারও জানান, লাভজনক সংস্থার বেসরকারীকরণ নিয়ে তাঁদের ঘোরতর আপত্তি রয়েছে।

বিশ্বায়ন প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে বুদ্ধবাবু এ দিন পরিষ্কার জানান, বিশ্বায়ন কারও পক্ষে রোধ করা সম্ভব নয়। তাঁরা শঙ্কিত উন্নত দেশগুলির একপেশে বাজার নীতি নিয়ে। তাঁর যুক্তি, বিশ্বায়ন হলে দু'পক্ষকেই বাজার উন্মুক্ত করে দিতে হবে। না হলে ভুগতে হবে উন্নয়নশীল দেশগুলিকেই। বিদেশি লগ্নি নিয়ে তাঁর যে মোটেই কোনও ছুঁতমার্গ নেই, তার প্রমাণ দিতে এ দিন তিনি নিজের রাজ্যেরই উদাহরণ টেনে এনে বাম নীতিকে বিশ্বাসযোগ্য করে তোলার চেষ্টা করেন। দেশের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গে সব থেকে বেশি জাপানি লগ্নির কথা থেকে শুরু করে সম্প্রতি ইন্দোনেশিয়ার সালিম গোষ্ঠীর টাকায় নতুন উপনগরী গড়ে ওঠার কথা তিনি জানাতে ভুল করেননি।

বুদ্ধবাবু জানান, 'লুক ইস্ট' নীতির কারণে পশ্চিমবঙ্গ এখন অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ রাজ্য হিসাবে কেন্দ্রের কাছে প্রাধান্য পাচ্ছে। এই নীতির কারণে কোনা এক্সপ্রেসওয়েকে ঘিরে রাজ্য সরকার 'লজিস্টিক হাব' তৈরি করবে বলে স্থির করেছে। সে বিষয়ে কমলনাথের সঙ্গে আলোচনা করতে আগামী সপ্তাহে রাজ্যের শিল্পমন্ত্রী নিরুপম সেনকে তিনি দিল্লি পাঠাচ্ছেন বলে বুদ্ধবাবু জানান।

বুদ্ধবাবুর বক্তব্যের মাঝেই বারবার ফিকি সদস্যদের সহর্ষ অভিনন্দন থেকেই তাদের সমর্থন আঁচ পাওয়া যাচ্ছিল। তেমনই প্রশ্নোত্তর পর্বে কোনও স্পষ্টবক্তা সদস্যকেও মুখ্যমন্ত্রীকে অপ্রীতিকর প্রশ্ন তুলে বিব্রতও করতে দেখা যায়নি। পরিবর্তে ফিকি সভাপতি ওঙ্কার কানোয়ার হাসি মুখে জানিয়ে দেন, তাঁরা বুদ্ধবাবুর বক্তব্যে সন্তুষ্ট। খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ থেকে কৃষি-শিল্প, পর্যটন, বিনোদন, স্বাস্থ্য, শিক্ষা প্রভৃতি ক্ষেত্রে তাঁরা সব রকম সহযোগিতা করতে রাজি।

আসলে ভাবমূর্তির সমস্যা থেকে রেহাই পাওয়ার যে লড়াই মুখ্যমন্ত্রীর আসনে বসে বুদ্ধবাবু শুরু করেছিলেন, ফিকি-র এ দিনের সভাও তার থেকে আলাদা কিছু ছিল না। রাজ্যের শিল্পায়ন ও লগ্নি নিয়ে সেই একই কথার মাঝেই তিনি তাই সরাসরি তাঁদের নীতি প্রসঙ্গে চলে যান। কেন্দ্রের কিছু সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করতে গিয়ে, শরিক দল হিসাবে বামফ্রন্টের অবস্থান নিয়ে শিল্প মহলের মনে যে সন্দেহ ও কৌতূহল বারবার শঙ্কার বাতাবরণ তৈরি করছে, তা ধুয়ে-মুছে দিতেই বুদ্ধবাবুর এখন বণিকসভাগুলিকেই বেছে নিচ্ছেন তাঁর প্রচারের মঞ্চ হিসাবে। কারণ, এতে আখেরে লাভ যে তাঁর রাজ্যেরই, সেই সারমর্মটুকু তিনি আগেই বুঝে গিয়েছেন।

*মঙ্গলবারের সভায় বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য ও ফিকি সভাপতি ওঙ্কার কানোয়ার।— তারাপদ বন্দ্যোপাধ্যায়*

## চায়ে ভ্যাট ৪%, ঘোষণা অসীমের

**স্টাফ রিপোর্টার:** শিল্পমহলের দাবি মেনে চায়ের উপরে যুক্তমূল্য কর বা ভ্যালু অ্যাডেড ট্যাক্স (ভ্যাট) কমিয়ে দিলেন অসীম দাশগুপ্ত। প্রস্তাবিত ১২.৫ শতাংশ থেকে কমে তা হবে মাত্র ৪ শতাংশ।

মঙ্গলবার বণিকসভা ফিকি-র জাতীয় কার্যনির্বাহী সদস্যদের সঙ্গে এক বৈঠকে এই কথা ঘোষণা করেছেন রাজ্যের অর্থমন্ত্রী তথা ভ্যাট সংক্রান্ত কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রীদের নিয়ে তৈরি কমিটির চেয়ারম্যান অসীম দাশগুপ্ত। এত দিন পর্যন্ত ভ্যাটের কারণে কেজি প্রতি চায়ের দাম আরও বাড়বে বলে চা বাগান মালিকদের মধ্যে যে-আশঙ্কা ছিল, এর ফলে তা একপ্রকার ঠান্ডা হয়ে গেল।

এ দিন সকালে মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টচার্যের সঙ্গে বৈঠকের আগেই অসীমবাবুর সঙ্গে রুদ্ধদ্বার বৈঠকে বসেন ফিকি-র সদস্যরা। মূল আলোচনার বিষয়বস্তুই ছিল ভ্যালু অ্যাডেড ট্যাক্স।

ইন্ডিয়ান টি অ্যাসোসিয়েশনের চেয়ারম্যান এবং ফিকি-র পূর্বাঞ্চলীয় সভাপতি সি কে ধানুকা জানিয়েছেন, বাগান মালিকেরা খুশি। চার শতাংশ ভ্যাট হলে চায়ের দাম কমবে। সে ক্ষেত্রে দেশের বাজারে যেমন চা বিক্রি বাড়বে, তেমনই রফতানি ক্ষেত্রেও চা বাগান মালিকেরা সুবিধা পাবেন। ১২.৫ শতাংশ ভ্যাট হলে চায়ের দাম কমপক্ষে ৮ থেকে ১০ শতাংশ অর্থাৎ প্রতি কেজিতে প্রায় ১০ থেকে ২০ টাকা বেড়ে যেত বলে তিনি জানিয়েছেন।

চায়ের উপরে ভ্যাটের প্রস্তাব নিয়ে দীর্ঘ দিন ধরেই টানাপোড়েন চলছিল। চা ব্যবসায়ীরাও অসীমবাবুর সঙ্গে দেখা করে প্রস্তাবিত কর কমানোর ব্যাপারে আর্জি জানান।

চা শিল্পমহল অসীমবাবুর কাছে দাবি জানিয়ে আসছিল, যে-পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে এই শিল্প দিন কাটাচ্ছে, তাতে প্রস্তাবিত ভ্যাট চালু হলে ব্যবসার আরও ক্ষতি হবে। তাদের বক্তব্য ছিল, পাকিস্তানের তুলনাতেও ভারতে চায়ের বিক্রি যথেষ্ট কম। তার উপরে উৎপাদন খরচ ক্রমশ বাড়তে থাকায় শিল্পের যথেষ্ট ক্ষতি হচ্ছিল। এখন ৪ শতাংশ ভ্যাটের সিদ্ধান্তের ফলে চা বাগান মালিকেরা একরকম নিশ্চিন্ত হলেন বলে এই শিল্পের সূত্র থেকে জানা গিয়েছে।

## মাল্টিপ্লেক্সে হাজার কোটি লগ্নির সম্ভাবনা

**স্টাফ রিপোর্টার:** অত্যাধুনিক মাল্টিপ্লেক্স বা বহুমুখী বিনোদন কেন্দ্রে রাজ্যে কমপক্ষে ১০০০ কোটি টাকা লগ্নির সম্ভাবনা রয়েছে। তার মধ্যে এই মুহূর্তে ২০০ কোটি টাকা বিনিয়োগে ছ'টি প্রকল্প রাজ্য সরকারের অনুমোদন ও করছাড়ের অপেক্ষায় রয়েছে।

ওঙ্কার কানোয়ার এক সাংবাদিক বৈঠকে এই কথা জানিয়েছেন। পরে বণিকসভার সাধারণ সম্পাদক অমিত মিত্র জানান, লাইসেন্স এবং কর আদায় ও ছাড় সংক্রান্ত কিছু সমস্যার জন্য পশ্চিমবঙ্গে এই প্রকল্পগুলি এখন থমকে রয়েছে। সমস্যা মিটে গেলেই কাজ শুরু হবে। কলকাতা ছাড়াও শিলিগুড়ি, দার্জিলিং প্রভৃতি শহরে এই ধরনের বহু পর্দার সিনেমা হল গড়ে তোলার ব্যাপারে বিভিন্ন সংস্থা দিন গুনছে। সমস্যা নিয়ে ফিকি-র পক্ষ থেকে এ দিন বুদ্ধদেব ভট্টচার্যেরও দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলে তিনি যাবতীয় সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দেন।

মাল্টিপ্লেক্সের ক্ষেত্রে রাজ্যে এখন সব থেকে বড় সমস্যা পুলিশের লাইসেন্স। কলকাতায় আইনক্স, সিনেমা এইট্টিনাইন নামে যে বহু পর্দার হলগুলি চলছে তাদের কাছে স্থায়ী কোনও লাইসেন্স নেই। অন্য দিকে বিনোদনমূলক এই শিল্পের জন্য যারা কর আদায় করে সেই কৃষি দফতর সংস্থাগুলিকে জানিয়ে দিয়েছে, হাতে পাকা লাইসেন্স না-থাকলে তারা কোনও কর আদায় করবে না। আবার পুলিশও পাকা লাইসেন্স দিচ্ছে না।

অমিত মিত্র এ দিন জানান, আইনক্স এক বছরেরও বেশি সময় ধরে কলকাতায় সিনেমা হল চালালেও, তাদের কাছ থেকে এখনও পর্যন্ত কোনও কর আদায় করা হয়নি। রাজ্য সরকার এর সমাধানসূত্র বের করলে পশ্চিমবঙ্গের বিনোদনের চেহারাটা আমূল বদলে যাবে বলে ফিকি-র পক্ষ থেকে দাবি করা হয়।

অমিতবাবু বলেছেন, মাল্টিপ্লেক্সের সঙ্গে রিটেল ও রেস্তোরাঁ-সহ অন্যান্য শিল্পও জড়িয়ে। তাই প্রতিটি শহরেই এর জন্য আলাদা কর সংক্রান্ত প্যাকেজ রয়েছে, যা পশ্চিমবঙ্গে নেই।

ফিকি যে তথ্য দিয়েছে, তাতে এইট্টিনাইন সিনেমা রাজ্যে আরও দু'টি ও মুম্বইয়ের শ্রীনগর সিনেমা দু'টি মাল্টিপ্লেক্স প্রকল্পে লগ্নি করতে পা বাড়িয়ে রয়েছে। মুম্বইয়ের অ্যাডল্যাবও কলকাতায় আসতে চায়।

ANADABAZAR PATRIKA 09 FEB 2005

THE STATESMAN

08 FEB 2005

# W Bengal's plan at Rs 6,476 crore

SNS and Agencies

NEW DELHI, Feb. 7. — The West Bengal chief minister, Mr Buddhadeb Bhattacharjee, accompanied by the finance minister, Mr Asim Dasgupta, and the industry minister, Mr Nirupam Sen, today met the Planning Commission Deputy Chairman, Mr Montek Singh Ahluwalia, over the state's plan size which was fixed at Rs 6,476 crore for 2005-06. The state's development and the recommendations of the 12th Finance Commission also figured in the discussions

Later, during his meeting with the Prime Minister, the chief minister sought his intervention in setting right the recommendation of 12th Finance Commission which has allocated a "lesser" fund for West Bengal in comparison to many other states.

Mr Bhattacharjee told Mr Manmohan Singh that the way the central allocation for West Bengal had been calculated by the 12th Finance Commission was not correct because it had taken into account the increase in the per capita income in the state. "I told him that it is not a fault of the state to have an increased per capita income," he said.

Mr Bhattacharjee also urged the Prime Minister to extend to North Bengal the benefits enjoyed by the north-eastern states and Himachal Pradesh for setting up of industries.

The Planning Commission sanctioned annual plan for West Bengal is 29 per cent above the last year's Plan. The state finance minister said the money would be mobilised from the state's resources and the Centre's support.

"In the discussions with the Planning Commission the Plan outlay was fixed at Rs 6,476 crore for 2005-06 which is 29 per cent above the last year's Plan. This outlay has been based on resources to be mobilised by the State on its own besides Centre support," the West Bengal finance minister, Mr Asim Dasgupta, said here after meeting the Commission's Deputy Chairman, Mr Montek Singh Ahluwalia.

Earlier, the West Bengal chief minister, Mr Buddhadeb Bhattacharjee, and his ministers had fruitful discussions with the Commission and Mr Dasgupta said he was happy that the Plan has been approved.

However, Mr Dasgupta expressed concern on the recommendations of the 12th Finance Commission saying its results have not been good for the State "as the gains from it is temporary besides being marginal." He said the priority of the state government was to generate productive employment through expansion of infrastructure and increasing the ambit of social sectors as well as encouraging decentralised planning.

The Planning Commission extended a one-time assistance of Rs 100 crore to the state for implementing special projects. The Commission also pledged to support the state's request to the finance ministry for enabling it to borrow a sum of Rs 500 crore extra from the market to help the state reduce its high debt, sources said.

The plan panel has also expressed satisfaction on the state's industrial reform programme, which the former said was in tune with its view.

Mr Bhattacharjee informed the Commission that his government was working for setting up a logistics hub at Haldia and accordingly a team headed by the Commission member, Mr Anwarul Hoda, would visit Kolkata to assess the quantum of Central support to be extended to the state, sources said.

AAJKAL 07 FEB 2005

# বাংলার যোজনা বাড়ল ২৯%

## ১০০ কোটির কেন্দ্রীয় সাহায্য • কম সুদে ৫০০ কোটির সুযোগ

## অর্থ কমিশনের সুপারিশ সংশোধনের আশ্বাস দিলেন মনমোহন

**আজকালের প্রতিবেদন:** দিল্লি, ৭ ফেব্রুয়ারি— যোজনা কমিশনের সঙ্গে বৈঠক। তারপর মুখ্যমন্ত্রীর একান্ত বৈঠক প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে। দ্বাদশ অর্থ কমিশনের সুপারিশ শুধরে রাজ্যের স্বার্থরক্ষা করতে শিগগিরই সিদ্ধান্ত নিচ্ছেন প্রধানমন্ত্রী মনমোহন। আগামী আর্থিক বছরের জন্য বাংলার যোজনার আয়তন হচ্ছে ৬,৪৭৬ কোটি টাকা। আজ যোজনা কমিশনের সঙ্গে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী, অর্থমন্ত্রী ও পরিকল্পনামন্ত্রীর বৈঠকে এই আয়তন চূড়ান্ত হয়েছে। যা চলতি বছরের তুলনায় ২৯ শতাংশ বেশি। মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য এই প্রথম রাজ্য যোজনা নিয়ে বৈঠকে উপস্থিত হন। অসীম দাশগুপ্ত ও নিরুপম সেনকে নিয়ে বুদ্ধদেব তো ছিলেনই, সেই সঙ্গে ছিলেন রাজ্যের মুখ্যসচিব, অর্থসচিব ও পরিকল্পনা সচিবের মতো সিনিয়র অফিসাররাও। যোজনা কমিশনের ডেপুটি চেয়ারম্যান মন্টেক সিং আলুওয়ালিয়া ছাড়া কমিশনের সচিব ও সদস্যরাও ছিলেন বৈঠকে। বৈঠকে রাজ্যের অর্থনৈতিক স্বাস্থ্য ফেরানোর জন্য রাজ্য সরকারের তারিফ করেন মন্টেক ও কমিশন সদস্যরা। রাজ্যের জন্য অতিরিক্ত ১০০ কোটি টাকার কেন্দ্রীয় সাহায্যের প্রস্তাব এককথায় মেনে নেয় কমিশন। সেই সঙ্গে চড়া সুদে নেওয়া কেন্দ্রের টাকা শুধতে সস্তা সুদে ৫০০ কোটি টাকার ঋণের বন্দোবস্ত করতে সম্মত হন অর্থমন্ত্রী চিদম্বরম। সোজাসুজি এই বিষয়ে চিদম্বরমের সঙ্গে অসীম দাশগুপ্তর কথা হয় ফোনে। তার আগে মন্টেকও মুখ্যমন্ত্রীকে কম সুদে বাজার থেকে



যোজনা কমিশনের ডেপুটি চেয়ারম্যান মন্টেক সিং আলুওয়ালিয়ার সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য এবং অর্থমন্ত্রী অসীম দাশগুপ্তর বৈঠক। দিল্লির যোজনা ভবনে, সোমবার। ছবি: সোমনাথ পাকড়াশী

টাকা তোলার বিষয়টি তোলেন। এটি সরাসরি যোজনা কমিশনের আওতায় না হলেও মন্টেক রাজ্যের ঋণের বোঝা কমাতে এই কম সুদে ঋণের প্রস্তাবটিকে যুক্তিযুক্ত বলেই সমর্থন করেন। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ও কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রীর সঙ্গেও তাঁর কথা হয়। পরে অসীমবাবুকে চিদম্বরম বলেন, এই প্রস্তাবটি কলকাতায় ফিরে লিখিতভাবে তাঁকে পাঠাতে। বাজার থেকে টাকা তোলার ব্যাপারে সাধারণভাবে কেন্দ্র রাজ্যগুলিকে ছাড়পত্র দেয় না। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে এটি একটি ব্যতিক্রমী সিদ্ধান্ত। যোজনা কমিশন সূত্রের বক্তব্য, রাজ্যের রাজস্ব ঘাটতি দ্রুতগতিতে কমিয়ে আনছে বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য সরকার। বেতন কমিশন চালু হওয়ার আগে রাজস্ব ঘাটতি যে ২৫ শতাংশ ছিল, অর্থমন্ত্রী অসীম দাশগুপ্ত সেখানেই ফিরিয়ে আনছেন ঘাটতির পরিমাণ। উল্লেখ্য এই ঘাটতি পৌঁছে গিয়েছিল ৯৫ শতাংশে। অনাদিকে,

এরপর ৫ পাতায়

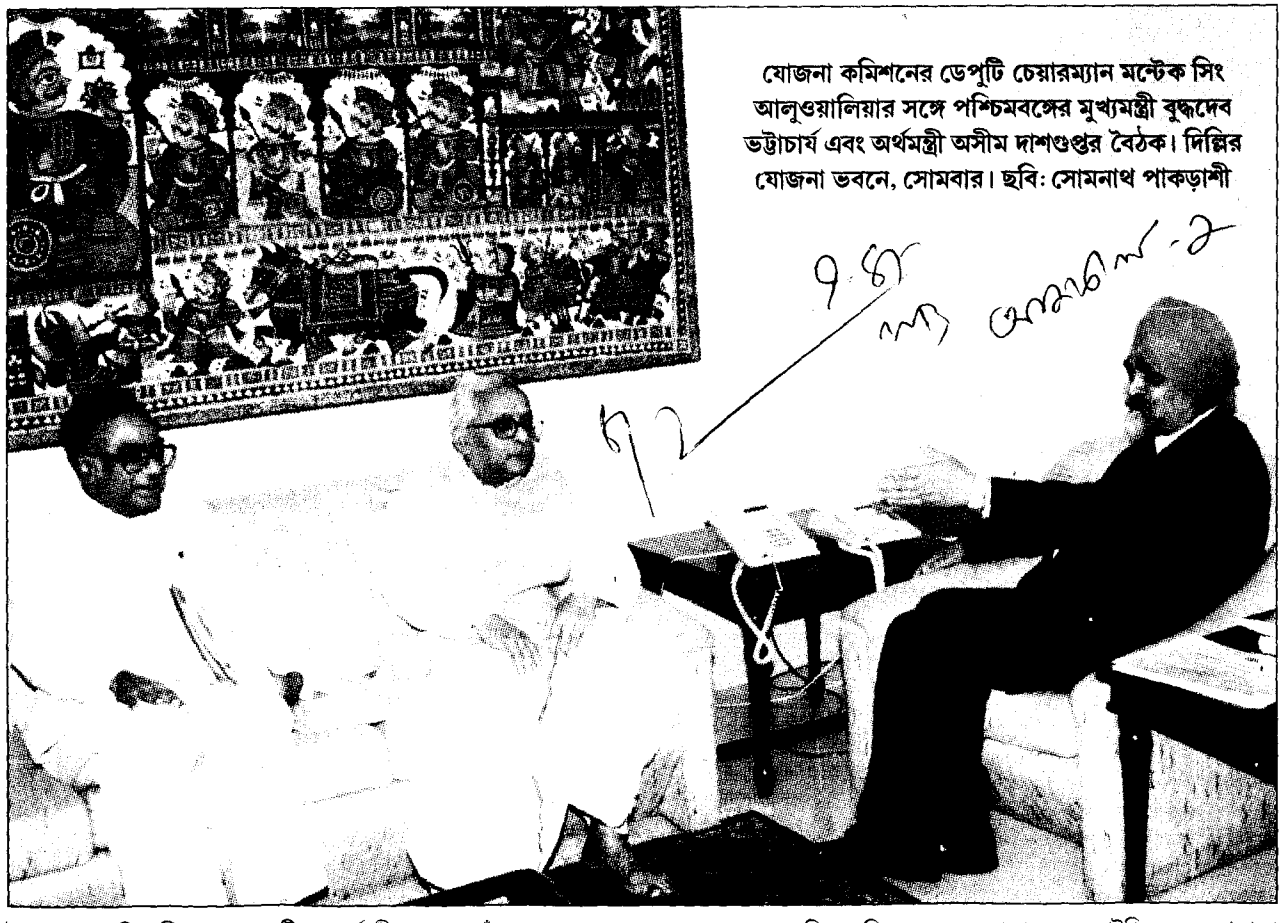

# Cops claim to crack kidnap, arrest 6

## Car of CPM leader used in Roma's abduction

**Rahul Das & Sujit Nath**
*Kolkata, February 6*

THE POLICE today made a breakthrough in the Roma Jhawar abduction case, making six arrests, seizing the Maruti Omni (WB02-N-6995) used by the abductors and recovering Rs 2.60 lakh from them. The vehicle, it turned out, belongs to local CPI(M) leader Dipak Sikdar, whose son Bunty runs a car rental agency.

Gunjan Ghosh (24) of Salt Lake's KC Block, one of the six men held, confessed to the police that he had been driving the car.

"Gunjan claimed to his interrogators that he was a friend of Roma's and had been to her home a number of times. We will question Roma about this," a CID officer said.

It was Gunjan's confession that led to the arrest of the others — Munna Sahoo, Bikash Sahoo, Damodar (the gatekeeper at Roma's residence), Dasarath (the gatekeeper next door) and Dilip. "Gunjan, who runs a travel agency, named these men and also helped us locate the car used in the abduction," the officer told *HT*.

The police also interrogated Sikdar and his son. Sikdar, a member of the CPI(M)'s Kankurgachhi local committee, admitted that he had rented out the car but denied knowledge of what happened afterwards.

Local MLA and IT minister Manab Mukherjee told *HT* that Sikdar "is a man with impeccable credentials. His son runs a car rental agency; but the family can't possibly be aware of the antecedents or motives of every customer. The police have questioned both and we are keeping a watch on the situation."

### Crucial clue

Reconstructing the events leading to the arrests, a senior detective said, "While we came to know about Gunjan from Bunty, Sikdar's son and a travel agent himself, it was Gunjan's confession that led us to the other men. He broke down before us during interrogation and led us to Munna Sahoo, Bikash Sahoo, Damodar and Dasarath."

Police said investigations so far had revealed that Gunjan and Munna, both whom had started out as drivers with travel agencies, remained firm friends, often discussing get-rich-quick schemes.

"They planned the abduction to make money. Dasarath, a watchman in Roma's neighbourhood, was roped in later because Gunjan and Munna felt they would need more hands to pull it off," an officer said.

It was Dasarath who struck a deal with Damodar, the watchman at the building in which Roma lives, to assist them in the abduction.

As the next step in the plan, Gunjan, who posed as an entrepreneur, befriended Roma. On Friday, Gunjan and his men abducted Roma and drove via the EM Bypass, Kankurgachhi More, CIT Road, Park Circus, CR Avenue, BT Road and Bally Bridge to a location in Howrah.

"There were eight people in the gang. One of them kept his face covered. The next morning, Roma was moved to a garage in the Phoolbagan area," a CID officer said.

IG (law and order) Chayan Mukherjee confirmed that the police had recovered Rs 2.60 lakh from the kidnappers. "We are probing whether this is ransom money," deputy inspector of police, CID, Rajiv Kumar said.

But another police source, under the condition of anonymity, said the kidnappers were paid Rs 5 lakh in front of the Phoolbagan Bata.

**Kolkata Live, Page 1**
- The men behind the masks
- Plans to protect the schoolkid

PHOTOS: DEBASISH BHADURI & PTI

## BLOW BY BLOW

*Three teams of CID and Kolkata Police officers carried out raids at several places in and around the city between 3 am and 7 am on Sunday. They arrested six people in connection with Roma Jhawar's kidnapping. A hunt is on for six other people, including two named Pappu and Nasir*

**3.45 am** Gunjan Ghosh was arrested from his CPWD quarters at KC Block (house number 534), Salt Lake. His wife Romila Ghosh was detained for interrogation

**4 am** Another team raided Munna Sahoo's residence at Narkeldanga Main Road near Swabhumi on the eastern fringes of the city. Munna was arrested after Gunjan revealed he was in the car at the time of abduction and helped hide the girl at a garage in Narkeldanga Main Road

**4.30 am** Investigating team arrested Dasarath, gatekeeper of a residential building near Roma's house, in Salt Lake. He was arrested for helping Munna by giving information about Roma's daily schedule

**4.45 am** Damodar, the Jhawars' gatekeeper, was arrested for providing information about Roma to Dasarath, who passed it on to Munna

**5.30 am** Bikash Sahoo, alleged abductor, was arrested from Narkeldanga Main Road near Sitala Mandir. He was driving the Maruti Omni before the abduction. After abducting Roma, Gunjan sat behind the wheel

**6.45 am** Dilip, alleged abductor, was arrested from Dunlop for making the ransom calls

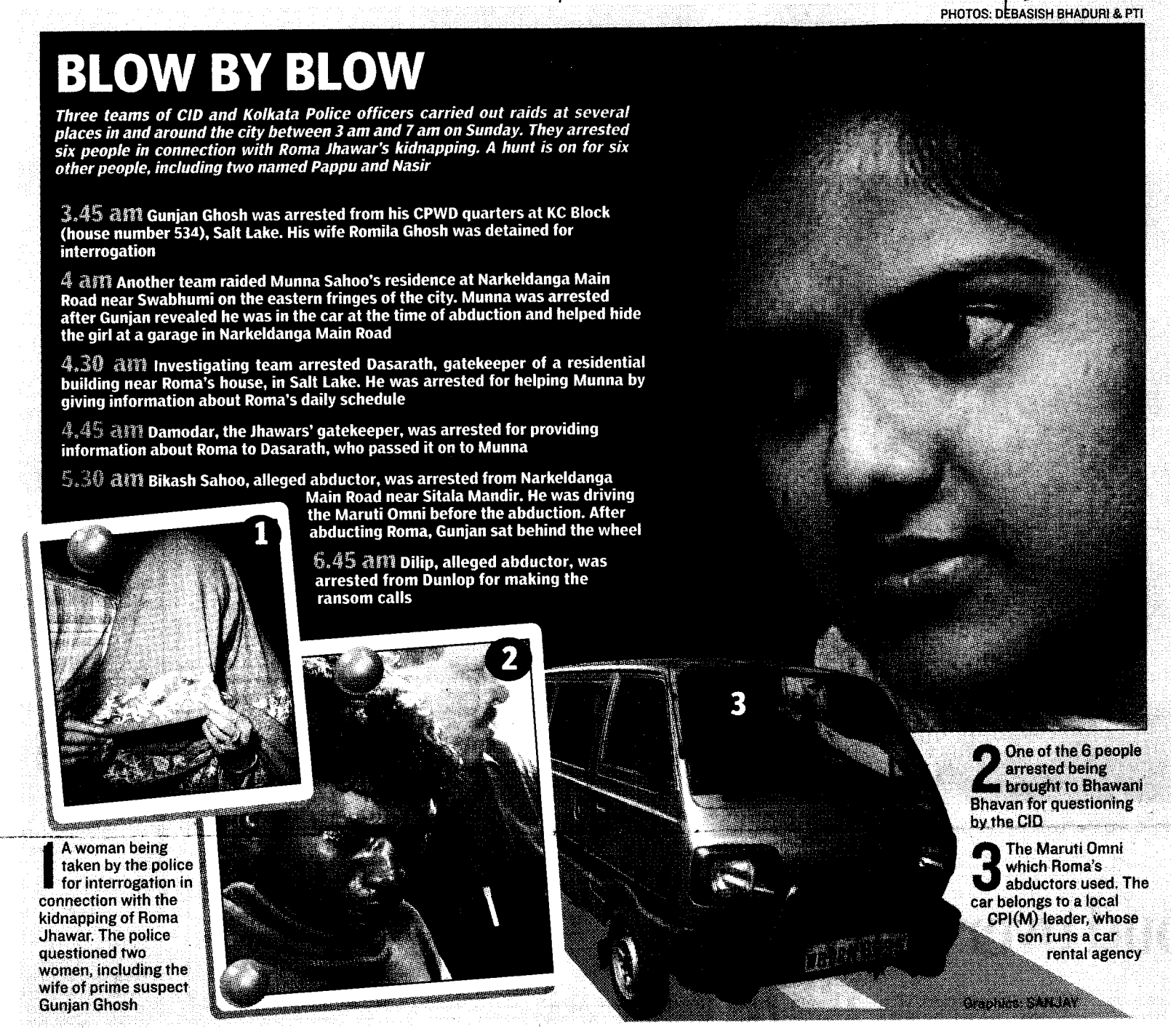

**1** A woman being taken by the police for interrogation in connection with the kidnapping of Roma Jhawar. The police questioned two women, including the wife of prime suspect Gunjan Ghosh

**2** One of the 6 people arrested being brought to Bhawani Bhavan for questioning by the CID

**3** The Maruti Omni which Roma's abductors used. The car belongs to a local CPI(M) leader, whose son runs a car rental agency

Graphics: SANJAY

## 3 more were taken hostage the same day

**HT Correspondent**
*Kolkata, February 6*

IF ROMA Jhawar's abduction on Friday was a wake-up call for the police, it came a day too late. A 14-year-old schoolgirl from Barasat and two scrap-iron traders from Metiabruz were abducted the same day.

Only, the girl's relatives wasted precious time by waiting till today to inform the police — apparently out of fear of reprisals by the kidnappers — the cops said. But the girl's family denied this, saying they had contacted the police on the day of the kidnapping itself.

Class VIII student Supriya Roy, who lives with her aunt Sefali Haldar at 6 Pannajhil, Barasat, had left for school on Friday morning. Around 10 am, some neighbours came rushing to tell Sefali that they had seen some youths drag Supriya into an Ambassador car and drive away.

Sefali said she received three suspicious phone calls during the day — one in the morning and two in the evening. "The first call was from someone with a voice like Supriya's, but it seemed as though somebody suddenly disconnected the line. Whoever the caller was, all she could say was, '*Ami Biratey achhi* (I am at Bira)'. In the evening, we received two more calls, both times warning us to withdraw the police complaint," Sefali said.

Additional SP Dilip Banerjee said, "This looks like a serious case. We are trying to trace the girl. As of now, we don't see any ransom angle to the case."

Kamaluddin Ansari (25) and Salauddin Ansari (27) of Panchpara Metiabruz were dragged away on Friday by four men from VIP market in Kidderpore. The two brothers, who were to get married this morning, had gone to the market for some last-minute shopping.

### Elsewhere in the country

**Bihar** Another schoolboy kidnapped, in Samastipur district on Saturday night. Gunmen raid home of retired school principal R.P. Singh and take away his 12-year-old nephew Harsh Ranjan. Gang robs and beats up family

**MP** Businessman abducted with two employees from Shivpuri by the Rambabu Gadariya dacoit gang on Saturday night. Rs 1-crore ransom demanded

See also Page 3

07 FEB 2005
THE HINDUSTAN TIMES

# Ruma returns, rumours persist

STATESMAN NEWS SERVICE

KOLKATA, Feb. 5. — Within 16 hours of her abduction near her Salt Lake residence, college student Ruma Jhawar, 20, was found and returned to her parents.

"I am very happy to be back home safe and sound," an apparently relaxed Ruma who was chewing gum said in a brief five-minute appearance before a battery of mediapersons.

Four persons have been detained, said the ADG (CID) Mr RK Mohanty. They include Ruma's friends and the person who sold her the SIM card of her cell phone. She had met these friends on the Net. Some of them belonged to a different community. Her family had objected to her association with them.

There is speculation as to whether the abductors were known to her. Police are checking the antecedents of her male friends. "It is likely that some of her male friends could have been involved. They knew she came from a rich family and could have tried to cash in on that with the help of professional criminals," said a senior police officer.

Ruma was interrogated at the CID headquarters at Bhabani Bhavan. She was grilled for hours in the evening again. The central processing unit (CPU) of Ruma's computer was brought to Bhabani Bhavan for examination. Police are also checking call details of her mobile phone.

IG (law and order) Mr Chayan Mukherjee, said: "It is a clear case of kidnap for ransom. However, no ransom was paid." The abductors demanded Rs 50 lakh and later scaled it down to Rs 20 lakh.

A special task force, headed by the ADG (CID), has been formed. It comprises IG (South Bengal) Mr Vageesh Mishra, DIG (Presidency range) Mr Hermanpreet Singh, DIG CID (operations) Mr Rajeev Kumar, SP North 24-Parganas Mr Praveen Kumar, DC (DD) Mr Peeyush Pandey and DC (ESD) Mr Jawaid Shameem.

A call made at 8.20 p.m. yesterday was tracked to the Phulbagan area. By 9 p.m., a police team comprising around 70 men from Kolkata Police, CID and North 24-Parganas, Radio Flying Squads and led by DC (ESD) and SP North 24-Parganas, had marked out a 500-metre radius at Phulbagan for combing operations.

Around 11.30 p.m., police saw a girl standing near a garage at Phulbagan. She was drowsy and was immediately identified as the victim by the police team, said Mr Mukherjee.

Ruma told the police that she was fed sweet curd laced with sedatives in the afternoon. She fell unconscious soon after. When she regained consciousness, she found herself in a Maruti van in a garage. There was nobody around. Though dazed, she seized the opportunity to escape, said Mr Mukherjee. Pressure mounted by the police had scared away the abductors and they could not take the ransom, he claimed.

Around 1 p.m. today, Ruma was under medical observation and doctors had asked the police not to talk to her. But, barely a couple of hours later, Ruma was at the CID headquarters facing interrogation by senior officers.

## Buy freedom

KOLKATA, Feb. 5. — Ruma Jhawar was rescued from her abductors by paying a hefty ransom. Although the police and family members denied that ransom was paid, sources said that between Rs 15 lakh and Rs 20 lakh was given to the kidnappers. Family friend and lawyer of the Jhawars, Mr Partha Mazumdar said: "We were not fully confident of the police. We didn't have full faith. So, we entered into negotiations. But no ransom was paid." The abductors fixed five places to take the ransom money, including the Bhutnath temple at Nimtalla, CR Avenue and near Calcutta Medical College. The money was eventually handed over by family members at a confectionery shop in Kankurgachi. — **SNS**

**Details on page 6**

*Ruma Jhawar with her mother at their Salt Lake residence on Saturday. — The Statesman*

## BABY ABDUCTED FROM DELHI, RESCUED IN ORISSA

NEW DELHI, Feb. 5. – Mrs Bharti Dewan, mother of 18-month-old Arpit, couldn't have got a better birthday gift from the Delhi Police, who rescued her kidnapped child from Sundergarh district of Orissa early this morning. The mother-son reunion will take place tomorrow when Mrs Dewan will be celebrating his birthday.

The absconding maid, Savitri Minz, 20, was arrested after a resident of Rajgangpur spotted her at a bus stop. Keys and a bag containing her clothes were seized.

Savitri said she couldn't think of leaving Arpit when she was fleeing after committing theft. Police suspect she had plans to sell him.

She was spotted by villagers at a bus stop at Rajgangpur around 7 a.m. Pamphlets with her photographs helped in identifying her.

Police found that Savitri was dressed like a married woman and was hiding Arpit under a shawl. When asked, she claimed that Arpit was her son. During interrogation by a Delhi Police team, she confessed to have kidnapped Arpit from Srinivaspuri.

Savitri, who had started working for the Dewans about a fortnight back, was facing financial crisis. On 31 January she ransacked their residence and tried to break open the safe.

She managed to take Rs 250 in cash. "We aren't ruling out possibility that she might have wanted to sell the child. We will be questioning her in detail when she is brought to Delhi tomorrow," said a senior police officer. Her antecedents were not verified by the Dewans She locked the main door and took an auto-rickshaw from the Ring Road.

She boarded the Nilachal Express and travelled to Bhubaneswar from where she took a bus to Balasore. From there she travelled in another bus to Rourkela and reached Rajgangpur. She was nabbed when she was about 20 km from her home in Gyanpalli village.

In Bihar while Ravikant, a student was released by his kidnappers in Nalanda, computer engineer Mr Prabhakar Kumar Sinha went missing from his residence in Patna fuelling suspicion of another abduction — **SNS & PTI**

**Photograph, another report on page 7**

THE STATESMAN

06 FEB 2005

# College girl kidnap in Bihar rerun

A STAFF REPORTER

**Calcutta, Feb. 4: Roma Jhawar had moved some 50 metres in the family's Indica from her home in Salt Lake when another car sped up from behind, overtook her vehicle and stopped, blocking the way. Within minutes, she was snatched at gunpoint and whisked away in the off-white Maruti Omni at 8.15 in the morning.**

After 10-15 minutes, the ransom call came to the Jhawar residence at CB 68, a stone's throw from home secretary Amit Kiran Deb's house.

"I hope Bengal doesn't turn into another Bihar," said Satya Narayan Jhawar, Roma's father, hit with a Rs 50-lakh ransom demand.

Jhawar has a cloth dyeing and hosiery business in Howrah.

A second call was received at 9 pm from Roma's mobile phone. She said: "*Main theek hoon.*"

Roma left home with her 4-year-old nephew Vedant and classmate Sabari Mitra for her college, Srimati J.D. Birla Institute, on Lower Rawdon Street in central Calcutta in the ash-coloured Indica with Sukumar Mondal, the family's driver, behind the wheel.

As the car was turning at the traffic island near their house, four of the kidnappers leapt out of the van that stood in the Indica's path. Two of the men carried guns.

Mondal said the fifth man sat at the steering wheel. "Two of them came running towards the left-hand side of the car, where Roma was sitting with Vedant in the seat next to me, brandished their revolvers and asked her to step out. Two others stood close by."

One man opened the door, which was not locked, grabbed Roma by her hand and pulled her out. Another went over to the left door at the rear where Sabari was sitting, handed the young boy to her and barked out: "*Gadi khali kar do, bachche ko leke chale jao.*"

Sabari ran with Vedant. As she fled towards CB 68, she heard Roma screaming for help as two other abductors helped their colleagues to drag her into the Omni. None of the kidnappers had his face covered.

The Jhawars denied having received a ransom demand. But both Ajay Prasad, director-general of police, and deputy inspector-general of police (presidency range) H.P. Singh confirmed the abductors had called up Roma's sister-in-law Sumita, using the kidnapped 20-year-old's mobile phone to demand a Rs 50-lakh ransom.

"When Sumita pleaded helplessness, they immediately pared it down to Rs 5 lakh," said a source, adding that the hurried cut has prompted detectives to look at gangs new in the business.

Records with the mobile phone company showed the call had emanated from the Beliaghata area where the abductors either have a hideout or changed their car. The second call was traced to BT Road.

"It's a serious incident," said Prasad. "We are requesting eyewitnesses or anyone having any information on the incident to help us. Just call 100. Also, anyone who finds an abandoned off-white Maruti Omni should inform us."

Roma's father said: "I appeal to the chief minister to restore my daughter to me. Please join me in prayers for Roma's well-being."

The Jhawars moved to the rented Salt Lake house about eight years ago. It was a shaken Sabari, holding Vedant in her arms, who informed the family of the kidnapping. She then walked back to her home close by and broke down while narrating the incident to her father Shantanu Mitra.

Buddhadeb Bhattacharjee ordered a widening of the investigation by bringing the criminal investigation department into the picture, in addition to Calcutta and North 24-Parganas district police.

■ **See also Metro**

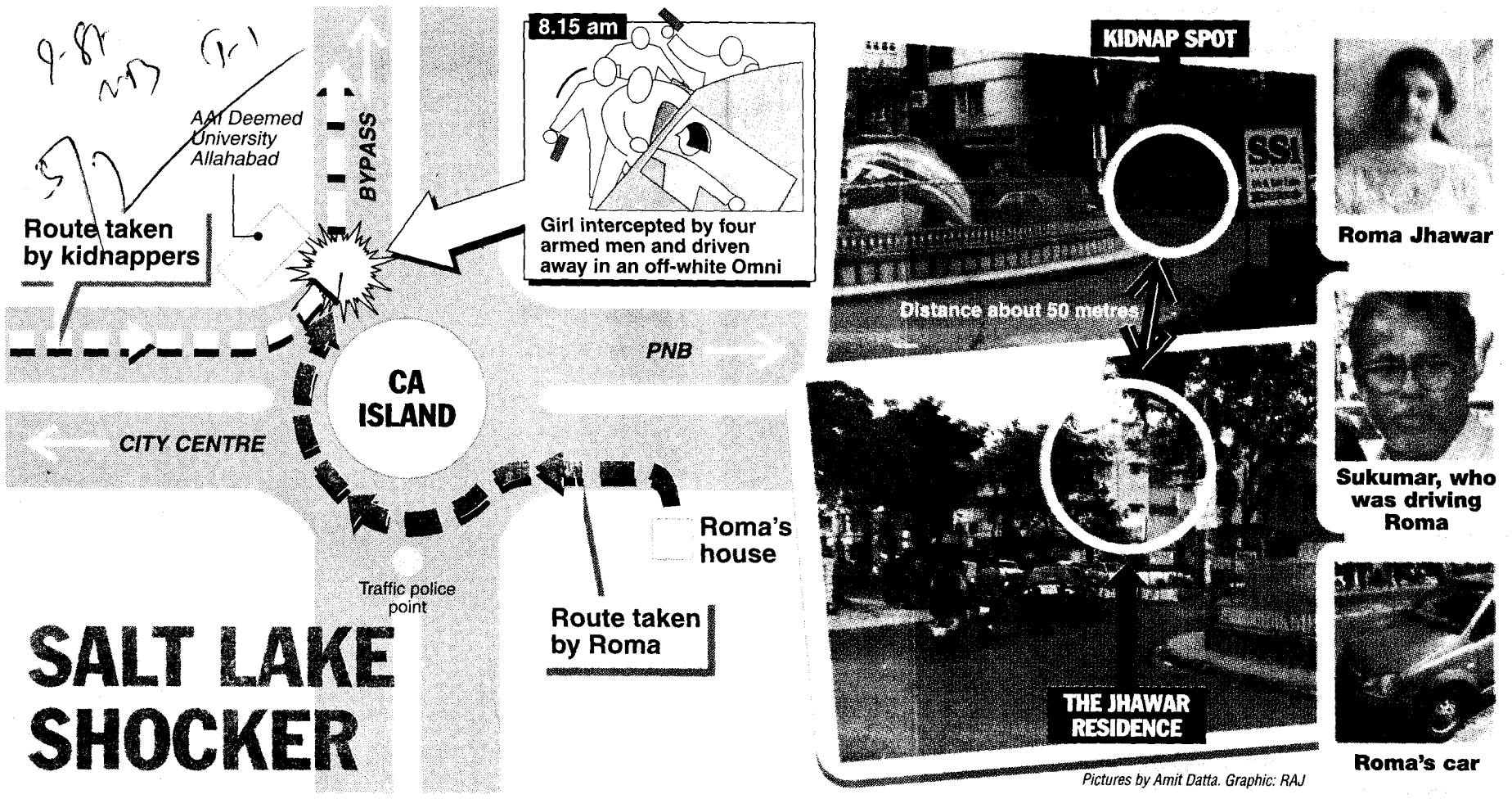


Pictures by Amit Datta. Graphic: RAJ

THE TELEGRAPH 05 FEB 2005

# Ghisingh, Gandhi keep it low-key

**Statesman News Service**

DARJEELING, Feb. 3. — DGAHC chairman, Mr Subash Ghisingh, who is opposing the year-long pending council elections, met the Governor, Mr Gopalkrishna Gandhi, here at Raj Bhavan today.

State home secretary Mr Amit Kiran Deb also arrived here today. The visit is being kept low-key. The senior official is not scheduled to meet Mr Ghisingh, but is expected to be carrying a communiqué from the chief minister to the GNLF president.

Although officials described the meeting between the Governor and the chairman as a "courtesy visit," a lot would have transpired during the nearly 40-minute meeting between the two, political analysts here deduce, given the prevailing stalemate between the state government and the DGAHC chairman over the elections. The state government is trying hard to convince Mr Ghisingh not to oppose the elections, which should be held before the extended term of the council ends on 26 March.

With the Madhayamik and ICSE exams beginning later this month, the state government is pressed to find the right time to hold the elections.

In place of the original plan to hold the election on 18 February, the government, it is learnt, is now thinking of scheduling it around 16 March, by which time the main part of the Madhyamik exams would be over. But if the GNLF moves court against the elections, the government fears, most likely it would be upheld.

The Hill people are, of course, eager to know what has Mr Ghisingh returned with and what his next plans would be. It may be noted that the GNLF leader has threatened a 108-hour bandh, in case the government notifies the DGAHC elections before the end of the tripartite talks.

Mr Ghisingh said yesterday that he deems the tripartite talks inconclusive and there would be "many more rounds of it" before completion. He has also categorically said that he considers elections "secondary."

However, this time the chairman has returned apparently with not more than a mere assurance from the Centre to increase the Special Central Assistance to DGAHC — something which the Opposition had warned would not be enough.

Echoing the sentiment, a local daily lampooned the GNLF leader, depicting him as a beggar, asking Rs 50 crore from the Centre with a begging bowl.

THE STATESMAN 04 FEB 2005

ONE KILLED, 50 INJURED

# Violence mars Bangla strike

Press Trust of India

DHAKA, Jan. 30. — Normal life came to a standstill in Bangladesh today as a three-day nationwide strike called by the Opposition Awami League to protest the grenade attack and killing of a former minister turned violent, killing at least one and injuring more than 50 people.

Shops, schools and private offices were closed and transportation disrupted on the second day of the shutdown. Police said they were forced to fire several rounds of tear gas and use batons to calm hundreds of Opposition members in Dhaka. Riot police erected barbed wire barricades as hundreds of protesters shouted anti-government slogans outside the Awami League headquarters in central Dhaka, reports said.

Witnesses and media reports said violence across Bangladesh left some 50 people injured and at least 12 were arrested. A rickshaw puller was killed after unidentified people hurled a home-made bomb last night in the suburbs of Dhaka. The strike was called to protest the grenade attack on an Awami League rally in northeastern Habiganj district on Thursday in which an Awami League MP and former finance minister SAMS Kibria and four others were killed and 150 others injured. Kibria was buried yesterday in Dhaka.

Strikers torched two buses in Dhaka's Paltan area and chased off picketers after a baton charge, a photographer at the scene said. Former home minister and senior Awami League leader Mohammad Nasim, also an MP, was injured near Dhanmandi during clashes with police, who also attacked journalists covering the strike.

A group of journalists immediately staged a protest march condemning police action. The Channel Eye television network said several people in northeastern Habiganj district, where the former minister was assassinated, attacked the local police station injuring at least three policemen.

31 JAN 2005 THE STATESMAN

# Govt to make Ghisingh-led council more powerful

New Delhi
28 JANUARY

THE government would give more powers to the Darjeeling Gorkha Autonomous Hill Council (DGAHC) and the second round of talks for reviewing the 1988 tripartite agreement would be held in Kolkata.

This was decided at a two-hour meeting between officials of the Centre, the West Bengal government and representatives of the DGAHC led by its chairman Subash Ghisingh.

Union home secretary Dhirendra Singh, who chaired the meeting, expressed satisfaction about the outcome of the meeting and said the council "will be given additional powers" in carrying out developmental work in the region and promoting tourism there.

Emerging from the meeting, Mr Ghisingh said "Abhi Aur Baatcheet Hogi (talks will continue)." However, he gave no indication about the outcome of the talks or whether the DGHC elections, which have already been deferred twice, would take place on March 25 or not.

The meeting also discussed the issue of dropping of the word "autonomous" from DGAHC but it was not immediately known as to whether any decision had been taken to this effect. — PTI

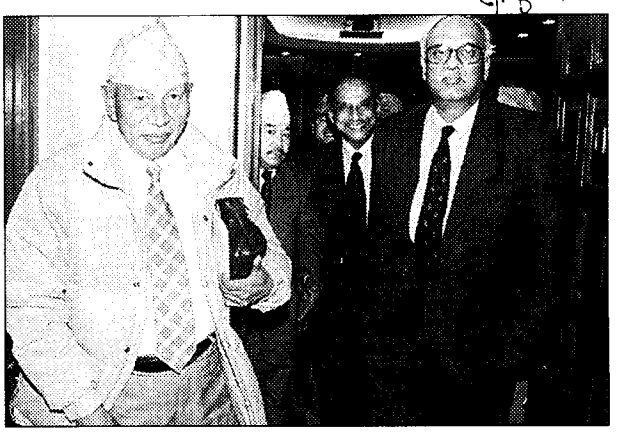

**TOP OF THE WORLD:** Union home secretary Dhirendra Singh with GNLF chief Subash Ghisingh after their meeting, in New Delhi on Friday. – PTI

29 JAN 2005 The Economic Times

# CPM complains of GNLF terror

**HT Correspondent**
*Darjeeling, January 25*

THE CPI(M) on Tuesday said that the GNLF had unleashed a reign of terror, as the DGAHC elections are drawing near.

S.P. Lepcha, former MP and CPI(M) leader, said: "If this is the condition during campaigning, we are sure that they will cause violence during the polls, with their strong-arm tactics."

According to the CPI(M), the GNLF was openly targeting Opposition supporters. On January 23, GNLF supporters allegedly attacked CPI(M) men at Baneckborne Tea Estate. The house of one K.B. Thapa, a CPI(M) supporter who had recently migrated from the GNLF, was completely destroyed and Subash Thapa and Bipen Thapa were assaulted. "The GNLF supporters also fired at the police," alleged the CPI(M). "They are trying to strike fear in the hearts of our supporters. However, we won't succumb," said Lepcha.

The CPI(M) has decided to knock upon the doors of the district administration. "Elections are a democratic process and the administration should ensure that it is free and fair," said Lepcha.

"Our main manifesto for this election would be the restoration of peace and democracy in the Hills," said Lepcha.

With differences between the CPI(M), CPI and the PDF put to rest, they will meet on January 29 to chart out their future course of action. "We will also give a deputation to the district magistrate, demanding that the district administration ensure a fair and peaceful election," said PDF president Madan Tamang.

## CPRM demand

The Communist Party of Revolutionary Marxists has demanded that the Dooars region be included into the DGAHC, adds PTI.

The party central committee, in its meeting on Monday, said the inclusion of the area into the Council should be made along the lines of CPI(M)'s proposal in Parliament in 1985, CPRM spokesman D.S. Bomzan said in Darjeeling on Tuesday.

The CPRM has also demanded that the Centre and the state raise the issue in the tripartite meeting scheduled at New Delhi on January 28, he said.

26 JAN 2005 THE HINDUSTAN TIMES

আনন্দবাজার পত্রিকা ■ ২৬ জানুয়ারি ২০০৫

# অতঃ কিম্

পশ্চিমবঙ্গের বাইরে এই সে দিনও পশ্চিমবঙ্গ সম্পর্কে কেউ কোনও কথা বলতেন না। এখন বলছেন। দেশের, এবং বিদেশেরও, বিনিয়োগকারীরা কবুল করছেন যে, তাঁরা জানতেন না এই রাজ্যে এত পরিবর্তন হয়েছে। এই উৎসাহ কি বিনিয়োগে রূপান্তরিত হবে? পশ্চিমবঙ্গ তার স্থিতাবস্থা ছেড়ে উন্নয়নের অভিযানে ব্রতী হবে? তার সম্ভাবনা কতটা? সমস্যাই বা কী কী? আজ এই প্রশ্নগুলির নির্মোহ বিশ্লেষণের মাহেন্দ্রক্ষণ, কারণ যথার্থ উন্নয়ন ছাড়া প্রজাতন্ত্র নিতান্তই অসম্পূর্ণ থেকে যায়।

বিনিয়োগ চাইলে কী কী করতে হবে? ▸ ২
কিন্তু এত দিনের রাজনীতির পিছুটান? ▸ ৬
আই টি স্বর্গ, আই টি ধর্ম? ▸ ৫
ঘাটতি আছে, চেষ্টা করছি ▸ ২

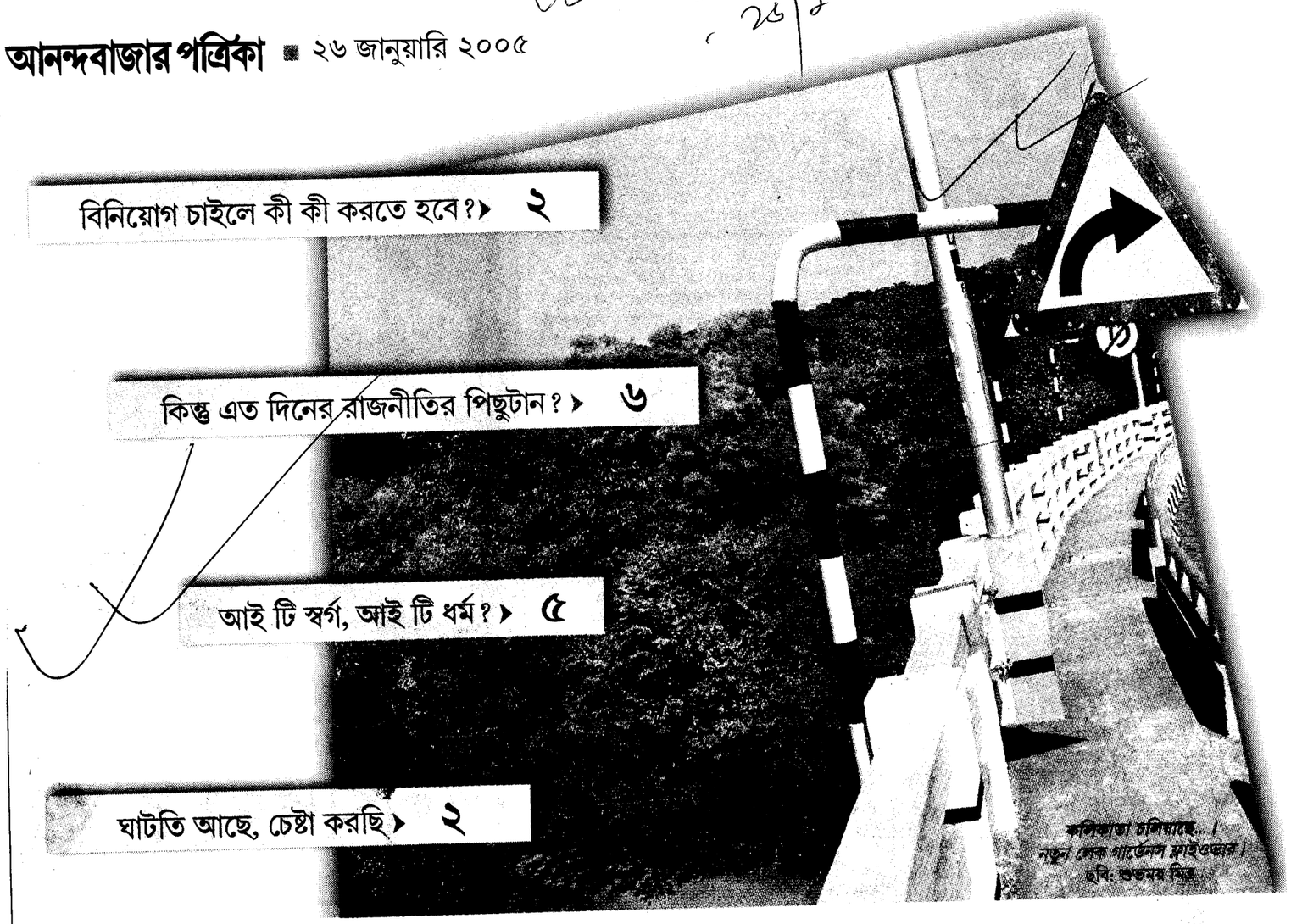

কলিকাতা চলিয়াছে...! নতুন শেক গার্ডেনস ফ্লাইওভার। ছবি: শুভময় মিত্র

# বিত্ত যেথা ভয়শূন্য

**পশ্চিমবঙ্গ কি তেমন একটি রাজ্য হয়ে উঠতে পেরেছে? বিনিয়োগকারীরা এই রাজ্য সম্পর্কে কী বলছেন? বিশ্লেষণ করেছেন দিল্লির ইন্ডিয়া ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশন-এর অধিকর্তা শুভাশিস গঙ্গোপাধ্যায়**

১৯৯১ সালের আগে পর্যন্ত বিভিন্ন রাজ্যের শিল্প বৃদ্ধির হার অনেকটাই কেন্দ্রীয় সরকার দ্বারা প্রভাবিত হত। শিল্প লাইসেন্স প্রথা অনুযায়ী কোনও নতুন শিল্প শুরু করতে গেলে আগে কেন্দ্রের অনুমতি নিতে হত। একটি কোম্পানির পণ্য যে বাজারে বিক্রয় হয়, সেই বাজারের ২৫ শতাংশের বেশি যদি ওই কোম্পানির দখলে চলে যায়, তবে সে আর তার উৎপাদন ক্ষমতা বাড়াতে পারত না, একচেটিয়া কারবার দমনের জন্য প্রণীত এম আর টি পি আইনে আটকে যেত। আমদানি/রফতানির ব্যাপারেও ছিল হাজার রকমের কেন্দ্রীয় বিধি-নিষেধ। আর বিদেশি বিনিয়োগ বা প্রযুক্তির ব্যাপারে তো একেবারেই মানা ছিল।

'৯১ সালে লাইসেন্স প্রথা রাতারাতি বাতিল হয়ে যায়। কয়েক বছরের মধ্যে এম আর টি পি আইন বদলে দেওয়া হল। বিদেশি মুদ্রার লেনদেনের ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা সরিয়ে নেওয়া হল। ফলে শিল্পের ওপর কেন্দ্রের প্রভাব ক্রমশ কমতে শুরু করে। কেন্দ্রীয় আইনের প্রভাব যে একেবারে চলে গেছে তা কিন্তু নয়। পরিবেশ, শ্রম, নিরাপত্তা, কোম্পানি তুলে দেওয়া ইত্যাদি সংক্রান্ত অনেক কেন্দ্রীয় আইন এখনও শিল্পকে মেনে চলতে হয়। তবে এ সব আইনের প্রয়োগ অনেকটাই রাজ্য সরকারের হাতে। সহজ ভাষায় বলতে গেলে ১৯৯১ সালের পরে, শিল্পোন্নয়নের ব্যাপারে রাজ্য সরকারগুলি এক অভূতপূর্ব স্বাধীনতা পায়। এর সুযোগ নিয়ে প্রতিটি রাজ্য তাদের প্রশাসনের মনের মতো শিল্প-নীতি রচনা করতে শুরু করে। এই সব 'বাণিজ্যিক' আইনের ক্ষেত্রে প্রয়োগের ব্যাপারটা খুব গুরুত্বপূর্ণ। বিভিন্ন রাজ্য প্রশাসন বিভিন্ন পদ্ধতিতে এই আইনগুলি কায়েম করে। এর ফলে কোনও কোনও রাজ্যে ব্যবসায়ীদের ঝঞ্ঝাট খুব বেশি, অন্যান্য রাজ্যে অনেকটাই কম। স্বভাবতই বিভিন্ন রাজ্যের শিল্পায়নের গতি এবং ব্যাপ্তিতে এর বিলক্ষণ প্রভাব পড়ে। এবং সেই কারণেই এখন এই প্রশ্নটা খুব গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দাঁড়িয়েছে, যে একটি রাজ্যের সরকার কতটা শিল্প-বান্ধব পরিবেশ সরবরাহ করতে পারছে।

১৯৭৫ থেকে ২০০০ অবধি কারখানার সংখ্যা বৃদ্ধির হার দেখা যাক। প্রথমেই যেটা চোখে পড়ে সেটা হচ্ছে ৯০-এর দশকের আগে এবং পরে যথেষ্ট পার্থক্য আছে। রাজ্যে রাজ্যে ভেদাভেদ '৯২ সালের পরে অনেকটা বেড়ে গেছে। '৯২-এর আগে একটা বছরে খালি একটা অন্যরকমের চিত্র ধরা পড়ে। '৮৪ সালে শ্রীমতি ইন্দিরা গাঁধী আততায়ীর হাতে নিহত হন। এই সময়ে দেশে দাঙ্গা লাগে। এই দাঙ্গা উত্তর ভারতে ব্যাপক আকার ধারণ করে; দক্ষিণে এর প্রভাব ছিল সামান্য। এর ফলে, এই বছরে উত্তরে নতুন বিনিয়োগে কিছু ঘাটতি দেখা দেয়, দক্ষিণ ভারতে নয়। কিন্তু এর দু'এক বছরের মধ্যেই আবার '৮৪-র আগের মতো বিন্যাস ফেরত চলে আসে। কিন্তু '৯৩-র পরে এই চিত্র অনেকটা বদলে যায়। রাজ্যে রাজ্যে কারখানা বৃদ্ধির হারের পার্থক্যটা অনেক বেশি স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

লক্ষ করার বিষয়, সারা দেশে প্রতি ১০ লক্ষ মাথাপিছু বাৎসরিক কারখানা বৃদ্ধির হার '৭৫-৭৬-এ ছিল ১৫৭। '৯১-৯২ সালে তা সামান্য বেড়ে হয় ১৬৩; ২০০০-০১-এ আবার ১৫৬-তে এসে ঠেকে। অর্থাৎ এই ২৫/২৬ বছরে খুব একটা রদবদল হয়নি। আলাদা আলাদা রাজ্যের হিসেবে পার্থক্য অনেক। পশ্চিমবঙ্গে ১৯৭৫-৭৬ সালে সংখ্যাটি ছিল ১২৪; এটা কমতে কমতে ২০০০-০৪-এ হয় মাত্র ৭৫। অপর প্রান্তে তামিলনাড়ুতে

এর পর ছয়ের পাতায়

# অতঃ কিম

# বিনিয়োগের অর্থনীতি বনাম ভোটব্যাঙ্কের রাজনীতি

**এই দুইয়ের টানাপোড়েন সামলে ব্যবসায়ীদের পশ্চিমবঙ্গে ডেকে আনাটাই এখন রাজ্যের শাসকদের সামনে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ। লিখছেন ইন্ডিয়ান স্ট্যাটিস্টিকাল ইনস্টিটিউটে (কলকাতা) অর্থনীতির শিক্ষক অভিরূপ সরকার**

ইস্টার্ন মেট্রোপলিটন বাইপাস থেকে যে নতুন ফ্লাইওভারটা ধনুকের মতো ডান দিকে বেঁকে গিয়ে সল্টলেট সিটির গভীরে উড়াল দিয়েছে সেই রাস্তা ধরে চলতে থাকলে কখনও নিকোপার্ক, কখনও আই টি সেক্টর, কখনও বা ভবিষ্যৎ রাজারহাট টাউনশিপের অদৃশ্য চৌহদ্দি পার হয়ে অবশেষে এয়ারপোর্টের খুব কাছে ভি আই পি রোডে পৌঁছে যাওয়া যায়। ঘুরপথ পড়ে বলে এখনও খুব বেশি লোক ওই রাস্তায় যান না। যে দু'চার জন ভুল করে বা শখ করে গেছেন তাঁরা সম্ভবত খেয়াল করেছেন যে কলকাতা শহরের উত্তর-পূর্ব জুড়ে একটা বিরাট কর্মকাণ্ডের সূচনা হয়েছে। বাইপাস বরাবর নির্মাণের জোয়ার তো কিছুদিন ধরেই চলছিল। এখন, বলা যেতে পারে, সেটাই সল্টলেক পেরিয়ে আরও পুব দিকে ছড়িয়ে যাচ্ছে। আর শুধু শহরের পুব দিক কেন, দক্ষিণে, উত্তরে এবং শহরের কেন্দ্রে রোজই তৈরি হচ্ছে নতুন নতুন বহুতল, ফ্লাইওভার, শপিং মল, রেস্টোরেন্ট, মাল্টিপ্লেক্স। এ সব দেখলে অনিবার্য ভাবে মনে হয় কলকাতা শহরটা এ বার বদলে যাবে।

শহরটা যে একটা পরিবর্তনের দিকে স্থির ভাবে এগিয়ে যাচ্ছে তাতে কোনও সন্দেহ নেই। কিন্তু সমস্যা হল এই পরিবর্তনটা শহরের সর্বত্র সমান ভাবে ঘটছে না। শহরের কিছু কিছু অংশ যখন সদর্পে একবিংশ শতাব্দীতে প্রবেশ করেছে তখন পাশাপাশি বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে ছড়িয়ে রয়েছে ঘিঞ্জি রাস্তা, সরু গলি, হকার অধ্যুষিত ফুটপাথ, পূতিগন্ধময় বস্তি। শহরের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে এখনও লরি-টেম্পো-রিকশা-অটো রিকশার ভিড়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ট্র্যাফিক থমকে থাকে। বিস্তীর্ণ অঞ্চলে হরেক বিক্রিওলা আর মানুষের চাপে রাস্তায় হাঁটা যায় না। সেখানে খানাখন্দ সামলে কোনওক্রমে টলতে টলতে এগিয়ে চলে আদিম যাত্রিবাহী বাস। সেখানে আধুনিক জীবনের গতি এখনও প্রবেশ করতে পারেনি। আসলে একটা বিশাল অবিধিবদ্ধ ক্ষেত্র আর তার অসংখ্য মানুষ—হকার, ফিরিওয়ালা, রিকশাওলা, মোটর মেকানিক, দিনমজুর, খুদে দোকানদার— ছড়িয়ে রয়েছে শহরের বিস্তীর্ণ অংশের রাস্তাঘাট, অলিগলি জুড়ে। এঁরা রাস্তায় কিংবা রাস্তার ধারের ঝুপড়িতে বসবাস করছেন, আহার-নিদ্রা-মৈথুন সম্পন্ন করছেন, সন্তান উৎপাদন করছেন। এঁদের দিকে তাকালে মনে হবে শহরটা সেই বিংশ শতাব্দীর গোড়ায় যেমন ছিল, ঠিক তেমনটাই রয়ে গেছে।

স্পষ্টতই, শহরের একটা অংশের আর্থিক স্থবিরতার পাশাপাশি আর একটা অংশের অভূতপূর্ব উন্নতির ফলে অসাম্য বাড়ছে। আমরা কিন্তু এখানে সরাসরি কোনও অসাম্যের গল্প বলতে চাইছি না, যদিও কেউ কেউ মনে করছেন এই অসাম্যের প্রতি এখনই নজর না দিলে পরে বিপদ ঘটতে পারে। পক্ষান্তরে, আমরা এই শহরে ধনী ও কাঙালের শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের কোনও গল্পও বলতে চাইছি না। আমরা শুধু বলতে চাইছি যে এই শহরের বিধিবদ্ধ ক্ষেত্র এবং অবিধিবদ্ধ ক্ষেত্রের ভিতর একটা আর্থ-রাজনৈতিক সংঘাত ক্রমশ মাথা চাড়া দিয়ে উঠছে। আমরা এই সংঘাতের গল্পটাই ভাল করে বলতে চাইছি। কারণ, আমাদের স্থির বিশ্বাস এই সংঘাতের চেহারাটা বুঝতে না পারলে এই শহরের, রাজ্যের, এমনকী সারা দেশের আর্থিক উন্নয়নের বর্তমান সমস্যাটা ঠিকমত বোঝা যাবে না।

এখন দেশ জুড়ে সকলেই এটা মেনে নিয়েছেন যে বেসরকারি বিনিয়োগ না হলে আর্থিক উন্নয়ন হওয়া সম্ভব নয়। বিনিয়োগ আনার ব্যাপারে আমাদের রাজ্য বেশ কিছুদিন পিছিয়ে ছিল। ফলত, নতুন বিনিয়োগ আসা দূরের কথা গত পঁচিশ বছর ধরে বেসরকারি পুঁজি ক্রমাগত রাজ্য ছেড়ে বেরিয়ে গেছে। এই প্রবণতা বন্ধ করার জন্য এবং বিপরীতমুখী করার জন্য আমাদের মুখ্যমন্ত্রী এখন বিশেষ ভাবে সচেষ্ট হয়েছেন। প্রভাতী দৈনিকের পাতায় কিংবা টেলিভিশনে আজকাল যে খবরগুলো দেখতে পাই তাতে মনে হয় রাজ্য সরকারের সাম্প্রতিক আর্থিক নীতির মূল লক্ষ্যই হল রাজ্যে বেসরকারি বিনিয়োগ আকর্ষণ করা। সরকারি ভাবে বিনিয়োগকারীদের নানা রকম সুযোগ-সুবিধা দেবার কথা বলা হচ্ছে, রাজ্যের অর্থনৈতিক পরিবেশকে বেসরকারি বিনিয়োগের প্রতি বন্ধুভাবাপন্ন বলে প্রচার করা হচ্ছে, এমনকী কোনও কোনও জায়গায় এটাও জানানো হচ্ছে যে, বেসরকারি বিনিয়োগের প্রতি অতীতে যে অমনোযোগ দেখানো হয়েছে বর্তমানে তার প্রতিকার করতে সরকার অঙ্গীকারবদ্ধ। অর্থাৎ রাজ্যের নীতিনির্ধারকদের কাছে এটা স্বতঃসিদ্ধ যে বেসরকারি বিনিয়োগের উপরেই রাজ্যের ভবিষ্যৎ উন্নয়ন নির্ভর করছে।

রাজ্য সরকার যে এখন বেসরকারি বিনিয়োগকে অপরিহার্য মনে করছে এবং সেই অনুযায়ী কাজ করছে তার একাধিক কারণ আছে। প্রথমত, রাজ্যে বিধিবদ্ধ ক্ষেত্রে বেসরকারি পুঁজি ক্রমাগত কমতে থাকার ফলে আর্থিক লেনদেনও কমতে কমতে একেবারে তলানিতে ঠেকেছে। এর ফলে আবার রাজস্ব আদায় ভয়ানক ভাবে মার খাচ্ছে, রাজ্যে সরকারের আয় এবং ব্যয়ের মধ্যে বিরাট ফারাক তৈরি হচ্ছে। এই ফারাক দূর করবার একমাত্র উপায় রাজস্ব আদায় বাড়ানো, বেসরকারি বিনিয়োগ বাড়িয়ে রাজ্যে আর্থিক লেনদেনকে চাঙ্গা করা। দ্বিতীয়ত, সারা দেশ জুড়ে এখন বেসরকারি বিনিয়োগ আকর্ষণ করবার একটা ভয়ঙ্কর প্রতিযোগিতা চলেছে। সব কটি রাজ্যই তাদের নিজস্ব অঞ্চলে বিনিয়োগ আকর্ষণ করবার জন্য নানা রকম কৌশল অবলম্বন করছে। এই অবস্থায় আমরা যদি চুপচাপ হাত গুটিয়ে বসে থাকি তা হলে আরও বেশি করে পুঁজি রাজ্য থেকে বেরিয়ে যাবে। তৃতীয়ত, সোভিয়েত ইউনিয়নের পতন, মুক্ত বাজারে চিনের অংশ নেওয়া ইত্যাদি ঘটনার ফলে সারা পৃথিবী এখন বাজার অর্থনীতির দিকে ঝুঁকেছে। এমন পরিস্থিতিতে আমাদের রাজ্যের বামেদের মতাদর্শেও একটা পরিবর্তন আসাটা স্বাভাবিক।

বিনিয়োগ যে দরকার তা নিয়ে কারও সংশয় নেই। প্রশ্ন হল, আমাদের রাজ্যে বিনিয়োগ আসার ব্যাপারে মূল বাধাটা কোথায়? আমরা দেখানোর চেষ্টা করব যে বাধাটা মূলত রাজনৈতিক। তাই আসল প্রশ্নের উত্তর খোঁজার আগে আমরা পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক পটভূমিটা, বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গের আশ্চর্যজনক রাজনৈতিক স্থিতিশীলতার কারণগুলি বোঝবার চেষ্টা করব। আমরা বলতে চাই, রাজ্যে বিধিবদ্ধ ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্রমাবনতি এবং অবিধিবদ্ধ ক্ষেত্রের অস্বাভাবিক বৃদ্ধি, এই দুইয়ের যৌথ ফল রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা। দীর্ঘ দিন ধরে রাজ্যে বিধিবদ্ধ ক্ষেত্রের ক্রমাবনতির ফলে অধিকাংশ মানুষ অবিধিবদ্ধ ক্ষেত্র থেকে গ্রাসাচ্ছাদন করছেন। হকার, বিকশাওয়ালা, অটোচালক, মোটর মেকানিক, ছোট ব্যবসাদার, দোকানদার, গৃহ পরিচারিকা, দিনমজুর সকলেই এই অবিধিবদ্ধ ক্ষেত্রের অন্তর্ভুক্ত। উল্লেখ করা দরকার, এই অবিধিবদ্ধ ক্ষেত্রের অনেককেই জীবনধারণের জন্য আইনকানুন ভাঙতে হয়, রাষ্ট্রের বিধিবদ্ধ নিয়মের বাইরে যেতে হয়। কাউকে ফুটপাথ দখল করে জিনিসপত্র বিক্রি করতে হয়, কাউকে সরকারি জমিতে বেআইনি ঝুপড়ি বানিয়ে মাথা গোঁজার আশ্রয় করে নিতে হয় এবং বারোয়ারি লাইন থেকে বিদ্যুৎ চুরি করে সেই ঝুপড়িতে আলো জ্বালতে হয়, কাউকে দূর থেকে শহরে কাজে আসার সময় রোজ বিনা টিকিটে রেল ভ্রমণ করতে হয়, কাউকে কাউকে আবার পরিবেশ দূষণ বিধি লঙ্ঘন করে বাস-ট্যাক্সি-অটো চালাতে হয়। এই ধরনের বেআইনি কার্যকলাপ সরকার ইচ্ছে করলেই বন্ধ করে দিতে পারে, তবু দেয় না কেন?

বস্তুত, অবিধিবদ্ধ ক্ষেত্রের মানুষদের সব থেকে মূল্যবান সম্পত্তি তাঁদের ভোটাধিকার। তাঁরা বেশির ভাগ ক্ষেত্রে ছোট ছোট দলে সঙ্ঘবদ্ধ। তাই এঁদের সম্মিলিত ভোটের একটা ওজন আছে। এই ভোটের বিনিময়ে এঁরা আইন ভাঙার অধিকার অর্জন করেন, দাক্ষিণ্য বিতরণের বদলে ক্ষমতাসীন দল এঁদের ভোট দেবার অধিকারকে ব্যবহার করে। ক্রমে এই মানুষদের নিয়ে তৈরি হয় একটা রাজনৈতিক সমাজ, যে সমাজের সদস্যরা তাঁদের জীবনধারণের জন্য ভোটের রাজনীতির উপর বিশেষ ভাবে নির্ভরশীল।

আমরা বলতে চাইছি, বামফ্রন্টের রাজনৈতিক সাফল্যের মূল চাবিকাঠি এই রাজনৈতিক সমাজ তৈরি করা এবং তার উপর কর্তৃত্ব বজায় রাখা। এখানে দুটো জিনিস উল্লেখ করা দরকার। প্রথমত, বোঝা দরকার আমাদের রাজ্যে বিধিবদ্ধ ক্ষেত্রে যথেষ্ট বৃদ্ধি ঘটলে এত বড় একটা রাজনৈতিক সমাজ তৈরি হত না। বিধিবদ্ধ ক্ষেত্রে একটা পাকা চাকরি থাকলে কেউ রাজনৈতিক দলের ধার ধারে না, যেহেতু তার অস্তিত্ব কোনও রাজনৈতিক দলের দাক্ষিণ্যের উপর নির্ভরশীল নয়। পক্ষান্তরে অবিধিবদ্ধ ক্ষেত্রের মানুষ যেহেতু মৌলিক ভাবে নিরাপত্তাহীন, তাই কোনও একটা রাজনৈতিক দলের ছত্রছায়া তার প্রয়োজন। বামফ্রন্ট এই ছত্রছায়া এগিয়ে দিতে পেরেছে। দ্বিতীয়ত, আমাদের রাজ্যের রাজনৈতিক সমাজটি শুধুমাত্র হকার-অটোচালক-দিনমজুরদের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। যেখানেই ক্ষমতাসীন দলের কিছু পাইয়ে দেবার ক্ষমতা আছে সেখানেই দেখতে পাই তৈরি হয়েছে রাজনৈতিক সমাজ। স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের মাস্টারি, স্বাস্থ্য দফতরের চাকরি, সরকারি আপিসের ছোটখাট কাজ, কোনওটাই আজকাল ক্ষমতাসীন দলের দাক্ষিণ্য ছাড়া পাওয়া সম্ভব নয়। তাই বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য থেকে সরকারি দফতরের কনিষ্ঠতম পিওন প্রায় সকলেই পার্টির সমর্থক। কারণ, ওটা ছাড়া টিকে থাকা মুশকিল, জীবনের উচ্চাশাগুলি মেটানো অসম্ভব।

এই বিপুল রাজনৈতিক সমাজ, বলাই বাহুল্য, একটা বিশাল অদক্ষতার জন্ম দিয়েছে। বিনিয়োগকারীরা এই রাজনৈতিক সমাজকে, এই অদক্ষতাকে সব থেকে বেশি ভয় পায়। তাই এই রাজ্যে রাজনৈতিক সমাজ যত বড় হয়েছে তত বেসরকারি পুঁজি পাততাড়ি গুটিয়ে রাজ্য ছেড়ে চলে গেছে। এদের ফিরিয়ে আনতে গেলে, বিধিবদ্ধ ক্ষেত্রটি বাড়াতে গেলে রাজনৈতিক সমাজকে কেটে ছোট করতে হবে। আর রাজনৈতিক সমাজকে কেটে ছোট করা মানেই ভোটব্যাঙ্কে টান পড়া। এখানেই উন্নয়নের সঙ্কট, রাজনৈতিক লক্ষ্যের সঙ্গে আর্থিক উন্নতির বিরোধ।

বিধিবদ্ধ ক্ষেত্রে বিনিয়োগ করার আগে বিনিয়োগকারীরা চাইবেন রাস্তাঘাট হকারমুক্ত হোক, শহর বস্তিহীন হোক, সরকারি দফতরের কাজে গতি আসুক, শহরের যানবাহন বেগবান হোক। তাঁদের চাহিদা অনুযায়ী চলবার রাজনৈতিক অসুবিধে ছাড়াও একটা নৈতিক অসুবিধে আছে। এই বিপুল সংখ্যক অবিধিবদ্ধ ক্ষেত্রের মানুষকে তাঁদের জায়গা থেকে উচ্ছেদ করে কোথায় পুনর্বাসন করা হবে? শহর থেকে দূরে তাঁদের পুনর্বাসন করা যাবে না কারণ সেখানে রুজি-রোজগারের সুবিধে নেই। আর সমাজের বিভিন্ন স্তরে যাঁরা রাজনৈতিক দাক্ষিণ্যপুষ্ট হয়ে শিকড় গেড়ে বসেছেন তাঁদের স্থানচ্যুত করাটা অনৈতিক না হলেও সহজ কাজ কখনওই নয়। এই কঠিন কাজগুলি করবার ইচ্ছে এবং ক্ষমতা সত্যিই কি মুখ্যমন্ত্রীর আছে?

## বিনিয়োগকারীদের রাজ্য রেটিং: কোন বাধা কোথায় কত

| সমস্যা | হরিয়ানা | কর্নাটক | মহারাষ্ট্র | তামিলনাড়ু | পশ্চিমবঙ্গ |
|---|---|---|---|---|---|
| #১▸ সামগ্রিক দুর্নীতি | ৫৫ | ৬৫ | ৬১ | ৪২ | ১১ |
| #২▸ সরকারি ইনস্পেক্টররা কত বার তদন্তে আসেন | ৫ | ৬ | ৫ | ১১ | ১৩ |
| #৩▸ প্রশাসনিক দুর্নীতি ও বিধিবিধান | ২৯ | ৬৬ | ৪৬ | ৬৫ | ৫২ |
| #৪▸ কর এবং আমদানি শুল্ক সংক্রান্ত প্রশাসনিক নিয়মকানুন | ১৫ | ৫৫ | ৩১ | ৪৩ | ৪৪ |
| #৫▸ বিধিবিধান নিয়ে উচ্চপদস্থ কর্তারা কতটা সময় দেন | ১০ | ১১ | ১৬ | ১৩ | ১৮ |
| #৬▸ কাস্টমস থেকে মালপত্র বার করতে যে সময় লাগে | ১০ | ৭ | ৮ | ৮ | ১০ |
| #৭▸ শ্রম সংক্রান্ত বিধিবিধান | ২৬ | ৫২ | ১৯ | ৩০ | ৯ |
| #৮▸ প্রয়োজনের তুলনায় বেশি সংখ্যক কর্মী | ১০ | ১১ | ১১ | ১৪ | ৬ |
| #৯▸ কর্মদক্ষতার অভাব | ৬ | ২৩ | ৯ | ১৮ | ২০ |
| #১০▸ দক্ষ কর্মীর শূন্যপদ পূরণ করতে যত দিন লেগেছে | ১ | ৩ | ৬ | ৪ | ৫ |

*প্রথম পাতার পর*

১০ লক্ষ মাথাপিছু নতুন কারখানার সংখ্যা ১৬৭ থেকে ৩৩০-এ পৌঁছয়। এ রকম একটা ভয়ানক পার্থক্যর জন্য অবশ্যই জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার অনেকটা দায়ী। ১৯৭৫-৭৬ থেকে ৯১-৯২ অবধি পশ্চিমবঙ্গের জনসংখ্যা ৪৩ শতাংশ বৃদ্ধি পায় এবং ৯১-৯২ থেকে ২০০০-০১-এ বৃদ্ধি-হার দাঁড়ায় ১৭ শতাংশ। একই সময়ে তামিলনাড়ুতে জনসংখ্যা বাড়ে ২৮ শতাংশ এবং ১১ শতাংশ। কিন্তু পঞ্জাবে দেখি, '৭৫-৭৬ থেকে প্রথম ১৫ বছরে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার হচ্ছে ৩৮ শতাংশ এবং পরের ১০ বছরে ২০ শতাংশ। কিন্তু নতুন কারখানার হার প্রত্যেক ১০ লক্ষ মাথাপিছু খুব একটা বদলায়নি। তাই প্রথম দৃষ্টিতে পশ্চিমবঙ্গ একটু পিছিয়ে পড়েছে।

তবে এ সব তো অতীতের ঘটনা আর তথ্যের কচকচানি। আসল প্রশ্নটা হল, এখন পশ্চিমবঙ্গের কী অবস্থা। তার চেয়েও বড় কথা, পশ্চিমবঙ্গ কোন দিকে এগোচ্ছে। এখানে একটা জিনিস মনে রাখা প্রয়োজনীয়। নতুন শিল্পোদ্যোগ তখনই হবে যখন লোকে মনে করবে যে এই উদ্যোগের ফলে ভবিষ্যতে ফল পাবার আশা আছে। অর্থাৎ কী হয়ে গেছে তা নিয়ে শিল্পপতিদের মাথাব্যথা কম। কী হতে চলেছে তা অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ। ইদানীং কালে অনেকেই বলছেন যে, পশ্চিমবঙ্গের ব্যাপারে অনেক কিছু অদলবদল হচ্ছে এবং পশ্চিমবঙ্গ উন্নয়নের দিকে পা বাড়াচ্ছে। এ সব ক্ষেত্রে বিবেচ্য হল, শিল্পপতিদের পশ্চিমবঙ্গ সম্বন্ধে কী মতামত?

২০০৪ সালে বিশ্বব্যাঙ্কের তরফে ভারতের কয়েকটি রাজ্যে প্রায় ২০০০ শিল্পপতিকে দশটি প্রশ্ন করা হয়। প্রশ্নগুলি এবং তাঁদের উত্তরের সংক্ষিপ্ত আনুপাতিক পরিচয় সঙ্গে দেওয়া হল। এই অনুসন্ধানে প্রধান উদ্দেশ্য ছিল বিভিন্ন রাজ্য সম্বন্ধে শিল্পপতিদের কী মতামত তা জানা। অর্থাৎ কোন রাজ্য ব্যবসাবাণিজ্যের পক্ষে ভাল, আর কোন রাজ্য অত ভাল নয়। শিল্পপতিদের প্রায়শই রাজ্য প্রশাসনের দ্বারস্থ হতে হয়। জমি, জল, বিদ্যুৎ— সবই রাজ্য প্রশাসকদের হাতে। তাই শিল্পপতিদের প্রশাসন বা প্রশাসনিক পদ্ধতি সম্বন্ধে কী মতামত তা জেনে, তার থেকে কোন রাজ্যে শিল্পের উন্নতির সম্ভাবনা বেশি এবং কোথায় কম, তার একটা ধারণা করা যায়।

তিন নম্বর প্রশ্নটির উত্তরগুলি গুরুত্বপূর্ণ। দেখা যাচ্ছে যে অর্ধেকেরও বেশি লোক মনে করেন যে পশ্চিমবঙ্গের প্রশাসনিক দুর্নীতি হচ্ছে রাজ্যে শিল্পোন্নয়নে প্রধান বাধা। মোটামুটি সমস্ত রাজ্যেই অল্পবিস্তর দুর্নীতি আছে। তবে যেটা বিশেষ ভাবে লক্ষণীয় তা হল হরিয়ানা। হরিয়ানার সাম্প্রতিক উন্নতি সম্বন্ধে অনেকেই জানেন এবং হরিয়ানার প্রশাসন বা প্রশাসনিক পদ্ধতি নিয়ে একটু গবেষণা করলেই তার একটা সম্ভাব্য কারণ খুঁজে পাওয়া যায়। ইদানীং কালে প্রশাসন ব্যবস্থার অনেক অদলবদল হয়েছে। বিক্রয় করের উদাহরণ নেওয়া যাক। বিক্রয় কর সংক্রান্ত সমস্ত আয়োজনটাই এখন সে রাজ্যে হয় কম্পিউটার মারফত এবং সেলফ অ্যাসেসমেন্ট ভিত্তিক, অর্থাৎ করদাতা নিজে তাঁর প্রদেয় কর হিসেব করে তা দাখিল করেন। লক্ষণীয় হল, এর ফলে হরিয়ানার কর আদায়ে কিন্তু কোনও ঘাটতি দেখা দেয়নি, বরং বেড়েছে। যে পয়সাটা আগে ব্যবসায়ীদের হাত থেকে আমলাদের পকেটে যেত, তা এখন রাজ্যের খাতায় জমা পড়ছে।

এবার এক নম্বর প্রশ্নে আসা যাক। এটা কিন্তু তিন নম্বর প্রশ্ন থেকে একটু আলাদা। প্রথম প্রশ্নটা নতুন বিনিয়োগের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, তৃতীয়টি চালু ব্যবসার দৈনন্দিন কার্যকলাপ নিয়ে। উত্তর দেখে মনে হয় যে শিল্পপতিদের মতে নতুন উদ্যোগের ব্যাপারে পশ্চিমবঙ্গ অনেকটা এগিয়ে আছে। এটা তাৎপর্যপূর্ণ।

সবচেয়ে আশাজনক হল সাত নম্বর প্রশ্নের উত্তর। পশ্চিমবঙ্গের শ্রমিক আন্দোলন নিয়ে অনেক কিছু লেখা ও বলা হয়েছে। উত্তর দেখে মনে হয় শিল্পপতিদের মতে এটা অতীতের ব্যাপার। ভবিষ্যতে এর বিশেষ কোনও প্রভাব থাকবে না। অবশ্যই অনেকে বলতে পারেন যে, সাম্প্রতিক কালে পশ্চিমবঙ্গ ছেড়ে অনেক শিল্পপতিই কাজকর্ম গুটিয়ে নিয়েছেন। এর ফলে শ্রমিকদের আন্দোলন করার সুযোগ কমে গেছে এই যা, তাঁদের মনোভাবের কোনও পরিবর্তন হয়নি।

সে যা-ই হোক না কেন, পশ্চিমবঙ্গ সম্বন্ধে যে লোকেদের ধ্যানধারণা বদলাচ্ছে তার কিঞ্চিৎ নমুনা এই প্রশ্নোত্তরের মধ্য থেকে কিন্তু বেরিয়ে পড়ছে। অন্যান্য প্রশ্নের উত্তর নিয়ে বিশদ আলোচনা করলাম না, কিছু কাজ পাঠকদের বিচারবিশ্লেষণের জন্য রেখে দিলাম।

## এক দশক আগে

***১৯৯৪ সালের ২৩ সেপ্টেম্বর বামফ্রন্ট সরকার নতুন শিল্পনীতি পেশ করে। পুরনো চিন্তা ছেড়ে নতুন পথে হাঁটার উদ্যোগে এই নীতি ছিল একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। সেই নীতির মূল কথা, এক নজরে।***

- উপযুক্ত ক্ষেত্রে বিদেশি প্রযুক্তি এবং বিনিয়োগ স্বাগত।
- উন্নয়নের জন্য বেসরকারি উদ্যোগ জরুরি। চাই যৌথ উদ্যোগও। পরিকাঠামো উন্নয়ন এবং সামাজিক ক্ষেত্রে, এমনকী বিদ্যুৎ উৎপাদন বা স্বাস্থ্য পরিষেবার মতো কাজেও প্রয়োজন অনুসারে বেসরকারি বিনিয়োগ স্বাগত।
- কেন্দ্রীয় সরকারের মঞ্জুরির ওপর নির্ভর করে রুগ্‌ণ রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থার পুনরুজ্জীবনের চেষ্টা করা হবে। বন্ধ হয়ে যাওয়া বেসরকারি শিল্পসংস্থা চালু করার জন্য কর্তৃপক্ষের রদবদল, ঋণ মকুব ইত্যাদি নীতি নেওয়া যেতে পারে। প্রয়োজনে সব পক্ষকেই কিছু ত্যাগ স্বীকার করতে হবে।
- শ্রমিকদের নিজেদের স্বার্থের কথা মাথায় রেখেই শিল্পের উন্নয়নের জন্য সহযোগিতা করতে হবে।

***এক থেকে এগারো***
***যে ক্ষেত্রগুলিকে গুরুত্ব দেওয়া হবে***

#১ পেট্রোলিয়াম এবং অনুসারী শিল্প
#২ তথ্যপ্রযুক্তি
#৩ লৌহ-ইস্পাত, ইঞ্জিনিয়ারিং
#৪ বস্ত্র
#৫ চর্মজ পণ্য
#৬ খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ, মৎস্য চাষ, ভোজ্য তেল উৎপাদন
#৭ রবার, চা
#৮ ওষুধ, রাসায়নিক
#৯ খনিজ দ্রব্য
#১০ রত্নালঙ্কার
#১১ পর্যটন


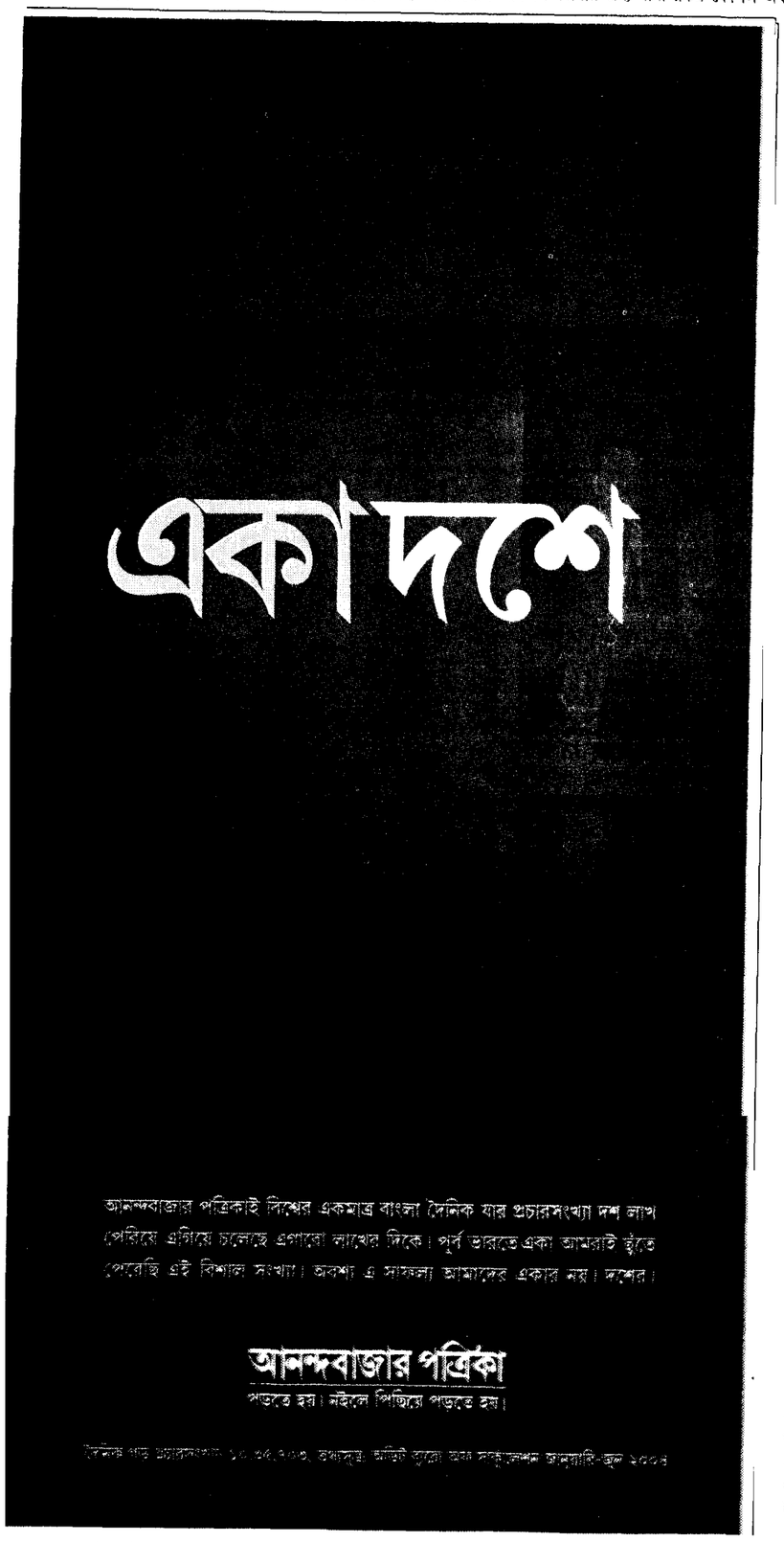

ামাডয়ার কাছে মাপকাঠিটা হয়েছে এই যে, বাইরে থেকে বিনিয়োগ আসছে কি না! আজিম প্রেমজি যদি কলকাতায় আসেন, ধূত আসেন, অম্বানী আসেন, প্রেস তাঁদের যে কভারেজ দেয়, আমার পিসি-র শান্তনু বা সিমোকো-র সঞ্জয়রা সেই কভারেজ পান না। এবং রাজ্যে বিনিয়োগের পরিমণ্ডল তৈরি হয়েছে বলে যে ধারণার সৃষ্টি হয়েছে, তার পিছনে প্রেমজিদের একটা বড় ভূমিকা আছে। টেস্ট অব পুডিং ইজ ইন ইটিং। এই সব শিল্পপতির বক্তব্য আমাদের ভাবমূর্তি তৈরি করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেয়।

কিন্তু আমাদের স্থানীয় শিল্পপতিদের দিকে আমরা সাহায্যের হাত প্রসারিত করছি না, এই কথাটা আমার পক্ষে মেনে নিতে অসুবিধা আছে। আমাদের যে স্কোপ আছে, তার পূর্ণ ব্যবহার করি। আমি প্রথমে এই দফতরে এসে জেলায় যাই। স্থানীয় শিল্পপতিদের সঙ্গে মিটিং করি। তাঁরা যাতে জেলায় বিনিয়োগ করেন, তার জন্য তাঁদের উৎসাহিত করি। চেম্বার্স অব কমার্সের সঙ্গে দেখা করি। গ্রোথ সেন্টারগুলি, যেমন মালদায় বা কোচবিহারে, এক সময় ফাঁকা ছিল। এখন ভরছে। রাজ্যের বিনিয়োগকারীদের নিয়েই কিন্তু আমরা এগোচ্ছি। যেমন ফাউন্ড্রি পার্ক, এখানে অ্যাসোসিয়েশন নিজেই সব করছে। যেখানে পারছে না, আমরা সাহায্য করছি। অ্যাপারেল পার্কের ক্ষেত্রেও এ কথা সত্য। জেমস অ্যান্ড জুয়েলারির ক্ষেত্রে যাঁরা ছোট কাজ করেন, তাঁদের জন্য যেমন ডোমজুড় বা হুগলিতে কমন ফেসিলিটি তৈরির চেষ্টা করছি। যাঁদের বড় বিনিয়োগের ক্ষমতা নেই, তাঁদের কথা মাথায় রেখেই এ কাজ করছি। তবে এটা এখনও মেটিরিয়ালাইজ করেনি। জমি ইত্যাদির সার্চ চলছে।

তা হলে ব্যাপারটা দু'জায়গায় দাঁড়াচ্ছে। বাইরে থেকে অ্যাঙ্কার ইনভেস্টার যাঁদের বলে, তাঁদের প্রয়োজনীয়তা আছে আমার কাছে, তেমনই স্থানীয় বিনিয়োগকারী, যাঁরা আমার ইন্টারনাল স্ট্রেংথ, তাঁদেরও প্রয়োজনীয়তা খুবই গুরুত্বের জায়গা। ভারতে এমন শিল্পপতি আছেন, যাঁরা এখানে ইনভেস্ট করলে ফরেন ইনভেস্টাররাও একটা কনফিডেন্স পায়। 'আমার পিসি' তো আসছে চাইনিজদের সঙ্গে। তবে এই যে আপনি বলেন, সঞ্জয়দের ব্রিটিশ সরকার শো-কেস করছে কিন্তু আমরা ঠিক সেই ভাবে এটা করিনি, প্রচারের ক্ষেত্রে আমরা হাইলাইট করিনি— এটাকে খামতি বলতে পারেন।

**কিন্তু আপনাদের ডেলিভারি মেকানিজম তো ঠিক ঠিক কাজ করে না। প্রেমজিদের ক্ষেত্রে আপনি এবং মুখ্যমন্ত্রী নিজেরাই সব কিছু দেখছেন। কিন্তু প্রশাসনের দক্ষতা বিচার করব তো দৈনন্দিন কাজের ক্ষেত্রে।**

■ আমি স্বীকার করি শুধু ইনভেস্টমেন্টের ক্ষেত্রেই নয়, সার্ভিসও টার্গেট গ্রুপের কাছে যাচ্ছে না। সিঙ্গল উইন্ডো খুব সাকসেসফুল হয়নি। কারণ, ইন্টার-ডিপার্টমেন্টাল কোঅর্ডিনেশন যে ভাবে করা উচিত ছিল, তা করতে পারিনি। তবে আমরা চেষ্টা করি এই সমস্যা নজরে এলে যত তাড়াতাড়ি তা সমাধান করা যায়, তা করতে। অতীতের অবস্থা থেকে ইতিবাচক পরিবর্তন শুরু হয়েছে। এই বার্তাটাও অন্তত সব জায়গায় পৌঁছচ্ছে।

কংক্রিট টার্মস-এ বলতে পারি, এ দিকটাতেই মনিটার করার একটা কাজ আছে। আমাদের যে সব প্রজেক্ট আসছে, তাদের প্রোগ্রেস নিয়ে একটা রিভিউ মেকানিজম আর মনিটারিং কন্টিনিউয়াস বেসিসে করার ব্যবস্থা করেছি। এর ফলে কিছুটা উন্নতি হয়েছে। আমরা জানতি পারছি, কোথায় কোথায় সমস্যা হচ্ছে। রিভিউটা জেলাস্তরে নামাতে চেয়েছিলাম, সেটা ঠিকমতো কার্যকর হয়নি। বর্ধমান কিছুটা করছে। কোচবিহার করছে, মালদহ করছে। ইনডিভিজ্যুয়াল ফ্যাক্টর থাকেই। অফিসারদের সেন্স অব প্রায়রিটির উপরে এটা নির্ভরশীল।

আর একটা ফ্যাক্টর হল পলিটিক্যাল প্রায়রিটিও এখানে ইম্পর্ট্যান্ট। আমাদের যে-সব পলিটিক্যাল লিডার আছেন, তাঁরা কী ভাবে দেখছেন, তাও গুরুত্বপূর্ণ। একটা সময় ছিল, তাঁরা কিছুটা ইনডিফারেন্ট ছিলেন। এখন একটা সিচ্যুয়েশন তৈরি হয়েছে, যাতে সেই ইনডিফারেন্স কমেছে। বাঁকুড়ায় হচ্ছে। তাঁরা আমাদের অসুবিধার কথা বলছেন, কাজ হচ্ছে। তবে সব জেলাতে এটা হচ্ছে না। আমি চেষ্টা করছি ডব্লিউ বি আই ডি সি এবং আই আই ডি সি আর আমাদের দফতর একসঙ্গে কাজ করুক। প্রয়োজনে জেলা প্রশাসনকে বলছি। যেমন, আমাদের অফিসারদের বাঁকুড়ায় পাঠিয়েছিলাম। বরজোড়ায় ৩০০ একর জমি চায়। গুপ্তমণিতে আই ডি সি-র এম ডি-কে পাঠিয়েছিলাম। বিভিন্ন দফতরের টপ-লেভেল অফিসারদের সঙ্গে বসছি। কিছু কাজ হয়েছে বইকী।

**সাক্ষাৎকার: সুপর্ণ পাঠক**

**পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ওপরমহলে বোধোদয় হয়েছে। কর্তাব্যক্তিরা বলছেন যে বিনিয়োগের অনুকূল পরিবেশ গড়ে দিতে হবে। কিন্তু প্রশাসনের সর্বস্তরে এই চেতনা প্রসারিত হয়নি। এমনকী রাজ্যের সফল উদ্যোগীরাও সরকারের কাছে প্রাপ্য মর্যাদা পান না। লিখছেন সুপর্ণ পাঠক**

# এ অতল হ্রদ কবে প্রশান্ত দর্পণ হবে, সেই অপেক্ষায়

বিদেশে থাকেন। রাজ্যের সঙ্গে এখনও পারিবারিক ব্যবসার স্বার্থ জড়িত। রাজ্যের রাজনৈতিক নেতা এবং মন্ত্রীদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা প্রশ্নাতীত। জ্ঞান ব্যবসা বা নলেজ সেকটরে ব্যবসার বহর বেশ কয়েকশো ডলারের। এবং সফল তরুণ ব্যবসায়ী হিসাবে বেশ নামডাক। কিন্তু রাজ্যে বিনিয়োগের প্রতিশ্রুতির বেশি এক পাও এগোতে রাজি নন এখনও। কেন, এই প্রশ্নের উত্তরে প্রশান্ত হাসি দিয়ে বলেন, "সময়ের অসম্ভব দাম ভাই।"

বিনিয়োগের ক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গের ভাবমূর্তি নিয়ে সমস্যাটি কোথায়, সে প্রশ্নের আসল উত্তর লুকিয়ে রয়েছে এই তরুণ উদ্যোগপতির বক্তব্যেই। তিনি রাজ্য সরকারকে তুলনা করেন অক্টোপাসের সঙ্গে। বিভিন্ন দফতর তার আটটি বাহু যেন। একটার বাঁধন এড়ালে আর একটায় ধরে। সব বাঁধন কেটে এগোতে যা সময় লাগে তার থেকে কম সময়ে একই জাতীয় প্রকল্প অন্য কোথাও করলে তাঁর রোজগারও শুরু হবে অনেক আগেই। একই টাকা বিনিয়োগ করে অনেক কম সময়ের মধ্যে লাভ করার সুযোগ হেলায় ঠেলতে যাবেন, এতখানি দেশপ্রেম নেই— সাফ জানিয়ে দিতে দ্বিধা করেন না তিনি।?

অনেকেই বলেন, ষাটের দশকের ঝামেলার স্মৃতি ঘোচেনি বলেই রাজ্যে টাকা ঢালতে ভয় পান ভিনরাজ্যের লগ্নিকারীরা। কিন্তু সভায় সম্মেলনে শিল্পমহলের প্রশংসা সত্ত্বেও রাজ্যের ভাবমূর্তি যদি অন্ধকারে থেকে থাকে তার আসল কারণ ষাটের দশকের আতঙ্কের স্মৃতি নয়, নতুন শতকেও ব্যবসার দৈনন্দিন জীবনে প্রশাসনের বিভিন্ন দফতরের 'ম্যাও' সামলানোর আতঙ্ক।

আসলে রাজ্যের বিনিয়োগ চিত্রে কালিটা লাগছে প্রশাসনের দফতরগুলিকে শিল্পমুখী করে তোলা যায়নি বলেই। এক কথায়, দফতরগুলি শিল্প প্রকল্পগুলি সামলানোর ব্যাপারে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে চলতে পারছে না এখনও। একটি ঠঠকারী সিদ্ধান্ত একটি ব্যবসার পথে কতটা কাঁটা হয়ে দাঁড়াতে পারাতে তা উপলব্ধি করতে পারছে না। বিনিয়োগকারীদের কথায়, রাজ্যের সচিবরা নান্দনিক ভাবনায় এবং তার প্রকাশে যতটা দক্ষ, ঠিক ততটাই ব্যর্থ বিনিয়োগের শর্ত পূরণ করে বিনিয়োগকারীদের রাজ্যে উৎসাহ দেওয়ার ব্যাপারে। ইংরাজিতে যাকে বলে 'ডেলিভ্যারি মেকানিজম', বাংলায় অক্ষম অনুবাদে যা দাঁড়ায় প্রশাসন যন্ত্র, এই ভাবমূর্তির সমস্যা আসলে এই ক্ষেত্রে ব্যর্থতার ফলেই।

ব্যাপারটা আর একটু খোলসা করা যাক। কোনও সম্পর্ক কতটা গভীর হবে তা নির্ভর করে সেই সম্পর্কের প্রতিশ্রুতিগুলি পূরণ করার ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট পক্ষের দায়বদ্ধতার উপর।

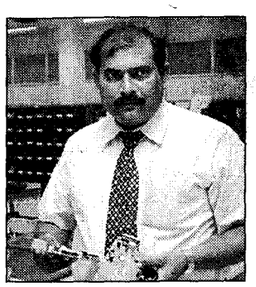

**সঞ্জয় ঘোষ**

- সিমোকো
- প্রাইভেট মোবাইল রেডিয়ো অর্থাৎ ওয়াকি টকি
- প্রাথমিক পুঁজি ১ কোটি টাকা
- এখন ৬০ কোটি টাকার ব্যবসা
- ব্রিটিশ সংস্থা কিনে নিয়েছেন

অবশ্যই এটা কথায় হয় না। উদাহরণ হিসাবে নেওয়া যাক উত্তরবঙ্গের বিস্তৃত অঞ্চল জুড়ে ছড়িয়ে থাকা চা বাগানগুলি। কোনওটা বন্ধ, কোনওটার নাভিশ্বাস। প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ ভাবে প্রায় এক কোটি মানুষের অন্নবস্ত্রের সংস্থান করে এই বাগানগুলি। আর এদের জমিগুলি সবই সরকারের কাছ থেকে লিজে নেওয়া। বছরের বছরের পর বছর ধরে এই বাগানগুলির একটা বড় অংশের জমির লিজ নবীকরণের আবেদন পড়ে আছে সরকারের সংশ্লিষ্ট দফতরে। সব ব্যবসাতেই অর্থ জোগানের একটা বড় সূত্র ঋণ। বাগানগুলি যখন অর্থের অভাবে ধুকছে তখন ঘুরে দাঁড়াতে তাদের ঋণের দরকার। কিন্তু জমির লিজ নবীকরণ না হলে এই বাগানগুলি জমি বন্ধক রেখে ঋণ নিতে পারছে না। যে কোনও বিনিয়োগকারী যখন শিল্প নিয়ে মন্ত্রীদের প্রতিশ্রুতির পাশাপাশি চা বাগানের এই অভিজ্ঞতা মিলিয়ে নেবেন তখন তাঁদের কী ধারণা হবে এই প্রশাসন সম্পর্কে? উত্তর খুবই সোজা। বিনিয়োগ চেয়ে বিভিন্ন রাজ্যে যখন দৌড়ে বেড়াচ্ছেন রাজ্যের মন্ত্রীরা, কর্মসংস্থানের জন্য যখন মাথার চুল ছিঁড়ছেন, ঠিক তখনই রাজ্যের ধুকতে থাকা চা শিল্পে বাগানের পর বাগানের লিজ নবীকরণ হচ্ছে না।

মুখ্যমন্ত্রী বা শিল্পমন্ত্রী বিনিয়োগবন্ধু হওয়ার কথা বলছেন, কিন্তু সরকারি দফতরগুলি এই সমস্যাকে গোটা শিল্পের সমস্যা হিসাবে এখনও দেখতে শেখেনি। যেমন চা বাগানের এই উদাহরণের ক্ষেত্রে তাঁরা বলবেন— ভূমি রাজস্ব দফতর যে কোনও জমি লিজের ব্যাপারে সমস্যাকে তাদের নিজেদের প্রশাসনিক সমস্যা হিসাবে দেখে, চা বাগানের জমি লিজ নবীকরণকেও সেই ভাবেই দেখছে। অথচ এর ফলে গোটা একটা শিল্প, যার উপর কোটি লোকের ভাত কাপড় নির্ভর করছে, মুখ থুবড়ে পড়তে পারে তা বুঝতে পারছে না। ভূমি রাজস্ব দফতরের যদি এই হাল হয়, তা হলে অন্য দফতরগুলিও যে অন্য ভাবে ভাবতে শিখেছে তার গ্যারান্টি কী?

এত বড় একটা সমস্যাকে যদি প্রশাসনিক স্তরে এই ভাবে দেখা হয়, নিচু স্তরে, শিল্পের দৈনন্দিন কাজের ক্ষেত্রে কী হয়, তা সহজেই অনুমেয়। নেওয়া যাক শ্রীমন্ত চক্রবর্তীর উদাহরণ। গত বছরের ঘটনা। বিদেশ থেকে ফিরে শ্রীমন্তবাবু ডায়মন্ডহারবারে একটি বরফ কল কিনেছিলেন। রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদে সংশ্লিষ্ট কাগজ পাঠিয়ে মিটারের নামবদলের আবেদনও করেছিলেন। যা নাকি তাঁর নামে পরিবর্তনও হয়েছিল। হঠাৎ একদিন বাড়িতে বিদ্যুৎ চুরির অভিযোগে তাঁর বাড়িতে পুলিশ হানা। হেনস্থার একশেষ। থানা পুলিশ করে ক্লান্ত এবং অপমানিত শ্রীমন্তবাবু অবশেষে অর্থমন্ত্রী অসীম দাশগুপ্তের দারস্থ হন। সেখান থেকে বিদ্যুৎমন্ত্রী এবং তদন্তের পরে জানা যায় দোষটা পর্ষদেরই। এখানেও কিন্তু আমরা দেখছি শিল্প নিয়ে সরকারের আর একটি দফতরের চিন্তাভাবনা। এবং সে ভাবনা এতটাই শিল্পমুখী যে শ্রীমন্তবাবুকে কোনও দোষ ছাড়াই এমনকী থানায় টেনে নিয়ে যেতেও দ্বিধা করেন না। কী পাঠ নেবেন অন্য বিনিয়োগকারীরা এই ঘটনা থেকে?

এই ধরনের সমালোচনার জবাবে সাধারণত উত্তর যা পাওয়া যায় তা হল, এটাই যদি সত্যি হয় তা হলে আজিম প্রেমজির উইপ্রো কেন কলকাতায় বিনিয়োগ করতে আসছে? ঠিকই। কিন্তু আজিম প্রেমজিদের ক্ষেত্রে বুদ্ধদেববাবু স্বয়ং তাঁদের অসুবিধার জায়গাগুলি দেখাশোনা করছেন অন্য মন্ত্রীদের নিয়ে। আড়াল করা হচ্ছে সরকারি দফতরগুলির দৈনন্দিন কাজের ফলে উদ্ভূত সমস্যাগুলি থেকে। এ ব্যাপারে সরকার কতখানি উদ্‌গ্রীব তা পরিষ্কার হয়ে যায় যখন 'ইনফোকম' সম্মেলনের মঞ্চ থেকে উইপ্রোর কলকাতার দায়িত্বে যিনি রয়েছেন তাঁকে মুখ্যমন্ত্রী চিনতে পারেন। কিন্তু এরই পাশাপাশি, রাজ্যের উন্নয়ন প্রসঙ্গে প্রশ্নের উত্তরে অনুচ্চারিত থেকে যায় 'সিমোকো'র সঞ্জয় ঘোষ অথবা 'আমার পিসি'র প্রস্তুতকার সংস্থা জেনাইটিস-এর শান্তনু ঘোষ বা তথাগত দত্তের নাম। আর তখনই প্রশাসনের মানসিকতার দৈন্য আরও প্রকট হয়ে যায়।

অথচ, ব্রিটিশ সরকার যখন ভারত থেকে কারা তাদের দেশে সংস্থা কিনে দাঁড় করিয়েছে সেই তালিকা প্রকাশ করে, সেই তালিকায় হুগলির ছেলে সঞ্জয় ঘোষের নাম জ্বলজ্বল করে। ওয়েবেল যে সংস্থা চালাতে না পেরে বিক্রি করে দিয়েছিল ফিলিপসকে, ফিলিপসও যেখানে ব্যর্থ হয়ে ব্রিটিশ সংস্থা সিমোকোর হাতে এই দায় তুলে দেয় এবং সিমোকোও যাকে লাভজনক করতে ব্যর্থ হয়, সঞ্জয় সেই সংস্থা কিনে তাকে ঘুরে দাঁড় করান। নোকিয়া এবং মোটোরোলার সঙ্গে পাঞ্জা লড়েন সমানে সমানে। অথচ ওয়্যারলেস সেট প্রস্তুতকারক এই সংস্থার সাফল্য রাজ্য প্রশাসনের কাছ থেকে পাত্তা পায় না। এতটাই যে তাদের নাম কোনও সরকারি মঞ্চ থেকেই সগর্বে উচ্চারিত হয় না। অথচ ব্রিটিশ সরকার যখন নিজের দেশে বিনিয়োগ টানতে চায়, তখন সফল বিদেশি বিনিয়োগকারীদের নামের তালিকায় সঞ্জয়কে রাখে ওপরের দিকে। কারণ, সঞ্জয় সিমোকোর মূল সংস্থার টেলিকম বিভাগটি কিনে নিয়ে তাকেও ঘুরে দাঁড় করিয়ে দিয়েছেন। শান্তনুর কথা ধরুন। চুঁচুড়ায় ২৫০ কোটি টাকার প্রথমিক বিনিয়োগে কম্পিউটার যন্ত্রাংশ তৈরি করতে চলেছেন এই ৩৫ বছরের যুবক। চিনা সংস্থার সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে। কম্পিউটার তৈরি করে ইতিমধ্যেই দেশের বাজারে নিজেদের জায়গা করে নিয়েছেন। অথচ এই যন্ত্রাংশ তৈরির ব্যবসায় রাজ্যে বিনিয়োগের তালিকায় অন্য রাজ্যের বড় কোম্পানি জায়গা পেলেও, জেনাইটিসের নাম উল্লেখ হয় না।

এটা সহজ সত্য, উইপ্রোর বিনিয়োগ বা ইনফোসিসের বিনিয়োগ রাজ্যের বিনিয়োগের খিদে মেটাবে না। স্থানীয় বিনিয়োগেই সেই সমস্যা মেটাতে পারে। এ বার যদি সঞ্জয়বাবুরা গোয়া বা মুম্বই যাত্রা করেন বিনিয়োগ নিয়ে, তা হলে কী বার্তা পৌঁছবে বাইরের রাজ্যে, কী বার্তাই বা বহন করে স্থানীয়

**লব গুপ্ত**

- ফান টয়েজ
- সফট টয়, প্লাস্টিকের খেলনা
- প্রাথমিক পুঁজি ৭০০০ টাকা
- এখন ৩ কোটি টাকার ব্যবসা
- প্রথম বছরের উৎপাদন ১৫০০
- এখন বার্ষিক উৎপাদন ৬ লক্ষ

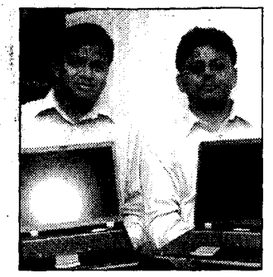

**শান্তনু ঘোষ ও তথাগত দত্ত**

- জেনাইটিস ইনফোটেক
- কম্পিউটার ও যন্ত্রাংশ
- প্রাথমিক পুঁজি ২০ লক্ষ টাকা
- এখন ১৫০ কোটি টাকার ব্যবসা

উদ্যোগপতিদের নাম উচ্চারণের এই অনীহা, শিল্পবন্ধু স্বয়ং বুদ্ধদেববাবুর কথাতেও যে অনীহা প্রকট? এবং এটা ঘটছে এমন এক পরিস্থিতিতে যখন প্রশাসন স্থানীয় উদ্যোগপতি তৈরির গুরুত্বের কথা উচ্চারণ করছেন। এর থেকে প্রশাসনের সাধারণ স্তর বুঝে নেয় যে, দৈনন্দিন কাজের জায়গায় উইপ্রোর মতো সংস্থার অসুবিধা না হলেই হল। বাকিদের নিয়ে অতটা মাথা না ঘামালেও চলবে। কারণ এদের যা গুরুত্ব, তার কাছে-পিঠেও নেই স্থানীয় উদ্যোগপতিরা। অন্য রাজ্যের সাধারণ বিনিয়োগকারীরাও ভাবেন, এই সাফল্যের পরও সঞ্জয়বাবু বা শান্তনুবাবুদের সম্পর্কে রাজ্য প্রশাসন যদি এতটাই উদাসীন তা হলে তাঁদের কী হাল হবে? মুখে যতই মন্ত্রীরা বলুন, তাঁরা নিশ্চয়ই এর গুরুত্ব বোঝেন না।

জেলা স্তরে রাজনৈতিক হস্তক্ষেপের সমস্যা তো রয়েইছে। রাজ্যে বিনিয়োগ নিয়ে ভাবমূর্তির সমস্যা তৈরি করে প্রশাসনিক যন্ত্রের এই ব্যর্থতাই। বিনিয়োগকারীরা সংবাদমাধ্যমের কথায় লগ্নির সিদ্ধান্ত নেন না। নেন তথ্যের ভিত্তিতে। লাভক্ষতির সম্ভাবনা তলিয়ে দেখে। তাঁরা যদি দেখেন, প্রশাসনের এই সব সমস্যা প্রকল্প ঠিক সময়ে চালু করার পথে বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারে, তা হলে তাঁরা দু'বার ভাববেন রাজ্যকে বিনিয়োগের গন্তব্য করে তুলতে। বিনিয়োগের ক্ষেত্রে রাজ্যের ভাবমূর্তির সমস্যা কী তা বোঝার জন্য ষাটের দশকে ফিরে যাওয়ার কোনও দরকার নেই, সমস্যার মূলে আছে বুদ্ধদেববাবুর প্রশাসন যন্ত্র, যে এখনও রাজ্যে বিনিয়োগ টানায় নিজের ভূমিকা স্পষ্ট অনুধাবনই করে উঠতে পারেনি। এটা গোড়ার গলদ। গত তিন দশকেও সে গলদ দূর হয়নি, প্রশাসন যন্ত্রের বাতব্যাধি সারেনি, তাই ভাবমূর্তির সমস্যা রাজ্যকে শনির মতো তাড়া করে ফিরছে। সংবাদমাধ্যমকে দোষ দিয়ে কী করবেন?

এই খামতি বর্তমান রাজ্য প্রশাসন অস্বীকার করে না। শিল্পমন্ত্রী নিরুপম সেন স্পষ্ট বলেন, আদেশ দিলেই কাজ হয় না। সমস্যা আছে জেলায় রাজনৈতিক নেতৃত্বের স্তরে, বিনিয়োগের ক্ষেত্রে চিন্তা ভাবনা নিয়েই। তাঁর দাবি, কিছু জেলায় এই অনুধাবনের জায়গা তৈরি হয়েছে। তবে তা এখনও সুব স্তরে ছড়ায়নি। তাঁদের কাছে এটাই এখন চ্যালেঞ্জ। মনে পড়ে অমিতাভ ভট্টাচার্যর লাইনগুলো: এ অতল হ্রদ কবে প্রশান্ত দর্প/ হবে সেই অপেক্ষায়/ সুখের অপেক্ষায়।

# জীবন গড়ার হরেক শিক্ষায় নতুন মাইলস্টোন

বিশ্বমানের ডে-বোর্ডিং স্কুল অ্যাডামাস

**মনোজিৎ সরকার**

শিক্ষার শেষ নেই। কিন্তু শুরু? মাতৃজঠরে। আর ভূমিষ্ঠ হবার পর? গুরুগৃহে! অ্যাডামাসে। মাত্র দু' বছর বয়সেই শুরু এ শিক্ষা। সেখানেই মাধ্যমিক-উচ্চমাধ্যমিক-স্নাতক অথবা ইঞ্জিনিয়ারিং—চাকরির প্রবেশিকা পরীক্ষায় বসে উত্তীর্ণ হওয়া... আকাশই এর সীমানা।

যথার্থই স্কুল শিক্ষায় এ এক নবদিগন্ত উন্মোচন করেছে অ্যাডামাস ইন্টারন্যাশনাল। এখানে মাত্র দু' বছর বয়সে ভর্তি হতে পারে ছেলেমেয়েরা। যেখানে নিছক লেখাপড়ার নিরন্তর কচকচি আঘাত করে না শিশুমনে।

ডে কেয়ার স্কুল সঙ্গে বোর্ডিং অর্থাৎ আবাসিক শিক্ষা, এই দুই ব্যবস্থায় এখানে শিক্ষাদান চলে। দু' বছরে ভর্তি করে একেবারে আইএএস, আইপিএস, আইআরএস, ডব্লুবিসিএস থেকে ডাক্তার বা ইঞ্জিনিয়ার হয়ে নিজেকে মেলে ধরবার যাবতীয় শিক্ষায় যথার্থ এক হিরের ঔজ্জ্বল্যে অ্যাডামাস।

ডে কেয়ার? সাতটায় স্কুলে এসে বিকেল পাঁচটা পর্যন্ত অনায়াসে চলবে ক্লাস। সঙ্গে একই সঙ্গে মধ্যাহ্নভোজ। হাজারো খেলাধূলা আর তারই মধ্যে দিয়ে চলবে বিদ্যাচর্চা। দাঁতে দাঁত চাপা একঘেয়ে বিদ্যালয়-জীবন নয়। পড়ুয়াদের কাছে আদিগন্ত পাঠশালা। ডানলপের অদূরে বি টি রোডের ওপর ৩৫ বিঘা জমির উপর এটা নিছক কোনও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান নয়, ছাত্রছাত্রীদের স্বপ্নভূমি।

পড়াশোনার পাশাপাশি ফুটবল,

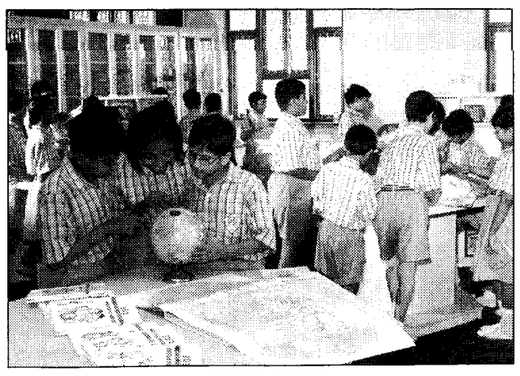

ক্রিকেট, ভলির আলাদা মাঠ। বিশাল সুইমিং পুল। ঢাউস জিমন্যাসিয়াম যেখানে যোগব্যায়াম থেকে জুডো ছেলেদের সঙ্গে মেয়েদেরও আবশ্যিক অংশগ্রহণ। মনকে মেলে ধরো।

স্বপ্নকে রূপ দেবার এই জাদুকরের মুখোমুখি, তিনি সমিত রায়, জানালেন 'আমরা সবাই রাজা' গানটাকে রূপ দেবার একটা স্বপ্ন ছিল...তাই নিছক ব্যবসা নয়।

পিঠে বইয়ের বোঝা নিয়ে প্রতিদিন এখানে আসতে হয় না। কারণ ক্লাসের মধ্যেই রয়েছে প্রত্যেক ছাত্রছাত্রীর নাম লেখা নিজস্ব ড্রয়ার। স্কুল বাস আছে।

আন্তর্জাতিক মানের প্রতিটি শ্রেণীকক্ষের দেওয়াল। এক লহমায় চতুর্দিকে তাকালেই শিক্ষিত হয়ে উঠবে ছোট্ট পড়ুয়ারা। দোলনা থেকে ওয়ার্ড মেকিং, মিকি মাউস থেকে রাইমস খেলাচ্ছলে শিখে ফেলে ছোট্ট পড়ুয়ারা। শুধুই পড়া? রয়েছে ৩০টি কম্প্যুটারের বাতানুকূল হল। ক্যানটিনে একসঙ্গে লাঞ্চ।

অ্যাডামাস আইসিএসসি বোর্ড-এ

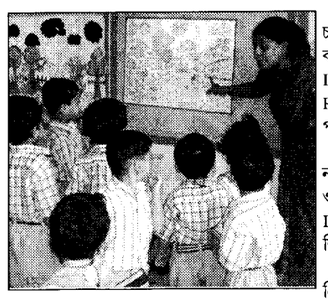

পড়াতে লাগবে না প্রাইভেট টিউটরও। স্কুলেই চলে অতিরিক্ত কোচিং। সাপ্তাহিক পরীক্ষায় যাচাই হয় ভুল-ত্রুটি। আবার আঁকা থেকে গান, বাজনা, নাচ, মূর্তি বানানো সব শিক্ষাই এখানে বাধ্যতামূলক। এরা তো ভবিষ্যতের দিশারি।

**Adamas Address**
58-4, M.M. Feeder Rd., Kol-56. Ph: 30937976, 9830030725.

না, কম্পিউটার শিক্ষা এখন নিছক ফ্যাশন নয়। অন্ন উপার্জনের অন্যতম শর্তও। কম্পিউটারের এই শিক্ষায় আজ পূর্ব ভারতে রীতিমতো ধুন্ধুমার ফেলেছে CMC-র বেশ কয়েকটি শাখা। জানালেন এর মুখপাত্র।

CMC-র শিয়ালদা, বেলঘরিয়া, পার্ক স্ট্রিট এবং হলদিয়ার দুর্দান্ত শাখাগুলি আজ চাকরি জগতে এক নতুন দিগন্ত খুলে দিয়েছে। স্বীকৃতিস্বরূপ ১৯৯৮ থেকে বেশ কয়েকবার ভারত সরকারের শ্রেষ্ঠত্বের শিরোপা পেয়েছে সি.এম.সি। কম্পিউটারের এই শিক্ষায় তাই ভারত সরকার ও টাটা সন্স-এর যৌথ উদ্যোগে পরিচালিত। যার ফলে এই শিক্ষাকেন্দ্রের নির্ভরযোগ্যতা ও প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ছাত্রছাত্রীদের ভবিষ্যৎ সুনিশ্চিত।

কারণ যে কোনও Project Handling-এর ক্ষেত্রে যেমন Indian Railways-এর Reservation System, পুলিশের ক্ষেত্রে Finger Print Detection System ব্যবসার ক্ষেত্রে Stock Exchange এবং বিভিন্ন Port-এর Transaction System-এ CMC Ltd.-এর ভূমিকা অতুলনীয়। সঙ্গে IAS, IPS Training, UN-এর বিভিন্ন অফিসারদের ট্রেনিং। CMC-তে বর্তমানে Middle East এবং UK-তেও এই সংস্থার Software Development এবং প্রশিক্ষণ কেন্দ্র। যার ফলে সংস্থা থেকে প্রাপ্ত সার্টিফিকেট Employment Exchange এবং সরকারি পরীক্ষায় গ্রহণযোগ্য।

ব্যবসায়ী মহলের চাহিদার রূপরেখা তৈরি হয়েছে CMC-র যাবতীয় কোর্সের রূপরেখা।

সেইমতো CMC Ltd.-এর শিয়ালদা, বেলঘরিয়া, পার্ক স্ট্রিট ও হলদিয়ার চারটি কেন্দ্রকে বিশ্বমানের ফ্যাকাল্টি ও মেশিনে সুসজ্জিত করা হয়েছে।

**CMC Sealdah:** 2A, M.G. Road, Kol-9. Ph: 2360-1558/1559.
**CMC Belgharia:** 11/1, B.T. Rd., Dishari Bhawan, Kol-56. Ph: 2564-0604/ 7305.
**CMC, Park St.:** 57A, Park St., Park Mansion, 2nd Flr, Kol-16. Ph: 2229-6662/ 2246-5061.
**CMC, Haldia:** India Hotel Extension Building, 7th Floor, Kanchan Chowk, Haldia-721602, East Midnapore, Ph: (03224) 275862.

আজ 'রাইস' মানেই চাকরির জগতে নতুন আলোর ঝলক। তবে 'RICE INFOTECH' নিঃসন্দেহে RICE-এর টুপিতে নতুন পালকের সংযোজন।

মাল্টিমিডিয়ার বিশ্বব্যাপী নতুনভাবে নবকলেবরে সেজে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে 'RICE INFOTECH-ও খুলেছে তার শিক্ষার নবতম শাখা।

বিজ্ঞাপন, টেলিভিশন, প্রিন্ট, ফিল্মমেকিং, কন্টেন্ট ডেভেলপার্স, ইন্টারনেট ছাড়াও গ্রাফিক্স অ্যানিমেশন সবই এই শিক্ষার এক অঙ্গ বলে জানান RICE-এর মুখপাত্র।

**RICE INFOTECH EDUCATION**
H/O: 11/1, B.T. Rd., Kol-56
Ph: 2564-0604/7305
**Sealdah:** 58A, APC Rd., Kol-56. Ph: 2360-1934
**Behala:** 155/184, D.H. Rd., Kol-8. Ph: 2445-1587.

কিন্তু যাঁরা ইতিমধ্যেই স্নাতক। পাশ করে ভাবছেন সরকারি চাকরি আসবে কোন পথে? মনে ইচ্ছা আছে চাকরির পরীক্ষায় বসার। কিন্তু কতটা পড়বেন? কী পড়বেন? কেমন করে তৈরি করবেন নিজেকে সরকারি পরীক্ষাগুলির জন্য?

সরকারি চাকরির দিশা দেখাতে এখন পশ্চিমবঙ্গে ইতিমধ্যেই আশার আলো জ্বেলেছে RICE.

এ কথা ভুক্তভোগী মাত্রই জানে যে, সরকারি পরীক্ষায় কোনওরকম প্রস্তুতি ছাড়া বসা অর্থহীন। রীতিমতো আঁটোসাঁটো প্রস্তুতি প্রয়োজন। PSC থেকে WBCS আবার শিক্ষকতা থেকে ব্যাঙ্কিং। এইসব সরকারি চাকরিমুখী যাবতীয় পরীক্ষায় বছরভর যে প্রস্তুতি ও অনুশীলন প্রয়োজন সেটা নিজের বাড়িতে বসে অনেকেই অসমর্থ হন। পিছিয়ে পড়েন সরকারি চাকরির ইঁদুর দৌড়ে। আর সেই প্রস্তুতিতে জয়জয়গার RICE-এর।

**RICE-এ শুরু হয়েছে 'ABCAT 2005' যেখানে থাকবে General Intelligence, General Knowledge, অঙ্ক ও ইংরেজির উপর নানা প্রশ্ন-উত্তর। তার জন্য অনেক সময় দিয়ে পড়াশোনার জন্য রয়েছে মেডিটেশন, হেলথ ক্লাবের যাবতীয় সুযোগ-সুবিধা।**

সরকারি চাকরি পেতে 'রাইস'-এর এই রমরমার রহস্যটা কী? এই শিক্ষাকেন্দ্রের অন্যতম কর্ণধার সমিত রায় জানালেন, "সাধারণত এই সব সরকারি চাকরির জন্য যেরকম প্রস্তুতি প্রয়োজন তা সময়ের সঙ্গে বদলেছে। এখন বাইরে থেকে বই কিনে পড়লে আশাহীন হবে। কারণ আমাদের চলতি শিক্ষাব্যবস্থায় চাকরির উপযোগী কোর্স পড়ানো ও শেখানো হয় না। সেক্ষেত্রে ভিন রাজ্যের ছেলেমেয়েরাই এইসব পরীক্ষায় ভাল ফল করে। আর এইসব পরীক্ষার জন্য তাই বিশেষ প্রস্তুতি। PSC, WBCS-এর মতো পরীক্ষা আসলে বাদ দেওয়ার পরীক্ষা। চাই স্কুলের মতো নিমগ্ন অধ্যয়ন। ১০-১৪ ঘণ্টার পরিশীলিত অনুশীলন। তার জন্য সাধারণ কোচিং-এর পাশাপাশি RICE শুরু করেছে 'আবাসিক কলেজ'।"

কেন আবাসিক কলেজ? "আসলে WBCS-এ প্রয়োজন যে পড়াশোনার অর্থাৎ ১০-১৪ ঘণ্টার লেখাপড়ার পরিবেশ সঙ্গে প্রয়োজনীয় গাইডেন্স... এইসব মাথায় রেখেই RICE-এ শুরু হয়েছে 'ABCAT 2005' যেখানে থাকবে General Intelligence, General Knowledge, অঙ্ক ও ইংরেজির উপর নানা প্রশ্ন-উত্তর। তার জন্য অনেক সময় দিয়ে পড়াশোনার জন্য রয়েছে মেডিটেশন, হেলথ ক্লাবের যাবতীয় সুযোগ-সুবিধা।

অর্থাৎ একমুখীতাই এইসব পরীক্ষার যাবতীয় উৎস। তাই 'ABCAT 2005' চাঞ্চল্য এনেছে শিক্ষামহলে। আপাত ব্যয়বহুল এই ট্রেনিং নেওয়াটা আজ জরুরি বলে মনে করেছেন পড়ুয়াদের মতো শিক্ষকেরাও।

# 'শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও আবাসনে'—এক নতুন সূর্য 'রাইস'

**মন সরকার**

ছিল না পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কোনও প্রতিনিধি। কুছ পরোয়া নেই। মুম্বইতে সদ্যসমাপ্ত প্রবাসী ভারতীয় সম্মেলনে টানটান পিঠে পিঠ লাগিয়ে সওয়াল চালালেন কলকাতার এক তরুণ শিল্পোদ্যোগী সমিত রায়।

শ্যাম পিত্রোদা, জগদীশ টাইটেলর, অমিতাভ ঘোষ সমেত অযুত বিজ্ঞানী, আমলার—বৈচিত্র্যময় সমাবেশে অনন্য ছিলেন সমিত রায়। ২৭০০ জনেরও বেশি প্রবাসী ও অনাবাসী ভারতীয় হাজির ছিলেন সেই প্রজ্ঞাদীপ্তবোধ্য সভায়।

FICCI-এর আয়োজনে সব অর্থেই তাই এই সভা ছিল অভিনব। তবে চলতি মাসে দশম CII PARTNERSHIP SUMMIT-এ Ray & Ray Group of Companies-এর যোগদান ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। যা পশ্চিম বাংলায় শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও আবাসনে এক নতুন সূর্যোদয় হিসেবে চিহ্নিত হল RICE.

প্রসঙ্গত সিআইআই-এর এই পার্টনারশিপ সামিটে রাজ্যের অন্যতম বৃহৎ বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রাইস, অ্যাডামাস ইত্যাদি সংস্থার কর্ণধার সমিত রায়ের সঙ্গে সিঙ্গাপুর ও চিনের তিনটি সংস্থার আলোচনা চলে। অনুষ্ঠানে সিঙ্গাপুর-চাইনিজ চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির প্রধান লি পেং সু এবং চেয়ারম্যান অব সিঙ্গাপুর চেম্বার অব কমার্সের প্রধান এন রাজারাম সমেত বিশিষ্ট প্রতিনিধিদের সঙ্গে দীর্ঘ বৈঠক হয় পশ্চিমবঙ্গের শিল্পোদ্যোগী সমিত রায়ের। শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও আবাসন নিয়ে চলে নিমগ্ন আলোচনা।

কী ছিল CII-এর এই আলোচনার গভীরে? Ray & Ray Group of Company-র পক্ষে আলোচনার বিষয়গুলি ছিল বিস্তৃত। যেমন (১) বিশ্বের উন্নয়নশীল দেশগুলি ছাড়াও সিঙ্গাপুর, চিন, ইন্দোনেশিয়া সমেত দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার ব্যবসার বিস্তীর্ণ অঞ্চলে মানুষের অবাধ মেলামেশা ও মতের আদানপ্রদান।

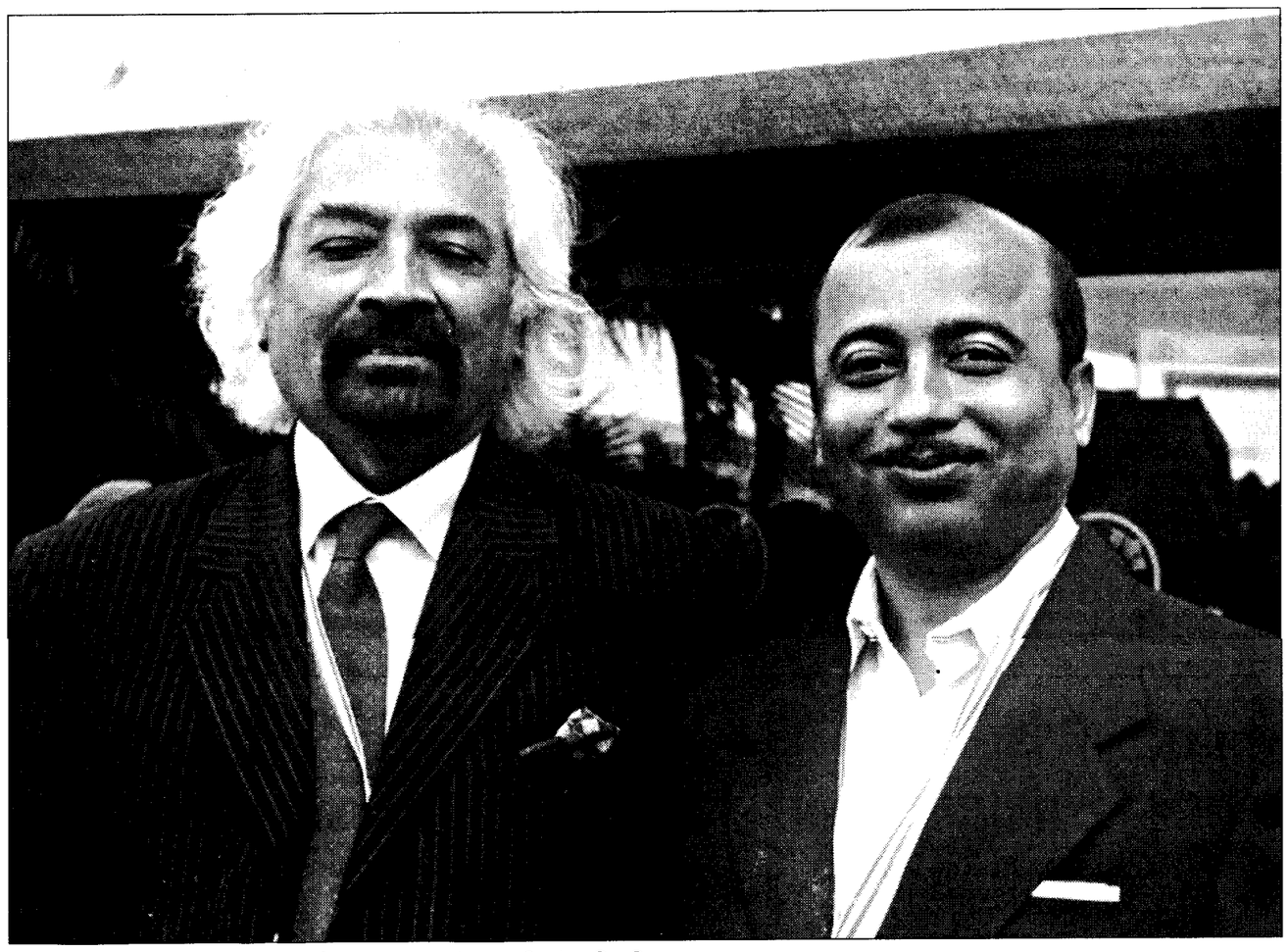

মুম্বাইতে প্রবাসী ভারতীয় সম্মেলনে **শ্যাম পিত্রোদা**-র সঙ্গে রাইস-এর ডিরেক্টর **শ্রী সমিত রায়**।

(২) পশ্চিমবাংলার শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও আবাসন সমেত সমস্তরকম উন্নতির রূপরেখা।

(৩) নতুন ভারতে নতুন মানসিকতার প্রস্তুতি।

(৪) যৌথ প্রজেক্টের উচ্চ আধিকারিকদের মতের আদানপ্রদান।

(৫) আগামী বছরগুলিতে কেমন হবে শিক্ষা-স্বাস্থ্য-আবাসনের এই রূপরেখা... সমেত ১৪ দফা আলোচনা। বৈঠকে রাজ্যের আবাসন, স্বাস্থ্য ও শিক্ষার বিনিয়োগ নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা চলে। এ ব্যাপারে হাইকমিশনার অব সিঙ্গাপুর 'এলান টাই'-এর সঙ্গেও সমিতবাবুর দীর্ঘ আলোচনা হয়। 'FICCI' এবং 'CII-এর Partnetship'-এ রাইসের এই যোগদানে নিঃসন্দেহে বাংলার শিল্পমহলে এক আশার আলো জ্বেলেছে।

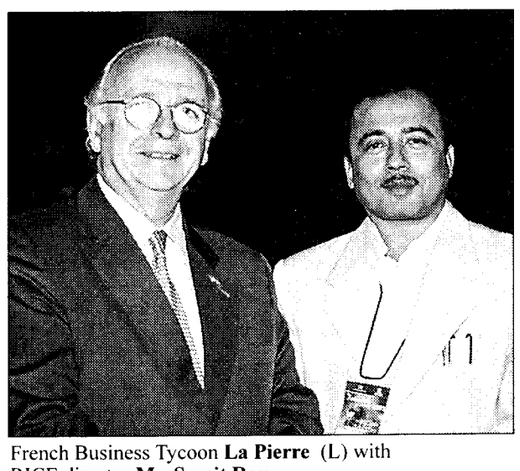

French Business Tycoon **La Pierre** (L) with RICE director **Mr. Samit Ray**

**Mr. Samit Ray** (M) with **Mr. Partha Mukherjee** (L) & **Mr. Ranjan Koley** (Ray & Ray group)

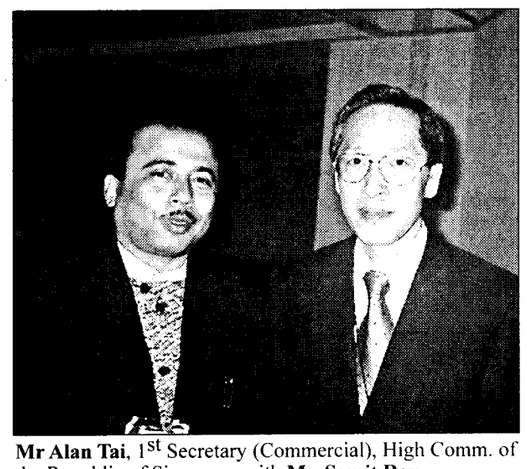

**Mr Alan Tai**, 1st Secretary (Commercial), High Comm. of the Republic of Singapore with **Mr. Samit Ray.**

**Mr Gary Dong**, (M) Mg Director, Wonderful (SZ) Intl – Economy & Culture Exchange Ltd. Shenzen **Mr Zhong Ling**, (L) Industrialist Nepal with **Mr. Samit Ray** (R)

**Onneua Phommchanh (M)** Minister, Ministry of Industry and Handicraft Vientiane Laos PDR & **Mr Samit Roy** (L) Dato **Dr Michael O.K. Yeoh** (R) Director Asian Strategy & Leadershis Incorporated Sdn Bhd. China

**Mr. Jagdish Tytler,** Hon'ble Overseas affairs minister, Govt of India, speaking with **Mr. Samit Ray.**

**হেড অফিস ১১/১ বি.টি. রোড, রথতলা, কোল-৫৬ প্রধান শাখা শিয়ালদহ, ৫৮এ, এ.পি.সি. রোড, কোলকাতা-৯**

**WBCS স্কুল সার্ভিস-সহ বিভিন্ন কোর্সে ভর্তি চলছে—**

শাখাসমূহ : **বর্ধমান** ১২, জি.টি. রোড, মনি মার্টের বিপরীতে, ফোন - ৯৮৩২১২৩০৯৯ **সোনারপুর** সোনারপুর মাছ বাজার (তৃতীয় তল), নীল পুষ্প কমপ্লেক্সের বিপরীত গলিতে, ফোন - ২৪৩৪-৫৩৫৯ **খড়্গপুর** পুরাতনবাজার, শীতলা সিনেমার বিপরীতে, ফোন - ২২৩৬২৫ **বহরমপুর** প্রাঙ্গণ মার্কেট কমপ্লেক্স, ১৭ বিমল সিনহা রোড, ফোন - ৯৪৩৪২২২৮১০ **আসানসোল** ৪৭, আপকার গার্ডেন্স (পশ্চিম), সেন রেলিঘ রোড, ফোন - ৯৪৩৪১৩৩৭১৫ **দুর্গাপুর** বেনাচিতি, ভিরিঙ্গি কালিবাড়ির কাছে (ব্যান্ড বক্সের উল্টোদিকে), ফোন - ৯৮৩২১২২২৬৯ **কোচবিহার** ১২০ রূপনারায়ণ রোড, ওল্ড টেলিফোন ভবন - কোচবিহার স্টেডিয়ামের কাছে, ফোন - ৯৮৩২০৪৮৭৫৮ **বারাসাত** ১১এ/১ কে.বি. বোস রোড, হরিতলা ও চাঁপাডালি মোড়ের মধ্যে, মা প্রভা ইলেকট্রিক বিল্ডিং, ফোন - ৩২৬৭৮৫৮২ **কাঁথি** প্রভাত কুমার কলেজ রোড, কলেজ মোড় ও ক্যানেল পাড়ের কাছে, মেদিনীপুর **বাগনান** স্টেশন রোড (নর্থ) বাগনান হাইস্কুলের কাছে, ফোন - (৯৫৩২১৪) ২৬৬৩২৮ **শিলিগুড়ি** ৫৭, বাঘাযতীন রোড, কলেজ পাড়া, বাঘাযতীন পার্কের কাছে (সান্ধ্য ক্লাস হয়) **মালদা** সুকান্ত মোড়, ৩৪ এন.এইচ, পঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক বিল্ডিং, ফোন - ৯৪৩৪১৩৯৯২১ **বেহালা** ১৫৫/১৮৪ ডায়মন্ডহারবার রোড, বরিষা, সখের বাজার (বোস পাড়া) পুষ্পশ্রী সিনেমা হলের কাছে, কোল-৮, ফোন - ২৪৪৫-১৫৮৭।

বইমেলায় রাইস-এর স্টল নম্বর আই টি পার্ক ১৯

# কৃষিজমি অধিগ্রহণে ধীরে চলতে চান বুদ্ধ

**স্টাফ রিপোর্টার:** নতুন শিল্পের জন্য কৃষিজমি নেওয়াকে কেন্দ্র করে সি পি এমের মধ্যে যে-বিতর্ক দেখা দিয়েছে, তার সামাল দিতে রাজ্যের বামফ্রন্ট সরকার আগের তুলনায় ধীরে এগোতে চাইছে। উচ্ছেদ হওয়া মানুষজনের পুনর্বাসন প্রসঙ্গেও সরকারকে নতুন করে ভাবতে হচ্ছে। সোমবার দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা সম্মেলনে উপস্থিত প্রতিনিধিদের সামনে মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য তারই ইঙ্গিত দিয়েছেন। উন্নয়নের জন্য উচ্ছেদ করার বিষয়টি নিয়ে দুই ২৪ পরগনা, কলকাতা-সহ বিভিন্ন জেলা থেকে ক্রমাগত প্রশ্ন উঠতে থাকায় এই ব্যাপারে দলের আসন্ন রাজ্য সম্মেলনে আলোচনা হবে বলেই দলীয় সূত্রের খবর।

শিল্পের জন্য যে-ভাবে কৃষিজমিতে হাত পড়ছে, তাতে সাধারণ মানুষের মনে এমন ধারণার সৃষ্টি হচ্ছে যে, কৃষিজমি থেকে কৃষককে উচ্ছেদ করেই এটা করা হচ্ছে। এই নিয়ে গ্রামাঞ্চলের মানুষের মধ্যে যে ক্ষোভ জমা হচ্ছে, সি পি এমের নেতারাও সেই বিষয়ে অবহিত। ভূমিরাজস্ব মন্ত্রী ও দলের অন্যতম কৃষক নেতা রেজ্জাক মোল্লা কিছু দিন আগেই সি পি এমের রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর কাছে এই ব্যাপারে লিখিত ভাবে আপত্তি জানিয়েছেন। দলীয় সম্মেলনে উত্তর ২৪ পরগনার পরে এ বার দক্ষিণ ২৪ পরগনার প্রতিনিধিরাও এই নিয়ে তাঁদের ক্ষোভের কথা জানালেন। এই জেলায় দলের দায়িত্বে আছেন মুখ্যমন্ত্রী স্বয়ং।

নিচু তলার এই ক্ষোভের মুখে কিছুটা নরম সুরেই উন্নয়ন প্রসঙ্গে সোমবার মুখ্যমন্ত্রী বলেন, "উন্নয়ন মানেই উচ্ছেদ— এই রকম একটা কথা সৃষ্টি হয়েছে। আমরা উচ্ছেদ চাই না। কিন্তু উন্নয়নের জন্য যদি কিছু উচ্ছেদ হয়, তা হলে রাজ্যের যা আর্থিক ক্ষমতা, তার মধ্যেই পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করতে হবে।" দলের এক নেতার কথায়, "উন্নয়ন, উচ্ছেদ ও পুনর্বাসনের বিষয়ে সম্মেলনে বিশদ ভাবে আলোচনা হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্য থেকে পরিষ্কার, উন্নয়নের জন্য রাজ্য সরকার এমন কোনও ব্যবস্থা নিতে নারাজ, যাতে ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষিরা নিজেদের বঞ্চিত মনে করেন।" যে-ভাবে উন্নয়ন ও শিল্পের জন্য কৃষিজমিতে হাত পড়ছে, তাতে সামগ্রিক বিষয়টি নিয়ে রাজ্য সরকারকে নতুন ভাবে সিদ্ধান্ত নিতে হতে পারে। শিল্পের জন্য বিকল্প জমির ব্যবস্থা করা যায় কি না, সি পি এম নেতৃত্ব তা-ও দেখছেন।

এর আগে সি পি এমের কলকাতা জেলার প্রতিনিধিরা কয়েকটি উদাহরণ দিয়ে সরাসরি মুখ্যমন্ত্রীকে প্রশ্ন করেছিলেন, উন্নয়ন মানেই কি উচ্ছেদ? পুনর্বাসনের ব্যবস্থা কোথায়? কৃষকদের কাছ থেকে নিউ টাউনের জন্য যে-ভাবে জমি অধিগ্রহণ করা হচ্ছে, তা নিয়েও দলের একাংশের মধ্যে ক্ষোভের সৃষ্টি হচ্ছে। তাদের বক্তব্য, সরকার উন্নয়নের কথা বলে কৃষকদের যে-ক্ষতিপূরণ দিচ্ছে, তা যথেষ্ট নয়।

মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য অবশ্য এমন কথাও বলেছেন যে, "উন্নয়নের জন্য কৃষিজমিতে হাত পড়বে।" এই প্রসঙ্গে স্পেন এবং পর্তুগালের কথাও টেনে আনেন তিনি। কিন্তু তার পাশাপাশি মুখ্যমন্ত্রী জানিয়ে দিয়েছেন, উন্নয়ন মানেই উচ্ছেদ নয়। তবে উন্নয়নের জন্য উচ্ছেদ হলে যথাসম্ভব পুনর্বাসন দিয়েই তা করতে হবে।

গত বিধানসভা নির্বাচনে কলকাতা সংলগ্ন যে-সব এলাকায় কৃষিজমিতে সব চেয়ে বেশি হাত পড়েছিল, সে সোনারপুর, বারুইপুর, দমদম রাজারহাট, বারাসতে সি পি এ হেরেছিল। আগামী বছর আবা নির্বাচন। লোকসভার নির্বাচনে ওই স এলাকায় ভাল ফল করলেও সি পি এ এখন থেকেই আট ঘাট বেঁধে প্রস্তু হতে চায়। তাই শিল্পের জন্য নেওয় কৃষিজমির ব্যাপারে সওয়াল করলেও মুখ্যমন্ত্রী কিন্তু পুনর্বাসন প্রসঙ্গেও যথে সংবেদনশীল বলে প্রতিনিধিদের মত।

উত্তর ২৪ পরগনা জেলা শাখার পক্ষ থেকে ইতিমধ্যেই সি পি এমের রাজ্য নেতৃত্বের কাছে প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে ব্যাপক ভাবে কৃষিজমিতে হাত না-দিয়ে ব্যারাকপুর শিল্পাঞ্চলে বন্ধ কারখানার জমিতে শিল্প গড়া যায় কি না, ত খতিয়ে দেখতে হবে। কলকাত জেলাও একমত। সম্মেলনে এই দুই জেলার নেতারাই পরিষ্কার জানিয়ে দিয়েছেন, বন্ধ কারখানার জমি প্রোমোটারদের হাতে যাচ্ছে। এর পরিবর্তে যদি দূষণহীন শিল্প স্থাপন করা যায়, তা হলে এক দিকে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে। অন্য দিকে কৃষিজমিতেও হাত পড়বে কম।

25 JAN 2005 ANADABAZAR PATRIKA

THE TELEGRAPH 22 JAN 2005

# Buddha buys peace in the hills

OUR BUREAU

**Siliguri/Darjeeling, Jan. 21:** The government has made peace with Subash Ghisingh, at least for now.

At a watershed meeting held between Buddhadeb Bhattacharjee and Ghisingh at the Forest Rest House in Sukna, 12 km from Siliguri, the chief minister agreed to attend the tripartite meeting, fixed for January 28 in New Delhi. All issues concerning the Darjeeling Gorkha Hill Council (DGHC), including when its long-pending elections will be held, would be taken up then.

Bhattacharjee also acceded to a major demand of the GNLF. Four years after the attempt on the life of Ghisingh, the government agreed to hand over the inquiry to the CBI. The bureau will also investigate the murder of three senior DGHC councillors.

Ghisingh, the council chairman, wrote to the chief minister, the Prime Minister and the Union home minister last October, listing his demands — including that of a tripartite meeting — and warned that no election could be held till the issues were resolved. The contents of the letter were made public on January 10.

Union home minister Shivraj Patil spoke to the GNLF chief earlier in the week and agreed on the tripartite meeting, last held in February 2001.

## HANDSHAKE WITH ALL'S WELL WRITTEN ALL OVER

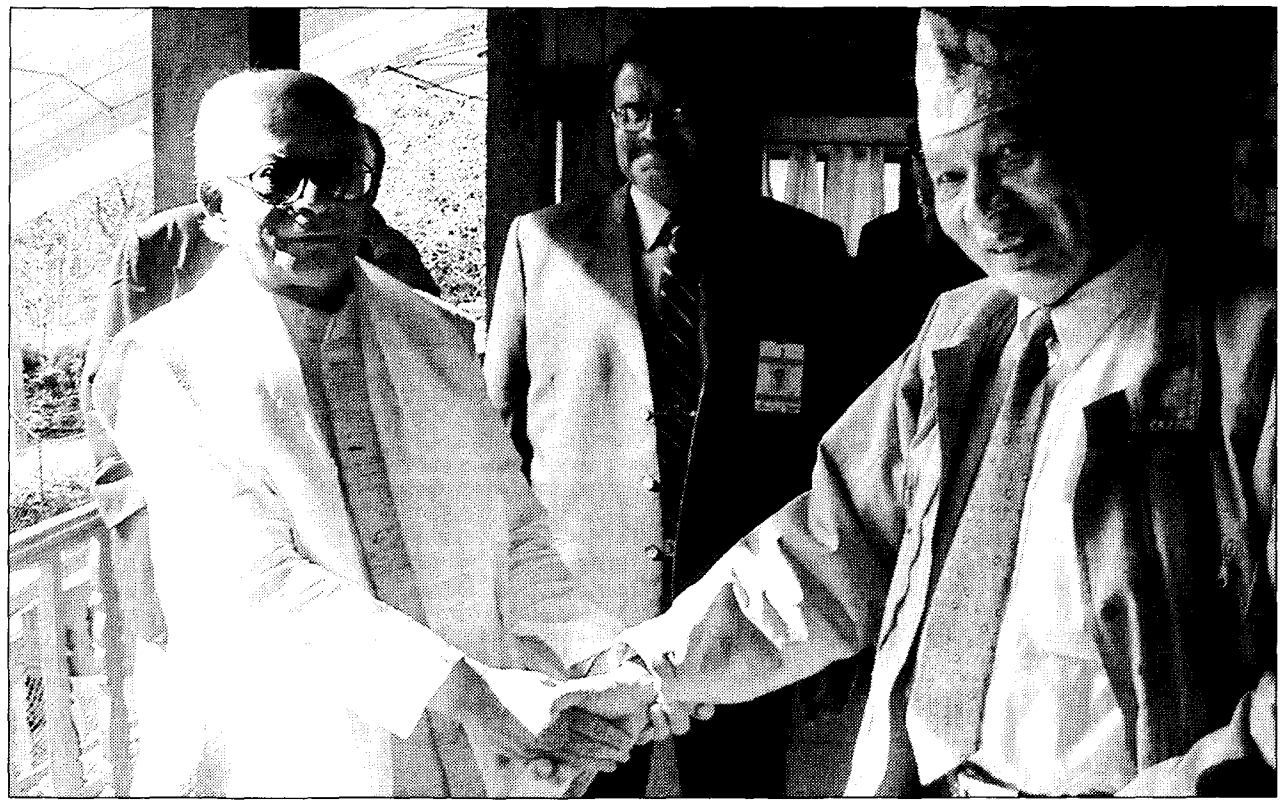

**Buddhadeb Bhattacharjee with Subash Ghisingh at the Sukna forest resthouse.** A Telegraph picture

Ghisingh's hard stand had put the state government in a spot as it did not want to disturb the peace in the hills.

"I requested Ghisingh to come down and meet me while I was here for the district party conference," Bhattacharjee said after the one-to-one that lasted around 45 minutes.

"Two points were decided on. We are anxious about the law and order situation in north Bengal. I also share Ghisingh's belief that the ISI is very active in the region and the hills. Though the police are already conducting inquiries (into the political murders), I have decided to hand over all these cases to the CBI. I shall instruct the home secretary accordingly on my return to Calcutta."

Other than the attempt on Ghisingh at Saat Ghoomti near Pankhabari on February 10, 2001, the GNLF had demanded a central investigation into the murder of Rudra Pradhan (its Darjeeling unit president) in March 1999, C.K. Pradhan (former GNLF Kalimpong unit president) in October 2002 and Prakash Theeng (DGHC councillor from Bijonbari) in May 2003.

Bhattacharjee also agreed to attend the tripartite talks involving the Centre, the state government and the GNLF on issues concerning the DGHC.

"I shall attend the January 28 meeting at which the functioning, laws and regulations, including some aspects of the DGHC act, and other matters concerning the hill council will be discussed," the chief minister said.

But what set the cat among the pigeons was the statement that followed. "The next course of action on the hill elections and other decisions will be taken on or after January 28," he said before leaving the venue. Ghisingh saw him off to his car, bowing in a *namaste* as the chief minister left.

"Happy? Of course I am happy, all the people in the Darjeeling hills will be happy," the GNLF chief said when asked if he was glad the way the talks went.

ANADABAZAR PATRIKA 16 JAN 2005

# ঘিসিঙের হুমকি সত্ত্বেও পাহাড়ে ভোট ১৮ ফেব্রুয়ারি

**পার্থসারথি সেনগুপ্ত ও কিশোর সাহা**

দার্জিলিং পার্বত্য পরিষদের ভোট হবে ১৮ ফেব্রুয়ারি।

জি এন এল এফ প্রধান সুবাস ঘিসিঙের হুমকি সত্ত্বেও অনিশ্চয়তার পরিবেশ কাটিয়ে ফেব্রুয়ারির মাঝামাঝি পাহাড়ে নির্বাচনের পাট চুকিয়ে দেওয়ার পক্ষপাতী রাজ্য সরকার। বড় ধরনের কোনও ঘটনা না ঘটলে এখনও পর্যন্ত ঠিক আছে ১৮ ফেব্রুয়ারি নির্বাচন হবে পাহাড়ে। অন্য দিকে নির্বাচন রোখার হুমকি দিয়ে রেখে ঘিসিং আজ রবিবার তা রূপায়ণের রণকৌশল চূড়ান্ত করতে বসছে দার্জিলিঙে।

গত সোমবারই ঘিসিং দার্জিলিঙের চকবাজারে এক সমাবেশে জানিয়েছিলেন, পরিষদের তিনজন কাউন্সিলর খুন ও তাঁর উপর হামলার ঘটনার তদন্ত সি বি আইয়ের হাতে তুলে না দেওয়া পর্যন্ত পার্বত্য পরিষদের ভোট যে কোনও মূল্যে আটকাবেন জি এন এল এফ কর্মীরা। পরিষদের চেয়ারম্যান হিসাবে ক্ষমতায় থাকাকালীন প্রায় চার বছর পরে ঘিসিং এই ধরনের প্রকাশ্য সমাবেশ করলেন। এবং, সেই সমাবেশেই এই হুমকি।

লোকসভা নির্বাচনে কংগ্রেস প্রার্থী দাওয়া নরবুলাকে সমর্থন করে জিতিয়ে আনার পর ঘিসিঙের সঙ্গে সি পি এমের সম্পর্ক তলানিতে এসে ঠেকেছে। ঘিসিঙের হুমকির পরই সি পি এমের রাজ্য সম্পাদক অনিল বিশ্বাসের প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছেন, "ভোট সময় মতোই হবে। কোনও অবস্থাতেই স্থগিত হবে না।" ঘিসিঙের হুমকি সত্ত্বেও যে সি পি এম সংঘাতে যেতে রাজি নয় তা অনিলবাবুর কথা থেকেই স্পষ্ট।

এই পরিস্থিতিতে ঘিসিং রবিবার বৈঠকে বসছেন জি এন এল এফের শীর্ষ নেতৃত্ব। দীর্ঘ ৪ বছর পরে দলের কেন্দ্রীয় কমিটির বৈঠক ডেকেছেন ঘিসিং। বেলা ১১টায় দার্জিলিং ট্যুরিস্ট লজে কঠোর নিরাপত্তার মধ্যে ওই বৈঠক শুরু হবে। জি এন এল এফের দার্জিলিং শাখার সভাপতি দীপক গুরুং বলেছেন, "পাহাড়ের সাম্প্রতিক রাজনৈতিক পরিস্থিতি ও সমতলের সি পি এমের ভূমিকা নিয়ে বিস্তারিত কথা হবে। সেই সঙ্গে রাজ্য সরকার ও কেন্দ্রের বঞ্চনার বিরুদ্ধে কী ভাবে আন্দোলন হবে তা ঠিক করা হবে।"

জি এন এল এফ সূত্রে জানা গিয়েছে, পাহাড়ের বিরোধী দলগুলি ইতিমধ্যে সি পি এমের সঙ্গে জোট বেঁধে ফেলার বিষয়টি গুরুত্ব দিয়ে ভাবা হচ্ছে। ওই জোটকে অবশ্য পাহাড়ের পক্ষে 'ক্ষতিকারক' বলে প্রচার করছে জি এন এল এফ। ইতিমধ্যে বিরোধী জোট পিপলস ডেমোক্রেটিক ফ্রন্টের পক্ষ থেকে পৃথক 'গোর্খাল্যাণ্ডের' দাবি তুলে ভোট চাওয়া শুরু হয়েছে। পাহাড়ের আলাদা গোর্খাল্যাণ্ডের দাবিকে সামনে রেখেই ঘিসিং পাদপ্রদীপের আলোয় আসেন। এই পরিস্থিতিতে কিছুটা কোণঠাসা ঘিসিং ঘুরে দাঁড়ানোর জন্য কী কৌশল নেন সেটাই এখন দেখার বিষয়। এদিকে, শিলিগুড়িতে রাজ্যের পুরমন্ত্রী অশোক ভট্টাচার্য আসন্ন পরিষদ ভোট নির্দিষ্ট সময়েই হবে বলে জানিয়েছেন। অশোকবাবুর কথা, " 'সেভ ডেমোক্রেসি' স্লোগানকে সামনে রেখেই আমরা ভোটে লড়ছি।"

এ দিকে, দার্জিলিং পার্বত্য পরিষদের আসন্ন নির্বাচনের জন্য বিধানসভার পাবলিক অ্যাকাউন্টস কমিটির ফেব্রুয়ারিতে উত্তরবঙ্গ সফর বাতিল হল। শুক্রবার পি এ সি 'র বৈঠকে সংশ্লিষ্ট সদস্যদের রাজ্য সরকারের অফিসারেরা জানিয়েছেন, ১৮ ফেব্রুয়ারি পর্ষদের নির্বাচন হতে পারে। অন্যদিকে, পি এ সি'র সদস্যদের পাহাড়ে যাওয়ার কথা ছিল ফেব্রুয়ারির গোড়ায়। তিন থেকে সাত ফেব্রুয়ারি। নির্বাচনের মুখেই পি এ সি সদস্যদের সেখানে যাওয়া শ্রেয় নয় বলেই মনে করছে রাজ্য সরকার।

# CM asks CII to hold next summit in city

Statesman News Service

KOLKATA, jan 14. — The 11th Partnership Summit ended today with the West Bengal chief minister, Mr Buddhadeb Bhattacharjee, asking the Confederation of Indian Industry (CII) to return to the city once again next year, to host the 12th Summit.

Delegations from 24 countries participated in the event with over 1,200 delegates. The highlight was the signing of an MoU worth Rs 700 crore between the Tata Group and the West Bengal Industrial Development Corporation. Addressing the valedictory session this morning, the chief minister again appealed to the captains of industry to invest in the state.

He said, "no doubt the situation in the state is changing and changing for better. But we are not complacent" adding, "we want investment not only in industry but want investment in infrastructure."

The chief minister said that several overseas companies have evinced interest in investing in the Kolkata's infrastructure, especially in building bridges and setting up power stations. He also stated that an Indonesian company was constructing a coal township, for the first time in the country.

Taking advantage of the large overseas delegation present, Mr Bhattacharjee mentioned the high quality talent pool available in the state, and the obvious advantages it has for the services sector.

Expressing happiness at the success of the summit, the chief minister said that he had met with several overseas delegations from Singapore, China, EU and the US and hoped that the summit would open up new vistas for the country as a whole and for the state of West Bengal in particular.

In his remarks, Mr Sunil Kant Munjal, president CII, said that the summit was all about developing and forging partnerships. He was of the view that partnerships are a must to move forward collectively.

**WORLD CLASS COMPANY**

"The formula to make a world class company was to craft a unique value proposition rooted in a deep local knowledge, executing it to world class standards and investing in outstanding leadership and governance," according to Professor Krishna G Palepu, Ross Graham Walker Professor of Business Administration at Harvard Business School. He was addressing a plenary session on "Emerging Giants: How to build World Class Companies from Emerging Markets."

THE STATESMAN

15 JAN 2005

# কলকাতার উন্নয়নে ক্ষুব্ধ গরিবেরা, চিন্তা সিপিএমে

**উত্তাল ঘোষ**

কলকাতার উন্নয়ন যে-পথে এগোচ্ছে, তাতে সি পি এমেরই কলকাতা জেলা কমিটি কিছুটা উদ্বিগ্ন। কারণ, সি পি এম লক্ষ করছে, এই উন্নয়নে উপকৃত হচ্ছেন মূলত মধ্যবিত্ত ও উচ্চবিত্তেরাই। বড় বড় ফ্লাইওভার, রাস্তা, বহুতল আবাসন তৈরি হচ্ছে, তথ্যপ্রযুক্তি শিল্পে কিছু চাকরি হচ্ছে, চাকরি হচ্ছে বেসরকারি পরিষেবা শিল্পেও। কিন্তু এ-সবই পাচ্ছেন মধ্যবিত্ত-উচ্চবিত্তেরা।

আবার বস্তি উচ্ছেদ বা হস্তান্তর হয়ে সেখানে বহুতল বাড়ি হচ্ছে, সেখানে বাজারের নিয়মে মধ্যবিত্ত, উচ্চ মধ্যবিত্তেরাই মালিক হয়ে ঢুকছেন। মধ্যবিত্তেরা যে সরকারের উন্নয়ন কর্মসূচিতে খুশি, সেটা বিগত দুই নির্বাচনের ফল দেখেই বুঝেছে সি পি এম। কিন্তু উদ্বেগের কারণ, গরিবেরা কাজ হারাচ্ছেন। বহুতল বাড়ি তৈরির চাপে গরিব ও নিম্নবিত্তেরা শহর ছেড়ে চলে যেতে বাধ্য হচ্ছেন। শহরের মধ্যে যে-সব ছোট কলকারখানা ছিল, পরিবেশ-দূষণ বা মন্দার কারণে সেগুলি একের পর এক বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। সেই সব গরিব মানুষ এখন বামফ্রন্ট সরকারের এই 'উন্নয়ন' কর্মসূচির প্রতি বিরূপ হয়ে পড়ছেন দেখে দল কিছুটা হলেও শঙ্কিত। কারণ, ৪৫ লক্ষ মানুষের কলকাতায় এখনও ১৫ লক্ষ বস্তিবাসী রয়েছেন। আর সামনেই কলকাতা পুরসভার ভোট।

এই অবস্থায় গরিবদের জন্য কী করা যায়, তা খতিয়ে দেখতে অনুরোধ করছে দলের কলকাতা জেলা কমিটি। রবিবার থেকে তিন দিন সি পি এমের কলকাতা জেলা সম্মেলন হবে। রাজ্যে উন্নয়নের গতি ও দিশা বজায় রেখেই সেটা কী ভাবে করা যায়, তা নিয়ে ওই সম্মেলনে আলোচনা হবে। কিন্তু এই সমস্যা যে আদতে অনেক জটিল, সি পি এম তা বুঝতে পারছে। কলকাতার এক দিকে মধ্যবিত্ত এবং আরও সচ্ছল মানুষের সংখ্যা ও প্রভাব বেড়েই চলেছে। এক দিকে গরিব-নিম্নবিত্ত, অন্য দিকে মধ্যবিত্ত ও উচ্চবিত্ত— সমাজের এই দুই অংশের কাছে উন্নয়নের চাহিদাও যে ভিন্ন ভিন্ন মাত্রা নিয়ে আসে, তা-ও বুঝতে পারছে তারা।

তাই সাধারণ ভাবে সরকারি কর্মসূচি অনুমোদন করলেও সি পি এমের এই গুরুত্বপূর্ণ জেলা কমিটি সরকারি নগরোন্নয়ন নীতি নিয়েই প্রশ্ন তুলেছে। কলকাতা জেলা সম্মেলনে আলোচনার জন্য খসড়া প্রতিবেদনের সঙ্গেই 'বামফ্রন্ট সরকার: আমাদের উপলব্ধি ও কলকাতার উন্নয়ন' শীর্ষক একটি দলিলে সরাসরি বলা হয়েছে, সরকার নগরোন্নয়নের বিষয়টি কেবল 'আর্থিক ও প্রশাসনিক' দিক থেকেই দেখছে। সামগ্রিক পরিস্থিতি বিবেচনা করে যে-রাজনৈতিক মুন্সিয়ানা দেখানো উচিত ছিল, তা অনুপস্থিত। প্রতিবেদনের বক্তব্য: ● কলকাতায় খালের ধারের জবরদখলদারদের উচ্ছেদ করা দরকার ছিল, সেটা করতে পার্টি সরকারের পাশে দাঁড়িয়েছিল। কিন্তু উচ্ছেদ হওয়া মানুষদের জন্য বিকল্প বাসস্থানের ব্যবস্থা করেনি সরকার। ফলে তারা গরিব মানুষের প্রতি দায়বদ্ধ, পার্টি বা সরকার এটা দেখাতে পারেনি। ● এই প্রসঙ্গে জমির অভাবের কথাও মানতে রাজি নয় কলকাতা জেলা কমিটি। তাদের বক্তব্য, কলকাতার বুকেই বহু সরকারি খাস জমি বেআইনি ভাবে দখল হয়ে আছে। তা কাজে লাগানো উচিত ছিল। মনে করিয়ে দেওয়া হয়েছে, গরিবদের বাসস্থানের সমস্যা মেটাতে বেসরকারি উদ্যোগ এগিয়ে আসবে না। কাজেই মধ্য ও উচ্চবিত্তদের জন্য সরকার ও বেসরকারি সংস্থার যৌথ উদ্যোগে যা হচ্ছে, তা হোক। কিন্তু সরকারকেই এ কাজটা করতে হবে। ● আরও একটি বিষয়ের দিকে সরকার ও দলের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চায় জেলা কমিটি। গরিব মানুষের কাছে শিক্ষাই যে উন্নয়নের প্রধান হাতিয়ার, সেটা মনে করিয়ে দিয়ে জেলা কমিটির প্রস্তাব, মহানগরীতে বেসরকারি উদ্যোগে প্রয়োজনে আরও ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, মেডিক্যাল কলেজ গড়ার ব্যবস্থা হোক। কিন্তু গরিব ঘরের ছেলেমেয়েদের অনেকেই উচ্চশিক্ষা পর্যন্ত এগোয় না। তাদের জন্য সরকার বেশি করে আই টি আই, নার্সিং স্কুল ও অন্যান্য পেশার প্রশিক্ষণের স্কুল কেন খুলবে না, তা বোঝা কঠিন। পাশ কোর্সে বি এ, বি কম পড়ানোর উপরে জোর না-দিয়ে গরিব ছাত্রছাত্রীদের কথা মাথায় রেখে কলেজে কলেজে বৃত্তিমূলক শিক্ষার সুযোগ তৈরি করা হোক।

এ-সব বলার যুক্তি হিসাবে কলকাতা জেলা কমিটি দলকে মনে করিয়ে দিয়েছে, মধ্যবিত্তেরা সঙ্গে আসছেন, ভাল কথা। কিন্তু তা-ই বলে দলের এত দিনের সব চেয়ে ঘনিষ্ঠ মিত্র-শ্রেণিকে হারানো রাজনৈতিক বিচক্ষণতার পরিচায়ক নয়।

ANADABAZAR PATRIKA 15 JAN 2006

THE STATESMAN

14 JAN 2005

# Marxists woo capitalists to invest in Bengal

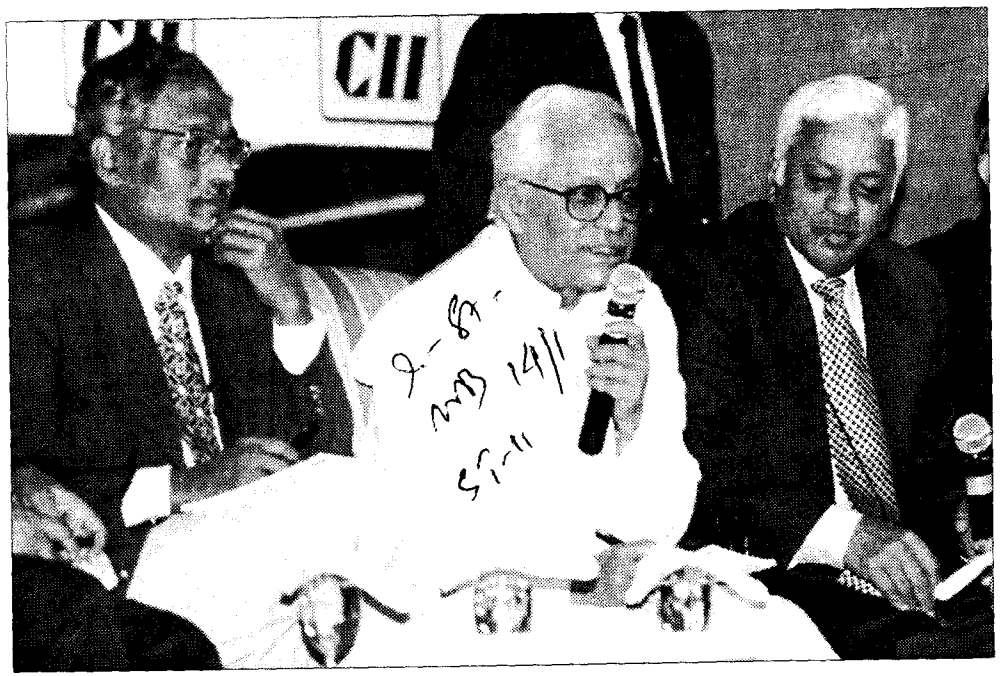


BOOMING BENGAL: Mr Buddhadeb Bhattacharjee, chief minister of West Bengal, addressing a session at the CII Partnership Summit 2005 in Kolkata on Thursday. Mr Nirupam Sen (L), commerce and industry minister and Mr B Muthuraman (R), chairman of CII (eastern region), looks on. — The Statesman

**Statesman News Service**

KOLKATA, Jan. 13. — "The Marxists are not fools. The world is changing, we are also changing... Here the Left is Right." This is how the chief minister of West Bengal, Mr Buddhadeb Bhattacharjee, tried to woo investors at the 'Special Plenary on West Bengal: The Sun Rises in the East."

Addressing a galaxy of entrepreneurs and dignitaries from all over the world at the CII Partnership Summit 2005, the CM said the state government would readily cooperate with foreign investors from different countries and urged them to include West Bengal in their global investment map.

Detailing the investment scenario in the state, Mr Bhattacharjee said that the government was planning to set up an IT city covering 150 acres in Rajarhat New Township and invited entrepreneurs to take part in the project. He invited foreign collaborations in plastics, agri-business, IT, cement, leather and automobiles. He said a China-Indonesia joint venture may be set up in Haldia which would produce two-wheelers. The feasibility study of the project has been completed. A Singapore company was also likely to set up an underground car parking zone at the Millennium Park and two more have evinced interest in real estate and IT. Besides, an Indonesian company will be setting up Howrah West Township.

CII
PARTNERSHIP SUMMIT 2005

Mr Bhattacharjee said that the state government has spoken to the Centre on industrial incentives. He has urged the Centre to give the same incentives to the North Bengal states as are given to the North-Eastern states.

Replying to questions from the delegates, the chief minister said that he was keen to develop trade ties with China and would visit Yunan at the earliest opportunity. Acknowledging the infrastructure bottlenecks in West Bengal, he said the Japanese have expressed interest in infrastructure projects in the state. A delegate informed Mr Bhattacharjee that a flight from Kualalumpur to Kolkata will be launched on 28 January.

Mr Nirupam Sen, state industry and commerce minister, said that the nodal agencies of West Bengal are interacting with their counterparts in foreign countries to facilitate joint ventures in the small and medium enterprises sector. In this context, Mr Sen said, talks were on with Italy for gems and jewellery and with China for computers.

Earlier, Mr B Muthuraman, chairman of CII (eastern region) said that the CII conducted a survey in West Bengal recently. About 88 per cent of the respondents felt that their sales/operating revenue for 2004-05 will increase over 2003-04. An overwhelming 95 per cent expect to increase production in 2004-05 compared to 2003-04. About 65 per cent said the companies would go for new recruitment.

# সালিশি বিল নিয়ে রিপোর্ট চান রাজ্যপাল

দেবব্রত ঠাকুর

পঞ্চায়েত নিয়ন্ত্রিত ব্লক স্তরের প্রস্তাবিত সালিশি বিল সম্পর্কে সবিস্তার রিপোর্ট চেয়েছেন রাজ্যপাল গোপালকৃষ্ণ গাঁধী। রাজ্যপালের সঙ্গে দেখা করে রাজ্য বার কাউন্সিল বিচার ব্যবস্থার রাজনীতি-করণের অভিযোগ জানিয়েছিল। তার পরিপ্রেক্ষিতেই রাজ্য সরকারের কাছে ওই বিলের বিষয়ে জানতে চেয়েছেন নতুন রাজ্যপাল। রাজ্যের আইন-বিচারমন্ত্রী নিশীথ অধিকারী জানিয়েছেন, তিনি ওই বিলটি সম্পর্কে একটি রিপোর্ট রাজ্যপালের কাছে পাঠিয়েছেন।

ডিসেম্বরে বিধানসভায় সালিশি বিল অনুমোদন করাতে উদ্যোগী হয়েছিল বামফ্রন্ট সরকার। যে-দিন বিলটি অনুমোদনের জন্য গৃহীত হওয়ার কথা ছিল, তার আগের দিনই ওই বিলের কট্টর বিরোধী রাজ্য বার কাউন্সিলের এক দল প্রতিনিধি রাজ্যপালের সঙ্গে দেখা করেন। তাঁরা এই সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য গোপাল গাঁধীর কাছে পেশ করেন। তাঁরা রাজ্যপালকে জানান, সাধারণ ভাবে পঞ্চায়েতের নিয়ন্ত্রণে সালিশির প্রস্তাবটি বাইরে থেকে শুনতে ভাল লাগে। কিন্তু যে-রাজ্যে পঞ্চায়েত নির্বাচনে বিরোধীদের মনোনয়নপত্রই দাখিল করতে দেওয়া হয় না, সেখানে পঞ্চায়েতের হাতে ব্লক স্তরের বিচার ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণের রাশ থাকলে সাধারণ মানুষ দলীয় রাজনীতির শিকার হবেন। পরিবর্ত হিসাবে তাঁরা কেন্দ্রীয় লিগাল সার্ভিসেস আইনের সম্প্রসারণ ঘটিয়ে তাকে ব্লক স্তর পর্যন্ত নিয়ে যাওয়ার দাবি জানান। রাজ্যপালকে তাঁরা অনুরোধ করেন, বিলটি বিধানসভায় অনুমোদিত হলেও তিনি যেন তাতে সই না-করেন। বিষয়টি নতুন করে বিবেচনার জন্য কাউন্সিল রাজ্যপালকে অনুরোধ করেছিল।

পরের দিন অবশ্য সুনামি-বিধ্বস্ত পরিস্থিতির কথা বিবেচনা করে বিধানসভায় বিতর্কিত বিলটি অনুমোদনের সিদ্ধান্ত স্থগিত করে দেন মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য। সুনামি-বিধ্বস্ত পরিস্থিতিতে সালিশি বিল নিয়ে বাগ্‌বিতণ্ডা, বিবাদবিতর্ক এড়ানোর জন্য তখনকার মতো তা স্থগিত রাখার জন্য মুখ্যমন্ত্রীকে পরামর্শ দেন বিরোধী দলনেতা পঙ্কজ বন্দ্যোপাধ্যায়। বিলটি শেষ পর্যন্ত বিধানসভার আগামী বাজেট অধিবেশন পর্যন্ত স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

তবে এই বিলটি নিয়ে বিতর্ক পিছু ছাড়েনি বামফ্রন্ট সরকারের। নতুন রাজ্যপাল রাজ্যের আইন-বিচারমন্ত্রী নিশীথবাবুর কাছে বিলটি সম্পর্কে জানতে চান। ওই বিলের ব্যাপারে রাজ্যের বক্তব্য কী, কেন বিরোধীদের সার্বিক আপত্তি সত্ত্বেও সরকার বিলটি নিয়ে উদ্যোগী হয়েছে, তা বুঝতে চান রাজ্যপাল। তিনি নিশীথবাবুর কাছে লিখিত রিপোর্ট চেয়েছিলেন। তার পরেই নিশীথবাবু রিপোর্ট পাঠান। আইন দফতর সূত্রের খবর, ওই বিল সম্পর্কে সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি সত্যব্রত সিংহ ও বিচারপতি সাবারওয়ালের বক্তব্যও রিপোর্টের সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হয়েছে। পঞ্চায়েতের নিয়ন্ত্রণে গ্রাম স্তরের বিচার ব্যবস্থা সম্পর্কে রাজ্যপাল গোপালকৃষ্ণ গাঁধীর পিতামহ মহাত্মা গাঁধী কী ভেবেছিলেন, নিশীথবাবু তাঁর রিপোর্টে তারও উল্লেখ করেছেন।

ANADABAZAR PATRIKA

THE HINDUSTAN TIMES

# Graft charges seal Chhaya's fate

## FB forces its minister to resign. Will other parties emulate the gesture?

**Alok Banerjee**
*Kolkata, January 12*

THE FATE of agricultural marketing minister Chhaya Ghosh, who was forced to quit the Left Front ministry today, had been sealed following repeated complaints within her own party of corruption and nepotism in her department.

Seven Forward Bloc district units — Jalpaiguri, North Dinajpur, Malda, Birbhum, Burdwan, Nadia and South 24-Pargans — had been regularly sending documents to the party headquarters in Kolkata as proof of the corruption that had blighted the functioning of the agricultural marketing department for the past several years.

The district units alleged that huge bribes were paid during the allocation of shops built by the department, and that large-scale irregularities had been found in the department's tender procedures. Irregular appointments, too, were alleged.

During an emergency meeting of the Forward Bloc state secretariat this morning, Jayanta Roy was the lone party leader who tried to defend Chhaya Ghosh. Admitting that the alleged irregularities in the department were indeed grave, Roy pleaded that the minister be given one more chance. The secretariat, however, turned down the appeal.

**Chhaya Ghosh**

Ghosh, for her part, tried to delay the inevitable by refusing to submit her resignation to the chief minister; but once the party requested Buddhadeb Bhattacharjee to sack her, the three-time minister, who had also been in charge of the relief department, realised that her game was up.

She tried to put a brave face on her ouster by citing poor health as the reason for her resignation.

Left Front chairman Biman Bose and CPI(M) state secretary Anil Biswas were immediately informed of the development.

The Forward Bloc's decision sparked murmurs within the Left Front, raising the question whether other parties, particularly the CPI(M), should emulate the gesture. For, corruption and nepotism have not been confined to the agricultural marketing department alone; they have been the common feature of many state government departments.

Some Left Front insiders, however, suggested that Ghosh's sacking resulted not only from the Forward Bloc's efforts to cleanse itself of corruption — but also from the tussle between Kamal Guha and Jayanta Roy for control over the party.

THE TELEGRAPH

13 JAN 2005

# Discipline axe on Bloc minister

OUR SPECIAL CORRESPONDENT

**Calcutta, Jan. 12:** Chhaya Ghosh, the minister for agricultural marketing, was removed from the cabinet today on charges of anti-party activities, a first in the Left Front's 27-year rule.

The Forward Bloc today asked her to resign, minutes after a meeting of the party's secretariat. Ten of the 11 members present at the meeting are believed to have backed the proposal to remove the party veteran as minister.

"We are left with no option but to remove Ghosh after repeated warnings fell on deaf ears. Today's development will send a signal to everybody that nobody is above the organisation," said Bloc secretary Ashok Ghosh, confirming that she was removed on the basis of a report on her alleged anti-party activities.

Party insiders said another Bloc minister, Kalimuddin Shams, was removed two years ago as he had displeased the party, but the official reason given was his poor health.

Ghosh, a Bloc MLA from Murshidabad, arrived at her Writers' Buildings office as usual this morning, unaware that things were going against her. Soon, she received the party's verdict and sent in her papers to Ashok Ghosh.

The Bloc secretary informed chief minister Buddhadeb Bhattacharjee, who was with Prime Minister Manmohan Singh. Bhattacharjee told him that he would act according to the Bloc's wish.

Later in the day, the minister sent her resignation to the chief minister and returned to her Raj Bhavan quarters. An angry Ghosh said she had resigned on health grounds.

"The charges being levelled at me are concocted and false. I expressed a desire to step down a long time ago," she said. "I have decided to resign as MLA also."

Ghosh parried questions about the charges, but admitted that her party had asked her not to appoint unemployed youths on contract to work under the 48 regulated market committees across Bengal. "But there are no irregularities as many of our party workers from various districts have been absorbed," she claimed.

Party sources said over 400 youths have been absorbed on contract basis in various markets in the last two years.

"The chief minister cautioned Ghosh against such appointments two years ago, but things have not improved," said a Bloc secretariat member. He said Ghosh was also charged with distributing new shops in various markets to those close to her.

Agriculture minister Kamal Guha, also from the Bloc, will look after Ghosh's department for the time being.

**Ghosh:** Angry exit

# সরিয়া দাঁড়ান

কনফেডারেশন অব ইন্ডিয়ান ইন্ডাস্ট্রির (সি আই আই) উদ্যোগে কলিকাতায় পার্টনারশিপ সামিট আয়োজিত হইতেছে। কলিকাতা তথা পশ্চিমবঙ্গের পক্ষে এই ধরনের সম্মেলন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, কারণ দেশি এবং বিদেশি, সরকারি এবং বেসরকারি নায়কদের এই সমাবেশ উপলক্ষে পশ্চিমবঙ্গ ও তাহার রাজধানী তাঁহাদের দৃষ্টিতে উদ্ভাসিত হইবে, যাঁহাদের মনোযোগ অত্যন্ত মূল্যবান। সেই হিসাবে এই সম্মেলন যাহাতে সফল হয়, তাহা পশ্চিমবঙ্গের যে কোনও শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষের কাম্য। এই আয়োজন কেবল একটি বণিকসভার ব্যাপার নয়, রাজ্য সরকার ইহার জন্য সমস্ত প্রয়োজনীয় সহযোগিতা করিবেন, ইহাও প্রত্যাশিত, বিশেষত যখন অংশীদারি তথা সহযোগিতাই এই সম্মেলনের মূলমন্ত্র। কিন্তু শুরু হইবার পূর্বেই সম্মেলন লইয়া একটি গুরুতর প্রশ্ন উঠিতেছে। প্রশ্নটি এই সম্মেলনের জন্য নির্ধারিত স্থানটিকে লইয়া। পার্টনারশিপ সামিট আয়োজিত হইতেছে জাতীয় গ্রন্থাগার ভবনে। এই ধরনের আয়োজন কলিকাতায় ইতিপূর্বেও হইয়াছে, যেমন অন্য নানা শহরেও হইয়া থাকে। সচরাচর কোনও বড় হোটেলে এই সব সম্মেলন আয়োজিত হয়, কখনও কখনও সে জন্য বিশেষ বিশেষ হল বা প্রেক্ষাগৃহও ভাড়া করা হয়। জাতীয় গ্রন্থাগার হোটেল নহে, তাহার হল বা প্রেক্ষাগৃহও বাহিরের কাহারও প্রয়োজনে ভাড়া দেওয়ার জন্য তৈয়ারি হয় নাই। জাতীয় গ্রন্থাগার একটি রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান, যাহার এক এবং একমাত্র উদ্দেশ্য জ্ঞানচর্চায় সাহায্য করা, শিক্ষার্থী ও গবেষকদের অধ্যয়ন এবং গবেষণার কাজে লাগা। শিল্পবাণিজ্যের উন্নতির জন্য আয়োজিত সম্মেলনে জাতীয় গ্রন্থাগার স্থান হিসাবে নির্ধারিত হইবে কেন, কোন যুক্তিতে তাহা বোঝা সম্পূর্ণ দুষ্কর। জাতীয় গ্রন্থাগারে এই সম্মেলনের আয়োজন একটি গুরুত্বপূর্ণ রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানের সম্পূর্ণ অন্যায় অপব্যবহার।

গ্রন্থাগারের কর্তারা সাফাই গাহিয়াছেন, অতীতেও এমন কোনও কোনও অনুষ্ঠানে জাতীয় গ্রন্থাগার ব্যবহৃত হইয়াছে। ইহা কোনও যুক্তিই হইতে পারে না। অতীতে অন্যায় হইয়াছে, তাই এখনও অন্যায় করিবার হক আছে, ইহা অজুহাত হিসাবেও অচল। সম্ভবত তাহা জানেন বলিয়াই কর্তারা আরও কিছু ছেঁদো যুক্তির অবতারণা করিয়াছেন। তাঁহাদের বক্তব্য, এই অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী স্বয়ং উপস্থিত হইতেছেন, আসিতেছেন রাজ্যপাল। উভয়েই বিদগ্ধ ব্যক্তি। তদুপরি বিভিন্ন ক্ষেত্রের বেশ কিছু পণ্ডিতজন এই উপলক্ষে আসিবেন। তাঁহাদের উপস্থিতি জাতীয় গ্রন্থাগারকে সম্মানিত করিবে। প্রধানমন্ত্রী বা রাজ্যপাল নিশ্চয়ই বিদগ্ধ মানুষ, তাঁহাদের মতো অতিথিকে জাতীয় গ্রন্থাগার নিশ্চয়ই উপযুক্ত উপলক্ষে শ্রদ্ধার সহিত বরণ করিয়া লইবে। অন্যান্য পণ্ডিতজন সম্পর্কেও একই কথা প্রযোজ্য। কিন্তু তেমন উপলক্ষ তখনই তৈয়ারি হইতে পারে, যদি তাঁহারা এই প্রতিষ্ঠানে নিতান্ত বিদ্যোৎসাহীর ভূমিকাতেই পদার্পণ করেন। সম্মেলনে তাঁহাদের ভূমিকা ভিন্ন, তাহা নিতান্তই প্রাতিষ্ঠানিক। প্রধানমন্ত্রী বা রাজ্যপাল পদাধিকারবলে যত গুরুভারই হউন না কেন, জাতীয় গ্রন্থাগারে তাঁহাদের সেই পদের ওজন শূন্য। মনে পড়িবে সেই পণ্ডিতের কথা— সম্রাট তাঁহার সহিত দেখা করিতে গেলে যিনি অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া বলিয়াছিলেন: ছায়া পড়িতেছে, দয়া করিয়া সরিয়া দাঁড়ান। গ্রন্থাগার পণ্ডিতের স্থান, সম্রাটের নয়। রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছিলেন, 'মহাসমুদ্রের শত বৎসরের কল্লোল কেহ যদি এমন করিয়া বাঁধিয়া রাখিতে পারিত যে, সে ঘুমাইয়া-পড়া শিশুটির মতো চুপ করিয়া থাকিত, তবে সেই নীরব মহাশব্দের সহিত এই লাইব্রেরির তুলনা হইত।' পৃথিবীর যাবতীয় জ্ঞান যেখানে সংহত হইয়া আছে, সেই জ্ঞানের সন্ধানীরাই কেবল সেখানে প্রবেশাধিকার পাইবেন, অন্য কেহ নহে।

অথচ জাতীয় গ্রন্থাগারে কেবল 'অনধিকার প্রবেশ'-এর অনুমতি দেওয়া হয় নাই, সম্মেলনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের খাতিরে আজ পাঠক-গবেষকদের জন্য জাতীয় গ্রন্থাগার 'অর্ধদিবস' বন্ধ রাখা হইতেছে! পণ্ডিত প্রধানমন্ত্রী বা বিদগ্ধ রাজ্যপাল অথবা সমাগত বিদ্বজ্জন এই সংবাদ জানিলে গ্রন্থাগার কর্তৃপক্ষের বিদ্যোৎসাহিতায় আনন্দিত হইবেন কি? প্রশ্ন ওঠে, গ্রন্থাগারের পাঠক-গবেষকরাও কি এই অন্যায়কে অন্যায় বলিয়া মনে করিতেছেন, না কি তাঁহারা তাঁহাদের গ্রন্থাগারকে একটি সাড়ম্বর সম্মেলনের সভাস্থল হিসাবে নির্বাচিত হইতে দেখিয়া গৌরবান্বিত বোধ করিতেছেন? এই প্রশ্নটি ওঠে, কারণ এই রাজ্যে, এমনকী বিদ্যাচর্চা ও সংস্কৃতির গর্বে সর্বদা গর্বিতম্মন্য এই শহরে ইদানীং যথার্থ পাণ্ডিত্য যতটা দুর্লভ, যথার্থ পাণ্ডিত্যাভিমানও তাহা অপেক্ষা কোনও অংশে কম দুর্লভ নহে। অভিমান সাধারণ ভাবে পরিত্যাজ্য, কিন্তু মাঝে মাঝে ফোঁস করা দরকার বইকী! জাতীয় গ্রন্থাগারকে যে ভাবে অবলীলাক্রমে সম্মেলনের জন্য ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে, তাহাতেও কলিকাতার বিদ্বৎসমাজ ফোঁস করিবেন না?

ANADABAZAR PATRIKA 12 JAN 2005

# State fixes DGHC poll on Feb 18

**HT Correspondent**
*Darjeeling, January 11*

JUST A day after GNLF chief Subash Ghisingh's declared in public that his party did not want the DGHC elections to be held, a notification (dated January 3, 2005) to the effect that the elections have been slated for February 18 has been sent to the DGHC's chief principal secretary by Dipankar Mukhopadhyay, the principal secretary, hill affairs department.

The notification has specified January 24 as the notification date, January 31 as the last date for filing nominations, February 1 as the date of scrutiny, and February 3 as the last day for withdrawing nominations.

The notification, a copy of which has been sent to the district magistrate, has directed the district administration to take necessary steps for conducting the elections.

Incidentally, the DGHC elections are conducted by the Hill Affairs Department, Government of West Bengal.

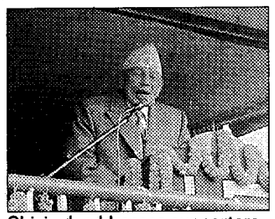

Ghisingh addresses supporters at Monday's meeting.

NEELAM GHIMEERAY/HT

GNLF supporters at the meeting in Darjeeling on Monday.

# Violence may mar election

**Pramod Giri**
*Siliguri, January 11*

THE GORKHA National Liberation Front (GNLF) president Subash Ghisingh's renewed threat to revive the movement for a separate state of Gorkhaland in the wake of the 4th Darjeeling Gorkha Autonomous Hill Council (DGAHC) election has given rise to fears of widespread violence in the council election to be held in February.

Making the contents of a letter he wrote to the Prime Minister on October 6 public, Ghisingh in his speech at a general meeting of the council held on Monday said international spying agencies were active in the Darjeeling hills. In such a situation, he said, the elected DGAHC councilors were vulnerable to terrorist attacks.

In the letter, Ghisingh had cited the cases of three of his elected councilors — Rudra Pradhan, C.K. Pradhan and Prakesh Theeng — who, according to him, were killed between 1999 and 2003 by terrorists backed by international spying agencies. The assassination attempt on him on February 10, 2001 was also an abortive terrorist strike, Ghisingh told the PM.

Ghisingh's remarks, which have provoked widespread criticism, seem to suggest terrorist groups are waiting for the election to be announced to begin their violent attacks.

But political observers feel Ghisingh's move betrays a sense of insecurity and his apprehension of losing the election, as all opposition parties have teamed up against him.

Madan Tamang, chairman of the opposition People's Democratic Front (PDF), hoped the state government would not yield to Ghisingh's "blackmail" and go ahead with the election. But he is worried that the election may not be free and fair.

The opposition parties — CPRM, ABGL, CPI(M) and the GNLF(C) — are meeting on January 14 to finalise the seat-sharing formula. Ghisingh, on the other hand, has threatened to call a 72-hour strike in the hills, just as he had done during the 28 month long violent Gorkhaland movement stretching from 1986 to 1988, if an alternative to the DGAHC were not found.

The CPI(M), whose relation with Ghisingh soured after the last Lok Sabha election in which the GNLF backed the Congress, also sees Ghisingh's move as a sign of frustration. However, the party has not yet issued any categorical statement.

Ghisingh's threat to renew the Gorkhaland movement is, however, ominous, as his party still enjoys a huge grassroots following in the hills and Ghisingh himself runs the show, taking every decision himself.

What dilutes some its seriousness, however, is the timing of the move. The threat has been issued when the DGAHC elections are approaching, making it seem like yet another of Ghisingh's old tactics of applying pressure on the state government and the ruling Left Front before every election. He had raised the Gorkhaland issue several times earlier and dropped it from his agenda once the need to bargain was over.

A sense of fear, meanwhile, has gripped the common people who, judging by Ghisingh's sullen mood, fear widespread violence before and after the election. And if that fear persists, political analysts here say the polling itself might be marred by a low turnout in the face of violence and counter-violence.

# *Ghisingh's remarks draw flak*

**Amitava Banerjee**
*Darjeeling, January 11*

THE OPPOSITION on Tuesday organised a post mortem of Monday's public meeting organised by the GNLF. Opposition leaders deemed Ghisingh's threat of giving up the DGHC and renewing the Gorkhaland agitation as mere pressure tactics and his speech "the last efforts of a panicky Ghisingh".

"Figures speak for themselves, and Ghisingh knows the facts and figures and is panicking. In his 16 years of rule, he has eroded his base and now that the Opposition is united, he knows that his chances in this election are weak. He is therefore trying to avoid these elections by citing baseless reasons," said D.S. Bomzan, of the Communist Party of Revolutionary Marxists (CPRM).

Bomzan said that in the first DGHC elections, the GNLF had secured 92 per cent of the votes, in the second this came down to 56 per cent, while in the third it sharply dipped to 48 per cent. "Although the Opposition secured 52 per cent of the votes, it could not form the board, as it was not united. This time, however, the scenario has changed, as the Opposition is united," said Bomzan.

Bomzan alleged that the GNLF chief was merely shedding crocodile tears for his assassinated councillors just to evade the elections.

"His reason for not holding the DGHC's General Council meetings due to security reasons is also a farce. ...Ghisingh just dreamed up the international spy agency that he keeps harping about," said Bomzan. He added that both Ghisingh and the state government knew well enough that Ghisingh without the Council was like a fish out of water, and that under no condition would he give up the Council. "Now, the duty of holding free and fair elections rests on the shoulders of the state government, and they should not give in to Ghisingh's pressure tactics," said Bomzan.

All India Gorkha League president Madan Tamang said: "He does not want elections because his house is not in order." He also said that it was now up to the state to organise fair elections. Incidentally, the Peoples' Democratic Front (PDF) — the united opposition forum — will hold a public meeting next week.

# Mamata joins NRI students' cause

STATESMAN NEWS SERVICE

KOLKATA, Jan. 8. — After receiving words of solace from the BJP president, Mr LK Advani in New Delhi yesterday, the agitating NRI-sponsored students today welcomed the Trinamul supremo, Miss Mamata Banerjee who pitched in to help save their careers, thus adding another political colour to the medical seat fiasco in the state.

That the movement had now turned against the state became evident on Tuesday, when soon after the Supreme Court had passed the latest order sealing their fate, the students told the chief minister that they had erred by retaining faith in the state government. Now, realising that the chief minister can do little to save their careers, in spite of declaring in December that "these students are our responsibility", the agitators have turned the tables on him and are looking to Miss Banerjee and the NDA to bail them out.

The Trinamul leader showed her willingness to go for a brief visit to IPGMER this evening, where the ousted NRI-sponsored candidates are continuing their relay hunger-strike.

*Miss Mamata Banerjee speaks to NRI-sponsored students at SSKM Hospital on Saturday evening. — SNS*

Miss Banerjee said that she will meet the Prime Minister when he visits the city next week, to find a solution to the problem. Dr Sudipto Roy, IMA state president, who was with the Trinamul leader, also promised to join the legal battle in favour of the NRI-sponsored students.

"The state should have asked their friendly Union government to bring about a special Ordinance to place these children in new medical seats. The Centre may also appeal to the Supreme Court on behalf of the students," Miss Banerjee said. She lambasted the state government for jeopardising the lives and careers of 69 students "It is the fault of the state government. But the students are paying the price. Following precedence of states like Karnataka , special seats can be created in other medical colleges in the state to accommodate the victims. The IMA will see that the MCI gives its nod," she added that her party is still against the quota system in education.

But, inspite of this stand, she was taking up cudgels on the students' behalf on "humanitarian grounds" specially since they had attended classes for five months before being asked to vacate by the Supreme Court.

THE STATESMAN
9 JAN 2005

'ALL FORCE TO EVACUATE SETTLERS'

# Sharon firm on Gaza withdrawal

Associated Press

JERUSALEM/GAZA CITY, Jan. 5. — Prime Minister Mr Ariel Sharon today informed his opponents that he would go ahead with his plan to withdraw from the Gaza Strip. He said Israel will use "all our might" to prevent Jewish settlers from thwarting the evacuation.

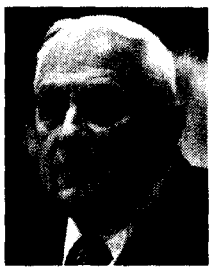

Mr Sharon

Elsewhere, an armed Palestinian was killed in an exchange of gunfire at an Israel-Gaza checkpoint from where Palestinians were on their way to Mecca for Haj, Palestinian security sources said while Palestinian militants fired two-homemade rockets into southern Israel, wounding 12 people.

Speaking to soldiers, Mr Sharon said he was disturbed by the violent scenes of Jewish settlers resisting evacuation from an illegal settler outpost in the West Bank this week.

"We will act with all our might against those who raise their hand against security personnel," he said.

Jewish settlers have threatened to prevent the dismantling of settlements and army installations in the Gaza Strip. They have been campaigning against the withdrawal in recent months. As part of Mr Sharon's "disengagement plan," 8,800 Jewish settlers are to be removed from the Gaza Strip and four settlements in the West Bank.

Palestinian security officials said the exchange of fire took place at the Erez checkpoint just as Palestinians were about to cross the border. Following the incident, some 400 pilgrims remained stranded since midmorning. The military said the exchange of fire was prompted by a Palestinian throwing grenades at an Israeli army officer, who retaliated by killing him. Three Palestinian police officers were wounded. The checkpoint at Erez became the main crossing after the Rafah checkpoint was closed after last month's violence.

## Kidnap claim

JERUSALEM, Jan. 5. — An unknown group calling itself "The Free People of the Galilee" today claimed that it had abducted an Israeli-American woman. It also demanded that Israel release 1,000 Palestinian prisoners in exchange for information about her whereabouts. The group, through a leaflet and a spokesman, said it had kidnapped US-born Ms Dana Bennet, who was 18 at the time of her disappearance in the summer of 2003. The leaflet, however, contained no proof that the group was involved in the kidnapping or knew about Ms Bennet's whereabouts. — AP

6 JAN 2005

SUBHANKAR CHAKRABORTY/HT

An ousted NRI quota student and a guardian at Writers' Buildings on Tuesday.

# Court ends ousted students' dream

## New demand: 'Help us get readmitted to courses we gave up'

**HT Correspondents**
*New Delhi/Kolkata, January 4*

MANY OF the ousted medical students today began looking for ways to cut their losses after the Supreme Court refused to revise its earlier order scaling down the NRI quota MBBS seats in Bengal from 105 to 30.

These students now want to return to the engineering, dental and other courses which they had given up in the hope of doing MBBS at the SSKM and Midnapore medical colleges.

"We have lost money, time and all faith in the government. After this shameful goof, it is the state government's duty to see that we can go back to our original colleges and resume studies," said a student who had left a course in electronics engineering to study MBBS.

Another student, who had left halfway through a course in dentistry, said, "This is the least this inept government can do for us. Else, we will continue our agitation."

A senior official of the state medical education services said, "The students' grievance is just. The government should do everything to get them readmitted to their earlier colleges."

The students' anger boiled over today at Writers' Buildings where five of them, accompanied by their parents, met chief minister Buddhadeb Bhattacharjee. After about 10 minutes, Srijita, Mousumi and Debarati walked out of the chief minister's room, saying they no longer needed any assurance from him.

During the meeting, the students asked Bhattacharjee if he could request the Centre to convince the MCI into accommodating the 69 ousted students in the state's nine medical colleges by increasing seats.

"The CM refused point blank, saying such a thing was not possible. He also told us that there was little the government could do for us. All he promised was that the state would go to a higher Bench," a girl said, crying inconsolably.

"It was stupid of us to believe his assurances when he visited us at SSKM," another student said.

"We made a big mistake by trusting the government," agreed Soumyojit, one of the five who met Bhattacharjee.

Pressed afterwards for comments, Bhattacharjee said, "The case is pending in the Supreme Court. How can I make assurances?"

In the afternoon, some aggrieved students started a fast-unto-death in front of the SSKM superintendent's office. "I don't know what's in store for us," said Anshuman Bose. "It's time the government did something meaningful for us."

THE HINDUSTAN TIMES

5 JAN 2005

# Medical quota last appeal spiked

A STAFF REPORTER

**Calcutta, Jan. 4:** The Supreme Court today rejected the combined appeal of the Bengal government and 69 students to reconsider its order cancelling their admission to the MBBS course for paying enhanced fees under the NRI quota last year.

The division bench of Justices Y.K. Sabharwal and P. Noalkar rejected the students' plea — to which the government was a party — for a modification of its earlier orders so that they could be inducted into other state-run medical colleges in Bengal, in addition to SSKM in Calcutta and Midnapur Medical College.

However, the judges observed that the students could appear for this year's joint entrance exam without prejudice to their rights in the pending civil appeals. The bench also offered them scope to raise their plea during the final hearing of the appeal, scheduled for the month-end or early February.

Around 4.30 pm, a dozen students and their parents reached Writers' Buildings to meet chief minister Buddhadeb Bhattacharjee. At the meeting, three girls broke down. "We will fast unto death if nothing is done for us," the students said and urged him to take up their case before a larger bench.

Bhattacharjee later asked: "What assurance can I give when the case is in court?"

The government said that having complied with the court's previous orders — of admitting students from the JEE list by removing the 69 — it should be allowed to induct the quota students into other colleges. **(Picture in Metro)**

THE TELEGRAPH 5 JAN 2005